Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতি : বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর একটি প্রায়োগিক সমীক্ষা

(The Method of Teaching the Meaning of Al-Quran : An Empirical Study on Bengali Speaking People)

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

গবেষক
মুহাম্মাদ মহসিন
রেজি: নং- ১১৫/২০১৬-২০১৭
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোহাম্মদ ইউছুফ
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

জানুয়ারী, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ-এর অধীনে এম.ফিল গবেষক মুহাম্মাদ মহসিন (রেজিঃ নং- ১১৫/২০১৬-২০১৭, শিক্ষাবর্ষ ২০১৬/২০১৭) কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **"আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতি : বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর একটি প্রায়োগিক সমীক্ষা" (The Method of teaching the Meaning of Al-Quran : An Empirical Study On Bengali Speaking People)** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। এটি তথ্যবহুল ও একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

(প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তারিখ :

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতি : বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর একটি প্রায়োগিক সমীক্ষা" (The Method of teaching the Meaning of Al-Quran : An Empirical Study On Bengali Speaking People)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম।

গবেষক

(মুহাম্মাদ মহসিন)
রেজিঃ নং- ১১৫/২০১৬-২০১৭
শিক্ষাবর্ষ-২০১৬/২০১৭
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

অনু.	:	অনুবাদ
ই.ফা.বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	:	খণ্ড
খ্রি.	:	খ্রিস্টাব্দ
জ.	:	জন্ম
ড.	:	ডক্টর
তা.বি	:	তারিখ বিহীন
তাং	:	তারিখ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
মৃ.	:	মৃত্যু
সং	:	সংস্করণ
সম্পা:	:	সম্পাদনা/সম্পাদিত
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হি.	:	হিজরি সাল
বাং.	:	বাংলা সন
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু আনহু
রহ.	:	রহমাতুল্লাহি আলাইহি

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা
(আরবী বর্ণসমূহের বাংলায় প্রতিবর্ণায়ন)

বাংলা ভাষায় আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়নে অভিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে বহুল প্রচলিত আরবী শব্দসমূহের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতির হুবহু অনুসরণ হয়নি। এছাড়া যেসব আরবী শব্দ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশ হিসেবে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর বানানে প্রচলিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
ا	’ (ঊর্ধ্ব কমা) অ	ز	য	ق	ক/ক্ব
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ/স	ل	ল
ث	ছ/স	ص	ছ/স	م	ম
ج	জ	ض	দ, দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত, ত্ব	و	ও/ব
خ	খ	ظ	জ/য	ـة / ه	ত/হ
د	দ	ع	‘ (উল্টা কমা)	ء	’(ঊর্ধ্ব কমা) অ
ذ	জ/য	غ	গ	ى	ই/য়
ر	র	ف	ফ	ي	ইয়ে/য়ে

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা পরম করুণাময় মহান আল্লাহর জন্য, যিনি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। আর দুরুদ ও সালাম যুগ-যুগান্তরের স্মরণীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, মানবতার মুক্তির দূত, সমাজ পরিবর্তনের সফল দিশারি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি। আর মনের গহিন থেকে উৎসারিত ভালোবাসা প্রকাশ করছি সাহাবিগণের প্রতি। যারা ক্লান্তিহীন ত্যাগ-তিতীক্ষা ও নিরলস প্রচেষ্টায় ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত করেছেন।

কুরআন বরাবরই আমার ভালোবাসার সবটা জুড়ে আছে। ছোটবেলা থেকেই আব্বা আমাকে কুরআনের প্রতি উৎসাহ জোগাতেন। যেদিন তিনি ‘‘রাব্বি যিদনী এলমা’’ পড়িয়ে মাদরাসায় পাঠিয়েছেন, কুরআন শেখার সেটিই ছিলো শুরু। আব্বার দোয়া ও ভালোবাসা এবং পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় আমি মাত্র ১১ বছর বয়সেই কুরআনের হাফিজ হতে সক্ষম হই, আলহামদুলিল্লাহ্। হিফজ সম্পন্ন করার পর কুরআনের অনুবাদ পড়ার সৌভাগ্য হয়। সেটি ছিলো সিলেবাসের জন্য পড়া বা পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পড়া। কিন্তু যখন বুঝতে পারি যে, কুরআন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ও হিদায়াতের জন্য এসেছে; এসেছে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান দিতে। তখন থেকেই আমার উপলব্ধিতে আসে যে, সবাইকে কুরআনের মর্ম ও অর্থ বুঝতে হবে; পড়তে হবে কুরআনের অনুবাদ। কিন্তু কুরআনপ্রেমী একজন ভাইয়ের সাথে দেখা হওয়ার পর বুঝতে পারি যে, কুরআনের অনুবাদ পড়া আর কুরআন বোঝা এক জিনিস নয়। তখন থেকেই কুরআনের অর্থ বোঝার বিষয়ে একটা টান অনুভব করি। এরপর ২০১৪ সালে প্রথমবারের মত আব্বার এক বন্ধু যিনি ঢাকার তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ‘‘গ্লাস এন্ড সিরামিকস’’ ইন্সটিটিউটে ইন্সট্রাকটর হিসেবে কাজ করতেন, তাঁর আগ্রহে বনানীতে কিছু ভাইকে কুরআনের আরবী ভাষা বা কুরআনিক আরবী গ্রামার শেখানো শুরু করি। এই ছিলো আমার যাত্রা শুরুর গল্প। তখন অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র মাত্র আমি।

এরপর ২০১৬ সালে এম.এ রেজাল্টের পরপরই আমার তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ স্যারের উৎসাহ ও দিক-নির্দেশনা নিয়ে কুরআনিক আরবী গ্রামার বিষয়ে এম.ফিলের কাজ শুরু করি। তাঁর শত ব্যস্ততা ও বিভাগীয় বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়েও তিনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এজন্য তার প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁকে জাযা খায়ের দান করুন। আমীন।

আর যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব সর্বসময় আমার থিসিসের খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর আরবী বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. মো. আবদুল কাদির।

আর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, রহিম মেটাল জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকার সাবেক পেশ ইমাম আমার পিতা হাফিজ এহসান উল্লাহকে, যিনি বার্ধক্যে এসেও আমাকে বি.এ, এম.এ ও এম.ফিল চলাকালে রান্না করে খাইয়েছেন। আমার মায়ের দোয়া আমার কাজগুলোকে পরিপূর্ণতাদানে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। আমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু তাঁদের কাছে ঋণী। তাঁদের দোয়া আমার জীবন পথের পাথেয়। আমাকে বিশেষভাবে প্রেরণা জুগিয়েছেন আমার বড় ভাই; ফটিকছড়ি জামেউল উলূম কামিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক ফাজলুল্লাহ হাসান। প্রায়শই আমাকে দ্রুত থিসিসের কাজ সম্পন্ন করতে তাগাদা দিয়েছেন আমার মেঝো ভাই; সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র ফেনীর জেলা কর্মকর্তা আবুল হোসাইন মোহাম্মাদ উল্লাহ। আল্লাহ তাদেরকেও জাযা খায়ের দান করুন।

আর যার কথা মোটেও ভুলবার নয়, যিনি আমাকে থিসিস রচনায় বারবার তাগিদ দিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তিনি হচ্ছেন-আমার স্ত্রী আয়েশা বিনতে জহির নিশাত। তাঁর বিভিন্ন রকমের ত্যাগস্বীকার আমার কাজকে সহজ করেছে।

গবেষণাকর্মের তথ্য, তত্ত্ব-উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতায় আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা আদায় করছি প্রফেশনাল

Dhaka University Institutional Repository

প্রুফ রিডার মাকামে মাহমুদ ভাইয়ের প্রতি যিনি পুরো থিসিসের প্রুফ দেখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্ট কাজে আরবী বিভাগের কর্মকর্তা হুমায়ুন ভাই আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। বিভাগের ছোট ভাই ইমরান মাহমুদ, বন্ধু হাফিজুর রহমান, নবীন লেখক আহনাফ তাহমীদ ও আমার উস্তাজতুল্য ছাত্র হাফিজ মাওলানা উসামা বিন শামসুল হুদাকে বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য দিয়ে সহযোগিতার জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ। কোর্স মডিউলে ২৪ টি অধ্যায়ের প্রতিটির শুরুতে গল্পগুলোর থিম দিয়ে সহযোগিতা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে ছোট বোন খাদিজা বিনতে জহির সুমাইয়া। তাঁর ইহকালীন ও পরকালীন সুখ কামনা করছি। আরবী ভাষা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর আমার জরিপের কাজে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন আমার ছাত্র, একাডেমী অফ কুরআন স্টাডিজের ইন্সট্রাক্টর হাফিজ মাওলানা সাইফুল ইসলাম। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদেরকে অনেক বড় করুক। এ ছাড়াও আমার কোর্স মডিউলটির প্রায়োগিক সমীক্ষায় যারা অংশগ্রহণ করেছেন, সে সকল কুরআন প্রেমী ভাই-বোনকে আল্লাহ কিয়ামত দিবসে কুরআনের উসিলায় মাফ করে দিক—সেই দোয়া করছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং আমার শ্রম সার্থক করেন—এ কামনায় শেষ করছি।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য দিয়েছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে সকল কাজ করার জন্য একটি পরিপূর্ণ গাইডবুক। শত সহস্র দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ সা.-এর ওপর, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য শান্তির দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা কালেই মহান আল্লাহ তাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য এমন একটি পরিপূর্ণ কিতাব পাঠানোর মহাপরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, যার আলোকে মানবকুল তাদের ইহ ও পরকালীন জীবনকে সুসজ্জিত করবে। সেই পরিপূর্ণ গাইড বইটিই হলো আল-কুরআন। এই কুরআন এমনই একটি গ্রন্থ যাতে মানবজীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র এমন কোনো বিষয় নেই, যা এতে উল্লেখ করা হয়নি; একজন মানুষের প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠা শুরু করে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত সকল কাজের সঠিক পথ ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে কুরআনে।

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মহানবী (সা.)-এর ওপর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রথম যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিলো তা হলো "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" অর্থাৎ "পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" ঈমান আনা ও সালাত আদায় করা তথা ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের অবতারণা না করে কেন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন প্রথমেই পড়ার বা জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দিলো তা নিঃসন্দেহে ভেবে দেখার বিষয়। একটু ভেবে দেখলেই এ কথা পরিষ্কার হয় যে, ইহলৌকিক জীবন সঠিক পথে পরিচালনা ও পারলৌকিক জীবনের সফলতার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন জ্ঞান। এ কারণেই আল-কুরআন প্রথমেই জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং জ্ঞান আহরণ মুমিনের প্রথম ও প্রধান কাজ। আর যেহেতু আল-কুরআন সকল জ্ঞানের আধার, জীব ও জীবনের সকল মৌলিক বিষয় আল-কুরআনে নিহিত, সেহেতু মুমিনদেরকে সর্বপ্রথম আল-কুরআনের জ্ঞান আহরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম। এ জীবনবিধানের সকল মূলনীতি আল-কুরআনে নিহিত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আর তোমার ওপর যে কিতাব (কুরআন) নাজিল করা হয়েছে তাতে রয়েছে সকল বিষয়ের বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্যে সুসংবাদ। (সূরা নাহল: ৮৯)। অথচ ইসলামী জীবন বিধানের মূল উৎস কুরআন সম্পর্কে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মুসলিমই অজ্ঞ।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ দেশের মুসলিমদের আল-কুরআন দেখে শুদ্ধ করে পড়ার প্রতি গুরুত্ব থাকলেও ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক উৎস আল-কুরআন বোঝার ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিমই উদাসীন। আল-কুরআন না বুঝে শুধুমাত্র তিলাওয়াত করে নেকী অর্জন করাই সবার কাছে অধিক প্রিয়। আমরা জানি, আল-কুরআন নাজিল হওয়ার পর একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতি আলোকিত জাতিতে পরিণত হয়েছিলো। মানবতার সকল সমস্যার সমাধান হয়েছিলো। এর মূল কারণ তারা আল-কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে তা জীবনের সকল পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। যদি আল-কুরআন না বুঝে কেবল শুদ্ধ উচ্চারণে পঠন-পাঠন করতেন, তাহলে একটি অন্ধকার সমাজের এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হতো না—এ কথা খুব স্বাভাবিকভাবে বোধগম্য হয়।

আল-কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। নাজিল হয়েছে আরবী ভাষায়। এর শব্দবিন্যাস, ছন্দ, সৌন্দর্য, ব্যঞ্জনা, অন্তর্নিহিত শক্তি ও গভীরতা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। আল-কুরআন যেহেতু দল,মত, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের হিদায়াতের জন্যেই নাজিল হয়েছে। তাই সমগ্র মানবজাতির জন্য আল-কুরআনকে সহজ করা হয়েছে, যাতে মানুষ সহজে এর অন্তর্নিহিত মর্মবাণী বুঝতে পারে ও একে জীবনে ধারণ করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য, অতএব, আছে কি কোনো গবেষক?" (সূরা ক্বমার: ১৭,২২,৩২ ও ৪০)। কুরআন অনুধাবন করা যে সহজ এই কথাটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা চার আয়াতে একই কথা বারবার বলেছেন। সুতরাং

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা যেখানে কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন পড়ার জন্য, অনুধাবনের জন্য, গবেষণার জন্য; বুকে ধারণ করে আলোকিত জীবন গড়ার জন্য, সেখানে কুরআন অনুধাবন করা সহজ নয়—এ কথা নিতান্তই অবান্তর।

স্পষ্টত অনুভব করা যায় যে, চৌদ্দশ বছর আগে অধঃপতিত জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলো এই আল-কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন ও তা অনুসরণ করেই নিজেদেরকে পৃথিবীর সেরা মানুষে রূপান্তরিত করেছিলো। নেতৃত্ব দিয়েছিলো বিশ্বমানবতার। তাহলে আমরা কেন আজ আল-কুরআন না বুঝে শুধুমাত্র তিলাওয়াত করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করছি? আল-কুরআন এসেছে অনুধাবনের জন্য; মানুষের চিন্তা ও গবেষণার নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সূরা ছোয়াদের ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন—“হে মুহাম্মদ! এই কিতাব (আল-কুরআন) যা তোমার ওপর নাজিল করেছি তা একটি বরকতময় কিতাব। মানুষ যেন এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে।”

এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, আজ থেকে পাঁচ থেকে সাতশত বছর পূর্বে মুসলিম জাতি জীবনের সকল দিকে পৃথিবীর অন্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলো। অথচ আজ তারা জীবনের সকল দিকে পৃথিবীর অন্য সকল জাতির চেয়ে অবিশ্বাস্যভাবে পিছিয়ে পড়েছে। কারো পক্ষে এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। অর্থাৎ মুসলিম জাতি আজ চরমভাবে অধঃপতিত। এর কারণ হলো বর্তমানে আমরা আল-কুরআনের মর্মার্থ বোঝার বিষয়ে চরম দুর্দিনে বাস করছি। কুরআন কেউ পড়ছে না, সমসাময়িক সমস্যার সমাধান কেউ আল-কুরআন থেকে বোঝার চেষ্টা করছে না। তাই এখনই উদ্যোগী না হলে অদূর ভবিষ্যতে কুরআন পড়া ও তরজমা কেবল গ্রন্থেই সীমিত থাকবে। কেউ কুরআন বুঝে পড়াকে গুরুত্ব দেবে না। তাফসির, বিশ্লেষণ ও গবেষণা তো সুদূরপরাহত।

এজন্য সমাজের সকল মানুষকে আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। সবার মাঝে আল-কুরআনের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। পাশাপাশি আল-কুরআনের অর্থ বোঝার জন্য সহজ ও স্বল্পসময় সাপেক্ষ এমন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জাতির সামনে উপস্থাপন করতে হবে, যার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী সবাই আল-কুরআন বুঝতে উদ্বুদ্ধ হবে এবং সহজেই আল-কুরআনের মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হবে।

সমাজে আল্লাহ সচেতন এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা সরাসরি কুরআন পড়ে বুঝতে চান; কুরআনকে সরাসরি বুঝে বুকে ধারণ করতে চান; কুরআনের আলোয় আলোকিত হয়ে জীবন গড়তে চান। বাংলাদেশে আমাদের জানামতে এখনো পর্যন্ত জনসাধারণের উপযোগী এমন কোনো পদ্ধতি বা সিলেবাস প্রণীত হয়নি যার মাধ্যমে সহজেই আল-কুরআনের জ্ঞান পিপাসু মানুষ নিজে নিজে আল-কুরআন পড়ে বুঝতে পারেন। বিভিন্ন ভাষা (আরবী ও ইংরেজী) থেকে অনূদিত যে দুয়েকটি পদ্ধতি কোথাও কোথাও চালু আছে তাও দুর্বোধ্য। যেহেতু পদ্ধতিগুলো বাংলাদেশের জনসাধারণের কথা বিবেচনায় রেখে সাজানো হয়নি তাই তা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য কঠিনও বটে।

তাই আমরা আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও সিলেবাসের ওপর জরিপ কার্য পরিচালনা করে পরিকল্পিতভাবে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অত্যন্ত সহজ সরল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বল্পসময়ে আল-কুরআনের অর্থ শব্দে শব্দে বোঝার জন্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি ও সিলেবাসের রূপরেখার একটি প্রস্তাবনা পেশ করতে চাই, যার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ অল্প সময়ে নিজে নিজে পড়ে কুরআন বুঝতে পারবেন। এটি অনেকটা কঠিন কাজ হলেও আমরা আমাদের সর্বোচ্চ প্রয়াস চালাবো। দৈনন্দিন জীবনে সালাতে পঠিতব্য বিভিন্ন সূরা ও দোয়ার অর্থ অনুধাবনের মধ্য দিয়ে মুসলিমরা সালাত আদায়ে সালাতের প্রকৃত স্বাদ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এমন একটি কোর্স মডিউলের প্রস্তাবনা পেশ করা হবে। এটি বাস্তবায়ন সম্ভব হলে দৈনন্দিন জীবনে সালাতে পঠিতব্য বিভিন্ন সূরা ও দোয়ার অর্থ অনুধাবনের মধ্য দিয়ে মুসলিমরা সালাত আদায়ে সালাতের প্রকৃত স্বাদ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে আজ হানাহানি, হিংসা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দারিদ্র্য, স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিদ্বেষ আর অশান্তির ছড়াছড়ি। সমাজের সবাই শান্তি চায়। আর আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে সকলের জন্য আল-কুরআনের অর্থ বোঝা জরুরি। তবেই কেবল দূর হবে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার। আবার আসবে শান্তি। আল-কুরআনের আলোয় হাসবে সমাজ। মানবতার পূর্ব দিগন্তে উদিত হবে সুহাসিনী প্রভাতের সুহাস্য সূর্য। মিলবে ইহ ও পরকালীন মুক্তি।

আমরা মনে করি , আল-কুরআনের অর্থ বোঝার জন্য সারা পৃথিবীতে প্রচলিত কোর্সগুলোর ওপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। এতে করে আল-কুরআনের অর্থ বোঝার জন্য সারা পৃথিবীতে প্রচলিত কোর্সগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ খুঁজে বের করা এবং সেগুলোর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা ও কিছু প্রস্তাবনা পেশ করা সম্ভব হবে। এর পাশাপাশি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আল-কুরআনের অর্থ বোঝার সমস্যাবলি চিহ্নিত করা দরকার। এর মাধ্যমে আল-কুরআনের অর্থ বোঝার জন্য সহজ সরলভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একটি পরীক্ষামূলক সিলেবাস প্রণয়ন করা সম্ভব; যার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ সহজে আল-কুরআনের অর্থ বুঝতে পারবে ও দৈনন্দিন জীবনে সালাতে তারা পরিতৃপ্তি লাভ করবে।
আল-কুরআনের অর্থ না বোঝা, আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জন না করা ও আল-কুরআনকে ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ কঠিন জবাবদিহিতার ব্যাবস্থা রেখেছেন। ইরশাদ হচ্ছে—"সে বলবে: হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ বলবেন- এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিলো, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাবো (সূরা ত্বাহাঃ ১২৫-১২৬)।" যারা আল-কুরআনকে না বুঝে মন্ত্রের মতো শুধু মুখস্থ করে এবং আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জন না করে কিয়ামত দিবসে হাজির হবে তাদের বিরুদ্ধে মহানবী (সা.) আল্লাহর দরবারে নালিশ করবেন। ইরশাদ হচ্ছে- "রাসূল বললেনঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে (সূরা ফুরকানঃ ৩০)।" এই কুরআন যারা বুঝবে না তাদেরকে অন্ধ বলে অভিহিত করে সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হচ্ছে- "যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত। আর আল-কুরআন কোনো মন্ত্রগ্রন্থ নয়, এটি বোঝার বিষয়।"

সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আল-কুরআনের অর্থ বোঝার গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না। পৃথিবীর সকল গ্রন্থ আমরা বুঝেই পড়ি। অথচ অতি আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আমাদের জীবনবিধানকে আমরা না বুঝেই আজীবন পড়ে যাচ্ছি। যে জীবনবিধানকে বুঝে জীবন পরিচালনা করার কথা ছিলো তাকে আজ আমরা মন্ত্র বানিয়ে ফেলেছি। শুধুমাত্র আল-কুরআনের অর্থ না বোঝার কারণে মানুষ সালাতে অমনোযোগী হয় আর জুমার খুতবার সময় ঝিমায়। তাই আল-কুরআনের অর্থ বোঝার বিষয়ে উম্মাহকে আজ নতুন করে ভাবতে হবে। সুতরাং এই বিষয়ে গবেষণা অত্যধিক গুরুত্ব বহন করে।

এ অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস করে প্রত্যেক অধ্যায়ে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম হলো "আল-কুরআন"। এতে কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কুরআনের অলৌকিকতা, কুরআন নাজিলের কারণ, প্রেক্ষাপট, স্থান, সময়, তাৎপর্য ও পদ্ধতি, কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও আরবী ভাষায় কুরআনের প্রভাব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম হলো "মাতৃভাষায় কুরআনের অর্থ অনুধাবন"। এতে মাতৃভাষায় কুরআনের অর্থ বোঝার যৌক্তিকতা এবং বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আল-কুরআনের অর্থ বোঝার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি কুরআনের মূল টেক্সট পড়ে কুরআনের অর্থ বোঝার গুরুত্ব, অনূদিত

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন পড়ে অর্থ অনুধাবন ও মূল কুরআন পড়ে অর্থ অনুধাবনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিষয়ে উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে। এরপর বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে কুরআনের অনুবাদে বিভ্রাট ও এর সমাধান বিষয়ে কথা বলা হয়েছে, যা একজন পাঠকের মনেও খোরাক জোগাবে। এরপর বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে সবশেষে কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই যে আল্লাহর কালাম বা বাণী তা দলীল ও যুক্তির আলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম হলো "আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর মাঠ পর্যায়ে জরিপ ও ফলাফল"। এই অধ্যায়ে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও সিলেবাসের ওপর জরিপ পরিচালনা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মোট ১২ জন কোর্স শিক্ষকের ওপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার তথ্য ও ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। এরপর আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও সিলেবাসের ওপর জরিপের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এখানে মোট ৪৫ জন কোর্স শিক্ষার্থীর ওপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার তথ্য ও ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম হলো "আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির সমস্যা ও প্রস্তাবনা"। এই অধ্যায়ে প্রথমে বর্তমানে প্রচলিত আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতির বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা- বিশ্বব্যাপী প্রচলিত পাঁচ ধরনের কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কার্যক্রম, বাংলাদেশে এই ধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এই পদ্ধতিভুক্ত প্রচলিত কুরআনের অর্থ শিক্ষন ধারার পাঠ্যবইসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এরপর বিশ্বব্যাপী প্রচলিত পাঁচ ধরনের কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, সীমাবদ্ধতা এবং প্রস্তাবনা আলোচনা করা হয়েছে। এরপর উপস্থাপিত প্রস্তাবনার আলোকে গবেষণার মাধ্যমে কোর্স তৈরির ফলাফল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও পেশাজীবীদের আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ এবং আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষালয় নিয়ে কথা বলা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : এ অধ্যায়ের নাম হলো "জরিপের ফলাফলের আলোকে নতুন একটি পদ্ধতি ও কোর্স উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা, প্রস্তাবিত নতুন কোর্স মডিউলের অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং 'গল্পে গল্পে ২৪ ঘণ্টায় আল-কুরআনের অর্থ শিখি কোর্স' মডিউল"। এই অধ্যায়ে প্রথমে জরিপের ফলাফলের আলোকে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কুরআনের অর্থ শিক্ষণের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলক অধ্যায়ভিত্তিক নতুন একটি পদ্ধতি ও কোর্স উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এরপর প্রস্তাবিত নতুন কোর্স মডিউলের পরিচয় ও অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্তারিত কথা বলা হয়েছে। সবশেষে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের চূড়ান্ত সিলেবাস বা কোর্স মডিউল-"গল্পে গল্পে ২৪ ঘণ্টায় আল-কুরআনের অর্থ শিখি কোর্স" উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় : আল-কুরআন	**১-৪৭**
প্রথম পরিচ্ছেদ : কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআনের অলৌকিকতা	১৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন নাজিলের কারণ, প্রেক্ষাপট, স্থান, সময়, তাৎপর্য ও পদ্ধতি	২২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও আরবী ভাষায় কুরআনের প্রভাব।	৩৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : মাতৃভাষায় কুরআনের অর্থ অনুধাবন	**৪৮-৬৩**
১ম পরিচ্ছেদ : কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহর কালাম বা বাণী।	৪৯
২য় পরিচ্ছেদ : মাতৃভাষায় কুরআনের অর্থ বোঝার যৌক্তিকতা এবং বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আল-কুরআনের অর্থ বোঝার গুরুত্ব।	৫২
৩য় পরিচ্ছেদ : অনূদিত কুরআন পড়ে অর্থ অনুধাবন ও মূল কুরআন পড়ে অর্থ অনুধাবনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।	৫৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।	৫৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কুরআনের অনুবাদে বিভ্রাট ও এর সমাধান।	৬২
তৃতীয় অধ্যায় : আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর মাঠ পর্যায়ে জরিপ ও ফলাফল।	**৬৪-৮৬**
১ম পরিচ্ছেদ : আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও সিলেবাসের ওপর জরিপ- ১১ জন কোর্স শিক্ষকের ওপর জরিপ কার্যক্রম ও ফলাফল।	৬৫
২য় পরিচ্ছেদ : আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও সিলেবাসের ওপর জরিপ- ২৫ জন কোর্স শিক্ষার্থীর ওপর জরিপ কার্যক্রম ও ফলাফল।	৭৬
চতুর্থ অধ্যায় : আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির সমস্যা ও প্রস্তাবনা।	**৮৭-১০৩**
১ম পরিচ্ছেদ : বর্তমানে প্রচলিত আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতির বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা- বিশ্বব্যাপী প্রচলিত পাঁচ ধরণের কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কার্যক্রম, বাংলাদেশে এই ধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এই পদ্ধতিভুক্ত প্রচলিত কুরআনের অর্থ শিক্ষণ ধারার পাঠ্যবইসমূহ।	৮৮
২য় পরিচ্ছেদ : (Review of Literature): বিশ্বব্যাপী প্রচলিত পাঁচ ধরনের কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, সীমাবদ্ধতা এবং প্রস্তাবনা।	৯৪
৩য় পরিচ্ছেদ : উপরোক্ত প্রস্তাবনার আলোকে গবেষণার মাধ্যমে কোর্স তৈরির ফলাফল।	৯৯
৪র্থ পরিচ্ছেদ : স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও পেশাজীবীদের আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ এবং আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষালয়।	১০১
পঞ্চম অধ্যায় : “গল্পে গল্পে ২৪ ঘণ্টায় আল-কুরআনের অর্থ শিখি কোর্স” মডিউল।	**১০৪-৩৩২**
১ম পরিচ্ছেদ : জরিপের ফলাফলের আলোকে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কুরআনের অর্থ শিক্ষণের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলক অধ্যায়ভিত্তিক নতুন একটি পদ্ধতি ও কোর্স উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা।	১০৫

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ : প্রস্তাবিত নতুন কোর্স মডিউলের পরিচয় ও অনন্য বৈশিষ্ট্য।	**১০৬**
৩য় পরিচ্ছেদ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের চূড়ান্ত সিলেবাস ও কোর্স মডিউল- **“গল্পে গল্পে ২৪ ঘণ্টায় আল-কুরআনের অর্থ শিখি কোর্স”**।	**১০৮**
উপসংহার	**৩৩৩**
গ্রন্থপঞ্জি	**৩৩৫**
পরিশিষ্ট	**৩৩৯**

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় : আল-কুরআন

প্রথম পরিচ্ছেদ : কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআনের অলৌকিকতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কুরআন নাজিলের কারণ, প্রেক্ষাপট, স্থান, সময়, তাৎপর্য ও পদ্ধতি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও আরবী ভাষায় কুরআনের প্রভাব।

Dhaka University Institutional Repository

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কুরআন বা কুরআন মাজিদ হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানব জাতির পথনির্দেশিকা হিসেবে নাজিলকৃত ঐশী কিতাব। কিতাব নাজিলের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর প্রয়োজন অনুপাতে সুদীর্ঘ সময় ধরে এটি নাজিল করা হয়। কুরআন বিশ্ব মানবতার প্রতি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো আসমানি গ্রন্থ নাজিল হবে না। এর আগে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য তাওরাত, যাবুর, ইনজিল নামক আরো বড় তিনটি আসমানি কিতাব এবং ১০০ খানা সহিফা বিভিন্ন নবী-রাসূলের ওপর নাজিল হয়েছিল। বর্তমানের তাওরাত, যাবুর ও ইনজিল মূল্যহীন অগ্রহণীয়। কুরআনই কিয়ামত পর্যন্ত গ্রহণীয়, অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়। একই সাথে এই কিতাবই মানব জাতিকে সঠিক পথনির্দেশ করবে।

ইরশাদ হচ্ছে—

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

"নিশ্চয়ই এ কুরআন বিশ্বজাহানের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।"[১]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন—

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ.

"আমি কিতাবখানিতে কোনো কিছু উল্লেখ করতে বাদ রাখিনি।"[২]

কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিখ্যাত অভিধান ও তাফসীর গ্রন্থগুলোতে "কুরআন" শব্দের আভিধানিক পরিচয় বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে—

প্রথমত : এটি একটি ইসমে আল'ম বা স্বতন্ত্র নাম যা কোনো শব্দ থেকে উদ্গত হয়নি। বা এটি কোনো শব্দ থেকে তৈরি হয়নি। এই শব্দটি বা নামটি আল্লাহ তায়ালার কালামে পাকের জন্য নির্ধারিত। যেমন : তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এগুলো অন্য কোনো শব্দ থেকে উদ্গত হয়নি। ঠিক তেমনি কুরআন শব্দটি বা নামটি আল্লাহ তায়ালার কালামে পাকের জন্য নির্ধারিত।

ইমাম শাফেয়ী, ইবনে কাসীরসহ কোনো কোনো আলেমের মতে—

---

১. আল-কুরআন, সূরা আশ-শুআরা : ১৯২

২. আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম : ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

اَلْقُرْآنُ اِسْمٌ وَلَيْسَ بِمَهْمُوْزٍ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْ قَرَأْتَ وَلٰكِنَّهُ اِسْمٌ لِكِتَابِ اللهِ ,مِثْلُ التَّوْرَاةِ والانجيل.

'কুরআন' হলো একটি সুনির্ধারিত নাম; ইসমে মুশতাক বা অনির্ধারিত নাম নয়, যা কোনো একটি শব্দ থেকে এসেছে। তাঁরা বলেন, এটি কালামুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নাম। যেমন : ইনজিল, তাওরাত, যাবুর বিশেষ কিতাবের নাম ছিল। অনুরূপভাবে সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থের নাম হলো কুরআন বা কুরআন মাজিদ।[৩] আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন—

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ .

"বরং এটি লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ কুরআন মাজিদ।"[৪]

দ্বিতীয়ত : এটি একটি ফেয়ে'লে মাহমুয বা হামযাযুক্ত ক্রিয়া থেকে উদ্‌গত হয়েছে। সেটি হলো : قَرَأَ অর্থ— সে পড়েছে, পাঠ করেছে, বুঝেছে, ভাবনা-চিন্তা করেছে বা অনুসরণ করেছে। এর আরেকটি অর্থ বলা হয়ে থাকে- إِقْرَأْ : تَحَمَّلْ বহন করো বা ধারণ করো।

وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: مَا قَرَأَتْ بِسَلًا قَطُّ . أَيْ لَمْ تَجْمَعْ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا.

"মহিলার ক্ষেত্রে বলা হয়- সে তার পেটে কখনো বাচ্চা ধারণ করেনি।"

কুরআন শব্দটি সংকলন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়—

لَيْسَ لِشِعْرِهِ قُرْآنٌ، أَيْ تَأْلِيفٌ .

'তার কবিতার কোনো সংকলন নেই।'

'লিসানুল আরব' অভিধানে বলা হয়েছে- আল-কুরআন (اَلْقُرْآنُ) শব্দটি (قَرْءٌ) 'কারউন' ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ—একত্র করা, সন্নিবেশ করা, জমা করা।[৫]

আল্লামা যারকানী বলেন- কুরআন শব্দটি قِرَاءَةٌ (কিরা-আতুন) ধাতু হতে এসেছে যার অর্থ অধ্যয়ন করা ও পাঠ করা।

তৃতীয়ত : এটি একটি গায়রে ফেয়ে'লে মাহমুয বা হামযামুক্ত ক্রিয়া থেকে উদ্‌গত হয়েছে। সেটি হলো : 'قَرَنَ' যার অর্থ হলো—সে মিলিয়েছে, একত্র করেছে। বলা হয়ে থাকে— قَرَنْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ আমি একটি জিনিসের সাথে আরেকটি জিনিসকে মিলিয়েছি।

---

[৩] জালালুদ্দিন সুয়ুতী, *আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন* (মিসর : আল-হাইয়াতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল কিতাব, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ১৯৪।

[৪] আল-কুরআন, সূরা বুরুজ : ২১-২২

[৫] ইবনে মনজুর, *লিসানুল আরব* (মিসর : দার সাদের, ১৯৯৩ খ্রি.), খণ্ড. ০১, পৃ. ১৩০।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম রাগেব ইসফাহানী (রহ.) বলেছেন—

'কুরআন'-এর অর্থ হলো একত্র করা, জমা করা। কোনো বিষয় অধ্যয়ন ও পাঠ করার জন্যে প্রচুর অক্ষর এবং শব্দসম্ভার একত্র করতে হয়; এই ন্যূনতম সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে 'কুরআন' শব্দটি অধ্যয়ন করা, পাঠ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ইমাম রাগিব ইস্‌ফাহানী 'কুরআন' শব্দের এ নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন—

إنما سمي القرآن قرآناً لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة.

"আসমানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে এ কিতাবকেই কুরআন বলা হয়েছে এ জন্য যে, আসলে এ কিতাবেই অন্যান্য সকল আসমানি কিতাবে বর্ণিত তথ্য ও বিষয়সমূহ একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। সে সকল গ্রন্থের শিক্ষা ও সারসংক্ষেপ এ পবিত্র গ্রন্থে আছে। মূলত বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে এ কিতাবে।"[৬]

অনেক আলেম বলেছেন, 'কুরআন' শব্দটির অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের পাঠ, পঠন ও তদানুযায়ী আমলকারীকে আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়। তাই কুরআনকে 'কুরআন' নামকরণ করা হয়েছে।

মোটকথা আল-কুরআন (اَلْقُرْاٰنُ) শব্দটি قَرْأً কিংবা قَرْنٌ শব্দ থেকে উৎপন্ন। قَرْأً (পড়া) শব্দ থেকে এলে قُرْاٰنُ শব্দের অর্থ হয় অধিক পঠিত। আর قَرْنٌ (মিলিত থাকা) শব্দ থেকে এলে قُرْاٰنُ শব্দের অর্থ হয় পরিপূর্ণভাবে মিলিত ও সংযুক্ত। যেহেতু কুরআন মাজিদ সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ এবং এর আয়াত অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে পরিপূর্ণ মিল রয়েছে, তাই এর নাম اَلْقُرْاٰنُ।

আল-কুরআনের সংজ্ঞায় আল্লামা নাসাফী (রহ.) বলেন—

الكتاب هو القرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة.

"মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যা মহানবী হযরত মুহাম্মাদের (সা.) ওপর অবতীর্ণ এবং যা গ্রন্থাকাওে লিপিবদ্ধ হয়েছে, আর তা রাসূল (সা.) থেকে ধারাবাহিকভাবে সন্দেহাতীত পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে।"[৭]

কেউ কেউ বলেছেন, "মহান আল্লাহ তায়ালা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার নাম আল-কুরআন।"[৮]

বিখ্যাত অভিধান আল-'মুজামুল ওয়াসীত' প্রণেতা বলেন—

[৬] ইমাম রাগিব ইস্‌ফাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফী গারিবিল কুরআন* (বৈরুত : দারুল কলম, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৬৬৯।
[৭] ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী, *আল-মানার ফি-উসূলিল ফিকহ* (ভারত : মাকতাবাতু আহমাদ, ১৯০৮ খ্রি.), পৃ. ২২।
[৮] আরবী ভাষা একাডেমী-ইবরাহীম মুসতাফা প্রমুখ, *আল-মুজামুল ওয়াসিত* (কায়রো : দার-আদ দাওয়াহ, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৭২২।

Dhaka University Institutional Repository

(القرآن) كَلَامُ اللهِ الْمنزل على رَسُوله مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمَكْتُوب فِي الْمَصَاحِف وَالْقِرَاءَة وَمِنْه فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {فَإِذا قرأناه فَاتبع قرآنه} قِرَاءَته.

"কুরআন হলো আল্লাহর কালাম যা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছিলো যা মুসহাফে লিখিতরূপে আছে। কুরআন এর শাব্দিক অর্থ হলো- قِرَائَةٌ বা পাঠ করা, তিলাওয়াত করা।"[৯] যেমন কুরআনে এসেছে—

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ.

অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।[১০]

কুরআন হলো আল্লাহর কালাম বা কথা যা তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যা সহীফাসমূহে লিপিবদ্ধ আছে।

এক কথায় কুরআনের পরিচয় দিতে গেলে বলা যায়—

কুরআন আল্লাহর নাজিলকৃত ঐ কিতাবকে বলা হয়, যা তিনি তাঁর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে দীর্ঘ তেইশ বছর ব্যাপী বিভিন্ন পর্যায় ও প্রয়োজন মোতাবেক অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছিলেন। ভাষা এবং ভাব—উভয় দিক থেকে কুরআন আল্লাহর কিতাব। অর্থাৎ কুরআনের ভাব বা অর্থ যেমন আল্লাহর তেমনি তাঁর ভাষাও আল্লাহর।

এ মহাগ্রন্থ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাজিল করা হয়েছে যা মুমিনদের জন্য সর্বোত্তম নিয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন—

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.

"আমি আপনার নিকট কিতাবটি নাজিল করেছি, এটি এমন যে তা সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, আর এটি হিদায়াত, রহমত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ।"[১১]

আল-কুরআনের বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে সত্য। এতে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআনেই খুঁজে পাওয়া যায় কুরআনের পরিচয়। কুরআনের পরিচয় দিতে গিয়ে বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে—

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.

"এ সেই কিতাব যাতে কোনোই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকীদের জন্য। [১২]

---

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৪।

[১০] আল-কুরআন, সূরা কিয়ামাহ : ১৮

[১১] আল-কুরআন, সূরা আন নাহল : ৮৯

[১২] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ০২

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের আরেকটি পরিচয় হলো— এটি এমনই একটি কিতাব যাতে নাজিল হওয়ার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন হবে না বা একে কেউ বিকৃত করতেও পারবেনা। এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন। এ বিষয়টি জানাতে ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

"নিশ্চয় আমরা জিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর হিফাজতকারী।"[১৩]

কুরআন বলছে— এটি পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময় এক আল্লাহর পক্ষ হতে নাজিল করা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে—

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.

"কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।"[১৪]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, এটি এমন এক মহান কিতাব, যা সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেটি নাজিল হওয়ার আগে জানতেন না, ইরশাদ হচ্ছে—

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ.

"আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনি বর্ণনা করেছি, তাই তো আমি এ কুরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।[১৫]

কুরআন নিজেই নিজের পরিচয় দিচ্ছে এইভাবে যে, এই কুরআন মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও ভালো মানুষদের জন্য সুসংবাদ, ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.

"এই কুরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।"[১৬]

পবিত্র কুরআন দ্বারা মানুষকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দান করা হয়েছে অথচ মানুষ সে বিষয়গুলোকে বেমালুম অস্বীকার করে, এ বিষয়ে কুরআন বলছে—

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.

---

১৩. আল-কুরআন, সূরা আল হিজর : ০৯

১৪. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ০১

১৫. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ : ০৩

১৬. আল-কুরআন, সূরা বনী-ইসরাঈল : ০৯

Dhaka University Institutional Repository

"আমি এই কুরআনে মানুষকে বিভিন্ন উদাহরণ দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।"[১৭]

মানুষ এ কুরআনকে প্রলাপ সাব্যস্ত করেছে, অনেকে এই কুরআনকে মন্ত্র মনে করে। না বুঝে শুধু মন্ত্রের মতো আওড়ে যায়। কিছু না বুঝেই মন্ত্রের মতো সারাজীবন শুধুই তিলাওয়াত করে যায়, কখনো বোঝার চেষ্টা করে না। আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় তাঁর সম্প্রদায়ের এমন কার্যক্রমকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন—

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.

"রাসূল বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে প্রলাপ (অর্থহীন কথাবার্তা) সাব্যস্ত করেছে।"[১৮]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে সকল ধরনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন অথচ অস্বীকারকারী লোকজন এ দৃষ্টান্তগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ.

"আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন উপস্থিত করেন, তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থি।"[১৯]

পবিত্র কুরআনে দুই ধরনের আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে, কিছু আয়াত আছে যেগুলো সুস্পষ্ট আর কিছু আয়াত আছে রূপক। কুটিলতাসম্পন্ন লোকজন সেই রূপক আয়াত নিয়ে ফিতনা বিস্তার করে আর জ্ঞানীরা সকল আয়াতের ওপর ঈমান আনে। যারা সকল কিছুর ওপর ঈমান আনে তারাই মূলত বোধশক্তিসম্পন্ন, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

"তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে তন্মধ্যকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।"[২০]

---

১৭. আল-কুরআন, সূরা বনী-ইসরাঈল : ৮৯
১৮. আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান : ৩০
১৯. আল-কুরআন, সূরা আর-রূম : ৫৮
২০. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ০৭

Dhaka University Institutional Repository

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন একটি সত্য কিতাব। যার সত্যায়ন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পক্ষ হয়ে বিতর্ক করতে নিষেধ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.

"নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়াঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।"[২১]

কুরআন এমন এক কিতাব যাতে সকল প্রাণীর আচরণ সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্ট প্রাণীগুলোকে বিভিন্নভাবে সৃজন করেছেন, কিছু প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণ করে আর কিছু প্রাণী আকাশে উড়ে বেড়ায়। সকল প্রাণীর আচরণ সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সকল প্রাণী তার প্রতিপালকের কাছেই সমবেত হবে। এ বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

"আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দুই ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতোই একেকটি শ্রেণি। আমরা কিতাবে কোনো কিছুই লিখতে বাদ রাখিনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে।"[২২]

কুরআনের আরেকটি পরিচয় হলো—এটি এমন এক কিতাব যা অবতীর্ণ করা হয়েছে সরল সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য। এটি অবিশ্বাসীদের মতবিরোধের জবাব দেয় এবং ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

"আমি তোমার প্রতি কিতাব এজন্য নাজিল করেছি, যাতে তুমি সে সকল বিষয় স্পষ্ট করে দিতে পার যে বিষয়ে তারা মতভেদ করেছিল, আর এ কিতাব বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ।"[২৩]

এই কুরআন পূর্ববর্তী অন্য কিতাবের মতো কঠিন ও বক্র নয়। এর হুকুম-আহকাম ও শিক্ষা বোধগম্য ও সহজ-সরল। এই কথাটিই বলা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে—

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا.

---

২১. আল-কুরআন, সূরা নিসা : ১০৫

২২. আল-কুরআন, সূরা আনআম : ৩৮

২৩. আল-কুরআন, সূরা নাহল : ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

"সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাজিল করেছেন এবং তাতে কোনো বক্রতা রাখেননি।"[২৪]

কুরআন বারবার নিজের পরিচয় দিয়েছে এই বলে যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন একটি সুস্পষ্ট কিতাব, ইরশাদ হয়েছে—

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ.

"এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।"[২৫]

কুরআন এমন এক কিতাব যাকে কিছু লোক বিশ্বাস করে এবং কিছু লোক অবিশ্বাস করে, ইরশাদ হয়েছে—

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ.

"এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফেররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে।"[২৬]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ঈমানদারদের জন্য রহমত এবং উপদেশে পরিপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন—

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

"এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ আছে।"[২৭]

পবিত্র কুরআন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সবার জন্য যথার্থভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যাতে মানুষ নিষ্ঠার সাথে মহান রবের ইবাদত করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ.

"আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাজিল করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন।"[২৮]

---

২৪. আল-কুরআন, সূরা কাহাফ : ০১
২৫. আল-কুরআন, সূরা শুয়ারা : ০২
২৬. আল-কুরআন, সূরা আনকাবূত : ৪৭
২৭. আল-কুরাআন, সূরা আনকাবূত : ৫১
২৮. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ০২

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজিদে বর্ণিত সৎপথই কল্যাণের পথ আর অনিষ্টকারীরাই পথভ্রষ্ট, এ কুরআনই সত্য ধর্মসহ কল্যাণকর কিতাব। এ বিষয়টিকে সত্যায়ন করে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বলেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ.

"আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাজিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতঃপর যে সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন।"[২৯]

কুরআনের একটি বড় পরিচয় হলো এটি ইনসাফের মানদণ্ড। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ.

"আল্লাহই সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের মানদণ্ড নাজিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবত কিয়ামত নিকটবর্তী।"[৩০]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা কুরআনের পরিচয় প্রদান করে ইরশাদ করেছেন—এটি এমন এক মহান কিতাব, যা সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নাজিল হওয়ার আগে জানতেন না। ফেরেশতা পাঠিয়ে মহান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিখিয়েছেন ঈমান এবং কিতাব। তিনি পবিত্র কুরআনকে মানবতার সমাধান হিসেবে, যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব হিসেবে ও অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে—

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.

"এমনিভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যদ্দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথপ্রদর্শন করেন—আল্লাহর পথ। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যা কিছু আছে, সব তাঁরই। শুনে রাখো, আল্লাহর কাছেই সব বিষয় পৌঁছে।"[৩১]

পবিত্র কুরআনে মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে। এটি কুরআন মাজিদের একটি বড় পরিচয়। এ গ্রন্থের ভাব, ভাষা, মর্ম-বিষয়বস্তু সবকিছুই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানি কিতাবের শিক্ষার সারসংক্ষেপ এই গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এর আগমনের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাব রহিত হয়ে

---

২৯. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৪১
৩০. আল-কুরআন, সূরা শুরা : ১৭
৩১. আল-কুরআন, সূরা শুরা : ৫২-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

গেছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর অন্য সব আসমানি কিতাবের আর কোনো কার্যকারিতা অবশিষ্ট নেই। সুতরাং এখন কুরআনই মানব জাতির কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র পথপ্রদর্শক।

হাদীসে কুরআনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে বিভিন্নভাবে। কোথাও বলা হয়েছে এটি আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং সহজ ও সরল পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকাও খায় না। কোথাও বা বলা হয়েছে- এটি এমনই একটি কিতাব, যা বারবার পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যতই পাঠ করা হয় তৃষ্ণা মেটে না। প্রতিবারই যেন নতুন মনে হয়।

এটি এমনই একটি কিতাব যা আঁকড়ে ধরলে মানুষের পথ হারানোর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। যতদিন মুসলিমরা আল্লাহর কিতাব কুরআন ও মহানবীর সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন ও অনুসরণ করবে, ততদিন তারা বিপথগামী হবে না। কেউ তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারবে না।

একটি হাদীসে এসেছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ مُسْلِمٌ، الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، وَلَا تَظْلِمُوا، وَلَا تَرْجِعُوا مِنْ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, "শয়তান তোমাদের এই ভূমিতে তার ইবাদাত করা হবে এই ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে, কিন্তু সে অন্যান্য ভূমিতে তার ইবাদাত নিয়ে সন্তুষ্ট ঐ সমস্ত ব্যাপারে যে ব্যাপারগুলোকে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের চোখে দেখো (হালকা মনে করো), **সুতরাং হে লোকসকল! তোমরা সতর্ক থাকো, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটো জিনিস রেখে গেলাম, তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞান অর্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হলো আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তার নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ (হাদিস)**। নিশ্চয়ই মুসলমান একে অপরের ভাই, মুসলিমরা সবাই ভাই ভাই। কারো জন্য অপর ভাইয়ের মাল ভোগ করা হালাল নয়, তবে সন্তুষ্টচিত্তে কিছু দিলে ভিন্ন কথা। একে অপরের ওপর জুলুম করো না। আর তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।"[৩২]

কুরআন জড়িয়ে আছে মানুষের মন ও মননে। এটি মানুষের একান্ত ভালোবাসার জায়গা। এটি তিলাওয়াত করলে সাওয়াব অর্জিত হয়। এটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেও লাভ আবার এটি বুঝে অধ্যয়ন করলেও লাভ, না বুঝে শুধু তিলাওয়াত করলেও তা সাওয়াব থেকে খালি নয়। কুরআন নিয়ে গল্প করলেও তাতে প্রভুত কল্যাণ রয়েছে।

---

[৩২]. ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিসাপুরী, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন* (বৈরুত : দারু ইবন হাজম, ২০০৭ খ্রি.), হাদীস নং ৩১৮, পৃ. ৪০৯।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়েছেন শিক্ষক তথা কুরআনের শিক্ষক হিসেবে। আর নিজ কথা, কাজ ও অনুমোদন দ্বারা কুরআনের বিষয়কে ব্যাখ্যা করে তিনি মানুষকে শিক্ষা দান করেছেন।

হাদীসে মহানবী (সা.) কুরআনকে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন পরিচয়ে। কুরআন মানব জাতিকে পথ দেখায়। সত্যের পথে চলতে হলে কুরআন বুঝে পড়ার কোনো বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের অলৌকিকতা

মুজিযা বা অলৌকিকতা দুই প্রকার, একটি হলো—বস্তুভিত্তিক মুজিযা, আরেকটি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক মুজিযা। কুরআন মহানবী (সা.)-এর জন্য আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত বুদ্ধিবৃত্তিক মুজিযা। আল্লাহ তায়ালা মহানবী (সা.)-কে কুরআনের মতো বড় কোনো বস্তুভিত্তিক মুজিযা দেননি। কারণ বস্তুভিত্তিক মোজেযা সময়ের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। আর যেহেতু মহানবী (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক, তাই তাঁকে বুদ্ধিবৃত্তিক মুজিযা কুরআন দেওয়া হয়েছে, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ কুরআন থেকে তাদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণ করতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখনই কোনো নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন, সাথে সাথে তিনি তাকে দিয়েছেন তাঁর পক্ষ থেকে মুজিযা। যাতে করে মুজিযা দেখে মানুষ বুঝতে পারে যে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। মূসা আ.-এর মুজিযা ছিল তাঁর লাঠি। যা তিনি চাইলে সাপে পরিণত করে ফেলতে পারতেন। তেমনিভাবে ঈসা আ.-এর মুজিযা ছিল- তিনি কঠিন কঠিন রোগ হাতের স্পর্শে সারিয়ে তুলতে পারতেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সর্বপ্রধান মুজিযা হলো 'আল-কুরআন'। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন মানুষের ওপর কুরআনের প্রভাব ছিল খুবই ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। ষষ্ঠ শতকের আরবের লোকেরা বিভিন্ন বিষয়ে পিছিয়ে থাকলেও ভাষা ও বাগ্মিতায় তাদের তুলনা ছিল বিরল। লিখন-প্রথা খুব একটা প্রচলিত না থাকলেও তাদের স্মৃতিতে জমা থাকতো শত-সহস্র কাব্য-কলি। কে কার কথায় কত ধরনের সৌন্দর্য ও রূপকের ব্যবহার করতে পারে তারই প্রতিযোগিতা হতো তখন। এমনকি কাবা ঘরের সাথে বিজয়ীদের কবিতাকে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এমন একটি সমাজে আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালাম নাজিল করলেন সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভাষাশৈলী (বালাগাত ও ফাসাহাত) ব্যবহার করে। যে কেউই কুরআন শুনতো, সে বুঝতে পারতো যে, এটা স্বাভাবিক কোনো মানুষের বানানো হতে পারে না। আল্লাহই কুরআনের মাঝে সবার জন্য চ্যালেঞ্জ রেখে দিয়েছেন 'আল-কুরআন'-এর অনুরূপ কোনো কিছু রচনা করার জন্য। কিন্তু আরবের সে সময়ের বাগ্মী সাহিত্যিকদের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি এর অনুরূপ কোনো কিছু তৈরি করা। আল্লাহ কুরআনে বলছেন—

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
.فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

"আর আমি আমার বান্দার ওপর যা নাজিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মতো একটি সূরা নিয়ে আসো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সাক্ষীসমূহকে ডাকো; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অতএব, যদি তোমরা তা না কর—আর কখনো তোমরা তা করবে না—তাহলে আগুনকে ভয় করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।"[৩৩]

কিছু লোক নিজেদের কুসংস্কার ও জিদের বশবর্তী হয়ে কুরআনকে মানুষের রচনা বলে অপবাদ রটনা করে। একে কবিতা, জাদু কথা ইত্যাদি বলে উপহাস করে। এতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এবং অনাগত কাল পর্যন্ত যাদের মনে এমন ধারণা জন্ম দেবে তাদের লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, এটা যদি সত্যিই কোনো মানুষের রচনা হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা অনুরূপ বাক্য রচনা করে দেখাও। কুরআনের এটি একটি বড় মুজিযা ও বৈশিষ্ট্য যে, কোনো মানুষই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অনুরূপ বাক্য রচনা করতে

[৩৩] আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা : ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি। কিয়ামত পর্যন্ত কোনো মানুষ বা জিন তা পারবেও না। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ বিগত দেড় হাজার বছর ধরে ছুড়ে দেওয়া আছে। যুগে যুগে বহু মানুষ বিশেষ করে ইসলামবিরোধী মহল এমনকি ইহুদি-খ্রিস্টান জগৎ এ বিজ্ঞানের যুগেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এ চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় কেউ সফল হয়নি।

আল-কুরআনের ১০৮ নং সূরা কাওসারের প্রথম দুটি আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, রাসূল সা. মক্কার সকল কবিকে আমন্ত্রণ জানান এই সূরার তৃতীয় আয়াতটি লেখার জন্য। শর্ত হলো, আয়াতটি অবশ্যই প্রথম দুই আয়াতের ব্যাকরণগত ছন্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রচনা করতে হবে এবং তৃতীয় আয়াতটির শব্দ সংখ্যা প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের থেকে বেশি হলেও কম হতে পারবে না এবং তৃতীয় আয়াতের অর্থ প্রথম দুই আয়াতের প্রাসঙ্গিক হতে হবে। প্রায় এক মাস চেষ্টার পর মক্কার কবিরা মিলে সূরা কাওসারের তৃতীয় আয়াতটি তাদের মতো করে যা লিখলো তা হলো- لَيْسَ هَٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ অর্থাৎ, এটা কোনো মানুষের কথা নয়।

ঐ দিনই মক্কার কবিরা বুঝতে পারলো যে আল-কুরআনের ব্যাকরণগত ছন্দের মতো করে যেকোনো সূরার ১টি আয়াতও তাদের দ্বারা রচনা করা সম্ভব নয়। এরপরই আল্লাহ তায়ালা সূরা কাওসারের তৃতীয় আয়াতটি নাজিল করেন, যা হলো - (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) অর্থাৎ,"নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নির্বংশ"। এই ঘটনার পরপরই আবু জাহেল তার বিখ্যাত উক্তিটি করে- "হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, তবে তুমি যা প্রত্যাদেশ নিয়ে এসেছ আমি তা অস্বীকার করি।"[৩৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন কুরাইশ মুশরিকরা রাসূলের বিরুদ্ধে সব ধরনের অপপ্রচার চালিয়েছিল। এমনকি নবীজির কাছে যাতে কেউ আসতে না পারে সেজন্যে তারা মানুষজনকে বাধা দিত। কিন্তু মুশরিকদের এত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করেও মানুষ কুরআনের মোহনীয় মাধুর্যে বিমুগ্ধ হয়ে যেত। এর ফলে মুশরিকদের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো যে, এমন কী আছে কুরআনে যে, যে-ই শোনে সে-ই মুগ্ধ হয়ে যায়? মক্কার মুশরিকদের মধ্যে অন্যতম ছিল আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান এবং আখনাস। এরা দিনের বেলা ঠিকই অন্যদেরকে রাসূলের কাছে যেতে বাধা দিত, আর রাতের বেলা নিজেরাই গোপনে গোপনে রাসূলের ঘরের পাশে গিয়ে লুকিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতো।

একরাতে এদের তিনজনই যার যার মতো লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনলো। তিলাওয়াত শোনার পর যখন তারা বেরিয়ে এল, তখন সবার সাথে সবার দেখা হলো এবং সবার কাছেই সবার গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফলে পরস্পরকে তিরস্কার করতে লাগল এবং তারা শপথ করল যে, এই ঘরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত শোনার জন্য আর কখনোই আসবে না।

তারা মুখে একথা বললেও কুরআনের প্রতি আকর্ষণের কারণে তাদের শপথের কথা রাখতে পারল না। তাই পরের রাতেও তিনজনই রাসূলের নিজ মুখে আল্লাহর বাণী শোনার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এল। পরপর তিন দিন এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। কুরআনের প্রতি তাদের আকর্ষণ সৃষ্টি হলেও ঈর্ষাপরায়ণতা ও গোঁড়ামির কারণেই তারা সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল।

ওয়ালিদ ইবনে মুগীরা ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক। একবার কুরাইশদের একটি দল ওয়ালিদকে নিয়ে রাসূলের কাছে গেল বিতর্ক করতে। কুরাইশরা অপেক্ষায় ছিল এই বুঝি ওয়ালিদ রাসূলকে

[৩৪] ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-ইসফাহানী, *দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ* (রিয়াদ : দারু তাইবাহ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১১০।

Dhaka University Institutional Repository

পরাস্ত করে বসল। রাসূল (সা.) কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। ওয়ালিদ প্রথম দিকে অহংকারের সাথে আয়াত শুনছিল। কিন্তু পরক্ষণে দেখা গেল রাসূলের মুখে তিলাওয়াতের শব্দ যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল, ওয়ালিদ ততই শান্ত এবং আত্মসমর্পিত হতে শুরু করল। ওয়ালিদ বলল : "কী মধুর! এটা কিছুতেই মানুষের বানানো বক্তব্য হতে পারে না।"

আয়াতের মাধুর্য ওয়ালিদের ভেতর এতটাই প্রভাব বিস্তার করল যে, সে পরিবর্তিত হয়ে গেল। মুশরিকরা তাকে ভয় দেখাল, সাবধান করে দিল। কিন্তু ওয়ালিদ বলল, "মুহাম্মাদের কাছ থেকে যেসব কথা আমি শুনেছি, সেসব কথা এত আকর্ষণীয় যে অন্য কারো কথার সাথে তার তুলনা হয় না। তার বক্তব্যকে ঠিক কবিতাও বলা যায় না, আবার গদ্যও বলা যায় না, গদ্য-পদ্যের উর্ধ্বে তাঁর বক্তব্য গভীর অর্থপূর্ণ, মিষ্টি-মধুর, কল্যাণময় ও প্রভাব বিস্তারকারী। তাঁর বক্তব্য এতই উচ্চমানের যে, কোনোকিছুই তারচেয়ে উন্নত হতে পারে না।"[৩৫]

এমনিভাবে তারা অনেক সময় মুখে স্বীকার না করলেও কুরআনের দ্বারা যে তারা সত্যিই প্রভাবিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এদিকে বোন আর বোন জামাইকে মুসলমান হওয়ার অপরাধে মারতে মারতে ক্লান্ত ওমর বিন খাত্তাব নিতান্তই কৌতূহলবশত জানতে চেয়েছিল তারা কী পাঠ করছিল। এ ঘটনা তো সর্বজনবিদিত। বস্তুত এটাই কুরআনে কারিমের মুজিযা। দুনিয়ার কোনো প্রলোভন ছাড়াই হৃদয়ের বদ্ধ কপাট খুলে দেয় কুরআন।

কুরআনের অলৌকিকতার কথা আছে কুরআনে

পূর্ববর্তী যুগে নবী-রাসূলগণের ওপর অবতীর্ণ আসমানি কিতাবসমূহের প্রত্যেকটিই ছিল বিশেষ কোনো অঞ্চল ও সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে এবং কেবল সে সময়ের উপযোগী। কিন্তু কুরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য 'সর্বকালের', 'সর্বদেশের', 'সর্বজাতির' চিরন্তন ও শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে নাজিল হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন—

"মহাপরাক্রমশালী সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান নাজিল করেছেন-নিখিল বিশ্বকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে।"[৩৬]

এ মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'আল-কুরআন'। মহান আল্লাহর শাশ্বত বাণী। এটি একটি অলৌকিক গ্রন্থ। সমগ্র মানব জাতির জন্য হিদায়াত। এতে আছে দুনিয়ার জীবনের স্বার্থকতা ও পরলৌকিক জীবনের সফলতা। আছে হতাশ ও নিরাশ মানুষের আশার প্রদীপ। আছে অবসন্ন, পরিশ্রান্ত মানুষের জন্য প্রাণশক্তির সুপেয় নহর। মহান আল্লাহ নিজেই তাঁর কালামের ব্যাপারে মানুষকে বলছেন—

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.

"যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন।"[৩৭]

---

[৩৫] ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-ইসফাহানী, *দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ* (রিয়াদ : দারু তাইবাহ, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ২২০-২২২।

[৩৬] আল-কুরআন, সূরা ফুরকান : ১

[৩৭] আল-কুরআন, সূরা আর-রদ : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মানুষের জন্য পথনির্দেশিকা, সঠিক পথের স্পষ্ট প্রমাণ ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)। তাই তো মহান আল্লাহ বলেন—

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“রমজান মাস তা, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষের জন্য পথনির্দেশিকা, সঠিক পথের স্পষ্ট প্রমাণ ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) হিসেবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাস প্রত্যেক্ষ করবে সে যেন এতে রোজা রাখে। তবে যে অসুস্থ হয়ে যাবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলাতে এ সংখ্যা পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না, এবং যাতে তোমরা (রোজার) সংখ্যা পূর্ণ করতে পার এবং যাতে আল্লাহ তোমাদের যে সঠিকপথ প্রদর্শন করেছেন সেজন্য তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।”[৩৮]

এটি একটি অলৌকিক কিতাব। এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ বলেন—

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.

“এটি সেই কিতাব যার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, (এটি) মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশিকা।”[৩৯]

কুরআন একটি আলো ও সুস্পষ্ট অলৌকিক কিতাব, যার দ্বারা আল্লাহ শান্তির পথপ্রদর্শন করেন। যারা তার সন্তুষ্টির অনুগামী হয় আল্লাহ তাদেরকে অন্ধকার থেকে কুরআনের মাধ্যমে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং তাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন। মহান আল্লাহ বলেন—

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

“হে আহলে কিতাব! আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবে যা গোপন করতে সে তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক বিষয় উপেক্ষা করে। অবশ্যই তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আলো ও সুস্পষ্ট কিতাব, যার দ্বারা আল্লাহ শান্তির পথপ্রদর্শন করেন। তাদেরকে যারা তার সন্তুষ্টির অনুগামী হয় এবং তার ইচ্ছায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন এবং তাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন।”[৪০]

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এমন একটি কিতাব যা আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। এটি বরকতময় এবং এর সামনে যা আছে তার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যায়নকারী। মহান আল্লাহ বলেন—

---

[৩৮] আল-কুরআন, সূরা বাকারা : ১৮৫

[৩৯] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ২

[৪০] আল-কুরআন, সূরা মায়িদা : ১৫-১৬

Dhaka University Institutional Repository

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ .

"এবং এটি একটি কিতাব যা আমি অবতীর্ণ করেছি, এটি বরকতময় এবং এর সামনে যা আছে তার (অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের) সত্যায়নকারী এবং যাতে তুমি সতর্ক করতে পার জনপদসমূহের মাকে (মক্কার লোকদেরকে) ও যারা আছে এর চারপাশে তাদেরকে। এবং যারা ঈমান আনে আখিরাতের ওপর এবং ঈমান আনে এটির ওপর এবং তারা তাদের সালাতের (নামাজের) ব্যাপারে যত্নবান।"[৪১]

যারা এই কুরআনকে আঁকড়ে ধরে তারাই সত্যিকারার্থে সংশোধনকারী। তারা অনিষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা উত্তম প্রতিদান লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন—

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ .

"কিন্তু যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে ও সালাত (নামাজ) কায়েম করেছে, নিশ্চয় আমি (এরূপ) সংশোধনকারীদের কর্মফল নষ্ট করি না।"[৪২]

কুরআন এমনই এক মর্যাদাবান অলৌকিক কিতাব যা তিলাওয়াত করা হলে পৃথিবীর সকল কাজ ত্যাগ করে এই তিলাওয়াত শোনোয় মনোযোগী হতে হবে। অন্য কাজ করা যাবে না। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

"এবং যখন কুরআন পড়া হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং চুপ করে থাক যাতে তোমরা দয়াপ্রাপ্ত হতে পার।"[৪৩]

অলৌকিক কুরআন নাজিল করার ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন—

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ .

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম কথা, সাদৃর্শপূর্ণ, বারবার পঠিত কিতাবরূপে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের ত্বক কেঁপে ওঠে, এরপর তাদের ত্বক ও হৃদয় আল্লাহর স্মরণে নরম হয়। এটা আল্লাহর পথনির্দেশিকা, তিনি এর মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।"[৪৪]

কুরআনের একটি অলৌকিকতা হলো এটিকে আল্লাহ সহজ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন—

---

৪১. আল-কুরআন, সূরা আল-আনআম : ৯
৪২. আল-কুরআন, সূরা আল আরাফ : ১৭০
৪৩. আল-কুরআন, সূরা আল আরাফ : ২০৪
৪৪. আল-কুরআন, সূরা আয্-যুমার : ২৩

Dhaka University Institutional Repository

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ .

"আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোনো চিন্তাশীল আছে কি?'[৪৫]

আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ বিষয়ে আরো ইরশাদ করেন—

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

"এবং এভাবেই আমি তোমার প্রতি ওহী করেছি আমার নির্দেশ সংবলিত এক রূহ (কুরআন)। তুমি জানতে না কিতাব ও ঈমান কী, কিন্তু আমি একে বানিয়েছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করি তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করি। এবং (এর দ্বারা) নিশ্চয় তুমি পরিচালিত কর সরল-সঠিকপথে।"[৪৬]

কুরআন এমন এক মহিমান্বিত কিতাব যা মানুষের ওপর নাজিল করা হয়েছে, যদি আল্লাহ এ কুরআনকে পর্বতের ওপর অবতীর্ণ করতেন তাহলে অবশ্যই আল্লাহর ভয়ে তা বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে যেত কিন্তু মানুষ তা উপলব্ধি করে না। মহান আল্লাহ বলেন—

لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

"যদি আমি এ কুরআনকে পর্বতের ওপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে অবশ্যই তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ দেখতে পেতে। এবং আমি এ উপমাসমূহ পেশ করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা করতে পারে।"[৪৭]

কদরের রাত অন্য সাধারণ ১০টি রাতের মতোই একটি রাত। কিন্তু তাতে কুরআন নাজিল হওয়ার কারণে তা অতীব মহিমান্বিত।

ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ . لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ .

"নিশ্চয় আমি তা (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে, শবে কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? শবে কদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"[৪৮]

এই কুরআন উপদেশ ও মানুষের হৃদয়ে যা আছে তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া। মহান আল্লাহ বলেন—

---

৪৫. আল-কুরআন, সূরা কমার : ১৭, ২২, ৩২, ৪০

৪৬. আল-কুরআন, সূর আশ-শূরা : ৫২

৪৭. আল-কুরআন, সূরা আল হাশর : ২১

৪৮. আল-কুরআন, সূরা আল-কদর : ১-২

Dhaka University Institutional Repository

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

"হে মানুষ! তোমাদের ওপর প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের বক্ষে (অন্তরে) যা আছে তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য পথনির্দেশিকা ও দয়া। বল, আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায় (কুরআন এসেছে), সুতরাং এতে তাদের উৎফুল্ল হওয়া উচিত। তারা যা জমা করে রাখে, তার চেয়ে এটা উত্তম।"[৪৯]

কুরআন তার অনুসারীদেরকে আল্লাহর ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়, এই আলোর পথই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পথ। মহান আল্লাহ বলেন—

الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

"আলিফ-লাম-রা। এটি একটি কিতাব যা আমি তেমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় বের করতে পার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, তার পথের দিকে, যিনি মহাপ্রতাপশালী ও অতি প্রশংসনীয়।"[৫০]

কুরআন এমন একটি গ্রন্থ যাতে আছে মানুষের জীবন চলার পথের পাথেয় ও সঠিক বিধানাবলি। মহান আল্লাহ বলেন—

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ، رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً.

"আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল, যে পাঠ করবে পবিত্র সহিফাসমূহ- যাতে থাকবে সঠিক বিধানাবলি।"[৫১]

এই কুরআন এমন এক অলৌকিক কিতাব যার হেফাযতের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিয়েছেন, ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

"নিশ্চয়ই আমিই জিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি অবশ্যই এর সংরক্ষণকারী।"[৫২]

এটি এমনই এক অলৌকিক কিতাব যা পাঠ করা হবে ও তার মাধ্যমে মানুষকে পরিশুদ্ধ করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন—

---

[৪৯]. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ৫৭-৫৮
[৫০]. আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম : ১
[৫১]. আল-কুরআন, সূরা আল বায়্যিনাহ : ২-৩
[৫২]. আল-কুরআন, সূরা আল হিজর : ৯

Dhaka University Institutional Repository

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করে, তাদের পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিক্ষা দেয়; যদিও তারা ইতোপূর্বে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় ছিল।"[৫৩]

তাই আমাদের উচিত অলৌকিক এই কুরআন সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করা এবং এর শিক্ষাগুলোকে নিজ জীবনে আমল করা। কারণ, কুরআন অনেক সত্য তুলে ধরার পাশাপাশি মানুষকে দেখায় সৌভাগ্যের পথ। কেউ অর্থ-সম্পদে দরিদ্র বা নিঃস্ব হলেও তার মধ্যে যদি থাকে কুরআনের শিক্ষা তাহলে সেই প্রকৃত ধনী এবং তার জীবনে দুঃখ করার মতো কিছুই নেই। কুরআনের এই অলৌকিকতা অন্য কোথাও নেই।

আমাদের এ মহাবিশ্ব বা Universe কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তা কি আমরা জানি? বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে, আমাদের বিশ্বজগৎ শুরুতে একটি বিন্দুকণা ছিল এবং এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, সৌরজগৎ, ব্ল্যাকহোলসহ জানা-অজানা অনেক কিছুই সৃষ্টি হয়েছে।

এটা আমরা কবে জানতে পারলাম? বিজ্ঞান এটা জেনেছে ৬০ বছর আগে। কিন্তু এটা তো পবিত্র আল-কুরআন বলেছে সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে সূরা আম্বিয়ার ৩০ নম্বর আয়াতে—

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ .

"যারা অবিশ্বাস করে তারা কি ভেবে দেখে না যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল একসঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল অতঃপর আমি তাকে পৃথক করে দিলাম।"[৫৪]

আমাদের পৃথিবীর আকার কেমন? আগেকার মানুষ ধারণা করত পৃথিবী সমতল। কিন্তু ১৫৯৭ সালে **ফ্রান্সিস ডেক** প্রথম নৌপথে পৃথিবীর চারদিক ভ্রমণ করে প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী বর্তুলাকার বা গোলাকার। বিজ্ঞান এটা জানতে পারলো ৪শ বছর আগে কিন্তু পবিত্র আল-কুরআন এটা সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগেই বলেছে সূরা নাজিয়াতের ৩০ নম্বর আয়াতে—

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.

"এরপর তিনি পৃথিবীকে করেছেন ডিম্বাকৃতির।"[৫৫]

এখানে দাহা (دحا) শব্দের অর্থ হচ্ছে উটপাখির ডিম। আর উটপাখির ডিম হলো পৃথিবীর মতো বর্তুলাকার।

চাঁদের কি নিজস্ব আলো আছে না অন্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়? আগেকার লোকজন ভাবতো চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। কিন্তু কিছু দিন বা কয়েক দশক আগে বিজ্ঞানীগণ জানতে পারেন যে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, সে সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়ে থাকে। তাহলে বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা কিছুদিন আগে জানতে পারলাম চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। কিন্তু পবিত্র আল-কুরআন এটা সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে সূরা ইউনুসের ৫ নম্বর আয়াতে বলে দিয়েছে যে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সে অন্যের আলোয় আলোকিত হয়।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

[৫৩] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১৬৪
[৫৪] আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া : ৩০
[৫৫] আল-কুরআন, সূরা নাযিয়াত : ৩০

Dhaka University Institutional Repository

'তিনিই ওই মহান সত্তা, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল প্রদীপ আর চন্দ্রকে বানিয়েছেন জ্যোতির্ময় (স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারী)।'[৫৬]

সূর্য ঘোরে না পৃথিবী ঘোরে? আদিযুগে এ নিয়ে মানুষের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য ছিল। কেউ বলত পৃথিবী ঘোরে আর সূর্য স্থির। আবার কেউ বলত সূর্য ঘোরে পৃথিবী স্থির। কিন্তু আশির দশকে আমরা বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, মূলত সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীসহ সকল গ্রহ-উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। তাহলে আমরা বিজ্ঞানের মাধ্যমে আজ থেকে ৪০ বছর আগে জানতে পারলাম চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী সবকিছুই আপন কক্ষপথে ঘুরছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন তা সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নম্বর আয়াতে বলে দিয়েছে– চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী– সকলেই নিজ নিজ কক্ষ পথে ঘুরছেঃ

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ .

'আল্লাহই রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। এদের সবগুলোই (মহাকাশে) নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।'[৫৭]

এই সব তথ্যগুলোই হাজার বছর ধরে কুরআনের অলৌকিকতার প্রমাণ বহন করে চলেছে।

বিখ্যাত দার্শনিক **ফ্রান্সিস বেকন** বলেন, 'বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্প জানলে আপনি হবেন নাস্তিক আর বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশি জানলে আপনি সৃষ্টিকর্তার কাছাকাছি চলে আসবেন।' এটিই কুরআনের অলৌকিকতা।

---

৫৬. আল-কুরআন, সূরা ইউনূস : ৫
৫৭. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া : ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন নাজিলের কারণ, প্রেক্ষাপট, নাজিলের মোট সময়কাল, স্থান, সময়, তাৎপর্য ও পদ্ধতি।

কুরআন নাজিলের কারণ, প্রেক্ষাপট ও সূচনা

হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন ঘটেছিল প্রায় ছয় শতাব্দী পূর্বে। ততদিনে খ্রিষ্টধর্ম তার আসল রূপ হারিয়ে তাওহীদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আবর্তিত হচ্ছিল ত্রিত্ববাদের বেষ্টনীতে। ইহুদিদের অবস্থা তো ছিল আরো শোচনীয়। নিজেদের ঔদ্ধত্য আর নাফরমানিই কারণ হয়েছিল তাদের হীন অবস্থার। এ আসমানি দুটি ধর্ম ছাড়া অন্য সকল জাতি, গোত্র, সভ্যতার অবস্থাও ছিল সামগ্রিকভাবে খুবই শোচনীয়। সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে সর্বত্রই চলছিল গায়রুল্লাহ, দেব-দেবী বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপাসনা। এমনকি আল্লাহর ঘর কাবাতেই ছিল তিন শতাধিক দেব-দেবীর মূর্তি। অন্যায়-অবিচারে ছেয়ে গিয়েছিল চতুর্দিক। মানবতার এমন ক্রান্তিকালে আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূলকে পাঠাতে ইচ্ছা করলেন। তাঁর পক্ষ থেকে আসমানি বাণী নিয়ে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে তিনি তাঁরই ঘরের কাছের স্থানটিকে বেছে নিলেন।

মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত তাঁর বাণী পবিত্র ‘কুরআন’। বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল ফেরেশতার মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে অবতীর্ণ হয় সর্বকালের জন্য উপযোগী মহাগ্রন্থ ‘কুরআন’। কুরআন মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও মুক্তির দিশারি বা পথপ্রদর্শক। পবিত্র কুরআনকে সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বলোকের জীবনবিধান ও মুক্তির সনদ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে নাজিল করেছেন। পবিত্র কুরআন নাজিলের ছয় মাস আগে থেকেই আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নের মাধ্যমে এ মহান কাজের জন্য প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (আ.) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহী নাজিলের সূচনা হয়েছিল স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন তা দিনের আলোর মতো তাঁর জীবনে প্রতিভাত হতো।

হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে ওহীপ্রাপ্তির আগে আস্তে আস্তে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠেন, হেরা গুহায় নিভৃতে আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে তিনি মশগুল হয়ে পড়েন এবং বিশাল সৃষ্টি ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। খাবার পানি শেষ হয়ে গেলে সেসব নেওয়ার জন্যেই তিনি শুধু বাড়িতে আসতেন। মাঝে মাঝে তাঁর অতি প্রিয় সহধর্মিণী হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে হেরা গুহায় পানি ও খাবার দিয়ে আসতেন।

আল্লামা মুবারাকপুরী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত সীরাতগ্রন্থ *আর-রাহীকুল মাখতুমে* লিখেছেন—

বিভিন্ন বক্তব্য ও বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ নিরীক্ষণের পর আমাদের জন্য এটা বলা সম্ভব যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহী নাজিল শুরু হয় সোমবার, ২১শে রমজান দিবাগত রাত ১০ই আগস্ট ৬১০ খ্রিস্টাব্দ।[৫৮]

[৫৮] মাওলানা সফিউর রহমান মোবারিকপুরী রহ., মীযান হারুন অনূদিত, *আর-রাহীকুল মাখতুম*, (ঢাকা : দারুল হুদা কুতুবখানা, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১১৭।

Dhaka University Institutional Repository

আবার কেউ কেউ বলেন, ওহী নাজিল শুরু হয় ১৭ই রমজান সোমবার। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল তখন ৪০ বছর ৬ মাস ৮ দিন। অর্থাৎ ৬ই আগস্ট ৬১০ খ্রিস্টাব্দ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, পবিত্র কুরআন রমজান মাসে লাইলাতুল ক্বদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে—

"রমজান এমন মাস যাতে নাজিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা বিশ্ব মানবতার জন্য হিদায়াত ও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা এবং হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য বিধানকারী।"[৫৯]

কুরআন নাজিলের মোট সময়কাল

মোট ২২ বছর ৫ মাস ১৪ দিনে[৬০] কুরআন মাজিদ নাজিল হয়েছে।

হাসান বসরী রহ. বলেছেন-কুরআন মাজিদ মোট ১৮ বছরে নাজিল হয়েছে। এই বক্তব্যটি দুর্বল ও অপ্রসিদ্ধ। ইবনে আব্বাস (রা.) ও অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন মাজিদ মোট ২০ বছরে নাজিল হয়েছে। এ ব্যাপারে ৩য় আরেকটি মত পাওয়া যায়, যেটি প্রসিদ্ধ মতের বিপরীত, তা হলো- কুরআন মাজিদ মোট ২৫ বছরে নাজিল হয়েছে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে কুরআন মাজিদ মোট ২৩ বছরে নাজিল হয়েছে। এই বক্তব্যটিই সঠিক ও প্রসিদ্ধ।[৬১]

ওহী নাজিলের স্থান : হেরা গুহায় ওহী নাজিল

সভ্যতার ইতিহাসে মানব সমাজের জন্য যতগুলো গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে হেরা গুহায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহী নাজিলের ঘটনা অন্যতম। যুগে যুগে ওহী পাঠিয়ে মানব সভ্যতাকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে মহান ব্যবস্থা রেখেছেন তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী ও রাসূল, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর হেরা গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় ওহী নাজিল করা হয়। বলা হয়- "পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে "আলাক" থেকে। পড়ুন আর আপনার রব মহিমান্বিত।"[৬২]

হেরা গুহার বর্ণনা

হেরা (আরবী : حِرَاء) বা হেরাগুহা (غَارُ حِرَاء) সৌদি আরবের মক্কায় জাবালে নূর পর্বতে অবস্থিত একটি গুহা। সর্বপ্রথম কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার স্থান হিসেবে এই গুহা প্রসিদ্ধ। শবে কদরে আল্লাহর তরফ থেকে ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) এই গুহায় সর্বপ্রথম হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কুরআনের বাণী নিয়ে এসেছিলেন। গুহাটি ৩.৭ মি. (১২ ফুট) দীর্ঘ এবং ১.৬০ মি. (৫ ফুট ৩ ইঞ্চি) প্রশস্ত। এটি পর্বতের ২৭০ মি. (৮৯০ ফুট) উঁচুতে অবস্থিত।[৬৩] হজের সময় এখানে প্রচুর লোকসমাগম হয়। তবে এই স্থানে আগমন হজের অংশ নয়।

---

[৫৯] আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা : ১৮৫

[৬০] মুকাতেল বিন সুলাইমান, *তাফসীরে মুকাতেল বিন সুলাইমান* (বৈরুত : দার ইহইয়াউত তুরাস), প্রথম সংস্করণ, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা- ২৭১।

[৬১] প্রাগুক্ত

[৬২] আল-কুরআন, সূরা আলাক : ১-৩

[৬৩] https : //bn.wikipedia.org/wiki/হেরা গুহা

Dhaka University Institutional Repository

হেরা গুহায় প্রথম ওহী

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সম্পূর্ণ ঘটনা উল্লিখিত আছে। হাদিসটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

... حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ. قَالَ " مَا أَنَا بِقَارِئٍ ". قَالَ " فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ. قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ...

...এমনিভাবে হেরা গুহায় অবস্থান কালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, "পড়ুন"। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "আমি বললাম, আমি পড়ি না"...। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: [অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "পড়ুন"। আমি বললাম: "আমি তো পড়তে জানি না।"[৬৪]

ওহী নাজিলের তাৎপর্য ও পদ্ধতি

কুরআন যে মানুষের প্রণয়ন করা নয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল করা কিতাব, এ তথ্যটি কুরআন আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে এভাবে—

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

"আর যা আমাদের বান্দার ওপর অবতীর্ণ করেছি সে ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে আনো এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সহযোগীদের ডেকে আনো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[৬৫]

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

"তারা কি বলে- এটা সে রচনা করেছে? বলো- তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পারো ডাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৬৬]

আল-কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সন্দেহবাদীদের ব্যর্থ প্রয়াস ও তারপর হাজার বছরের নীরবতা এবং কুরআনের ভাষাশৈলী নিঃসন্দেহে কুরআন আল্লাহর নাজিল করা কিতাব হওয়ার সত্যতার প্রমাণ বহন করে। তদুপরি আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়। সেই সাথে মহানবী (সা.) স্বয়ং ও অনেক সাহাবী আল-কুরআনের হাফিজ ছিলেন। এ সকল কারণে আল-কুরআনে অন্য কারো বক্তব্য বা কথা অনুপ্রবেশের এতটুকু সুযোগ ছিল না। চার খলীফা ছাড়াও তালহা (রা.), সালেম (রা.), ইবনু মাসউদ (রা.), হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.), আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রা.), আবদুল্লাহ ইবনু সায়েব (রা.), আয়িশা (রা.), হাফসা (রা.) ও উম্মু সালামাহ (রা.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, যারা পুরো

---

৬৪. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহ আল-বুখারী (বৈরূত : দার তূকিন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদীস নং ৩।

৬৫. আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা : ২৩

৬৬. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের হাফিজ ছিলেন। এ সকল কারণে আল-কুরআনে অন্য কারো বক্তব্য বা কথা অনুপ্রবেশের এতটুকু সুযোগ ছিল না।[৬৭]

আল-কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরবের বড় বড় কবি-সাহিত্যিকরা জোর প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু তারা সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন। আরবীয়দের প্রথা অনুযায়ী বাৎসরিক কবিতা প্রতিযোগিতায় যেটি প্রথম স্থান অধিকার করতো, সেটি কাবা ঘরের দরজায় জয় ও গৌরবের স্মৃতিস্বরূপ টানিয়ে রাখা হতো। একদিন কুরআনের একটি ছোট সূরা 'আল-কাওসার' কাবা ঘরের দেওয়ালে লটকিয়ে দেওয়া হলো। আরব্য কবি-সম্রাট ইমরুল কায়েসসহ আরবের বড় বড় কবি-সাহিত্যিকরা বহু চেষ্টা-সাধনার পর এ সূরাটির মতো একটি ছোট্ট সূরা রচনায় ব্যর্থ হয়ে তারা এ স্বীকারোক্তি দিলেন যে, لَيْسَ هَذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ অর্থাৎ, এটি মানুষের রচনা নয়। শুধু তাই নয়, কুরআনের উন্নত ভাষা ও সাহিত্য অলংকারে মুগ্ধ হয়ে হাসসান বিন সাবিত, তুফাইল বিন আমর, ইবনু বুহাইর ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার মতো আরবের বিখ্যাত কবি-সাহিত্যেকরা ঈমান এনেছিলেন।[৬৮]

মহানবীর ইন্তিকালের পর যুগে যুগে অনেক সন্দেহবাদী কাফির ও মুশরিকরা আল-কুরআনের মতো আরেকটি আল-কুরআন বা একটি সূরা বা একটি আয়াত বানানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের সকলের এরূপ প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) বর্ণনা করেন, আমি ওহী লিখে রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। যায়িদ ইবনু সাবিত (রা.) ছাড়াও যারা ওহী লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়িত্ব পালন করতেন, তাদের মধ্যে প্রথম চার খলীফা, উবাই ইবনু কা'ব (রা.), আবু যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.), মুআবিয়া (রা.), আব্বাস ইবনু সাঈদ (রা.), আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.), ইবনু মাসউদ (রা.), খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রা.), মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.) ও হানযালা (রা.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

মহানবী (স.) বলেন, " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ অর্থাৎ, আমার কোনো কথাই লেখো না। আল-কুরআন ছাড়া আমার কাছ থেকে অন্য কিছু লিখে থাকলে তা মুছে ফেলো।"[৬৯] আল-কুরআনের সাথে হাদীস মিশে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রথমাবস্থায় হাদীস লেখা নিষিদ্ধ ছিল। তবে আল-কুরআন সংকলনের পর সাহাবীরা হাদীস লিপিবদ্ধকরণে গভীর মনোনিবেশ করেন।

ওহীর তাৎপর্য বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে—

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

"আর তোমার প্রতি জিকির অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন চিন্তাভাবনা করে।"[৭০]

---

৬৭. মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ, কুরআন সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা : দারুল কিতাব, ২০০০খ্রি.), পৃ. ২৭৮-২৭৯।

৬৮. ইবন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী (বৈরূত : দার মারেফা, ১৩৭৯ হি.), পৃ. ১৮।

৬৯. আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নিশাপুরী, সহীহ মুসলিম (কায়রো : দার ইবনু হাজম, ২০১০ খ্রী.), হাদীস নং ৩০০৪, পৃ. ২২৯৮।

৭০. আল-কুরআন, সূরা নাহল : ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.

"এটি এক কল্যাণময় কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তারা (মানুষ) এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।"[৭১]

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ

"আর আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আছে (মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগের) চিকিৎসা এবং বিশ্বাসীদের জন রহমতস্বরূপ।[৭২]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যা আছে তার (মনোরোগের) চিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।"[৭৩]

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ

"বলো, মুমিনদের জন্য এটা (কুরআন) পথনির্দেশিকা ও চিকিৎসা।"[৭৪]

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ.

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো; যদি না করো তাহলে তুমি তার বার্তা প্রচার করলে না; আল্লাহ তোমাকে মানুষের (আক্রমণ) থেকে রক্ষা করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ নির্দেশ অমান্যকারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।"[৭৫]

ওহী নাজিলের পদ্ধতি সম্পর্কে হাদিসে এসেছে—

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ـ رضى الله عنه ـ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْىُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ ـ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ ـ فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا

[৭১] আল-কুরআন, সূরা সোয়াদ : ২৯
[৭২] আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল : ৮২
[৭৩] আল-কুরআন, সূরা ইউনুস : ৫৭
[৭৪] আল-কুরআন, হা মীম আস-সেজদা : ৪৪
[৭৫] আল-কুরআন, সূরা আল মায়েদা : ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

يَقُولُ". قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, হারিস ইবনু হিশাম (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি ওহী কীভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "কোনো সময় তা ঘণ্টাধ্বনির মতো আমার কাছে আসে। আর এটি-ই আমার ওপর সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত হতেই ফেরেশতা যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নিই, আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে ফেলি।" আয়িশা (রা.) বলেন, "আমি প্রচণ্ড শীতের দিনে ওহী নাজিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি। ওহী শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত।"

ইবনু শিহাব (রহ.) ... জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আনসারী (রা.) ওহী স্থগিত হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "একদা আমি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেয়ে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম, সেই ফেরেশতা, যিনি হেরায় আমার কাছে এসেছিলেন, আসমান ও জমিনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। এতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ আমি ফিরে এসে বললাম, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। তারপর আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন, 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন। অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন (৭৪: ১-৪)।' এরপর ব্যাপকভাবে পর পর ওহী নাজিল হতে লাগল।"

আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রহ.) ও আবু সালেহ (রহ.) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হেলাল ইবনু রাদদাদ (রহ.) যুহরী (রহ.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ও মা'মার فؤاده এর স্থলে بَوَادِرُهُ শব্দ উল্লেখ করেছেন।

বুখারী শরীফের ওহী সম্পর্কীয় হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনী তাঁর গ্রন্থে ওহীর বিভাগ সম্পর্কে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

(১) আল্লাহ কোনো প্রকার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি কথা বলতেন। যেমন পবিত্র কুরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে আল্লাহ এ ধরনের কথোপকথন করেছেন।

(২) কোনো ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁর মাধ্যমে ওহী নাজিল করতেন।

(৩) অন্তরে ওহীর শব্দসমূহ ধ্বনিত করে বিঁধে দিতেন। যেমন হুজুর বলেছেন: "পবিত্র ফেরেশতা আমার অন্তরে দম করে দিয়েছেন।" হযরত দাউদের (আ.) উপরে তৃতীয় ধরনের ওহী নাজিল হতো।

সূরা কিয়ামার ১৬ নং আয়াতের তাফসিরে ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত—

Dhaka University Institutional Repository

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ ... فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ)

ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী: "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা তার সাথে নাড়বেন না" (৭৫:১৬)-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী নাজিলের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন এবং প্রায়ই তিনি তাঁর উভয় ঠোঁট নাড়াতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন: "তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা তার সাথে নাড়াবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই।"[৭৬]

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন এর অর্থ হলো: আপনার অন্তরে তা সংরক্ষণ করা এবং আপনার দ্বারা তা পাঠ করানো। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন (৭৫:১৯) ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন। এরপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। (সূরা কিয়ামাহ-১৯) অর্থাৎ, আপনি তা পাঠ করবেন এটাও আমার দায়িত্ব। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসতেন, তখন তিনি মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন। জিবরাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলে তিনি যেমন পড়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঠিক তেমনি পড়তেন।

এই বিষয়ে আরেকটি হাদিসে ইরশাদ হয়েছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

"ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। রমজানে তিনি আরো বেশি দানশীল হতেন, যখন জিবরীল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমজানের প্রতি রাতেই জিবরীল (আ.) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁরা পরস্পর কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের বাতাস থেকেও অধিক দানশীল ছিলেন।"

আল-কুরআনের সূরা-সংখ্যা ও সেগুলোর নাম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর হেরা গুহায় কুরআন মাজিদ নাজিল করেন। এখন পর্যন্ত সারা বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থের নাম আল-কুরআন।

কুরআনের প্রথম ওহী—

[৭৬] আল-কুরআন, সূরা কিয়ামাহ : ১৬-১৮

Dhaka University Institutional Repository

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ .

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। পড়ো, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।"[৭৭]

এবং কুরআনের সর্বশেষ ওহী—

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

"সেদিনকে ভয় করো যেই দিন তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।"[৭৮] পবিত্র কুরআনে মোট সূরা সংখ্যা ১১৪টি। নিচে কুরআনের ১১৪ টি সূরার নাম অর্থসহ দেওয়া হলো :

১. আল-ফাতিহা (সূচনা)

২. আল-বাকারা (গাভী)

৩. আলে-ইমরান (ইমরানের পরিবার)

৪. আন-নিসা (নারী)

৫. আল-মায়িদাহ (খাদ্য পরিবেশিত টেবিল)

৬. আল-আনআম (গৃহপালিত পশু)

৭. আল-আরাফ (উঁচু স্থানসমূহ)

৮. আল-আনফাল (যুদ্ধ-লব্ধ ধনসম্পদ)

৯. আত-তাওবাহ্ (অনুশোচনা)

১০. ইউনুস (নবী ইউনুস আ.)

১১. হুদ (নবী হুদ আ.)

১২. ইউসুফ (নবী ইউসুফ আ.)

১৩. আর-রা'দ (বজ্রপাত)

---

৭৭. আল-কুরআন, সূরা আলাক : ১-৫

৭৮. আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা : ২৮১

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ইব্রাহীম (নবী ইব্রাহিম আ.)

১৫. আল-হিজর (পাথুরে পাহাড়)

১৬. আন-নাহল (মৌমাছি)

১৭. বনী-ইসরাঈল (ইহুদি জাতি)

১৮. আল-কাহফ (গুহা)

১৯. মারইয়াম (মারইয়াম, ঈসা আ.-এর মা)

২০. ত্বোয়া-হা (ত্বোয়া-হা)

২১. আল-আম্বিয়া (নবীগণ)

২২. আল-হাজ (হজ)

২৩. আল-মু'মিনূন (মুমিনগণ)

২৪. আন-নূর (আলো)

২৫. আল-ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ধারণকারী)

২৬. আশ-শুআরা (কবিগণ)

২৭. আন-নাম্‌ল (পিপীলিকা)

২৮. আল-কাসাস (কাহিনি)

২৯. আল-আনকাবূত (মাকড়সা)

৩০. আর-রুম (রোমান জাতি)

৩১. লোক্‌মান (লোকমান, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি)

৩২. আস-সেজদাহ্ (সিজদা)

৩৩. আল-আহ্‌যাব (জোট)

৩৪. সাবা (রানি সাবা)

৩৫. ফাতির (আদি স্রষ্টা)

৩৬. ইয়াসীন (ইয়াসীন)

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. আস-সাফ্ফাত (সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো)

৩৮. সোয়াদ (আরবী বর্ণ)

৩৯. আয্-যুমার (দলবদ্ধ জনতা)

৪০. আল-মু'মিন (বিশ্বাসী)

৪১. হা-মীম সেজদাহ্/ফুসসিলাত (সুস্পষ্ট বিবরণ)

৪২. আশ্-শূরা (পরামর্শ)

৪৩. আয্-যুখরুফ (সোনাদানা)

৪৪. আদ-দোখান (ধোঁয়া)

৪৫. আল-জাসিয়াহ (নতজানু)

৪৬. আল-আহ্ক্বাফ (বালুর পাহাড়)

৪৭. মুহাম্মদ (নবী মুহাম্মদ সা.)

৪৮. আল-ফাত্হ (বিজয়, মক্কা বিজয়)

৪৯. আল-হুজুরাত (বাস গৃহসমূহ)

৫০. ক্বাফ (ক্বাফ)

৫১. আয-যারিয়াত (বিক্ষেপকারী বাতাস)

৫২. আত-তূর (পাহাড়)

৫৩. আন-নাজম (তারা)

৫৪. আল-ক্বামার (চন্দ্র)

৫৫. আর-রাহমান (পরম করুণাময়)

৫৬. আল-ওয়াক্বিয়াহ্ (নিশ্চিত ঘটনা)

৫৭. আল-হাদীদ (লোহা)

৫৮. আল-মুজাদালাহ্ (অনুযোগকারিণী)

৫৯. আল-হাশ্র (সমাবেশ)

Dhaka University Institutional Repository

৬০. আল-মুম্‌তাহিনাহ্ (নারী, যাকে পরীক্ষা করা হবে)

৬১. আস-সাফ (সারিবদ্ধ সৈন্যদল)

৬২. আল-জুমুআহ (সম্মেলন/শুক্রবার)

৬৩. আল-মুনাফিকুন (কপট বিশ্বাসীগণ)

৬৪. আত-তাগাবুন (মোহ অপসারণ)

৬৫. আত-ত্বালাক (তালাক)

৬৬. আত-তাহরীম (নিষিদ্ধকরণ)

৬৭. আল-মুল্‌ক (সার্বভৌম কর্তৃত্ব)

৮. আল-ক্বলম (কলম)

৬৯. আল-হাক্কাহ (নিশ্চিত সত্য)

৭০. আল-মাআরিজ (উন্নয়নের সোপান)

৭১. নুহ (নবী নুহ আ.)

৭২. আল-জিন (জিন সম্প্রদায়)

৭৩. আল-মুজ্জাম্মিল (বস্ত্রাচ্ছাদনকারী)

৭৪. আল-মুদ্দাস্‌সির (পোশাক পরিহিত)

৭৫. আল-ক্বিয়ামাহ্ (পুনরুত্থান)

৭৬. আদ-দাহ্‌র/আল-ইনসান (মানুষ)

৭৭. আল-মুরসালাত (প্রেরিত পুরুষগণ)

৭৮. আন-নাবা (মহাসংবাদ)

৭৯. আন-নাজিয়াত (প্রচেষ্টাকারী)

৮০. আবাসা (তিনি ভ্রুকুটি করলেন)

৮১. আত-তাক্‌ভীর (অন্ধকারাচ্ছন্ন)

৮২. আল-ইন্‌ফিতার (বিদীর্ণ করা)

Dhaka University Institutional Repository

৮৩. আত-মুত্বাফ্ফিফীন (প্রতারকগণ)

৮৪. আল-ইন্শিকাক (খণ্ড-বিখণ্ডকরণ)

৮৫. আল-বুরুজ (নক্ষত্রপুঞ্জ)

৮৬. আত-তারিক্ব (রাতের আগন্তুক)

৮৭. আল-আ'লা (সর্বোন্নত)

৮৮. আল-গাশিয়াহ্ (বিহ্বল করা ঘটনা)

৮৯. আল-ফাজ্র (ভোর বেলা)

৯০. আল-বালাদ (নগর)

৯১. আশ-শামস (সূর্য)

৯২. আল-লাইল (রাত্রি)

৯৩. আদ-দুহা (ভোরের সূর্যকিরণ)

৯৪. আল-ইনশিরাহ (বক্ষ প্রশস্তকরণ)

৯৫. আত-ত্বীন (ডুমুর)

৯৬. আল-আলাক (রক্তপিণ্ড)

৯৭. আল-ক্বাদর (মহিমান্বিত)

৯৮. আল-বাইয়্যিনাহ (সুস্পষ্ট প্রমাণ)

৯৯. আল-যিলযাল (ভূমিকম্প)

১০০. আল-আদিয়াত (অভিযানকারী)

১০১. আল-ক্বারিয়াহ (মহাসংকট)

১০২. আত-তাকাসুর (প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা)

১০৩. আল-আছর (সময়)

১০৪. আল-হুমাযাহ (পরনিন্দাকারী)

১০৫. আল-ফীল (হাতি)

Dhaka University Institutional Repository

১০৬. কুরাইশ (কুরাইশ গোত্র)

১০৭. আল-মাউন (সাহায্য-সহায়তা)

১০৮. আল-কাওসার (প্রাচুর্য)

১০৯. আল-কাফিরুন (অবিশ্বাসী গোষ্ঠী)

১১০. আন-নাসর (স্বর্গীয় সাহায্য)

১১১. আল-লাহাব (জ্বলন্ত অঙ্গার)

১১২. আল-ইখলাস (একনিষ্ঠতা)

১১৩. আল-ফালাক (নিশিভোর)

১১৪. আন-নাস (মানব জাতি)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও আরবী ভাষায় কুরআনের প্রভাব।

আল-কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য

অতীত যুগের সকল আসমানি গ্রন্থই ছিল নির্দিষ্ট কোনো জাতি বা ভৌগোলিক সীমারেখা বেষ্টিত জনগোষ্ঠীর জন্য এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হিদায়াতের উৎস। কিন্তু কুরআন মাজিদ কোনো নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দেশ বা কালকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়নি; বরং এটি সর্বকালের সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য হিদায়াতের বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি চিরন্তন ও বিশ্বজনীন গ্রন্থ। এই বিশ্বজনীন গ্রন্থ কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার দিকে পথপ্রদর্শন করা, যাতে দুনিয়ায়ও মানুষ নিজের জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং পরকালেও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

আল-কুরআন নাজিলের প্রধানতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন একনিষ্ঠভাবে বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান রাব্বুল আলামীনের ইবাদাত করে। এটি প্রথম লক্ষ্য। কারণ, আল্লাহ ইবাদত বা উপাসনা পাবার একমাত্র হকদার। তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করা যাবে না। আমাদের জীবন-মৃত্যু তাঁরই হাতে। তাই শুধু তাকেই আমাদের ভয় করা উচিত, কেবল তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন—

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

"আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"[৭৯]

দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো- তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ, পৃথিবীর সর্বত্র একমাত্র তাঁর হুকুম ও বিধানকে বাস্তবায়িত করা। কুরআন পঠন-পাঠন আল-কুরআন নাজিলের অন্যতম লক্ষ্য। ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ.

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না। যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী।"[৮০]

কুরআন এসেছে মানব জাতিকে সতর্ক ও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য, ইরশাদ হয়েছে—

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ

আমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ কুরআন পৌঁছে সবাইকে ভীতিপ্রদর্শন করি।[৮১]

---

৭৯. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ১৮

৮০. আল-কুরআন, সূরা ফাতির : ২৯-৩০

৮১. আল-কুরআন, সূরা আনআম : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের সকল কাজের উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত আল্লাহ কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। কুরআন নাজিলের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সকল ধরনের উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত বুঝিয়ে দেওয়া। ইরশাদ হয়েছে—

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.

"আর আমরা অবশ্যই লোকেদের জন্য এই কুরআনে সব রকমের দৃষ্টান্ত বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর সবকিছুতেই অসম্মত।"[৮২]

কুরআন নাজিল করা হয়েছে যেন মানুষ কুরআন এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে। ইরশাদ হয়েছে—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

"এরা কি লক্ষ করে না কুরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে এ তো অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।"[৮৩]

কুরআন নাজিল করা হয়েছে এই বিশ্বজগতের সকল কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়ার জন্য। আর এটি নাজিল করা হয়েছে হিদায়াত, রহমত ও মুমিনদের জন্য সুসংবাদ হিসেবে। ইরশাদ হয়েছে—

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.

"আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি, সেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।"[৮৪]

---

৮২. আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৯

৮৩. আল-কুরআন, সূরা নিসা : ৮২

৮৪. আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল : ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের আলোচ্য বিষয়

আল-কুরআন কাঠামোগতভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর। কুরআনের এ কলেবরে লুক্কায়িত রয়েছে কোটি সাগরের বিশালতা। প্রতিটা শব্দ, বাক্য ও বক্তব্য এতই ব্যাপক যে, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে সহস্র সহস্র পৃষ্ঠা সংবলিত তাফসির গ্রন্থের সৃষ্টি হয়েছে।

কুরআনের আলোচ্য বিষয় হলো মানব জাতি। কেননা মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক পরিচয়ই কুরআনে দান করা হয়েছে। কুরআনের উদ্দেশ্য হলো মানব জাতিকে খোদা প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার দিকে পথ প্রদর্শন, যাতে দুনিয়ায়ও নিজের জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং পরকালেও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

আল-কুরআন কাঠামোগতভাবে সংক্ষিপ্ত পরিসরের হলেও এর বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা সুগভীর। প্রতিটি শব্দ, বাক্য, বক্তব্য এবং বিষয়বস্তু এতই ব্যাপক যে, এর শ্রেষ্ঠত্বের ভূয়সী প্রশংসায় বিশ্বের মনীষীগণ পঞ্চমুখ। এ ব্যাপারে ফরাসি পণ্ডিতের মন্তব্যটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন: "আল-কুরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য এক শব্দকোষ, বৈয়াকরণের জন্য এক ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং আইন বিধানের জন্য একটি বিশ্বকোষ।"

উপমহাদেশেরে প্রখ্যাত আলেম শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভী রহ. তার তাফসিরের মূলনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ 'আল-ফাউজুল কাবীর'-এ উল্লেখ করেছেন যে, মৌলিকভাবে কুরআনের বিষয়বস্তুকে পাঁচটি বিষয়ে বিভক্ত করা যায়। এবং এ পাঁচটি বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করাই কুরআন অবতীর্ণের অন্যতম লক্ষ্য। সাধারণত কুরআনের যেকোনো আয়াতই এ পাঁচ শ্রেণির কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত হবে।

এক. আইন-কানুন ও বিধানাবলি সংবলিত আয়াত

একজন মুসলিমের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় সকল বিধানাবলিই কুরআনে উল্লেখ আছে। ইবাদত-বন্দেগী থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, সামাজিক আচারণবিধি, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব, সরকার পরিচালনা, যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদির কোনো কিছুই উল্লেখ করতে বাদ রাখেনি আল-কুরআন। অনেক ক্ষেত্রেই কুরআনের এই আইন-কানুনগুলো উল্লেখ করা হয়েছে জেনারেলভাবে। কখনো কখনো এর মধ্যকার প্রজ্ঞা বা উইজডম স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলোর ব্যাখ্যা এবং বিস্তারিত বিষয়াদি রাসূল সা.-এর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কুরআনে উল্লিখিত বিধানাবলির কিছু উদাহরণ :

সালাতের বিধান

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨).

"তোমরা সালাতসমূহের প্রতি এবং (বিশেষভাবে) মধ্যবর্তী সালাতের প্রতি যত্নবান হও। এবং আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য একান্ত অনুগত অবস্থায় দাঁড়াও।"[৮৫]

রমযান মাসে সিয়ামের বিধান

---

৮৫. আল-কুরআন, সূরা আল বাকারা : ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾.

"হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্যে সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।"[৮৬]

যাকাত আদায়ের বিধান

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾.

"নিশ্চয়ই সদকাহ্ (যাকাত) হলো- ফকির, মিসকীন, তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্যে, যাদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় তাদের জন্যে, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের জন্যে-এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৮৭]

হজ এবং ওমরাহ পালনের বিধান

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

"নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কাবা ঘরে হজ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোনো দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকির কাজ করে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন।"[৮৮]

ওযু ও তায়াম্মুমের বিধান

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠো, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথা মাছেহ করো এবং পদযুগল গিটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ণ হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রসাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-অর্থাৎ, স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান

৮৬. আল-কুরআন, সূরা বাকারা : ১৮৩
৮৭. আল-কুরআন, সূরা তাওবাহ্ : ৬০
৮৮. আল-কুরআন, সূরা বাকার : ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান-যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"[৮৯]

দুই. ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের খণ্ডন

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন গোষ্ঠী, দল ও ধর্মের মানুষদের মিথ্যা বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। তাদের মধ্যে মূর্তিপূজারি (বিশেষ করে রাসূল সা.-এর সময়কার মক্কার পৌত্তলিকরা), ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুনাফিক সম্প্রদায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন ভুল বিশ্বাস এবং বিপথগামী রীতি-নীতি ছিল, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন।

মক্কার মুশরিকদেরকে উদ্দেশ করে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আল্লাহ অসংখ্য আয়াতে উল্লেখ করেছেন। যেমন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا.

"আল্লাহ ক্ষমা করবেন না এ পাপ যে, তার সাথে কাউকে শরিক করা হবে। পক্ষান্তরে তিনি ক্ষমা করবেন যাকে ইচ্ছা অন্যান্য গোনাহ।"[৯০]

তিন. সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের বর্ণনা

কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমান জমিনে তার সৃষ্টির বর্ণনা করেছেন। সমস্ত সুন্দর ও উপযোগী জিনিস, যেগুলো তিনি আমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর বর্ণনাও তিনি এনেছেন কুরআনে। তাঁর সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নাম, যেগুলো আমাদের ওপর তাঁর অপার মেহেরবাণীরই প্রকাশ, সেগুলোর বর্ণনাও রয়েছে। কুরআনের সকল আয়াত নিয়েই আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত, বিশেষ করে যে আয়াতসমূহে আমাদের ওপর তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ আছে। আল্লাহর সৃষ্টি ও সৃষ্টির ওপর তাঁর অনুগ্রহ-বিষয়ক আয়াতের সংখ্যা অসংখ্য। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ একটি আয়াত প্রদান করা হলো।

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴿١٦٤﴾.

"অবশ্যই আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, যখন তাদের কাছে প্রেরণ করলেন একজন রাসূল তাদেরই মধ্য থেকে। তিনি তাদের সামনে তিলাওয়াত করেন তাঁর (আল্লাহর) আয়াতসমূহ। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। নিঃসন্দেহে তারা ইতিপূর্বে ছিল প্রকাশ্য গোমরাহিতে।"[৯১]

চার. পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনাবলির বর্ণনা

---

[৮৯]. আল-কুরআন, সূরা মায়িদা : ৬

[৯০]. আল-কুরআন, সূরা নিসা : ১১৬

[৯১]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে এমন ঘটনাসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ঘটেছিল ইতিহাস সৃষ্টির বহু পূর্বে এবং যার সম্পর্কে ষষ্ঠ শতাব্দীর দুনিয়া বিশেষ কোনো খোঁজখবর রাখত না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ ইহুদিদের ধর্ম গ্রন্থে ছিল বটে, তবে তার অধিকাংশই ছিল অতিরঞ্জিত ও বিকৃত। আবার কিছু কিছু ঘটনার চর্চা যদিও আরব এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের ভিতরে ছিল কিন্তু তা ছিল একেবারেই অস্পষ্ট ও সন্দেহপূর্ণ। আবার এমন বহু ঘটনার বর্ণনা কুরআনে দেখা যায়, যার উল্লেখ না ছিল ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে আর না ছিল তার চর্চা আরবদের ভিতরে।

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ.

"আর নিশ্চয় নুহ আমাকে ডেকেছিল, আর আমি কতই-না উত্তম সাড়াদানকারী! আর তাকে ও তার পরিজনকে আমি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। আর তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম, আর পরবর্তীদের মধ্যে তার জন্য (সুখ্যাতি) রেখে দিয়েছিলাম। শান্তি বর্ষিত হোক নূহের ওপর সকল সৃষ্টির মধ্যে।"[৯২]

চার. মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের বর্ণনা

পরলৌকিক সফলতাই মানব জীবনের সত্যিকারের সফলতা। এ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র। মানুষ এ জীবনে যতটুকু অর্জন করতে পারবে, ততটুকুই সে পরবর্তী জীবনে ভোগ করতে পারবে। মৃত্যু পরবর্তী জীবনই এজন্য মানুষের আসল জীবন। এই বার্তাটিই মানুষের অন্তরে গেঁথে দিতে মহান আল্লাহ যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন লক্ষাধিক নবী-রাসূল। একই ধারাবাহিকতায় কুরআনের অসংখ্য স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যেন আমরা দুনিয়ার আরাম-আয়েশের পিছনে পড়ে আল্লাহকে ভুলে না যায়। যেন আমরা এ ব্যাপারে গাফেল না হয়ে যাই যে, আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্ত এবং প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। যার দরুন কুরআনের একটি বড় অংশ জুড়েই পরকালের কথাবার্তা এসেছে। যেমন আল্লাহ বলছেন—

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

"প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর 'অবশ্যই কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকারসামগ্রী।"[৯৩] (সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)

বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কুরআনের আয়াত সংখ্যা

ওয়াদার আয়াত	১০০০
ভীতি প্রদর্শণ মূলক আয়াত	১০০০
আদেশসূচক আয়াত	১০০০
নিষেধসূচক আয়াত	১০০০

[৯২] আল-কুরআন, সূরা সাফফাত : ৭৫-৭৯
[৯৩] আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

▪ উদাহরণ সংবলিত আয়াত	১০০০
▪ ঘটনাবলি সংবলিত আয়াত	১০০০
▪ হালাল সম্পর্কিত আয়াত	২৫০
▪ হারাম সম্পর্কিত আয়াত	২৫০
▪ তাসবীহ সংবলিত আয়াত	১০০
▪ বিবিধ আয়াত	৬৬

আরবী ভাষায় কুরআনের প্রভাব

পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় নাজিল করা হয়েছে। অসংখ্য আয়াত এ নির্দেশনা দেয় যে, পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় নাজিলকৃত। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ.

"বিশ্বস্ত রুহ একে নিয়ে অবতরণ করেছে। আপনার হৃদয়ে যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"[৯৪]

এ বিষয়ে আরো ইরশাদ হয়েছে—

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا

"আমি এ কুরআনকে আরবী ভাষায় নির্দেশরূপে নাজিল করেছি।"[৯৫]

এছাড়াও কুরআনে এসেছে—

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ.

"আরবী ভাষায় এ কুরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে।"[৯৬]

এ বিষয়ে আরো ইরশাদ হয়েছে—

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ(١٠٣).

"আমরা তো ভালোভাবেই জানি যে, তারা বলেঃ তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত দেয় তার ভাষা তো আরবী নয়, এবং এ কুরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়।"[৯৭]

ইসলামপূর্ব যুগে আরবী ভাষা ও তার রূপ

ইসলামপূর্ব সময়েও আরবী ছিল একটি শুদ্ধ ভাষা। ভাষার এই বিশুদ্ধতায় ক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছে বেশ কিছু উপাদান। সেগুলি হচ্ছে যথারীতি :

বাজার ও মেলা

ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসের বইগুলো বেশকিছু উপাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে 'বাজার' বা 'মেলার' উল্লেখ প্রথম স্থানে। ইসলামপূর্ব সময়ে জাজিরাতুল আরবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল অসংখ্য বাজার। আরবরা ছিল বাজারঅন্তপ্রাণ। বাজারের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল তাদের যাপিত জীবন। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে, পূজা-পার্বণে তারা বাজারে হাজির হতো। ব্যবসায়িক, পারিবারিক, সামাজিক এমন শাসন-

---

[৯৪] আল-কুরআন, সূরা শু'আরা : ১৯৩-১৯৫
[৯৫] আল-কুরআন, সূরা রা'দ : ৩৭
[৯৬] আল-কুরআন, সূরা জুমার : ২৮
[৯৭] আল-কুরআন, সূরা নাহল : ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ—সবই সম্পাদিত হতো বাজারে। বাজারে একত্র হয়ে তারা শায়েরি করত। শায়েরিতে বংশীয় গৌরব, নিজেরে মাহাত্ম্য বর্ণনা, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা, প্রেমিকার রূপসৌন্দের্যের বর্ণনা প্রাধান্য পেত। শায়েরি আর বাজার ছিল তাদের জীবনের মৌলিক উপকরণের মতো। যেন এই দুইয়ে মিলেই তাদের অস্তিত্ব। আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি ও মহান শিল্পসৃষ্টির জন্ম বাজার বা মেলাতেই হতো। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মেলা বসত। জাজিরাতুল আরবের চারপাশ থেকে লোকেরা আসত। বাণিজ্যিক পণ্যের আদান-প্রদানের পাশাপাশি সমকালীন সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তাদের ভাবনার আদান-প্রদান চলত। আরবের মশহুর বাজারগুলোর মধ্যে উকাজ বাজার, মাজান্না আর জুল মাজাজ অন্যতম।

আরবী ভাষার বিকাশ ও উন্নতিতে উকাজ মেলার ছিল সবিশেষ ভূমিকা। কারণ যুগশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও বক্তাগণ এখানেই একত্র হতেন। এখান থেকে নির্ধারিত হতো ভাষার শ্রেষ্ঠরূপ, শ্রেষ্ঠ ভাষাকর্মকে দেওয়া হতো স্বীকৃতি ও পুরস্কার।

কুরআন নাজিল পরবর্তী সময়ে বাজার ও মেলায় কুরআন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতো। কবিতা ও তাদের চালচলনে কুরআনের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হতো।

কুরাইশ

প্রাচীনকাল থেকেই কুরাইশ ছিল পৃথিবীব্যাপী কাফেলার মিলনস্থল। কুরাইশের ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা ও গৌরবের কথা আরবজুড়ে ছিল স্বীকৃত। আরবরা তাদের শ্রদ্ধা ও মান্য করত। তাছাড়া কাবার প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রমে জড়িত ছিল কুরাইশ। মূল চত্বরের খুব কাছাকাছি ছিল তাদের আবাস। যেহেতু নানা প্রান্ত থেকে আগমন ঘটত নানা ভাষারূপের মানুষ, তাই বলা যায়, ভাষার শ্রেষ্ঠতার দিকগুলো বিবেচনা করত আরবীভাষার শ্রেষ্ঠতম রূপরেখাটি প্রণয়ন করায় কুরাইশরা বড় ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

কুরআন নাজিল পরবর্তী সময়ে কুরাইশদের আচার আচরণ ও সভ্যতা সংস্কৃতিতে কুরআন হয়ে উঠে অন্যতম অনুষঙ্গ ও তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আরবী ভাষার ওপর কুরআনের অনেক প্রভাব রয়েছে, নিচে কিছু প্রভাব তুলে ধরা হলো :

ক. কুরআন আরবী হওয়ার কারণে কালের গর্ভে আরবী ভাষা হারিয়ে যায়নি

কুরআন আরবী হওয়ার কারণে কালের গর্ভে আরবী ভাষা হারিয়ে যায়নি। কেননা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন। যতদিন পৃথিবী নামক গ্রহে মানুষ নামক প্রাণী বসবাস করবে ততদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর এই আসমানি গ্রন্থ আল-কুরআনকে সকল প্রকার বিকৃতিমুক্তভাবে সংরক্ষণ করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

"নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষক।"[৯৮]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ .

[৯৮] আল-কুরআন, সূরা হিজর : ৯

Dhaka University Institutional Repository

"এটা (আল-কুরআন) সংরক্ষণ ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই।"[৯৯]
উপরে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব। তিনি তা অবতীর্ণ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার সংরক্ষণের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। কেউ ইচ্ছা বা চেষ্টা করলেই পৃথিবী থেকে আল-কুরআনকে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা বিলুপ্ত অথবা নিঃশেষ করে দিতে পারবে না।
সুতরাং আরবী ভাষা কালের গর্ভে অন্যান্য ভাষার মতো হারিয়ে যায়নি বা বিকৃত হয়ে যায়নি, কারণ কুরআন আরবী ভাষায় নাজিল হওয়ার কারণে তাকে হেফাজত করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা।

খ. আরবী ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ
ভাষার জন্ম, উদ্ভব ও উৎপত্তি হয় বিবিধ প্রয়োজনে। নানা প্রয়োজনে নানা ভাষার জন্ম। প্রয়োজনেই তার টিকে থাকা, প্রয়োজনেই তার বিলুপ্তি। কুরআনের বক্তব্য অনুসারে, আরবী ভাষাই প্রথম ভাষা। সৃজনে, উচ্চারণে, ব্যবহারে, বিস্তৃতে—সকল ক্ষেত্রেই আরবীর অবস্থান প্রথম। মানব জাতির প্রথম শিক্ষক আল্লাহ তায়ালা মানবের প্রথম ভাষা হিসেবে সৃষ্টি করলেন আরবী। ফেরেশতাদের সামনে মানুষের মর্যাদা তুলে ধরার জন্য উভয় দলকেই করলেন পরীক্ষা। আদমকে তিনি বস্তুর নাম শেখালেন। এ ছিল একটি সহজাত জ্ঞান, এর মাধ্যমে মানুষ যেকোনো বস্তুকে চিনতে পারে। ইরশাদ হয়েছে—
"আল্লাহ আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, "আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" তারা বলল, "আপনি মহান পবিত্র, আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাবান"।"[১০০]

আরবীর সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা হয়ে ওঠার প্রমাণ হলো কুরআন। আমরা জানি, মানুষকে সৃষ্টি করার বহু পূর্বে আল্লাহ কুরআন সৃষ্টি করেন। এবং সযত্নে সংরক্ষণ করেন 'লওহে মাহফুজ'-এ ।
মানব সৃষ্টির পর থেকে এ ধারা চলতে থাকে প্রথম মহাপ্লাবন পর্যন্ত। নূহ আ.-এর প্লাবনের আগ পর্যন্ত সবাই আরবী ভাষায়ই কথা বলত বলে জানা যায়। বাইবেলেও এ বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ রয়েছে, যদিও বাইবেল রচয়িতারা এড়িয়ে গেছেন, কী ছিল সেই সর্বজনীন ভাষার নাম-সেই প্রসঙ্গ। বাইবেল বলছে, "এই তো সেই স্থান, যেখানে ঈশ্বর গোটা পৃথিবীর অবিভক্ত এক ভাষাকে বহু ভাষায় বিভক্ত করলেন। তাই স্থানটির নাম হলো বাবিল। এভাবে ঈশ্বর তাঁদের সেখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিলেন।"

গ. ভাষার স্থায়িত্বদান ও বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা
কুরআন আরবী ভাষাকে দিয়েছে স্থায়িত্ব, অমরত্ব ও ভাষিক বিবেচনায় সুউচ্চ মর্যাদা। তাছাড়া আরব জনজীবনে কুরআনের অসীম প্রভাব তো আছেই। গ্রন্থটি তাদের ভাগ্য বদলে দিয়েছে চিরতরে। তারা অখ্যাত এক জাতি থেকে নিজেদের জন্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে একটি প্রভাবশালী জাতি হিসেবে। স্বতন্ত্র জাতিসত্তায় কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া, স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে থেকে কুরআনই তাদেরকে রক্ষা করেছে। যাবতীয় কলুষতা থেকে তাদের মনন ও মানস মুক্ত করে পরম পবিত্রতায় পূর্ণ করেছে। তারা মুক্তি পেয়েছে পৌত্তলিকতার ভয়াল অভিশাপ থেকে। জাহিলিয়াতের অন্ধকার সরিয়ে আলোয় উদ্ভাসিত করেছে তাদের। বিচ্ছিন্নতা ভুলে তারা সমবেত হয়েছে এক পতাকাতলে। আরবী ভাষা নিয়ে বলতে গেলে আরব জনজীবন নিয়ে বলতেই হয়। কুরআন আরবের দীর্ঘকালের যাপিত বাস্তবতাই পাল্টে দিয়েছে। জুলুম, অত্যাচার বন্ধে কুরআনের নির্দেশগুলো এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

ঘ. সুসংহতকরণ ও পূর্ণতা দান

---
[৯৯] আল-কুরআন, সূরা কিয়ামাহ : ১৭
[১০০] আল-কুরআন, সূরা বাকারা : ৩১-৩২

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষার উন্নত ও মহিমান্বিত যে রূপটি আমরা আজ দেখছি, তার পেছনে কুরআনের ভূমিকা অপরিসীম। কুরআনের অবতরণ না ঘটলে এই শ্রেষ্ঠ রূপটির দেখা আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ। কুরআনে আল্লাহ সংযোজন করেছেন বিপুল অর্থবাহী শব্দ, সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক ও প্রকরণ। আসমানি হস্তক্ষেপে কুরআনের ভাষা এমনতর পূর্ণতা পেয়েছে যে, তা সবার দৃষ্টি কেড়েছে। আরবের কবি-সাহিত্যিকরা কুরআনকে ভাষার আদর্শ রূপ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। কুরআনিক ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের স্বপক্ষে দলিল দিয়েছে। আজও আরবরা কুরআন থেকে উদ্ধৃতি করায় গৌরব বোধ করে।

ঙ. ভাষার একটি সর্বজনীন রূপ প্রণয়ন ও উপভাষার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিপ্রদান

আরবরা ছিল গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত। তাদের ভাষাও ছিল তেমনই বিচিত্র। উচ্চারণ পদ্ধতি ছিল একেক জায়গায় একেক রকম। এমনকি তাদের এই সব দিক বিবেচনা করে কুরআন নাজিলও হয় প্রধান সাতটি উচ্চারণে। পরবর্তীতে উসমান (রা.)-এর নির্দেশে তাঁরই খিলাফতকালে একটি লাহজায় (উচ্চারণনীতি) কুরআন একত্র করা হয়। আমাদের সামনে এখন যে কুরআনের নুসখাগুলো দেখতে পাই, তা কুরাইশের লাহজায় লিপিবদ্ধ। কুরাইশের লাহজায় লিপিবদ্ধ করার কারণ আমরা জানি। কুরাইশরা ছিল তখন আরবের সম্ভ্রান্ত বংশ। বাণিজ্য, শিল্পসাহিত্য ও নেতৃত্বের কেন্দ্র। উপরন্তু স্বয়ং উসমান (রা.) বলেন— "তোমাদের মধ্যে উচ্চারণ নীতি নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তোমরা কুরাইশের লাহজায় লিপিবদ্ধ করবে। কেননা কুরআন কুরাইশের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে... ।"

চ. আরবী ভাষাকে বৈশ্বিক মর্যাদা ও ব্যাপ্তি প্রদান

ইসলামপূর্ব সময়ে আরবী সাহিত্যে অগ্রগতি থাকলেও তাদের শিল্প-সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী পরিচিত ছিল না। বিশ্বসভ্যতায় তাদের কোনোও সংযোজন কিংবা অবদান ছিল না। কুরআন অবতীর্ণের পূর্বে কেউই কখনও আরবী ভাষা শেখার কথা ভাবেনি। এভাবেই সময় গড়াচ্ছিল। তারপর যখন কুরআন অতীর্ণ হলো, দলে দলে মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল, ইসলামের ব্যাপ্তির সঙ্গে বর্ধিত হতে লাগল আরবী ভাষার ব্যাপ্তি। এ কথা তো আমরা সবাই জানি যে, দ্বীনের পথে চলতে, অবিচল থাকতে এবং দ্বীনকে সুসংহত ও মজবুত করতে ইসলামে দীক্ষিত ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হলো আরবী ভাষা শিক্ষা করা। এটির সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কুরআনে কারীম যদি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে অবতীর্ণ না হতো, তাহলে আরবী ভাষা এত বিপুল বিস্তৃতি ও খ্যাতি পেত না।

ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি আরবদের ওপর কুরআনের প্রভাবের একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ-

সাধারণভাবে জীবনী লেখকগণ হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে যে কাহিনি বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, তিনি চরম কঠোরতা অবলম্বন করেও যখন কোনো মুসলমানকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিতে পারলেন না, তখন তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (নাউজুবিল্লাহ)। তরবারি নিয়ে রাসূল সা.-এর উদ্দেশে রওনা হন। ঘটনাক্রমে নাইম বিন আব্দুল্লাহর সাথে তার দেখা হয়। ওমরের এমন অবস্থা দেখে তিনি জিজ্ঞেস করেন, "কী ব্যাপার ওমর?" উত্তরে ওমর বললেন, "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করতে যাচ্ছি।" তিনি বললেন, "আগে নিজের ঘর ঠিক করো। তোমার বোন-ভগ্নিপতি উভয়ে মুসলিম হয়ে গিয়েছে।"

হযরত ওমর এ কথা শোনোমাত্রই বোনের বাড়িতে পৌঁছে যান। তাঁরা তখন পবিত্র কুরআন পাঠ করছিলেন। ওমরের পায়ের শব্দ কোনোমাত্রই তাঁরা নীরব হয়ে যান এবং কুরআনের অংশগুলো লুকিয়ে ফেলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) কুরআন পাঠের শব্দ আগেই শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি প্রবেশ করেই বললেন, "তোমরা কী যেন পড়ছিলে শুনলাম।" সাঈদ ও ফাতিমা উভয়ে বললেন, "তুমি কিছুই শোনোনি।" ওমর বললেন, "আল্লাহর শপথ, আমি শুনেছি, তোমরা মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছো এবং সেটাই অনুসরণ করে চলেছো।"

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা বলেই ভগ্নিপতি সাঈদকে চড় দিলেন। ফাতিমা উঠে এসে স্বামীকে তার প্রহার থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। ওমর ফাতিমাকে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, তিনি আহত হলেন। ওমরের এই বেপরোয়া আচরণ দেখে তারা উভয়ে বললেন, "হ্যা, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আপনি যা খুশি করতে পারেন।" ওমর তার বোনের দেহে রক্ত দেখে নিজের এমন আচরণে অনুতপ্ত হলেন। অতঃপর অনুশোচনার সুরে বোনকে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা যে বইটা পড়ছিলে, সেটা আমাকে দাও তো। আমি একটু পড়ে দেখি মুহাম্মদ কী বাণী প্রচার করে?" এখানে উল্লেখ্য যে, ওমর লেখাপড়া জানতেন।। তার বোন বললেন, "আমাদের আশঙ্কা হয়, বইটা দিলে তুমি নষ্ট করে ফেলবে।" ওমর দেবদেবীর শপথ করে বললেন, "তুমি ভয় পেয়ো না। আমি ওটা পড়ে অবশ্যই ফিরিয়ে দেবো।" একথা শুনে বোনের মনে এই মর্মে আশার সঞ্চার হলো যে, তিনি হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবেন। তাই তিনি বললেন, "ভাই! আপনি মুশরিক হওয়ার কারণে অপবিত্র। অথচ এই বই স্পর্শ করতে হলে পবিত্রতা অর্জন করা প্রয়োজন।" ওমর তৎক্ষণাৎ গিয়ে গোসল করে পবিত্র হয়ে এলেন। ফাতিমা এবার কুরআন শরীফ দিলেন। খুলেই যে অংশটি তিনি দেখলেন তাতে ছিল সূরা ত্ব-হা। প্রথম থেকে কিছুটা পড়েই বললেন, "কী সুন্দর কথা! কী মহান বাণী!" আড়াল থেকে এ কথা শুনে খাব্বাব বেরিয়ে এসে বললেন, "ওমর, আমার মনে হয়, আল্লাহ তাঁর নবীর দোয়া কবুল করে তোমাকে ইসলামের জন্য মনোনীত করেছেন। গতকাল তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আবুল হাকাম ইবনে হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো।' হে ওমর, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও, তুমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও!"

ওমর তখন বললেন, "হে খাব্বাব, আমাকে মুহাম্মদের সন্ধান দাও। আমি তার কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করি।" খাব্বাব বললেন, "তিনি সাফা পর্বতের নিকট একটা বাড়িতে কিছু সংখ্যক সাহাবীর সাথে অবস্থান করছেন।" ওমর তার তলোয়ার কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সন্ধানে চললেন। যথাস্থানে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। আওয়াজ শুনে একজন সাহাবী উঠে এসে জানালা দিয়ে তাকে দেখলেন। দেখলেন ওমর তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, ওমর দরজায় তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।" হামযা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, "তাকে আসতে দাও। যদি ভালো উদ্দেশ্যে এসে থাকে আমরা তাকে সহযোগিতা আর যদি খারাপ উদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে তার তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করবো।"

রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, "তাকে আসতে দাও।" তিনি ওমরকে ভেতরে যেতে অনুমতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) উঠে ওমরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং কক্ষের ভেতরে তাকে সাক্ষাৎ দান করলেন। তিনি ওমরের পাজামার বাঁধনের জায়গা অথবা গলায় চাদরের দুই প্রান্ত যেখানে একত্রিত হয় সেখানে শক্তভাবে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরলেন। তারপর বললেন, "হে খাত্তাবের পুত্র, কী উদ্দেশ্যে এসেছো? আল্লাহর শপথ! আল্লাহর তরফ থেকে তোমার ওপর কোনো কঠিন মুসিবত না আসা পর্যন্ত তুমি সংযত হবে বলে আমার মনে হয় না।" ওমর বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান আনার জন্যই এসেছি।" একথা শোনোমাত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন জোরে 'আল্লাহু আকবার' বললেন যে, সাহাবীদের সবাই বুঝতে পারলো যে, ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছে। হামযার পরে ওমরের ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মনোবল বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেল। তারা নিশ্চিত হলেন যে, এই দুজন এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতন প্রতিরোধ করতে পারবেন এবং তারা সবাই ওদের দুজনের সহযোগিতায়

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের শত্রুদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। ইবনে ইসহাক বলেন—এটি হলো মদীনাবাসী বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে শোনো ওমরের ইসলাম গ্রহণের গল্প।[১০১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাজিলকৃত কুরআন একটি মুজিজা, এটি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নিদর্শন। কুরআনে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আরব বর্বর জাতি এই কুরআনের সংস্পর্শে এসে সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলো যদিও ইতোপূর্বে তারা ছিলো অবিশ্বাসী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন—
"আমি তো মানুষের জন্যে এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্তের বর্ণনা করেছি। তুমি যদি তাদের নিকট কোনো নিদর্শন হাজির করো, তবে কাফিররা অবশ্যই বলবে: তোমরা তো বাতিলপন্থি। যাদের জ্ঞান নেই আল্লাহ তাদের হৃদয়ে এভাবে মোহর মেরে দেন। অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।"[১০২]

আরো ইরশাদ হয়েছে—
"কেউ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে চিন্তিত না করে, আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করবো তারা যা করতো। নিশ্চয়ই অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ ভালোই জানেন। আমি স্বল্পকালের জন্য তাদেরকে জীবনের উপকরণ ভোগ করতে দেব। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে: আল্লাহ। বলো- সকল প্রশংসা আল্লাহরই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে অজ্ঞ।"[১০৩]

"আলিফ-লাম-মীম। এ কিতাব বিশ্ব প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা বলে- এটা তো সে নিজে মিথ্যা রচনা করেছে ? না, বরং এ সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়।"[১০৪]
"আমি অবশ্যই মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম; অতএব, তুমি তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করো না, আমি তাকে বনি ইসরাইলের জন্য পথ নির্দেশক করেছিলাম।"[১০৫]
"তারা বলে: তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলো, এই মীমাংসা কখন হবে? বলো: মীমাংসার দিনে কাফিরদের ঈমান আনয়ন তাদের কোনো কাজে আসবে না এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেওয়া হবে না। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করো এবং প্রতীক্ষা করো তারাও প্রতীক্ষা করছে।"[১০৬]

---

[১০১]. আব্দুল মালিক ইবনি হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ লি-ইবনি হিশাম* (মিসর : মুস্তাফা বাব হালবী এন্ড সন্স প্রেস, ১৯৯৫ খ্রি.), খণ্ড-০১, পৃ. ৩৪৩-৩৪৬।

[১০২]. আল-কুরআন, সূরা রুম : ৫৮-৬০
[১০৩]. আল-কুরআন, সূরা লোকমান : ২৩-২৫
[১০৪]. আল-কুরআন, সূরা সাজদাহ : ১-৩
[১০৫]. আল-কুরআন, সূরা সাজদাহ : ২৩
[১০৬]. আল-কুরআন, সূরা সাজদাহ : ২৮-৩০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় : মাতৃভাষায় কুরআনের অর্থ অনুধাবন

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহর কালাম বা বাণী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাতৃভাষায় কুরআনের অর্থ বোঝার যৌক্তিকতা ও বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আল-কুরআনের অর্থ বোঝার গুরুত্ব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনূদিত কুরআন পড়ে অর্থ অনুধাবন ও মূল কুরআন পড়ে অর্থ অনুধাবনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুরআনের অনুবাদে বিভ্রাট ও এর সমাধান।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহর কালাম বা বাণী।

কুরআন আল্লাহর বাণী। মুসলিম উম্মাহর জন্য সংবিধান। কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়টি আল্লাহর বাণী। এতে সন্দেহ পোষণের কোনো সুযোগ নেই। যদি শুধু হরফকে আল্লাহর বাণী বলা হয় তাহলে এর কোনো অর্থ হয় না। আর হরফ ব্যতীত কোনো বাক্য গঠিত হয় না। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ কালাম বা বাণী হওয়ার জন্য হরফ ও অর্থ উভয়টির দরকার আছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মদের ব্যাপারে বলেছেন, فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ এই বাক্যে অনেকগুলো হরফ রয়েছে। প্রতি হরফের আলাদা কোনো অর্থ নেই। বরং সব হরফ একত্রে মিলে যে বাক্যে রূপ নিয়েছে সেটা থেকে আমরা একটা অর্থ বুঝতে পারছি এবং এই অর্থই হলো আল্লাহর কালামের মূল উদ্দেশ্য।

কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে আল্লাহর কালাম। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু ভ্রান্ত আকিদা রয়েছে। মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বক্তব্য হলো, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে আল্লাহর কালাম নয় বরং এটা আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্ট জিনিসের মতোই একটি সৃষ্টি বা সৃষ্ট বিষয়। আশায়েরা সম্প্রদায় বলে থাকে, কুরআন শুধু অর্থের নাম, শব্দের নাম নয়। তাদের মতে আল্লাহ তায়ালা জিবরীল (আ.)-কে কুরআনের অর্থ বলেছেন। তিনি প্রতিনিধি হিসেবে সেটা রাসূল (সা.)-এর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সুতরাং কুরআনের যে শব্দ; সেটা জিবরীল অথবা রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে সংযুক্ত হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়।(নাউজুবিল্লাহ)

তবে এ ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা হলো, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহর বাণী। শুধু শব্দ আল্লাহর কালাম নয় আবার শুধু অর্থও আল্লাহর বাণী নয়। উভয়টির সংমিশ্রণে যে রূপ দাড়ায় সেটিই আল্লাহর কালাম বা বক্তব্য। আল্লাহ তায়ালা জিবরীল (আ.)-এর কাছে ওহীস্বরূপ কুরআন পাঠিয়েছেন এবং তিনি সেটা রাসূল (সা.) এর হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ .

"বিশ্বস্ত রূহ (জিবরীল) তা নিয়ে নাজিল হয়েছেন। আপনার হৃদয়ে যাতে আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"[১]

কুরআনের উক্ত আয়াতের আলোকে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, কুরআন মাখলুক বা সৃষ্ট নয় বরং এটি আল্লাহর কালাম বা বক্তব্য হিসেবে অবতীর্ণ কিতাব। যে অবতীর্ণের বিষয়কে অস্বীকার করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। এখানে مُنَزَّلٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন হরফ, শব্দ ও অর্থ সবকিছুসহ অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ যে ভাষায় বলেছেন জিবরীল (আ.) তা শুনেছেন এবং রাসূল (সা.)-এর হৃদয়ে তা ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন—

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

"আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, আমিই এর সংরক্ষণ করবো।"[২]

এই আয়াতে نَزَّلْنَا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো আল্লাহ হরফ, শব্দ ও অর্থ সবকিছুসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

---

১. আল-কুরআন, সূরা শুআরা : ১৯৩-১৯৫

২. আল-কুরআন, সূরা হিজর : ০৯

Dhaka University Institutional Repository

"আর নিঃসন্দেহ এটি নিশ্চয়ই বিশ্বজগতের প্রভুর তরফ থেকে এক অবতারণ।"[৩]

এখানেও تَنْزِيلٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা যেখানেই আলোচনা করেছেন, সেখানে تَنْزِيلٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা অবতীর্ণ হওয়া প্রমাণ করে। এর দ্বারা কুরআনকে যারা 'মাখলুক' বা আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে দাবি করে তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়ে যায়।

যারা কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি বা 'মাখলুক' হিসেবে দাবি করে তাদের বক্তব্যের অসারতা তুলে ধরে ইমাম হুকামী রহ. বলেন—

'কুরআনের হরফ ও অর্থ প্রকৃতভাবে দুটোই আল্লাহর কালাম বা বাণী। অর্থ ব্যতীত শুধু হরফ তার বাণী নয়, অনুরূপ হরফ ব্যতীত শুধু অর্থও তার কালাম নয়। আল্লাহ তায়ালা মৌখিকভাবে কুরআন বলেছেন, রাসূল (সা.)-এর কাছে তা ওহীরূপে অবতীর্ণ করেছেন, মুমিনগণ কুরআনের প্রতি খাঁটি ঈমান এনেছেন। সুতরাং যদি তা আঙুল দিয়ে লেখা হয়, জিহ্বা দিয়ে পাঠ করা হয়, অন্তর দিয়ে মুখস্থ করা হয়, দুই চোখ দিয়ে দেখা হয়, তবুও সেটা আল্লাহর এই ধরাতে আল্লাহর কালাম হিসেবেই রয়ে যাবে। এই আঙুল, কালি, কলম, খাতা সবই আল্লাহর সৃষ্টি। তবে এসব দিয়ে যা লেখা হয়েছে তা আল্লাহর সৃষ্ট নয়। জিহ্বা, কণ্ঠ সবই আল্লাহর সৃষ্টি; তবে তা দিয়ে যা পাঠ করা হয় তা সৃষ্ট নয়। হৃদয়, অন্তর সবই আল্লাহর সৃষ্টি তবে তাতে যা মুখস্থ করা হয় তা আল্লাহর সৃষ্ট নয়। শ্রবণশক্তি আল্লাহর সৃষ্টি, তা দিয়ে যে কুরআন শ্রবণ করা হয় তা সৃষ্ট নয়।'[৪]

যারা শুধু হরফ ও শব্দকে আল্লাহর কালাম মনে করে তাদের বক্তব্য খণ্ডন করে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন—

'মুসা (আ.) যে আওয়াজ ও হরফ শুনেছিলেন তা ছিল হিব্রু ভাষায়, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তা বর্ণনা করেছেন আরবী ভাষায়। কালাম যদি ধ্বনি ও হরফ হতো তাহলে মুসা (আ.) যা শুনেছেন এবং মুসা (আ.)-এর শ্রবণের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যা বর্ণনা করেছেন; দুটি বিষয় একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত হতো না। বরং এটা সংবাদ দেওয়া হতো, তিনি এমন ধ্বনি শ্রবণের কথা বলছেন যা তিনি শুনেননি। এটা তখন মিথ্যায় পরিণত হত। অনুরূপভাবে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী জাতিগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন যারা আরবীতে কথা বলতো না। তারা তাদের ভাষায় কথা বলতো। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের ভাষা আরবীতে সেসব ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর কথা সত্য। সুতরাং তাদের বক্তব্য যদি হরফ ও ধ্বনি হতো তাহলে কুরআনের ধ্বনি ও হরফের সাথে তার কোনোই মিল থাকতো না। তাদের কোনো ঘটনাই থাকতো না। কিন্তু তাদের কালাম এর হরফ ও অর্থ রয়েছে বিধায় আল্লাহ তায়ালা তা ভিন্ন ভাষায় উল্লেখ করেছেন। হরফ বা অক্ষর অর্থের অনুগামী। আর অর্থই এখানে মূল উদ্দেশ্য।'[৫]

নুরুল আনওয়ার গ্রন্থ প্রণেতা মোল্লা জিওন রহ. বলেন—

'কুরআন শব্দ ও অর্থের সমষ্টির নাম। ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে একটি মত পাওয়া যায়, তিনি আরবী ভাষায় দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও নামাজে ফারসি ভাষায় কুরআন পাঠ করাকে জায়েজ মনে করেন। এই মতের স্বপক্ষে তিনি যুক্তি পেশ করেন যে, কুরআনের সাহিত্য ও তার বালাগাত-ফাসাহাত এতটাই উচ্চাঙ্গের যে, জ্ঞানী ব্যক্তি নামাজে ধ্যান খেয়াল হারিয়ে ফেলতে পারেন। তাই তিনি ফারসিতে নামাজ পড়াকে জায়েজ মনে করেন। তবে সর্বজনবিদিত বক্তব্য হলো, পরবর্তী উলামায়ে কেরাম তার এই মত গ্রহণ করেননি এবং

---

৩. আল-কুরআন, সূরা শুআরা : ১৯২

৪. হাফেজ ইবনে আহমাদ আল-হুকামী, *আলামুস সুন্নাতিল মানশুরাহ* (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ.১১০।

৫. শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, *আত তিসঈনা* (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরেফ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ.৪৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

এই মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়নি। সুতরাং এই কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, কুরআন শুধু অর্থের নাম, শব্দের কোনো ধর্তব্য নেই।[৬]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, কুরআন শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহর কালাম বা বাণী।

[৬] আহমাদ, যিনি মোল্লা জিওন নামে পরিচিত, *নূরুল আনওয়ার* (করাচি : মাকতাবাতুল বুশরা, ২০০৮ খ্রি.), পৃ.০৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাতৃভাষায় কুরআনের অর্থ বোঝার যৌক্তিকতা ও বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আল-কুরআনের অর্থ বোঝার গুরুত্ব।

মাতৃভাষায় কুরআনের অর্থ বোঝার যৌক্তিকতা

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি পথনির্দেশনা। যদি মানবজাতি তার জীবন পরিচালনায় এই কুরআনের নীতিমালাকে অনুসরণ করে চলে তাহলে মানবজাতির দুনিয়ার জীবন হবে সুশৃঙ্খল এবং পরকালের জীবন হবে শান্তিময়। কিন্তু পবিত্র কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ায় আরবীভাষীরা যতটা সহজভাবে তা পাঠ ও অনুধাবন করতে পারে অনারব লোকেরা ততটা সহজভাবে এই কুরআনকে পাঠ ও অনুধাবন করতে পারে না। এর কারণ হলো, মানুষ তার নিজের মায়ের ভাষা অবচেতনভাবে যতটা অনুধাবন করতে পারে অন্যভাষাকে ততটুকু অনুধাবন করতে পারে না। অন্যভাষাকে শুদ্ধভাবে পাঠ ও অনুধাবন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ভাষাটিকে অনুশীলনপূর্বক নিজের মাতৃভাষায় রূপান্তর করে অনুধাবন করতে হয়। সুতরাং যাদের মাতৃভাষা আরবী নয়, তারা যদি বিশ্বজগতের অধিপতি মহান রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের নীতিমালার আলোকে নিজেদের দুনিয়ার জীবনকে সুশৃঙ্খল এবং পরকালের জীবনকে শান্তিময় করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই কুরআনকে নিজের মাতৃভাষায় অনুধাবন করতে হবে তথা স্বভাষায় কুরআনের অর্থ বুঝতে হবে। অন্যথায় পবিত্র কুরআনের নীতিমালা ও উপদেশসমূহ বিশাল এক অনারবজনগোষ্ঠীর কাছে অবোধগম্য থেকে যাবে। তারা তাদের জীবন পরিচালনায় সঠিক পন্থা এবং পরকালের মুক্তির দিশা খুঁজে পাবে না।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আল-কুরআনের অর্থ বোঝার গুরুত্ব

মানবজাতিকে গোটা সৃষ্টিজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্বদান করে সৃষ্টির সেরাজীব হিসেবে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। গোটা সৃষ্টিজগতের ওপর মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে একটি বিশেষ যোগ্যতার মাধ্যমে। এই যোগ্যতাটি হলো মানুষের চিন্তা ও অনুধাবন করার যোগ্যতা। মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা ও অনুধাবন করতে পারে। মানুষ চিন্তা করে কোনোটা ভালো ও কোনোটা মন্দ সেটা যাচাই, বাছাই ও বিশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু কেবল নিজের স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে সর্বদা সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। তাই মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সঠিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন; যেন মানুষ তার জীবন পরিচালনায় নির্ভুল চিন্তা ও বিশ্লেষণ করতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ: আমি এই কুরআনকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যেন আপনি মানুষকে এর বিধানাবলী বর্ণনা করতে পারেন এবং মানুষও যেন চিন্তা-গবেষণা করতে পারে।[৭]

পবিত্র কুরআন কেবল চিন্তা-গবেষণার নির্ভুল দিকনির্দেশনাই নয় বরং ইহা মানবজাতির জন্য অত্যন্ত সাবলীল উপদেশও বটে। এসব উপদেশ গ্রহণ করে মানবজাতি তাদের জীবনকে সুন্দর ও সজীব করে তুলতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

"তিনি মানবজাতির কাছে এই কুরআনের আয়াতকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যেন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"[৮]

পবিত্র কুরআনে উপদেশের পাশাপাশি মানবজাতিকে চোখে আঙুল দিয়ে মানবজাতির নানা সমস্যার সমাধান দেখানো হয়েছে। তাই এই গ্রন্থটি হলো মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ।

---

৭. আল-কুরআন, সূরা নাহল : ৪৪
৮. আল-কুরআন, সূরা বাকারা : ২২১

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

"এই গ্রন্থটিকে মানুষের পথনির্দেশনা এবং রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে যেন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।"[৯]

তাই এই কুরআনকে যারা ভালোভাবে আঁকড়ে ধরবে তারা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনের সর্বশেষ বক্তব্য বিদায় হজের বক্তব্যে ঘোষণা করেন—

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ .

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, তোমরা বিভ্রান্ত হবে না যতদিন এ দুটি আঁকড়ে থাকবে: আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ।"[১০]

উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, মানবজাতি তার জীবনকে নির্ভুলভাবে পরিচালনা করতে এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিকল্প কোনো কিছুই নেই। এ কারণেই আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান রব মানবজাতির প্রতি আহ্বান করেছেন—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ .

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয়সমূহে তালা রয়েছে।"[১১]

তিনি মানবজাতির প্রতি আরো আহ্বান করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ .

"নিশ্চয় আমি স্মৃতিচারণের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। অতএব কেউ কি আছে স্মৃতিচারণকারী গবেষক?"[১২]

কিন্তু এই কুরআন নামক গাইডলাইন ও নীতিমালা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও বিশ্লেষণ করতে এবং এই কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন এই কুরআনকে নিজের ভাষায় অনুধাবন করা। অন্যথায় এই মূল্যবান গ্রন্থটি বিশাল অনারব জনগোষ্ঠী একই সাথে বাংলাভাষীদের কাছে অস্পষ্টই রয়ে যাবে। সুতরাং উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাভাষীসহ যেকোনো অনারব জনগোষ্ঠী যদি এই মূল্যবান কুরআন থেকে উপকৃত হতে চায় তাহলে তাদেরকে নিজের ভাষায় এই কুরআনকে অনুধাবন করা শিখতে হবে।

---

৯. আল-কুরআন, সূরা কাসাস : ৪৩

১০. ইমাম মালেক, মুয়াত্তা মালেক (কায়রো : দার আল-হাদীস, ২০১২ খ্রি.), হাদীস নং ৩৩৩৮, পৃ. ১১১২।

১১. আল-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ : ২৪

১২. আল-কুরআন, সূরা আল-ক্বামার : ১৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অনূদিত কুরআন পড়ে অর্থ অনুধাবন ও মূল কুরআন পড়ে অর্থ অনুধাবনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

যেকোনো ভাষাকে অনুবাদ মাধ্যমে বোঝা এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট ভাষাটিকে বোঝার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একটি ভাষা তার নিজস্ব বাচনভঙ্গি ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠে। এই বাচনভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্যগুলো অনুধাবনের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট ভাষার মূলভাব ও গূঢ় রহস্যকে পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায়। অপরদিকে অনুবাদের মাধ্যমে একটি ভাষার বাহ্যিক অর্থ উপলব্ধি করতে পারলেও সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের সামগ্রিক বিষয় উপলব্ধি করা একেবারেই অসম্ভব। পবিত্র কুরআনের যেকোনো শব্দ, বাক্য এবং বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করে উক্ত বিষয়টি প্রমাণ করা সম্ভব। তন্মধ্যে উদাহরণস্বরূপ কুরআনের সবচেয়ে পরিচিত কয়েকটি আয়াতের মাধ্যমে উক্ত বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হলো।

এক. পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত সূরা ফাতিহা; যে সূরাটি মুসলিমমাত্রই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে বহুবার পাঠ করে থাকেন। এই সূরার প্রথম আয়াতটি সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করা যাক।

الحمد لله رب العالمين[১৩]

এই আয়াতের দুইটি প্রসিদ্ধ অনুবাদ হলো- এক. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা (অনুবাদক : মাওলানা মুহিউদ্দিন খান) দুই. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য, সমুদয় সৃষ্টিজগতের রব (অনুবাদক: জহুরুল হক)। এই আয়াতের একটি শব্দ হলো الحمد (আল-হামদু)। অনুবাদ দুটি থেকে উক্ত শব্দটির বাহ্যিক যে মর্ম যেটা বোঝা যায়- সমুদয় প্রশংসা বা যাবতীয় প্রশংসা। কিন্তু সমস্ত প্রশংসার পরিধি কতটুকু সেটা মোটেও বাহ্যিক অনুবাদ দ্বারা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তবে কেউ যদি মূল নস বা টেক্সটটি বিশ্লেষণ করে তাহলে এই প্রশংসার পরিধি অনুধাবন করা যাবে। এখানে (আল-হামদু) শব্দটির প্রথমে আলিফ-লামটিকে বলা হয় 'আলিফ লামে জিনসি'। 'আলিফ লামে জিনসি' একটি শব্দের প্রথমে যুক্ত হয় একটি বিষয়বস্তুর যাবতীয় ধরন ও প্রকারকে ধারণ করার জন্য। তাহলে হামদ বা প্রশংসা শব্দের প্রথমে এই প্রকারের আলিফ-লাম যুক্ত হয়ে বোঝানো হচ্ছে- প্রশংসার যত জাত, ধরন আছে এবং সকল স্থান ও কালের যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। প্রশংসার এই অসীম পরিসীমা কখনোই শুধু ভিন্ন ভাষার অনুবাদ দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

দুই. আরেকটি পরিচিত ও সহজ ছোট্ট সূরার প্রথম আয়াত বিশ্লেষণ করা যাক।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ[১৪]

উক্ত আয়াতের স্বাভাবিক অনুবাদ হলো- "নিশ্চয় আমি আপনাকে (মুহাম্মাদ সা.) কাউসার দান করেছি।" উক্ত আয়াতে প্রথমে "নিশ্চয় আমি দান করেছি" অংশটিতে একটি ভাষাগত সৌন্দর্য ও অলংকার রয়েছে। যে সৌন্দর্য বা অলংকার শুধু অনুবাদের মাধ্যমে কখনোই বোঝা সম্ভব নয়। অলংকারটি হলো- আরবী ভাষায় একবচনের স্থলে বহুবচনের ব্যবহার করা হয় অধিক সম্মানিত ব্যক্তি বা সত্তার ক্ষেত্রে। আমরা যদি আয়াতের অংশটিতে লক্ষ করি তাহলে দেখব এখানে বহুবচনের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এখানে সর্বনামের সত্তা হলেন একজন তথা আল্লাহ তায়ালা। কিন্তু একবচনের স্থলে বহুবচন করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার অসীম সম্মান ও মর্যাদাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। উক্ত ব্যবহারটি পুরো কুরআনের অনেক স্থানেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আরবী ভাষার ওপর যাদের জানাশোনা নেই, তারা কখনো এই অলংকারটি শুধু অনুবাদের মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারবেন না।

তিন. কুরআনের সবচেয়ে সুন্দর ও শিক্ষণীয় ঘটনাবলির মধ্যে নবী সুলাইমান আ.-এর ঘটনাবলি উল্লেখযোগ্য। এই নবীর একটি মুজিজা ছিল- তিনি মানুষ ছাড়াও অন্যান্য সকল পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গসহ

---

১৩. সূরা ফাতিহা, আয়াত : ১

১৪. সূরা কাউসার, আয়াত : ১

Dhaka University Institutional Repository

জল ও স্থলের সকল প্রাণীদের ভাষা তিনি বুঝতে পারতেন। তার একটি ঘটনা পবিত্র কুরআনে আছে। তিনি একদিন তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে একটি উপত্যকায় গমন করলেন। সেই উপত্যকার কোনো স্থানে পিঁপড়ার একটি দল ঘুরাফেরা করছিল। যখন নবী সুলাইমানের দল ঐ পিঁপড়া দলের কাছাকাছি চলে এলেন তখন পিঁপড়া দলের প্রধান পিঁপড়াদেরকে সতর্ক করে বললেন—

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ[১৫]

কুরআনে বর্ণিত পিঁপড়াদের প্রতি সতর্কবার্তাটির অনুবাদ দুইটি অনুবাদ গ্রন্থে লক্ষ করি।

১. "একজন নমল বলল, 'ওহে নমলজাতি! তোমাদের বাড়িঘরে ঢুকে যাও, সুলাইমান ও তাঁর বাহিনী যেন তোমাদের পিষে না ফেলে যদিবা তারা বুঝতে না পারে'।" (অনুবাদক : জহুরুল হক)

২. "তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে'।")অনুবাদক : মুহিউদ্দিন খান)

উক্ত দুটি অনুবাদের মাধ্যমে পিঁপড়াজাতির কোনো ধারণাই পাওয়া যাচ্ছে না এবং সামান্য পিঁপড়ার জীবনপদ্ধতিও কুরআনে কতটা নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে তাও উল্লিখিত অনুবাদের মাধ্যমে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি উল্লিখিত আয়াতটিকে ঐ ভাষাতেই বুঝেন তাহলে আয়াতের সামগ্রিক রহস্য সহজেই উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে- যখন সুলাইমান তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পিঁপড়ার দলের নিকটবর্তী হলো তখন 'একটি পিঁপড়া বলল' এই 'পিঁপড়া' শব্দের আরবীকে স্ত্রীলিঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। এই যদিও একটু পরেই 'হে পিঁপড়ার দল' বাক্যাংশে ব্যবহৃত পিঁপড়া শব্দের আরবীকে পুরুষলিঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি অবস্থিত একই অর্থবোধক একটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গে প্রকাশ করার দ্বারা গোটা পিঁপড়া জাতির এক বিশাল রহস্য প্রমাণিত হয়। প্রাণীবিজ্ঞানের মতে, পিঁপড়াদের জীবন পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো- তারা দলবেঁধে চলাফেরার সময় একটি পিঁপড়ার নেতৃত্বে চলে। আর পিঁপড়ার দলকে একটি স্ত্রী পিঁপড়া নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। বিস্ময়করভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সেই পিঁপড়া ও নবী সুলাইমানের ঘটনার মধ্যে যে পিঁপড়াটি সতর্কতামূলক ঘোষণা দিয়েছিলেন, সে পিঁপড়াটিকেও স্ত্রীবাচক শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের এই আশ্চর্যজনক নিখুঁত বর্ণনা, বিস্ময়কর ভাষাগত অলংকার কীভাবে বোঝা সম্ভব যদি কেউ শুধু অনুবাদ পাঠ করে কুরআনকে বোঝার চেষ্টা করেন? অথচ কোনো ব্যক্তি যদি কুরআনের ভাষাকে বুঝে কুরআন পাঠ করতে পারেন তাহলে তার জন্য খুব সহজেই কুরআনের বিশালতা ও সৌন্দর্য-অলংকারসহ যাবতীয় গূঢ় রহস্য অনুধাবন করা সম্ভব।

---

[১৫] সূরা নামল, আয়াত : ১৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাংলাভাষীদের মধ্যে পবিত্র কুরআনের মর্ম ও তাৎপর্য প্রাচীন কাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। কারণ কুরআন বাংলা ভাষায় বুঝেই অমুসলিমরা মুসলিম হয়েছিল। তাই ধরে নেওয়া যায়, মুহাম্মদ (সা.)-এর আমল থেকেই, অর্থাৎ ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দের আগে-পরে থেকেই পবিত্র কুরআন বাংলাভাষীদের কাছে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষায় রয়েছে। হয়তো তখনো লিখিত ফরম্যাটে এটা ঘটেনি। অথবা ঘটে থাকলেও তার নিদর্শন এখনো পাওয়া যায়নি। তবে চর্যাপদের অনেক পদে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগের শেষ দিকে আবির্ভূত মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর সর্বপ্রথম কুরআনের সূরা কাব্যভাষায় অনুবাদ করেন। অনেকে উনিশ শতকে গিরিশচন্দ্র সেনকে প্রথম কুরআন অনুবাদক মনে করেন। তবে গিরিশচন্দ্র সেন প্রথম পূর্ণাঙ্গভাবে পবিত্র কুরআন অনুবাদ করলেও তাঁর আমলেই তাঁর আগে বিচ্ছিন্ন অনেক অনুবাদের ঘটনা ঘটেছে। ড. মোহাম্মাদ হাননানের গবেষণা থেকে এ তথ্য বেরিয়ে আসে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কবি ছিলেন *শাহ মুহাম্মদ সগীর*। ১৩৮৯ সালে তিনিই সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের সূরা অনুবাদ করেন। তিনি যুগপৎ বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে কুরআনের অনুবাদ করেন। আর উনিশ শতকের দিকে যখন বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদ করা শুরু হয়েছিল, তখন বেশির ভাগ-ই কাব্য আকারে অনূদিত হয়েছিল।

তারপর মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের মধ্যে কট্টর ভাষাপ্রেমী *আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০)* তাঁর 'নুরনামা' কাব্যে বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেছিলেন।

১৮০৮ সালে রংপুর জেলার আমির উদ্দিন বসুনিয়া সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় গদ্য আকারে পবিত্র কুরআন অনুবাদ করেন।[১৬] তবে বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের ইতিহাস-বিষয়ক অন্য একজন গবেষক বলেন, বসুনিয়ার অনুবাদটি বাংলা পুঁথি সাহিত্যের ভাষায় কুরআনের ৩০তম পারার অনুবাদ ছিল। তার অনুবাদটি ছিল খণ্ডিত। প্রথম যুগের অন্যান্য কবিদের মতো তিনিও পবিত্র কুরআনের ৩০তম পারা বাংলা পয়ার ছন্দে অনুবাদ করেন।

১৮৬৮ সালে কলকাতা থেকে আকবর আলী রচিত 'তরজমা আমছেপারা' নামে আল কুরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

মোফাখখার হুসেইন খান ছিলেন পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদের বিশিষ্ট গবেষক। সরাসরি মন্তব্য না করলেও তিনি আকবর আলীকেই বাংলা ভাষায় কুরআনের প্রথম অনুবাদক সাব্যস্ত করেছেন।

পাদরি তারাচরণ মিত্র। তিনি হিন্দু থেকে খ্রিস্টান হয়েছিলেন। ১৮৭৩ সালে পবিত্র কুরআনের প্রথম ১২ পারা তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ১৮৭৩ সাল থেকেই কলকাতার 'বঙ্গমিহির' নামক একটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তা প্রকাশ করতে থাকেন। পরবর্তীতে ১৮৮২ সালে সেটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।

গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৩৫ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলার বৃহত্তর ঢাকার বর্তমান নরসিংদী জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিন্দু থেকে ব্রাহ্মধমের অনুসারী হয়েছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত পবিত্র কুরআনের প্রথম খণ্ডটি ১৮৮১ সালে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে কুরআনের অনুবাদের সবগুলো খণ্ড প্রকাশিত হয়। তাঁর অনুবাদে সংস্কৃতজাত বাংলা শব্দের প্রাবল্য থাকায় তৎকালীন মুসলিমসমাজে তাঁর অনূদিত কুরআন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

---

[১৬] মুহম্মদ মুজিবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* (ঢাকা : আল-কোরআন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমি, ২০০৯ খ্রি.), পৃষ্ঠা ১২০।

Dhaka University Institutional Repository

গিরিশচন্দ্র সেনের কুরআন অনুবাদের ঘটনায় মুসলিমসমাজে বড় ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে পবিত্র কুরআন বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজে বাঙালি মুসলিম আলেমসমাজের তাৎক্ষণিক আগমন ঘটে। বাঙালি আলেমসমাজ এর আগে কুরআন বাংলা অনুবাদের বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কেননা, তখন কুরআনের আরবী, ফারসি ও উর্দু অনুবাদ শিক্ষিতমহলে সুবিদিত ছিল। সে সময় উচ্চশ্রেণির শিক্ষিত হিন্দু-মুসলিম সমাজে ফারসি ও উর্দু ভাষা বহুল প্রচলিত ছিল। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই মাওলানা নঈম উদ্দিন ১৮৮৭ সালে বঙ্গভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদে এগিয়ে এসেছিলেন।

তারই দুই বছর পর ১৮৮৯ সালে আকবর উদ্দিন উত্তর বাংলার দিনাজপুর থেকে পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি না পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জিতে এই অনুবাদকের নামটিও উল্লিখিত হয়েছে। তিনি তাঁর অনুবাদ গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন 'কোরআন'।

তারপর ১৮৯১ সালে ফিলিপ বিশ্বাস নামে একজন বাঙালি (দেশীয়) খ্রিস্টানের হাতে প্রথম পবিত্র কুরআন বাংলায় অনূদিত হয়। অনুবাদটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তার কুরআন অনুবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে হেয়প্রতিপন্ন করা। আর এ জন্য সেটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো। পরবর্তীতে মুসলিমদের আপত্তি ও চাপের কারণে ব্রিটিশ সরকার অনুবাদটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে।

১৮৯১ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৭ বছর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর অনূদিত কুরআন প্রকাশ চলমান থাকে। ১৯০৭ সালে ২৯তম পারা সূরা তাবারাকাল্লাজি গ্রন্থাকারে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯০৫ সালে মাওলানা আব্বাছ আলী কুরআনের অনুবাদ করেন। গবেষকদের মতে, বাংলা ভাষায় কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুসলমান অনুবাদক হলেন মাওলানা আব্বাছ আলী। এর আগে মাওলানা মঈনুদ্দীন কুরআন অনুবাদের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা পূর্ণাঙ্গভাবে সফলতার মুখ দেখেছিল তাঁর সন্তানদের দ্বারা। কিন্তু মাওলানা আব্বাছ আলী নিজে পবিত্র কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ শেষ করতে সক্ষম হন।

বাঙালি মুসলিম আলেমদেও মধ্যে মওলানা আকরম খাঁ পবিত্র কুরআন অনুবাদের সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলেন। প্রথমত, গিরিশচন্দ্র সেনের অনুবাদকে অভিনন্দিত করার কারণে তিনি প্রথমে এ বিষয়ে আলোচনায় আসেন। পরবর্তীতে মাওলানা আব্বাছ আলীর সাথে যৌথভাবে ১৯০৫ সালে কুরআনের বঙ্গানুবাদে অংশগ্রহণ করেন। যৌথ অনুবাদটি তিন ভাষায় সমন্বিত ছিল। আরবী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯০৮ সালে সাউথ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পক্ষ থেকে রেভারেন্ড গোল্ডস্যাক নামে এক ব্যক্তি কুরআনের অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে তা অনুবাদ করে ফরিদপুর থেকে প্রকাশ করে। সে মোট ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ কুরআন অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিল। এ কাজে সে মোট ১২ বছর ব্যয় করেছিল।

এরপর শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ (১৮৮৫-১৯৪২) নামে এক হিন্দু কুরআনের অনুবাদ করে। ইতিহাস মতে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে একমাত্র শ্রী কিরণ গোপাল সিংহ-ই পবিত্র কুরআন অনুবাদে এগিয়ে এসেছিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ থেকেই তিনি বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেছিলেন।

পরবর্তীতে ১৯১১ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার সমাজকর্মী ও সাহিত্যিক মেহেরুল্লাহ সানী 'বাংলা কুরআন শরিফ' নামে পবিত্র কুরআন বাংলায় অনুবাদ করেন। আলেমসমাজ কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে এরকম নাম গ্রহণ করেনি, কারণ 'আরবী কুরআন', 'বাংলা কুরআন' এরকম কুরআনের নাম হতে পারে না। আলেম-উলামাগণ বলেন, 'কুরআনের বাংলা অনুবাদ' এমন করে নামকরণে এই কার্যক্রম বিশুদ্ধ হতে পারে।

১৯১৩ সালে আলাউদ্দীন আহমদ পবিত্র কুরআন অনুবাদে হাত দেন।[১৭] পরবর্তীতে তিনি হাফেজ মাহমুদ শাহ'র সহযোগিতা নেন এবং যুগ্ম নামে এই অনুবাদ ১৯১৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। তাঁর গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬৬। বলা হয়েছে, তাফসির রুহুল বয়ান থেকে তিনি সূরা আল কদরের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন।[১৮]

---

১৭. মো. আবদুর রাজ্জাক, *বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি* (ঢাকা : ঐতিহ্য, ১৯৯৯ খ্রি.), প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬-৩৭।

১৮. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (ঢাকা : আল-কোরআন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমি, ২০০৯ খ্রি.), পৃষ্ঠা ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণকারী খোন্দকার আবদুল করিম ১৯১৪ সালে 'কোরআন' নামে বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ করেন এবং টাঙ্গাইল থেকেই তা প্রকাশিত হয়। কুরআনের ৩০তম পারা তিনি কাব্যানুবাদও করেছিলেন। পরবর্তীতে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় কুরআন শরিফ প্রথম খণ্ড। পরে তাঁর অন্য খণ্ডগুলো কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ।

কলকাতার অধিবাসী মুন্সী করিম বখশ ১৯১৬ সালে পবিত্র কুরআনের প্রথম ও শেষ পারার বাংলা অনুবাদ করেন। তার অনুবাদটিও কলকাতা থেকে প্রকাশ হয়। বাংলা ভাষায় কুরআনের মূল আরবীর বাংলা উচ্চারণের পদ্ধতি তিনিই প্রথম চালু করেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁর অনুবাদে প্রথম আরবী, পরে আরবীর বাংলা উচ্চারণ এবং তারপর বাংলা অনুবাদ এই পদ্ধতিতে প্রদত্ত হয়েছে। যদিও আরবীর বাংলা উচ্চারণ প্রদানকে আলেমসমাজ যথার্থ মনে করেন না, তথাপি আরবী না জানা মুসলমানদের জন্য তা কুরআন পাঠের কার্যকরী উপায় মনে করা হয়েছিল। তারপর থেকে এখনও এই ধারা বাংলা সমাজে প্রচলিত আছে।

সর্বপ্রথম বাংলা কবিতার ত্রিপদী ছন্দে কুরআন অনুবাদক ছিলেন ছাত্তার সুফী। তার অনুবাদটি কলকাতা থেকে ১৯০৭ সালে কাব্য আকারে প্রকাশিত হয়।

পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগনায় জন্মগ্রহণকারী মাওলানা রুহুল আমিন ১৯১৭ সালে পবিত্র কুরআন অনুবাদ করেন। কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে পাস করা আলেম হওয়ায় তাঁর অনুবাদের প্রতি তৎকালীন মুসলিমসমাজের আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়।

ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণকারী মাওলানা এয়ার আহমদ 'আমপারা বাঙ্গালা তফছির' নামে কুরআন অনুবাদ করেন। অনুবাদটি ১৯২০ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।

গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণকারী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম এবং মানিকগঞ্জ নিবাসী মোহাম্মদ আলী হাসান 'কোরআন শরিফ' নাম দিয়ে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ যৌথভাবে সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে তা কলকাতা থেকে প্রকাশ হয়। এর সঙ্গে তাঁরা তাফসিরও বর্ণনা করেছেন। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক থেকে শুরু করে অনেক মুসলমান নেতাই তাঁদের অনুবাদের প্রশংসা করে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

১৮৯২ সালে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মাওলানা শেখ ইদ্রিস আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। 'কোরআনের মহাশিক্ষা' নামে তাঁর অনূদিত পবিত্র কুরআন ১৯২৩, ১৯২৭ ও ১৯৩৪ সালে মোট তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

১৯২৪ সালে কলকাতার অধিবাসী মাওলানা ফাজেল মকিমী পবিত্র কুরআনের কয়েক পারা অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু গবেষকরা তাঁর অনুবাদের কোনো নমুনা বা কপির সন্ধান পাননি।[১৯]

বরিশালের বাসিন্দা ফয়জুদ্দীন আহমেদ সূরা ফাতিহা ও এর তাফসির অনুবাদ করেন। ১৯২৫ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মাধ্যমে ঢাকা থেকে তা প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডটি ছিল ১৫৭ পৃষ্ঠার।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের জামাতা ফজলুর রহীম চৌধুরী প্রথমে 'কোরআনের সুবর্ণ পঞ্জিকা' নাম দিয়ে বিশেষ বিশেষ সূরা ও সূরাংশ বঙ্গানুবাদ করে ১৯২৬ সালে তা প্রকাশ করেন। পরে 'কোরআন শরিফ' নামে কুরআন অনুবাদ করেন, যা তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৩০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

মাওলানা খন্দকার গোলাম রসুল।[২০] তিনি 'বাঙ্গালা পাঞ্জ সূরাহ' নাম দিয়ে পবিত্র কুরআনের অনেক সূরা অনুবাদ করেন। ১৯২৬ সালে তা নদিয়া থেকে প্রকাশিত হয়।

মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী 'মহা কুরআন কাব্য' নাম দিয়ে ১৯২৭ সালে পবিত্র কুরআন অনুবাদ করেন এবং সেটি কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। গদ্য ও পদ্য দুই রীতিতেই তাঁর কুরআন অনূদিত হয়েছিল, আর এটা ছিল বাংলা ভাষায় কুরআন অনুবাদের একটি ব্যতিক্রম রীতি। সম্মানিত এই লেখক কক্সবাজার জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন মাওলানা ওসমান গনি। কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯১৪ সালে 'পঞ্চমণি' নামে পাঞ্জ সূরা অনুবাদ করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা থেকে

---

১৯. ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান : বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৪।

২০. বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জিতে (মো. আবদুর রাজ্জাক প্রণীত, রাজশাহী ১৯৮৮) তাঁর নাম পবিত্র কুরআনের একজন অনুবাদক হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে 'পবিত্র কুরআন' শিরোনামে কুরআন বঙ্গানুবাদ করেন এবং ১৯৪৭ সালে তা প্রকাশিত হয়। তিনি তার এই অনুবাদে আরবী উচ্চারণের বাংলা অনুলিখন সংযোজন করেন।
মাওলানা আহমদ আলী কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ১৯২৮ সালে সূরা ইয়াসিন অনুবাদ করে প্রকাশ করেন।
মাওলানা কফিলউদ্দিন টাঙ্গাঈল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।[২১] তিনি ১৯২৯ সালে 'তরজমা পাঞ্জে সূরা' নামে পবিত্র কুরআনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি সূরা অনুবাদ করেন। এটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর অনূদিত এই তরজমা পরবর্তী সময়ে আর পাওয়া যায়নি।
এরই এক বছর পর ১৯৩০ সালে 'কোরআন দর্পণ' নামে মোরশেদ আলী কুরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।[২২] এটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রথম খণ্ডে ১৭টি সূরার বাংলা অনুবাদ স্থান পেয়েছিল।
মীর ফজলে আলী বরগুনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩০ সালে 'কোরআন কণিকা' শিরোনামে পবিত্র কুরআনের অংশবিশেষ অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এটি প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। এই অনুবাদের ভূমিকা লিখেছিলেন ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন রাজবাড়ী জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি 'কোরআনের আলো' শিরোনামে পবিত্র কুরআনের দীর্ঘ সূরাগুলো অনুবাদ করেন। ১৯৩১ সালে তিনি কলকাতা থেকে তা প্রকাশ করেন।
কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আবদুল আজিজ হিন্দি। তিনি 'কোরআন শরিফ' শিরোনামে কুরআন বঙ্গানুবাদ করেন। ১৯৩২ সালে তাঁর অনূদিত পবিত্র কুরআন নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয়।
বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম পবিত্র কুরআনের আমপারার অংশ কাব্যাকারে অনুবাদ করেন।১৯৩৩ সালে তা 'কাব্য আমপারা' নামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তার অনুবাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কাব্যানুবাদ শেষে মার্জিনের নিচে আরবী সূরার বাংলা অর্থ পরিবেশন করেছেন। ১৯২০ সালে 'আমপারা' শীর্ষক অংশে পবিত্র কুরআনের অনুবাদের কিছু অংশ কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। গদ্য ও কাব্য এ দুই-ই বিচ্ছিন্নভাবে অনুবাদে তিনি কাজে লাগান।
এর মাত্র এক বছর পর ১৯৩৪ সালে সৈয়দ আবুল খায়ের তাজুল আউলিয়া জাহাঙ্গীর টাঙ্গাইল থেকে 'বাংলা কুরআন শরিফ' নামে পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। তবে তা ছিল শুধু প্রথম পারার অনুবাদ।
১৯৩৫ সালে সিলেটের অধিবাসী সৈয়দ আবুল মনসুর কলকাতা থেকে 'কোরআন কুসুমাঞ্জলি' নাম দিয়ে পবিত্র কুরআন অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। পরে 'কোরআন মঞ্জরি', 'কোরআন মঙ্গল' ইত্যাদি নামে আরো কিছু সূরার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করে তিনি কুরআনের কাব্যানুবাদের অনুশীলন করেছিলেন।
আইয়ুব আলী চৌধুরী বাংলা পয়ার ছন্দে সূরা ফাতিহার কাব্যানুবাদ করে ১৯৩৬ সালে কলকাতা থেকে তা প্রকাশ করেন। তিনি এর নাম দেন তিনি 'স্বর্গীয় কানন'। অনুবাদে তিনি সূরা ফাতিহার বিষয়ে তাঁর মনগড়া অনেক শব্দও এতে প্রয়োগ করেন। ১৯৩৬ সালে 'আমপারার তফসির' নাম দিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ গোলাম আকবর যশোর থেকে তাঁর কুরআন অনুবাদের খণ্ড প্রকাশ করেন।
হিন্দু ব্রাহ্মণদের মধ্যে বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ই প্রথম কুরআন অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। 'পবিত্র কুরআন প্রবেশ' নামে তাঁর অনুবাদ ১৯৩৭ সালে নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত হয়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
চাঁদপুরে জন্মগ্রহণকারী মুহাম্মদ ইসমাইল পবিত্র কুরআনের আমপারা অনুবাদ করে ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরা থেকে প্রকাশ করেন। এর নাম ছিল 'আমপারার তরজমা'।

---

[২১]. অধ্যাপক আলী আহমদ লিখিত বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জিতে (বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৫) মাওলানা কফিলউদ্দিন আস সিদ্দিকী (রহ.)-কে একজন কুরআন অনুবাদক হিসেবে দেখানো হয়েছে। (পৃষ্ঠা ৩৪৬)

[২২]. অধ্যাপক আলী আহমদ লিখিত বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জিতে কুরআন অনুবাদক হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গিরিশচন্দ্র সেনের পর নরসিংদীতে জন্মগ্রহণকারী মুহাম্মদ শামসুল হুদা কুরআন অনুবাদ বাংলা করেন। তিনি ১৯৪০ সালে 'নেয়ামুল কুরআন' নামে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার অনুবাদ, ফজিলতসহ অনুবাদের এ মহৎ কাজটি করেন। তাঁর অনুবাদ প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে।

পরবর্তী বছরই সাতক্ষীরার খানবাহাদুর আহসানউল্লা পবিত্র কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি সূরা অনুবাদ করে ১৯৪০ সালে (মতান্তরে ১৯৪০-১৯৪৭-এর কোনো সময়ে) কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। তিনি এর নাম দেন 'পাঁচ ছুরা'। এর আগে এ রকম অন্যান্য অনুবাদে নাম ছিল 'পোঞ্জু সূরা', তিনিই প্রথম 'পোঞ্জু'র বাংলা করেন 'পাঁচ'।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধিবাসী মীজানুর রহমান তাঁর মায়ের নির্দেশে 'নূরের ঝলক' বা 'কোরআনের আলো' নাম দিয়ে কুরআন অনুবাদ করেন। এটি ১৯৪৪ সালে কলকাতা থেকে ছাপা হয়।

মাওলানা যুলফিকার আলী। তিনি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের আমপারার অংশ অনুবাদ করে ১৯৪৫ সালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশ করেন। তাঁর অনুবাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি আরবী অক্ষরে বাংলা অনুবাদ করেন। কুরআন অনুবাদের এই রীতিতে তিনিই প্রথম ছিলেন। কিন্তু তার এই ধারার আর বেশি চর্চা হয়নি।

বহুভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ থেকেও বাংলাভাষী মানুষ পবিত্র কুরআনের অনুবাদ লাভ করেছে। 'মহাবাণী' শিরোনামে তাঁর অনূদিত কুরআন ১৯৪৬ সালে বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে সূরা ফাতিহা থেকে সূরা ফিল পর্যন্ত অনূদিত হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি সূরা বাকারাও অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদে সংস্কৃতজাত শব্দের অগ্রাধিকার ছিল। 'ইমাম'কে 'আচার্য' ও 'ধর্মাচার্য', 'মুক্তাদি'কে 'অনুবর্তী', 'আয়াত'কে 'প্রবচন', 'নবী'কে 'সংবাদবাহক', 'নবুয়ত'কে 'প্রেরিতত্ব' শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

রংপুর নিবাসী মাওলানা মুনীর উদ্দীন আহমদ 'হাফিজিল কাদেরী' নামে তাফসিরসহ পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করেন ১৯৪৭ সালে। এটি রংপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৬২ সালে এমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে 'তাফসিরে আশরাফী' নামে কুরআনের অনুবাদ বের হয়। যেটি উর্দু বয়ানুল কুরআনের অনুবাদ।

খন্দকার মোহাম্মাদ হুসাইন ১৯৬৩ সালে 'সহজ পাক তফসির' নামে কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেন। এরপর ১৯৬৬-৬৭ সালে 'পবিত্র কোরান' নাম দিয়ে কাজী আব্দুল ওদুদ কুরআনের অনুবাদ বের করেন। ঝিনুক প্রকাশনী থেকে ১৯৬৭ সালে আলী হায়দার চৌধুরীর রচিত 'কোরআন শরিফ' বের হয়। এর পরের বছরই ১৯৬৮ সালে মাওলানা মোহাম্মদ ছায়ীদ ইব্রাহিমপুরী 'কোরআনের মুক্তাহার' নামে একটি অনুবাদ বের করেন। পরবর্তী বছরেই 'কোরআন শরিফ' নামে হাকিম আব্দুল মান্নান সহজ-সরল ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন। তাজ কোম্পানি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৭০ সালে বগুড়া থেকে মুহা. নূরুল ইসলাম 'তাফাসিরুল কুরআন' নামে শব্দসহ তাফসির বের করেন। ১৯৭০-৭২ সালে অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ তাহের পাঁচ খণ্ডে 'আল-কোরআন : তরজমা ও তাফসির' নামে কুরআনের বাংলা রচনা করেন। ১৯৭৪ সালে মাওলানা নূরুর রহমান 'তাফসিরে বয়ানুল কোরান'-এর বঙ্গানুবাদ এমদাদিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশ করেন। এরপর ১৯৭৭ সালে এ কে এম ফজলুর রহমান মুন্সী 'পবিত্র কুরআন শরিফ' নামে মূল আরবীসহ বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসংবলিত কুরআনের অনুবাদ করেন। এরপর 'তাফহিমুল কুরআন: কুরআন মাজিদের বাংলা তাফসির' নামে ১৯৭৮-৭৯ সালে একটি কুরআন মাজিদের বাংলা অনুবাদ ও তাফসির প্রকাশিত হয়।

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় 'তাফসিরে মা'রেফুল কুরআন'-এর বাংলা অনুবাদ করেন। সৌদি দূতাবাসের পৃষ্ঠপোষকতায় এই গ্রন্থটিই ১৯৯৪ সালে 'পবিত্র কুরআনুল করিম: বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির' নামে মা'আরেফুল কুরআনের সংক্ষিপ্ত তাফসির প্রকাশিত হয় ও সৌদি সরকার হজ ও ওমরাহ পালনকারী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য তা ফ্রি বিতরণ করা আরম্ভ করেন। ১৯৮২ সালে মুহম্মদ খুরশীদ উদ্দীন 'তাফসিরে জালালাইন'-এর অনুবাদ করেন। এটিও বাংলা অনুবাদ ও তাফসির। এরপর বরিশালের কথাকলি প্রকাশনী থেকে ১৯৮৭ সালে আব্দুদ দাইয়্যান চিশতী 'বাংলা কোরান শরিফ' নামে কুরআনের বঙ্গানুবাদ করেন। ১৯৮৮ সালে ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

ও অধ্যাপক আখতার ফারুক 'তাফসিরে ইবনে কাছির'-এর বাংলা অনুবাদ করেন। এ গ্রন্থটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৯২ সালে 'কোরআন শরিফ' নামে ড. ওসমান গনি কুরআনের বাংলা অনুবাদ করেন। এরপরের বছরই ১৯৯৩ সালে মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ 'তাফসির-ই জালালাইন'-এর বাংলা অনুবাদ করেন। ১৯৯৪ সালে মাওলানা মো. আমিনুল ইসলাম 'তাফসিরে নূরুল কুরআন' নামে আলবালাগ পাবলিকেশন্স থেকে কুরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯৯১-৯৫ সালে মাওলানা মুহাম্মদ সাখাওয়াত উল্লাহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে 'তাফসিরে তাবারি শরিফ'-এর অনুবাদ করেন।
১৯৯৫ সালে হাফিজ মুনির উদ্দীন আহমদ 'তাফসির ফি যিলালিল কুরআন'-এর অনুবাদ করেন। এটি আল কুরআন একাডেমি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালে মাওলানা এম এ বশির উদ্দিন 'ছহীহ্ বঙ্গানুবাদ কুরআন শরিফ' নামে বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ১৯৯৬-৯৭ সালে 'তাফসিরে উসমানী' অনূদিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান ১৯৯৭ সালে 'কোরান শরিফ' নামে কুরআনের একটি বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। এরপরের বছর মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমদ ও মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম 'শাহনূর কুরআন শরিফ' নামে কুরআনের একটি বাংলা অনুবাদ করেন। ১৯৯৯ সালে সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী 'তাফসিরে কুরআন' নামে বঙ্গানুবাদ করেন। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এরপরের বছরই 'কোরআন শরিফ : সরল বঙ্গানুবাদ' নামে আল-কুরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ ২০০২ সালে 'কোরআন শরিফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' নামে একটি অনুবাদ করেন, যা আল কুরআন একাডেমি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর মাওলানা আব্দুল হামিদ কাসেমী ২০০৬ সালে 'পবিত্র আল কোরআনের পুঁথি অনুবাদ' নামে কুরআনের একটি ভিন্নধর্মী অনুবাদ করেন। এটি নিউ হামিদিয়া প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়।

এরপর ২০১০ সালে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ যাকারিয়া ও আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী 'কোরআন শরিফ' নামে অনুবাদ করেন, যেটি মীনা বুক হাউস থেকে প্রকাশ পায়। পরবর্তী বছরই ২০১১ সালে মাওলানা মোহাম্মদ ওসমান গনি 'নূর নূরানি বাংলা উচ্চারণ' বঙ্গানুবাদ ও শানে নুজুলসহ কুরআন শরিফ লিখেন, যা সোলাইমানি বুক হাউজ থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ২০১২ সালে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহিম 'বঙ্গানুবাদ কুরআন শরিফ' নামে একটি অনুবাদ করেন, যেটি খায়রুন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। ২০১৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. ফজলুর রহমান 'আল-কুরআন সরল অনুবাদ' নামে রিয়াদ প্রকাশনী থেকে কুরআনের একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এরপর ২০১৭ সালে 'তাফসিরে তাওযিহুল কুরআন'[২৩]-এর বঙ্গানুবাদ করেন মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম। যেটি মাকতাবাতুল আশরাফ প্রকাশ করে। ২০১৮ সালে আসিফ সিবগাত ভূঞা 'সহজ কুরআন' নামে কুরআনের একটি অনুবাদ করে, যা আদর্শ লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়।[২৪]

২০১৯ সালে ড. মতিয়ার রহমান 'আল কুরআন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ' গ্রন্থটি কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশ করেন। এভাবে আল-কুরআনের অনুবাদের ধারাবাহিকতা চলছে।

---

২৩. মূল : শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী।

২৪. *বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুরআনের অনুবাদে বিভ্রাট ও এর সমাধান

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের জনসংখ্যা প্রায় ২৩% শতাংশ। আরবী ভাষা বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত ভাষার তালিকায় দ্বিতীয় হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম রয়েছেন, যারা ভিন্ন ভাষাভাষী। তারা ইসলামচর্চা করেন, নিয়মরীতি মেনে চলেন, সমাজব্যবস্থায় ইসলামকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর সকলেই আরবী জানেন না, কিন্তু তারা কুরআনকে বুঝতে চান। কুরআনে কী বলা হয়েছে তা জানতে চান। কিন্তু সেটা তাদের সাধ্যের বাইরে। এজন্য পূর্বে এবং এখনো কুরআন অনূদিত হচ্ছে, সাধারণ মানুষের কাছে সহজ থেকে সহজতর ভাষায় তা উপস্থাপনের চেষ্টা চলছে। যোগ্য ব্যক্তিবর্গ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন।

অনুবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ, বেস্টসেলার, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পুরস্কারপ্রাপ্ত বিভিন্ন বই বাংলায় অনুবাদ করা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভাষাগত জ্ঞান থাকলে যে-কেউ চাইলেই একটি বই অনুবাদ করতে পারবেন। কিন্তু কুরআন অনুবাদের বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে ভাষাগত জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি অনুবাদকের আরবী ব্যাকরণ; নাহু-সরফ, আরবী ভাষাগত সঠিক জ্ঞান, বাক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, ইলমুল ক্বিরাআত, আয়াত অবতরণের কারণ বা শানে নুজুল, নাসেখ মানসুখ বা আয়াত রহিতকরণের জ্ঞান, ফিক্হশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র বা ইলমুল কালাম, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা জরুরি। তাছাড়া অনূদিত ভাষার পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষাগত জ্ঞান যথেষ্ট নয়। কেননা, পবিত্র কুরআন হলো আল্লাহর গ্রন্থ। এখানে যা যা বলা আছে তা আল্লাহর বক্তব্য। কেউ যদি এটি অনুবাদ করে, তাহলে তা আল্লাহর বক্তব্য হিসেবেই মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়। তাই কুরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে যদি সামান্যতম ভুলও হয় এবং সে অনুবাদ মানুষ পাঠ করলে সে আল্লাহর বক্তব্যের ভুল অর্থ পাঠ করবে। এই ভুল অনুবাদের কারণে যে কথা আল্লাহ বলেননি সে কথা পরোক্ষভাবে আল্লাহর নামে প্রচার করা হচ্ছে বা বলানো হচ্ছে। আল্লাহর বক্তব্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এরকম কাজ গর্হিত অপরাধ।

ওয়াহাব বিন ওয়াহাব আল-কুরাশি বলেছেন: আল-সাদিক জাফর বিন মুহাম্মদ তার পিতা আল-বাকিরের সূত্রে আমাকে বলেছিলেন যে, বসরার লোকেরা আল-হুসাইন ইবনে আলীকে "الصمد" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তাই তিনি তাদের লিখেছিলেন, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। এটা নিয়ে তর্ক করবেন না এবং এই ব্যাপারে জ্ঞান ছাড়া কথা বলবেন না। কেননা, আমি আমার দাদাকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়াই কুরআনের ব্যাপারে কথা বলে সে জাহান্নামে নিজের বাসস্থান বানালো।"[২৫]

বর্তমানে কুরআন অনুবাদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি এটা একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, অনেকেই বিভিন্ন তাফসির সামনে রেখে সবগুলো থেকে একটা বুঝ নিয়ে আয়াতের অনুবাদ করছেন। অনেকেই কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন; কুরআনের মূল অর্থের সাথে তাঁর মতাদর্শ পরিপূর্ণ সংগতিপূর্ণ না হলেও কুরআনের অনুবাদকে নিজের মতাদর্শের কাছাকাছি করে বা কিছুটা প্রাসঙ্গিক অনুবাদ করে সেই অনুবাদ প্রকাশ করছেন এবং সেটিকে প্রচার করছেন। একজন কুরআন অনুবাদককে যেসব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা অর্জন করতে হবে সেগুলো না থাকা সত্ত্বেও অনেকেই কুরআন অনুবাদ করছেন। এটি কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে বড় একটি ত্রুটি।

---

[২৫] শায়েখ আস সাদুক, *কিতাবুত তাওহীদ*, (ইরাক : মাকতাবাতুস সাদুক, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৯০-৯১।

কুরআনের শাব্দিক অনুবাদ জানার পাশাপাশি একজন অনুবাদককে এর তাফসির সম্পর্কে জানতে হবে। জানতে হবে আহলে লুগাত বা কুরআনের ভাষাভাষীরা এর দ্বারা কী বুঝেন সেই অর্থ। যা তাঁকে আয়াতের সঠিক মর্মার্থের কাছে পৌঁছে দেবে। কুরআনকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করতে হবে। ফিক্‌হশাস্ত্রে অনুবাদকের জ্ঞান না থাকলে আহকাম বা বিধানাবলি সম্পর্কিত আয়াতের মারপ্যাঁচ তিনি বুঝতে সক্ষম হবেন না। কেননা, কুরআন হলো আরবী সাহিত্যের সর্বোচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থ ও পরম করুণাময় আল্লাহর কালাম।

কুরআন অনুবাদ যেকোনো আরবী অনুবাদের তুলনায় ঢের জটিল, কঠিন ও আমানতের বিষয়। ১০টি অনুবাদ সামনে নিয়ে যেনতেনভাবে নিজের বুঝমতো একটা অনুবাদ করে ফেললেই তা কুরআনের অনুবাদ হয়ে যায় না। যত ভালোই হোক, তা হবে কুরআনের অনুবাদ সংকলন। কুরআনের অনুবাদ করা আর কুরআনের অনুবাদ সংকলন করা এক কথা নয়। এ জন্য অনেকেই নিজেদের অনুবাদকে অনুবাদ না বলে ভিন্ন ভিন্ন নামে নামকরণ করে থাকেন।

কুরআন অনুবাদ বর্তমানে একটা সহজলভ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং প্রকাশনা সংস্থা থেকে কুরআন অনুবাদ ছাপা হচ্ছে। এসব অনুবাদে একজন পাঠক শাব্দিক কিছু হেরফের ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। অনুবাদ থেকে অনুবাদ তৈরি হচ্ছে। যেটা কখনোই গবেষণামূলক কাজের পর্যায়ে পড়ে না। কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী ও আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ এগুলোকে নির্ভরযোগ্য মনে করছেন না, বরং তাঁরা মনে করেন যে, এগুলো কুরআনের অনুবাদ বিভ্রাটেরই নামান্তর।

অনুবাদ বা তাফসির করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ আরবী তাফসির গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা জরুরি। এতে করে কুরআনের প্রকৃত মর্মার্থ অনুবাদক অনুধাবন করতে পারবেন। আরবীর ব্যাখ্যা আরবী থেকেই নেওয়াটা উত্তম। এটা সমস্ত ভাষার ক্ষেত্রেই। আরবী সমস্ত শব্দের বাংলা করা একটা দুরূহ কাজ। প্রত্যেক ভাষা তার নিজের সবচেয়ে বড় বিশ্লেষক। এজন্য বিজ্ঞজন বলে থাকেন, মাতৃভাষার সাহায্যে ভিনদেশি যেকোনো ভাষার প্রাথমিক জ্ঞানার্জন শেষে ওই ভাষার ডিকশনারি অধ্যয়ন করা উচিত। আরবী শব্দের জন্য আরবী অভিধান, ইংরেজীর জন্য ইংরেজী ইত্যাদি।

সবাই কুরআনের সহজ সরল অনুবাদ করার চেষ্টা করছেন। এর মাধ্যমে কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে বড়সড় একটা পরিবর্তন আসছে। আগের অনুবাদগুলোয় ভাষা জটিল হওয়ার কারণে শব্দ বুঝতে হিমশিম খেতে হতো। এখন সেটা কমে আসছে। মানুষ কুরআনের অনুবাদ বুঝতে পারছে।

কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উলুমুল হাদীস বা হাদীস শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা। কুরআন হাদীস একে অপরের সম্পূরক। একটি ছাড়া অন্যটি ভালোভাবে বোঝা যায় না। কুরআনে চুরির দায়ে হাত কাটার কথা বলা হয়েছে। তবে কতটুকু চুরি করলে, কী জাতীয় দ্রব্যাদি চুরি করলে হাত কাটা হবে, সে বিষয়ে হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। কুরআন সুদকে হারাম বলেছে, কিন্তু কোন ধরনের লেনদেন সুদের অন্তর্ভুক্ত আর কোনটি সুদের অন্তর্ভুক্ত নয় সে বিষয়ে হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং কুরআন অনুবাদের জন্য একজন অনুবাদকের মধ্যে সকল সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞানের সম্মিলন হওয়া আবশ্যক।

বর্তমানে আশঙ্কার কারণ হচ্ছে, এখন কুরআন থেকে অনুবাদ হচ্ছে না। অনুবাদ থেকে অনুবাদ তৈরি হয়ে বাজারে আসছে। আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কালাম অনুবাদের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা থাকা উচিত। কুরআনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার পরে অনুবাদের কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। শুধুমাত্র জৌলুস খ্যাতি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এরকম স্পর্শকাতর বিষয়ে হাত দেওয়া উচিত নয়। কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা, পূর্ণাঙ্গরূপে কুরআনকে অনুধাবন করা এবং অনুবাদের ক্ষেত্রে মনগড়া ব্যাখ্যার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা দরকার।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর মাঠ পর্যায়ে জরিপ ও ফলাফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও সিলেবাসের ওপর জরিপ- ১১ জন কোর্স শিক্ষকের ওপর জরিপ কার্যক্রম ও ফলাফল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও সিলেবাসের ওপর জরিপ- ২৫ জন কোর্স শিক্ষার্থীর ওপর জরিপ কার্যক্রম ও ফলাফল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও সিলেবাসের ওপর জরিপ- ১১ জন কোর্স শিক্ষকের ওপর জরিপ কার্যক্রম ও ফলাফল।

বর্তমান সময়ে চলমান অনেক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ কোর্স রয়েছে। এই কোর্সগুলোর সিলেবাস, কোর্স-কারিকুলাম ও শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে মাঠ পর্যায়ের কিছু জরিপ তুলে ধরা হলো। উক্ত জরিপের দিকে দৃষ্টি দিলেই বর্তমানে প্রচলিত কোর্সগুলোর ইতিবাচক-নেতিবাচক দিক এবং শিক্ষার্থীদের ওপর কোর্সের ফলাফল স্পষ্ট বোঝা যাবে।

জরিপ কার্যটি পরিচালনা করা হয়েছে আগস্ট-২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এতে অংশ নিয়েছেন ১১ জন আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কোর্স শিক্ষক ও ২৫ জন আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী।

এখানে ১১ জন আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কোর্স শিক্ষকের ওপর জরিপ কার্যের বিবরণ তুলে ধরা হলো :

আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কোর্স শিক্ষকদের প্রত্যেকেই ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের জন্য প্রথম প্রশ্নটি ছিলো একজন মুসলিমের জন্য কুরআনের কতটুকু অর্থ জানা আবশ্যক সে বিষয়ে।

একজন মুসলিমের জন্য কুরআনের কতটুকু অর্থ জানা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

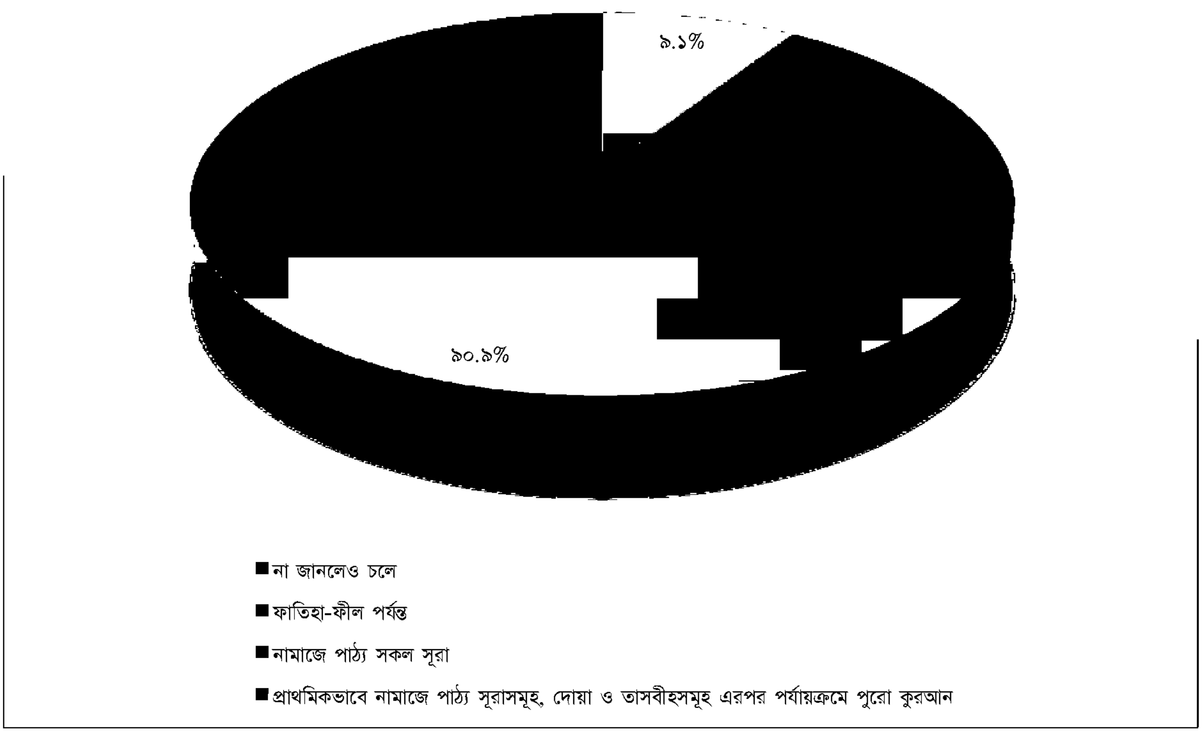

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিলো বর্তমানে আমাদের দেশে কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কাজের জন্য প্রচলিত কোর্স কারিকুলাম পর্যাপ্ত কিনা সে বিষয়ে।

বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য যে কোর্স, কারিকুলাম ও ফ্যাসিলিটেশন আছে তা-

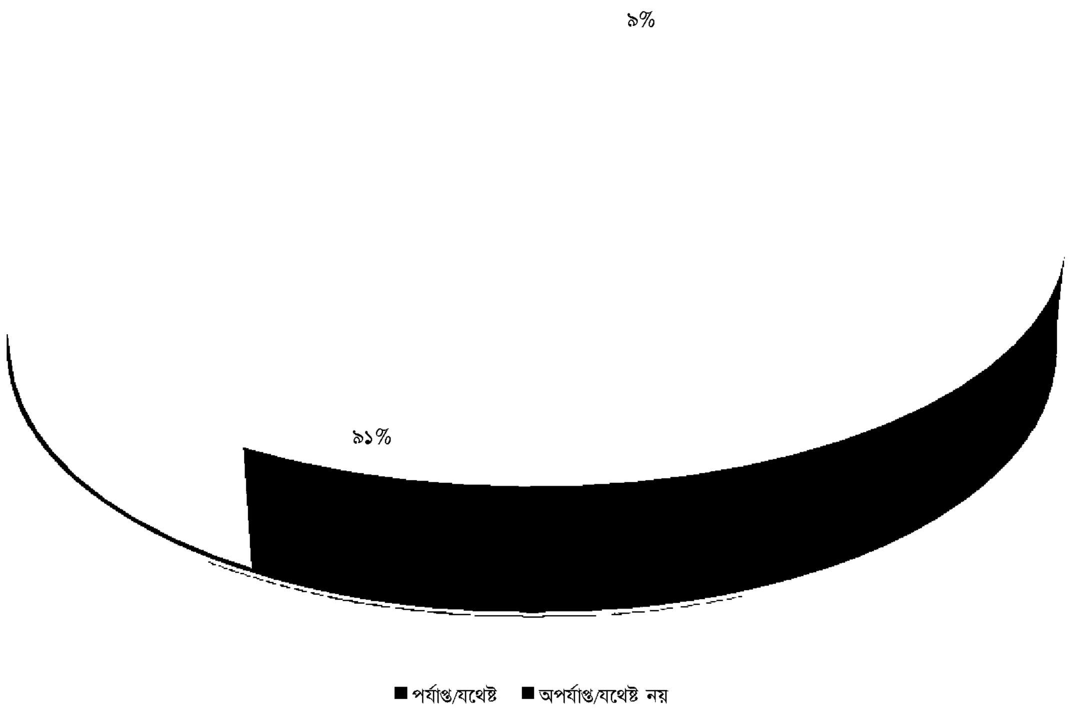

তৃতীয় প্রশ্নটি ছিলো বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য যে কোর্স ও কারিকুলাম আছে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে।

বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য যে কোর্স ও কারিকুলাম আছে তা-

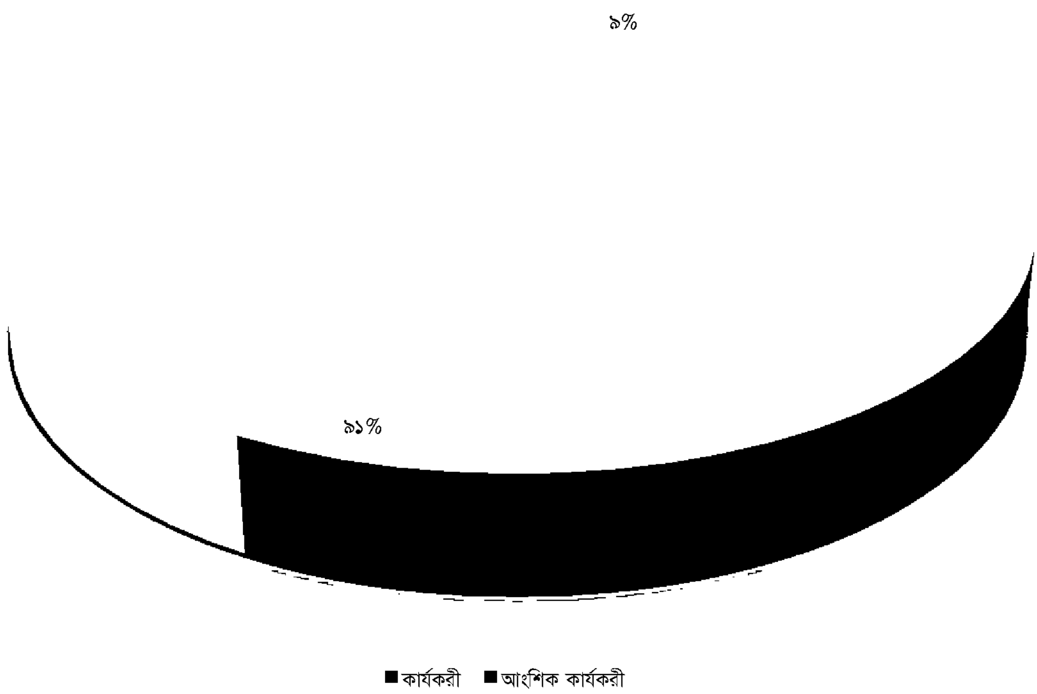

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ প্রশ্নটি ছিলো কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের সাথে সংশ্লিষ্টতার মেয়াদ সম্পর্কে।

কতদিন যাবৎ কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন?

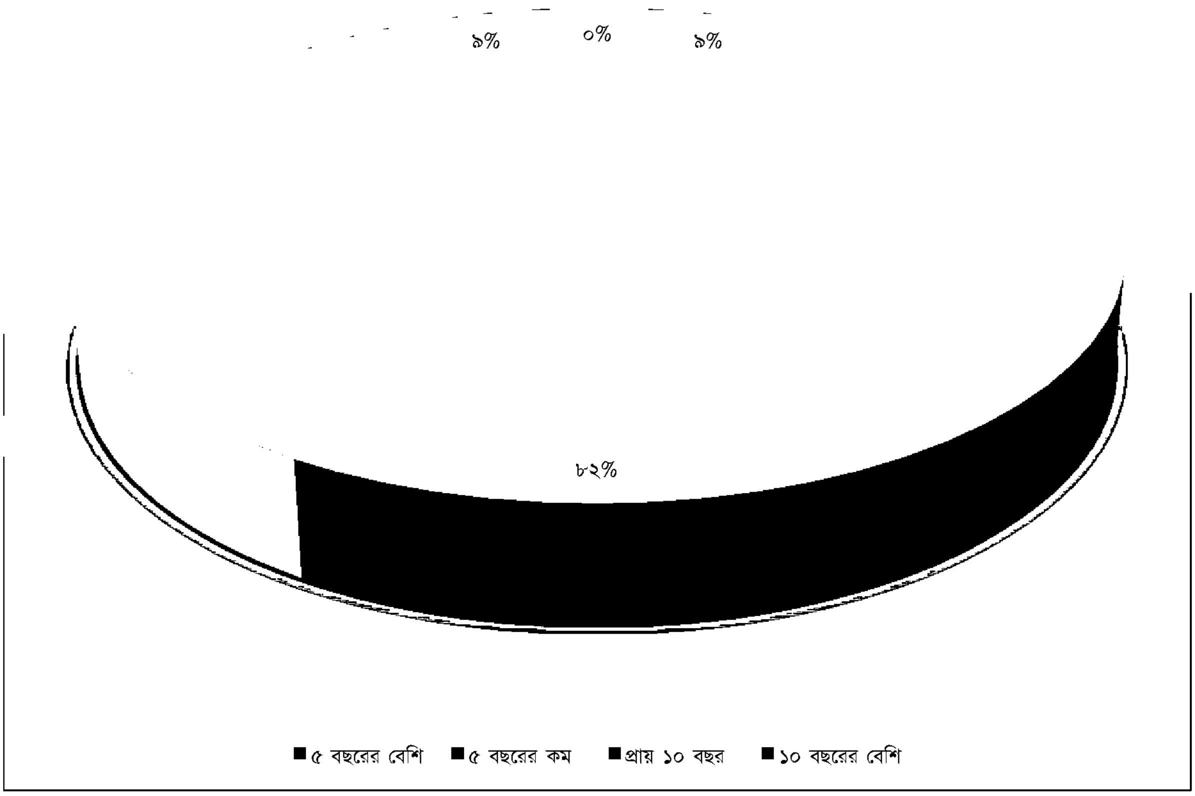

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম প্রশ্নটি ছিলো কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তার অনুসৃত পদ্ধতির উদ্ভাবক সম্পর্কে।

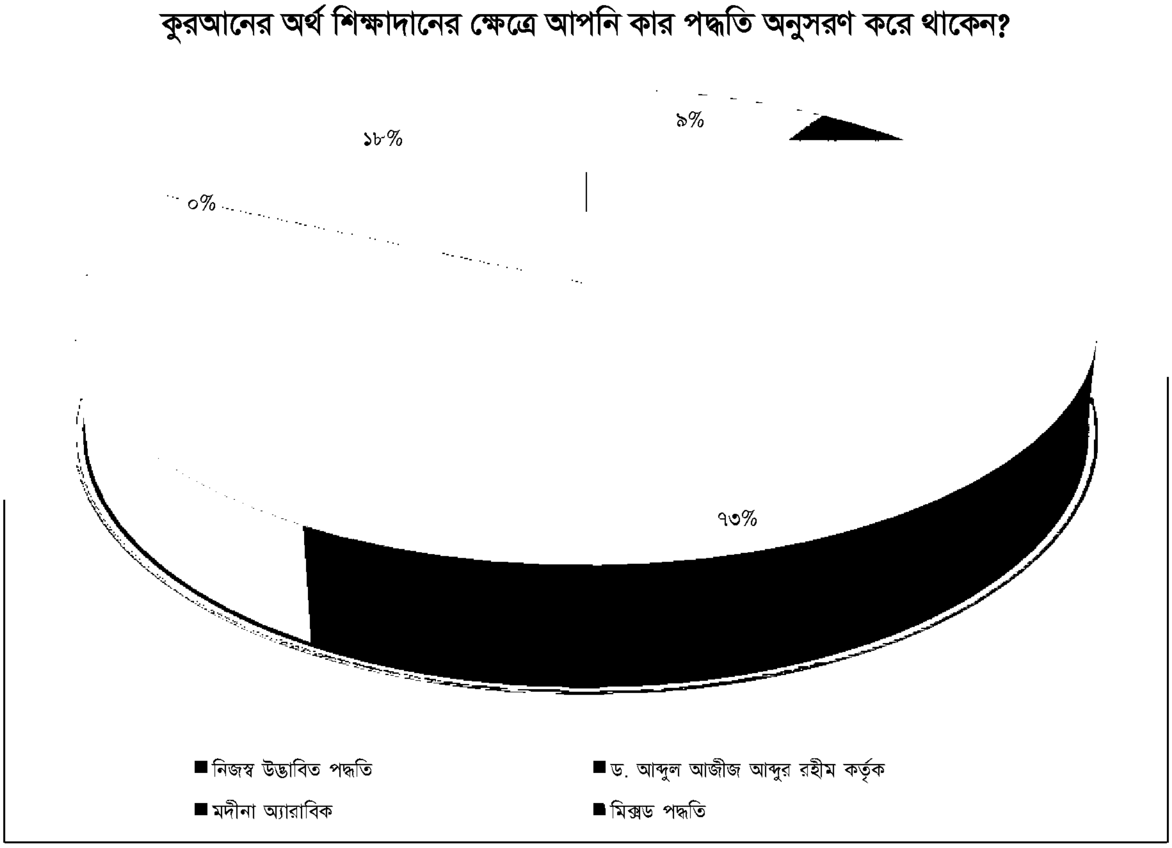

ষষ্ঠ প্রশ্নটি ছিলো কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের জন্য নতুন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে।

কুরআনের অর্থ কুরআন থেকে পড়ে বুঝতে পারার মতো সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে, বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য যুগোপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ, বৈজ্ঞানিক, সর্বজনীন কোর্স ও সিলেবাস প্রণয়নের যৌক্তিকতা আছে বলে আপনি মনে করেন?

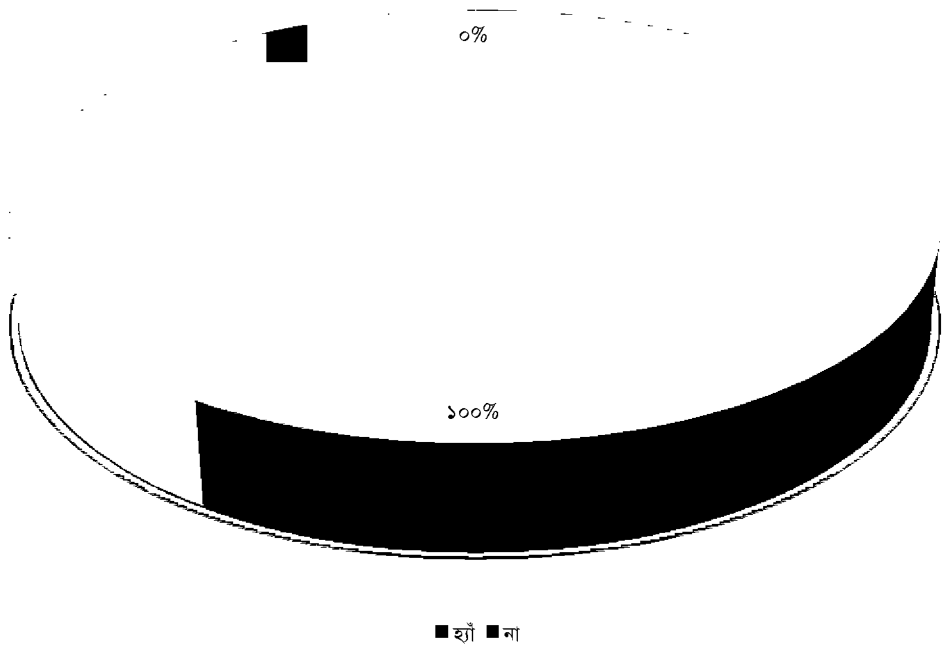

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের জন্য সপ্তম প্রশ্নটি ছিলো কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের জন্য তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা সমাজের সবার জন্য প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে।

কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আপনার অনুসৃত পদ্ধতিটি কী সমাজের সর্বস্তরের (উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত) মানুষের জন্য উপযোগী?

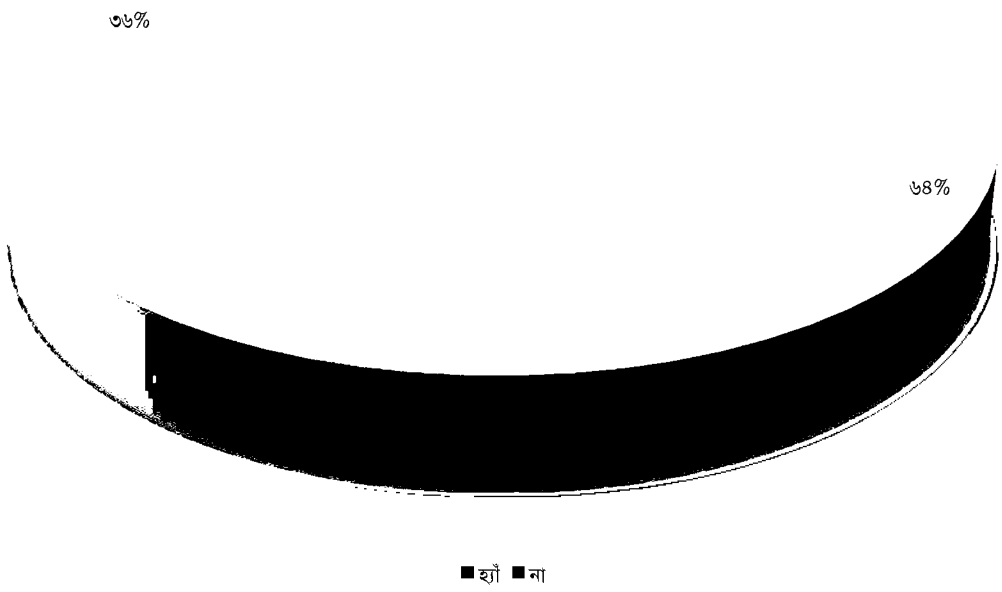

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম প্রশ্নটি ছিলো তিনি যে কোর্সটি পাঠদান করেন সেটি কিসের ওপর জোর দিয়ে সাজানো হয়েছে- ভাষা নাকি ব্যাকরণ?

আপনার অনুসৃত পদ্ধতিতে কিসের ওপর ফোকাস করা হয় বা জোর দেওয়া হয়?

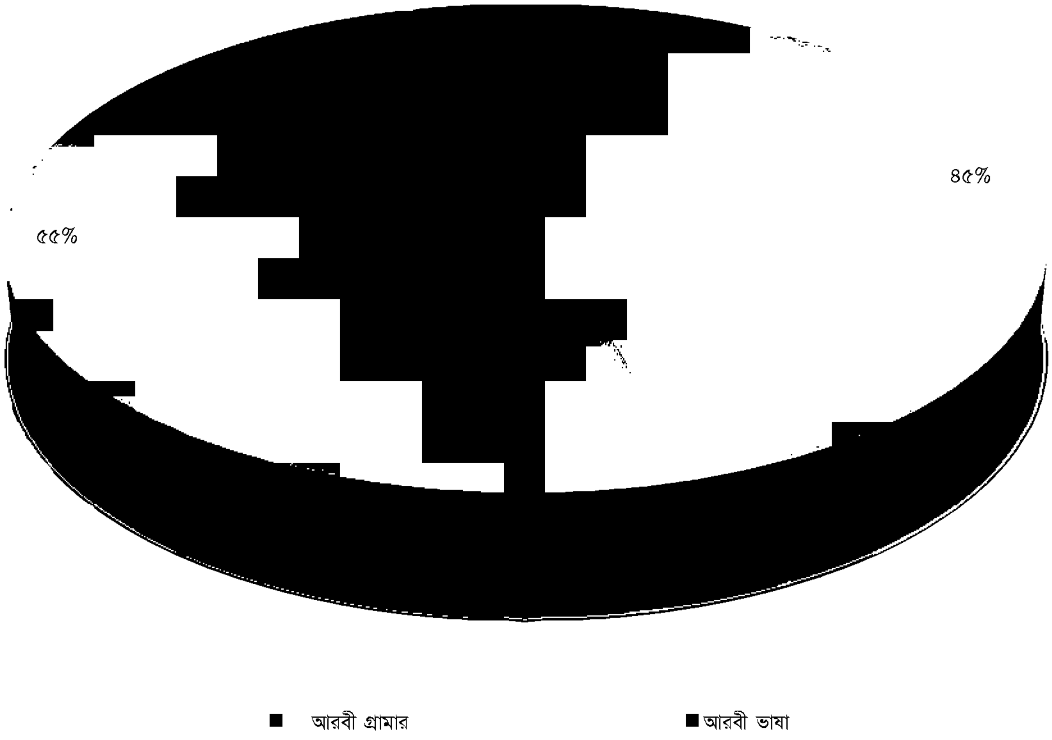

Dhaka University Institutional Repository

নবম প্রশ্নটি ছিলো বাংলাদেশে অর্থসহ কুরআন জানা/শেখা/শেখানোর বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বেশি কার্যকর হবে নাকি ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগ সে বিষয়ে।

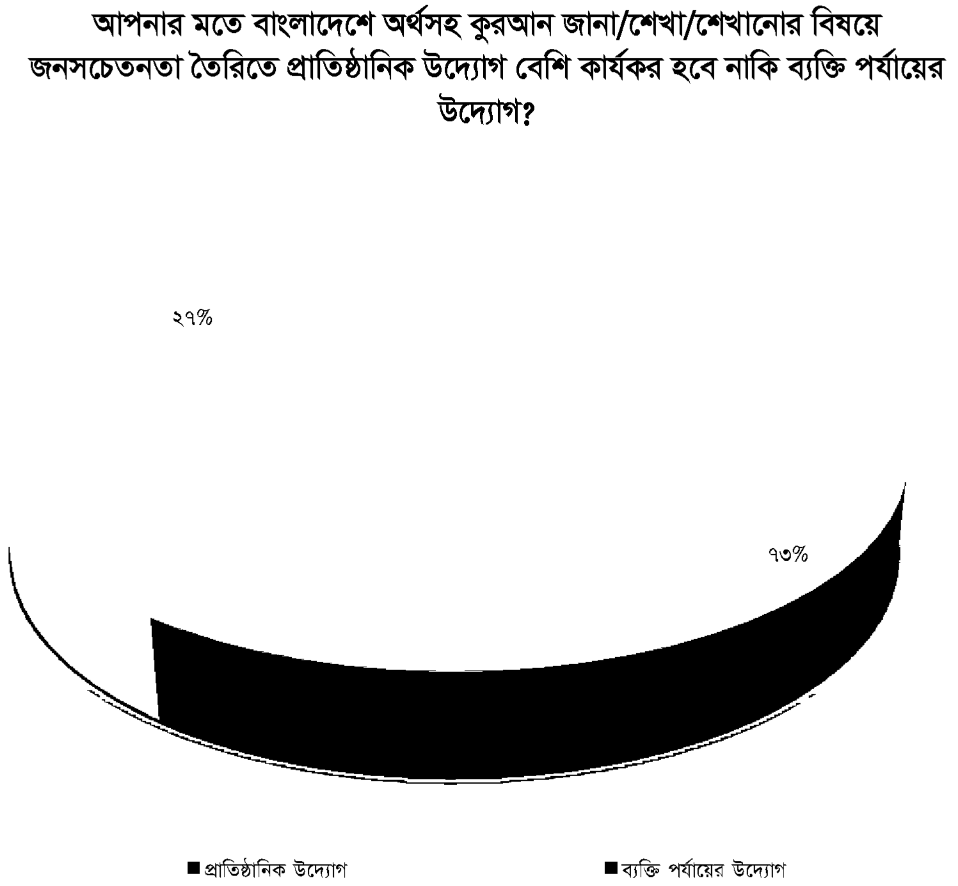

Dhaka University Institutional Repository

দশম প্রশ্নটি ছিলো যেকোনো পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত উত্তরগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১ম ব্যক্তি : আরবী ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলোকে ইংরেজী বা বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলোর সাথে না মেলানো উচিত বলে আমি মনে করি।

২য় ব্যক্তি : এ দেশে আরবী ভাষা শেখানোর চেয়ে কুরআনিক আরবী শেখানোর ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিত।

৩য় ব্যক্তি : কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য প্রথমেই বাংলা ভাষায় আমাদের পরিচিত কুরআনিক সম্ভাব্য শব্দগুলো যুক্ত করা দরকার।

৪র্থ ব্যক্তি : কুরআনের অর্থ শেখানো বা কুরআনের ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে ব্যাকরণের জটিল ও অস্পষ্ট বিষয়গুলো পরিহার করা উচিত।

৫ম ব্যক্তি : বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের স্তরবিন্যাস করে কোর্স সিলেবাস প্রণয়ন করা দরকার, যেমন : প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ ইত্যাদি।

ষষ্ঠ ব্যক্তি : কুরআনের অর্থ শেখার জন্য জরুরি ব্যাকরণের এমন শাব্দিক বিশ্লেষণ রেখে, ব্যাকরণের অপ্রয়োজনীয় উচ্চতর শাব্দিক বিশ্লেষণ পরিহার করা দরকার।

৭ম ব্যক্তি : কুরআনের ভাষা শেখার জন্য আরবী ব্যাকরণের বিষয়গুলোকে মাদরাসা বা কোনো ঘরানার সিলেবাসের গণ্ডি থেকে বের করে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে।

৮ম ব্যক্তি : কুরআন বোঝার সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষদের মাঝে কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কার্যক্রমকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা জোরদার করা উচিত।

৯ম ব্যক্তি : শুধুমাত্র সমাজের এলিট ও শিক্ষিত মানুষদেরকে টার্গেট না করে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জন্য (অশিক্ষিত দোকানদার, অল্প শিক্ষিত গার্মেন্টস কর্মী, স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মানুষ) উপযুক্ত কুরআনের অর্থ বোঝা বা অন্তত সালাতে পঠিত সূরাসমূহের অর্থ শেখার জন্য একটি কোর্স প্রণয়ন করা দরকার।

১০ম ব্যক্তি : এই মুহূর্তে বাংলাদেশে এমন একটি প্রতিষ্ঠান দরকার, যার মাধ্যমে সমাজে কুরআন বোঝার সচেতনতা তৈরির কাজ করা হবে এবং প্রচলিত কোর্স-কারিকুলামের সীমাবদ্ধতাগুলোর ওপর গবেষণা করে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষদের জন্য কুরআনের অর্থ বোঝা বা অন্তত সালাতে

Dhaka University Institutional Repository

পঠিত সূরাসমূহের অর্থ শেখার জন্য বিভিন্ন কোর্স ডিজাইন করা হবে ও সেগুলো পরিচালনা করা হবে।

১১তম ব্যক্তি : অর্থসহ কুরআন শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ সরকারকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং স্কুল-কলেজসহ সর্বস্তরের মানুষদেরকে কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী করে তুলতে সামষ্টিক উদ্যোগ নিতে হবে।

জরিপের ফলাফল

৯০.৯% কোর্স শিক্ষক মনে করেন, প্রতিটি মুসলিমের জন্য প্রাথমিকভাবে নামাজে পাঠ্য সূরাসমূহ, দোয়া ও তাসবীহসমূহ এরপর পর্যায়ক্রমে পুরো কুরআন অর্থসহ বোঝা দরকার। এবং ৯১% কোর্স শিক্ষক মনে করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য যে কোর্স, কারিকুলাম ও ফ্যাসিলিটেশন আছে তা অপর্যাপ্ত। তাছাড়া ৯১% কোর্স শিক্ষক মনে করেন, বর্তমানে প্রচলিত কোর্স সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য অকার্যকরী। সুতরাং যুগোপযোগী কোর্স প্রণয়নকে তারা যৌক্তিক মনে করেন। ৮২% কোর্স শিক্ষক পাঁচ বছরের কম সময় ধরে; ৯% কোর্স শিক্ষক প্রায় ১০ বছর আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষাদান কার্যক্রমের সাথে যুক্ত আছেন। সুতরাং এই খাতটি একটি সম্ভাবনাময় খাত; অসংখ্য শিক্ষক আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষাদান কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থেকে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করছেন। এদের মধ্যে ১৮% কোর্স শিক্ষক মিক্সড পদ্ধতির মাধ্যমে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, আর ৭৩% কোর্স শিক্ষক ড. আব্দুল আজিজ আব্দুর রহীম কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতির মাধ্যমে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ১০০% কোর্স শিক্ষক কুরআনের অর্থ কুরআন থেকে দেখে বুঝতে পারার মতো সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে, বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য যুগোপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ, বৈজ্ঞানিক, সর্বজনীন কোর্স ও সিলেবাস প্রণয়নের যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করেন। ৫৫% কোর্স শিক্ষক বলেছেন যে, তাঁদের অনুসৃত কোর্সটি আরবী গ্রামার বা ব্যাকরণকে ফোকাস করে ডিজাইন করা হয়েছে, যা পর্যালোচনার দাবি রাখে। এদিকে ৩৬% কোর্স শিক্ষক মনে করেন যে, তাঁদের কোর্স সমাজের শ্রমিক ও অল্প শিক্ষিত মানুষদের উপযোগী নয়। তাই সকল শ্রেণি-পেশার মানুষদের জন্য একটি সর্বজনীন কোর্স প্রণয়ন সময়ের দাবি। ৭৩% কোর্স শিক্ষক মনে করেন যে, বাংলাদেশে অর্থসহ কুরআন জানা/শেখা/শেখানোর বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বেশি কার্যকর হবে। তাই এ লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ এমন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা সময়ের দাবি বলে আমরা মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও সিলেবাসের ওপর জরিপ- ২৫ জন কোর্স শিক্ষার্থীর ওপর জরিপ কার্যক্রম ও ফলাফল।

এখানে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ২৫ জন শিক্ষার্থীর ওপর জরিপ কার্যের বিবরণ তুলে ধরা হলো-

এই জরিপে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ২৫ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেকেই ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের জন্য প্রথম প্রশ্নটি ছিলো একজন মুসলিমের জন্য বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার হুকুম বিষয়ে।

একজন মুসলিমের জন্য বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা কী?

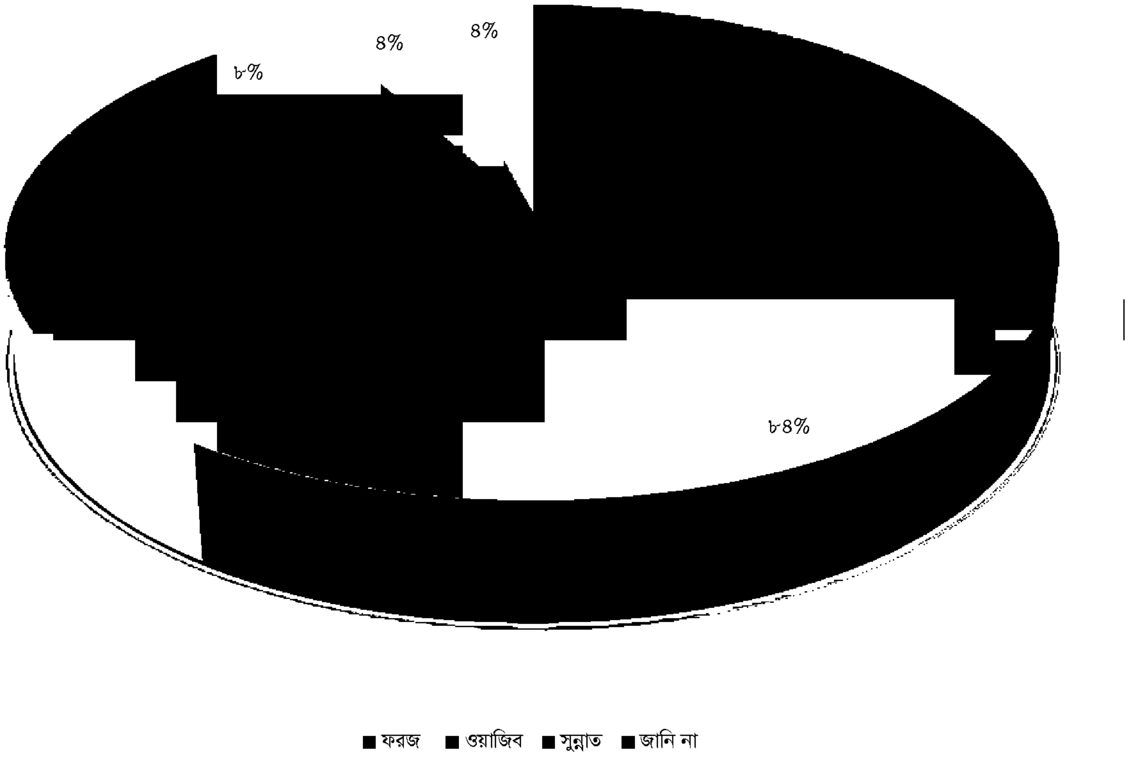

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিলো একজন মুসলিমের জন্য তার সাধ্যমতো কুরআনের অর্থ বোঝার হুকুম বিষয়ে।

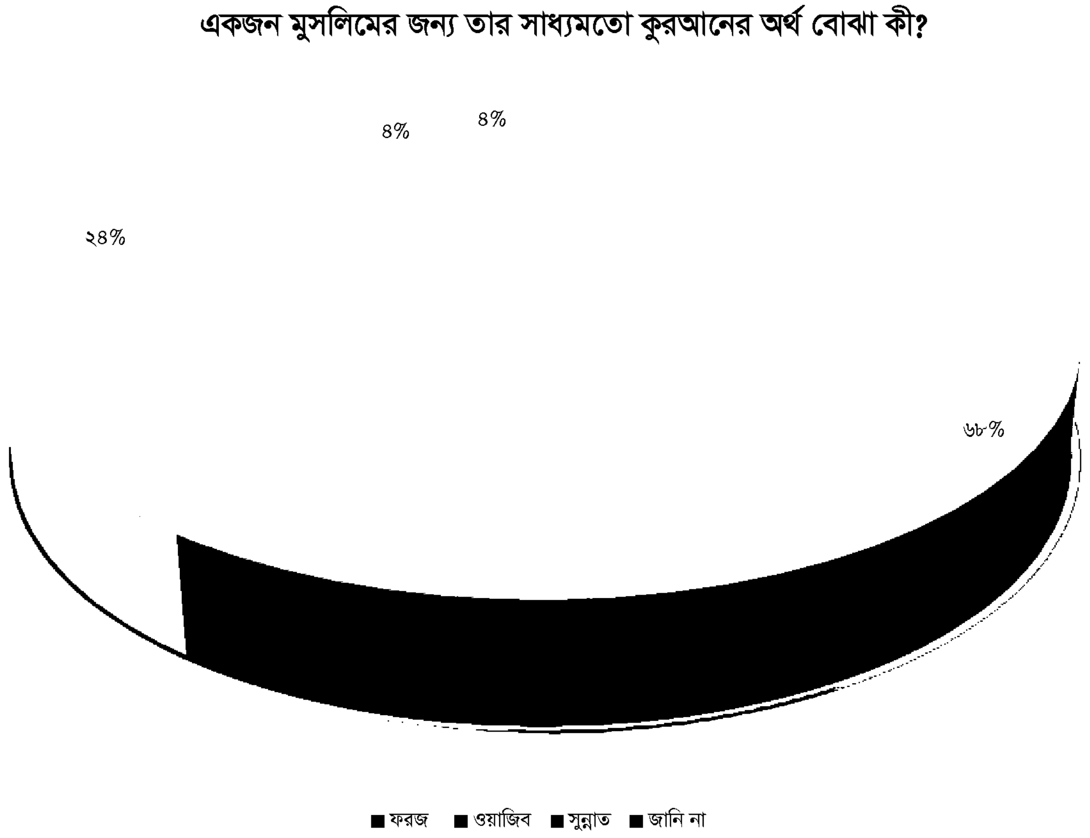

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় প্রশ্নটি ছিলো একজন মুসলিমের জন্য কুরআনের কতটুকু অর্থ জানা আবশ্যক সে বিষয়ে।

একজন মুসলিমের জন্য কুরআনের কতটুকু অর্থ জানা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

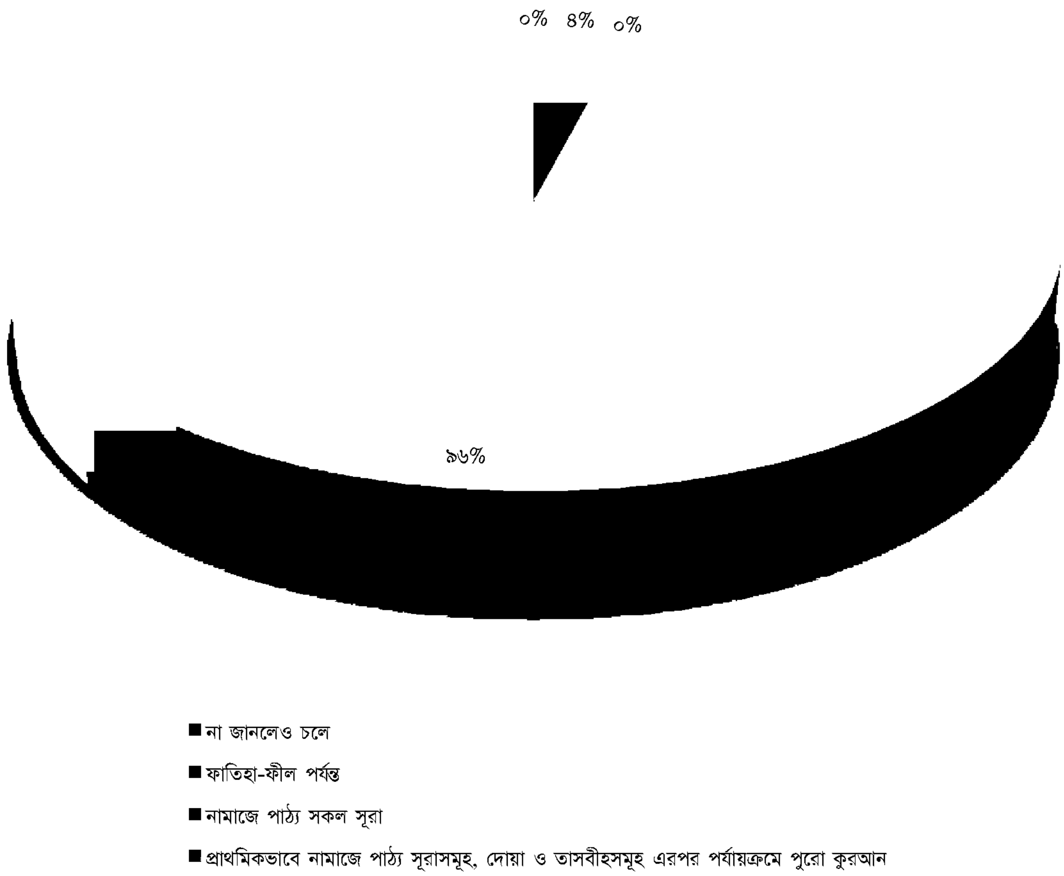

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ প্রশ্নটি ছিলো সালাতে যে সূরা, দোয়া ও তাসবীহসমূহ পাঠ করা হয় সেগুলোর অর্থ জানার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

সালাতে আপনি যে সূরা, দোয়া ও তাসবীহসমূহ পাঠ করেন সেগুলোর অর্থ জানাকে আপনি জরুরি মনে করেন?

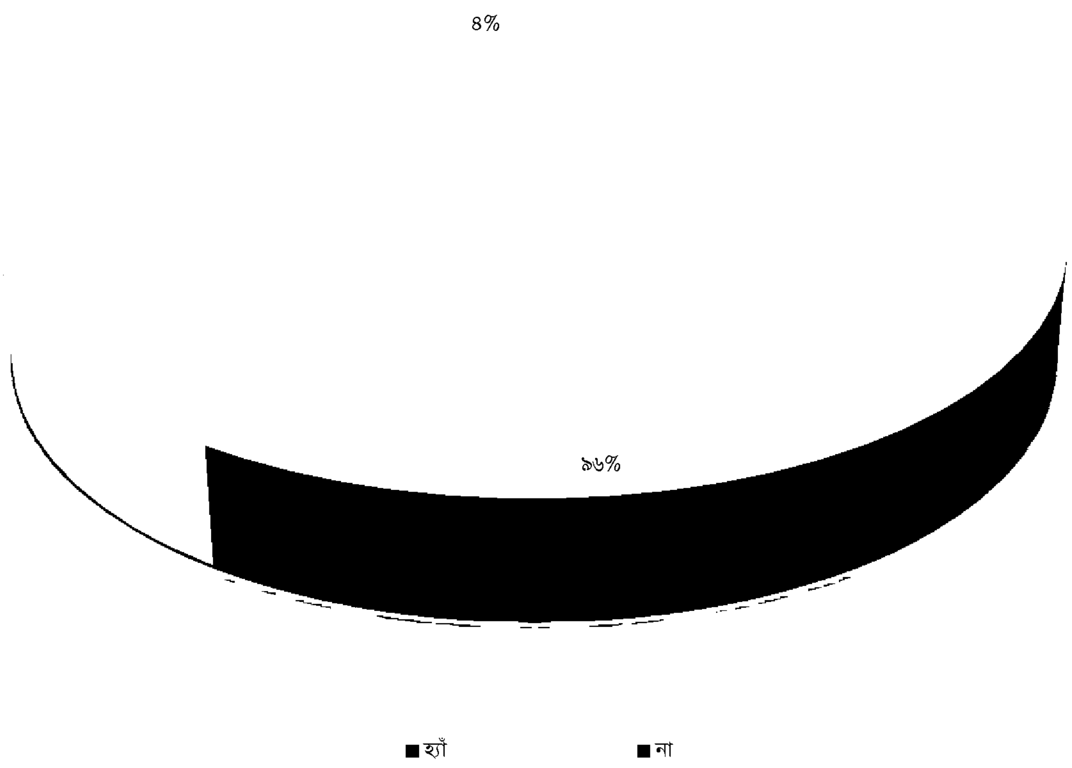

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম প্রশ্নটি ছিলো কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আপনার কোর্স শিক্ষক কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেন সে সম্পর্কে।

আপনাকে কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে?

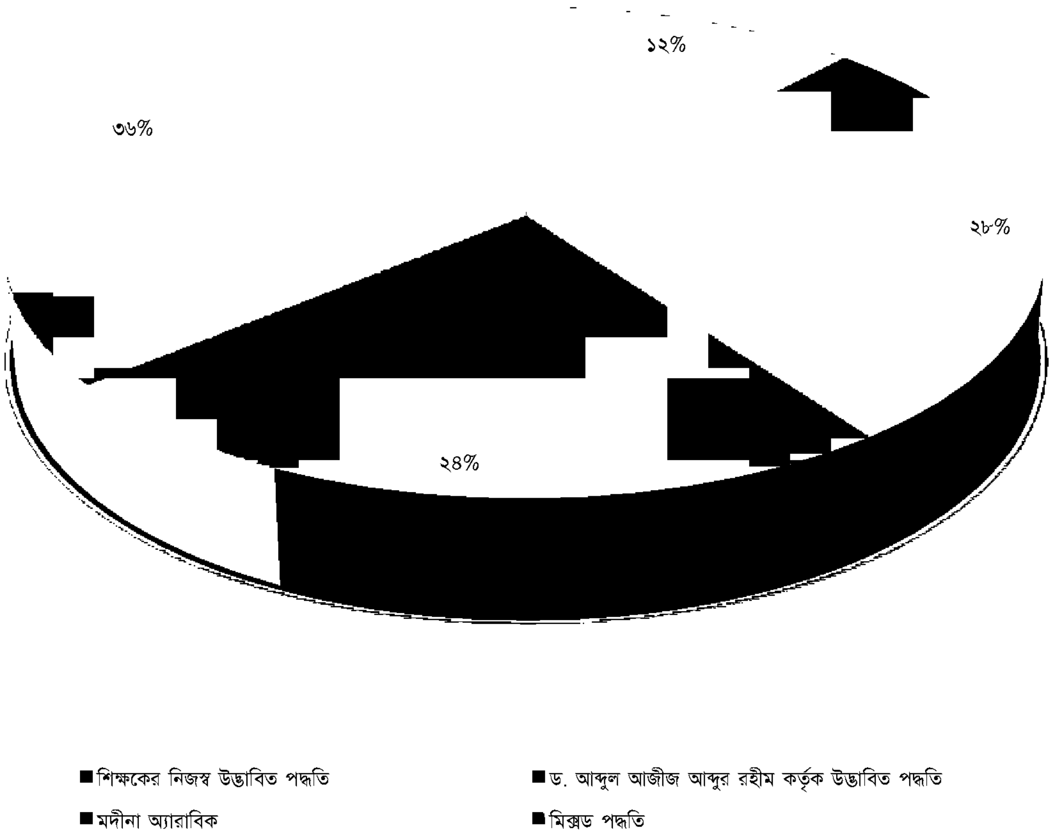

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ প্রশ্নটি ছিলো কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের জন্য নতুন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে।

কুরআনের অর্থ কুরআন থেকে পড়ে বুঝতে পারার মতো সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে, বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য যুগোপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ, বৈজ্ঞানিক, সর্বজনীন কোর্স ও সিলেবাস প্রণয়নের যৌক্তিকতা আছে বলে আপনি মনে করেন?

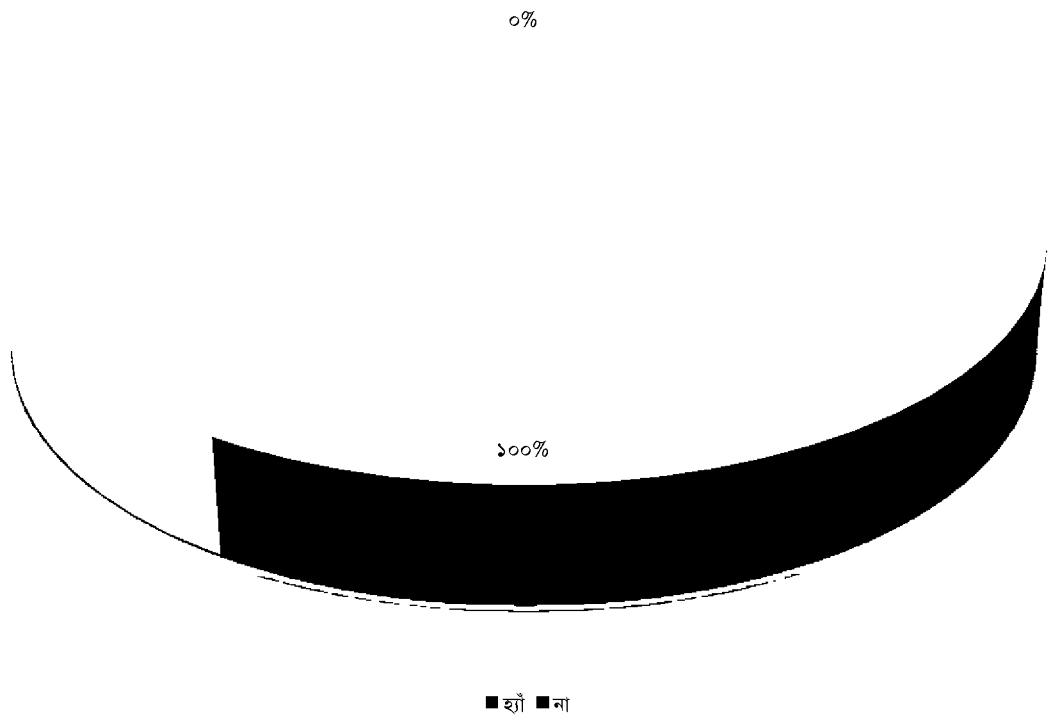

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম প্রশ্নটি ছিলো বাংলাদেশে অর্থসহ কুরআন জানা/শেখা/শেখানোর বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বেশি কার্যকর হবে নাকি ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগ সে বিষয়ে।

আপনার মতে বাংলাদেশে অর্থসহ কুরআন জানা/শেখা/শেখানোর বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বেশি কার্যকর হবে নাকি ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগ?

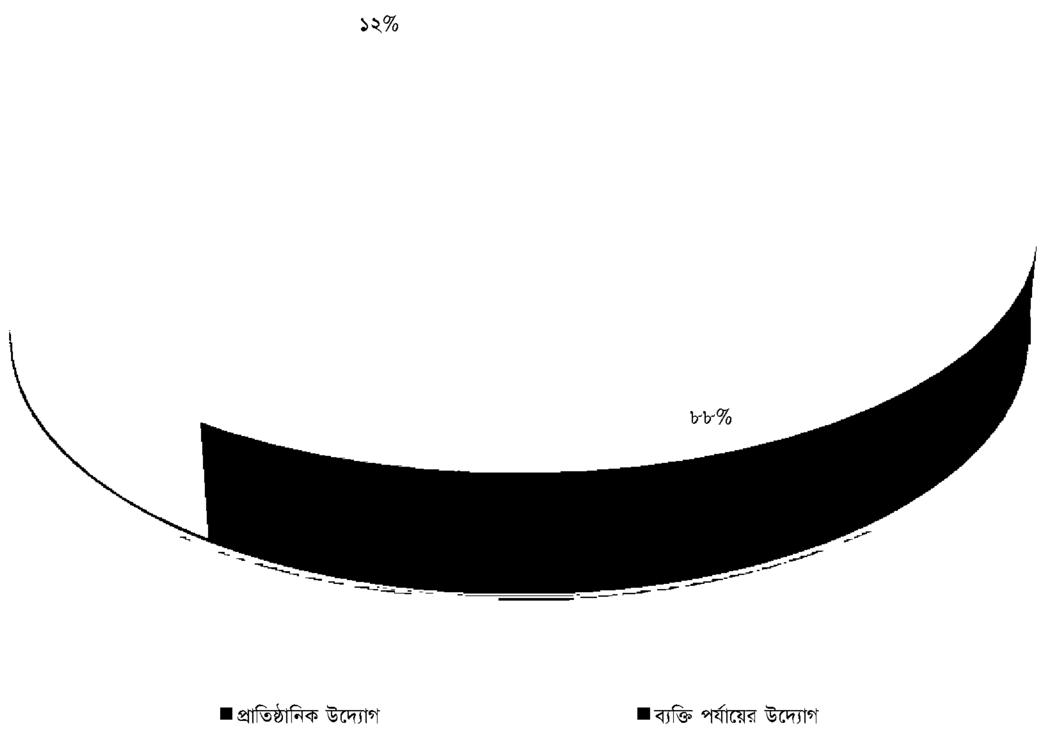

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম প্রশ্নটি ছিলো আমাদের সমাজে বর্তমানে কুরআনের অর্থ বোঝার ব্যাপারে যে সচেতনতা আছে তা পর্যাপ্ত কিনা সে বিষয়ে।

বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ বোঝার ব্যাপারে যে সচেতনতা আছে তা-

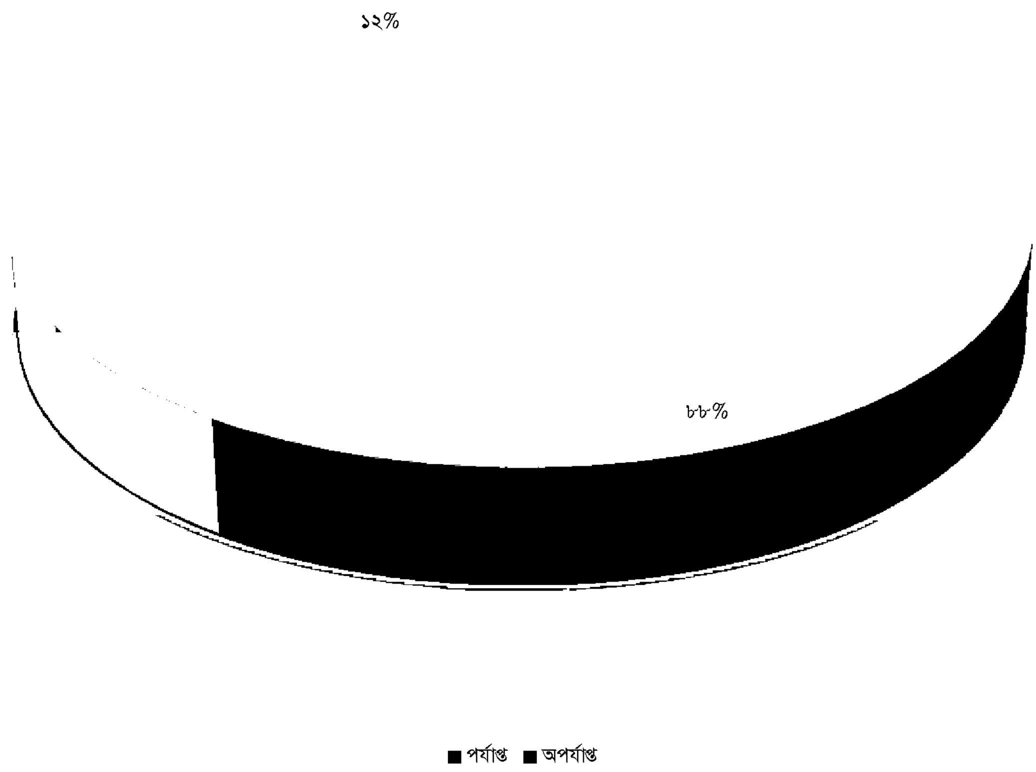

Dhaka University Institutional Repository

নবম প্রশ্নটি ছিলো বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য যে কোর্স ও সিলেবাস আছে তার পর্যাপ্ততার বিষয়ে।

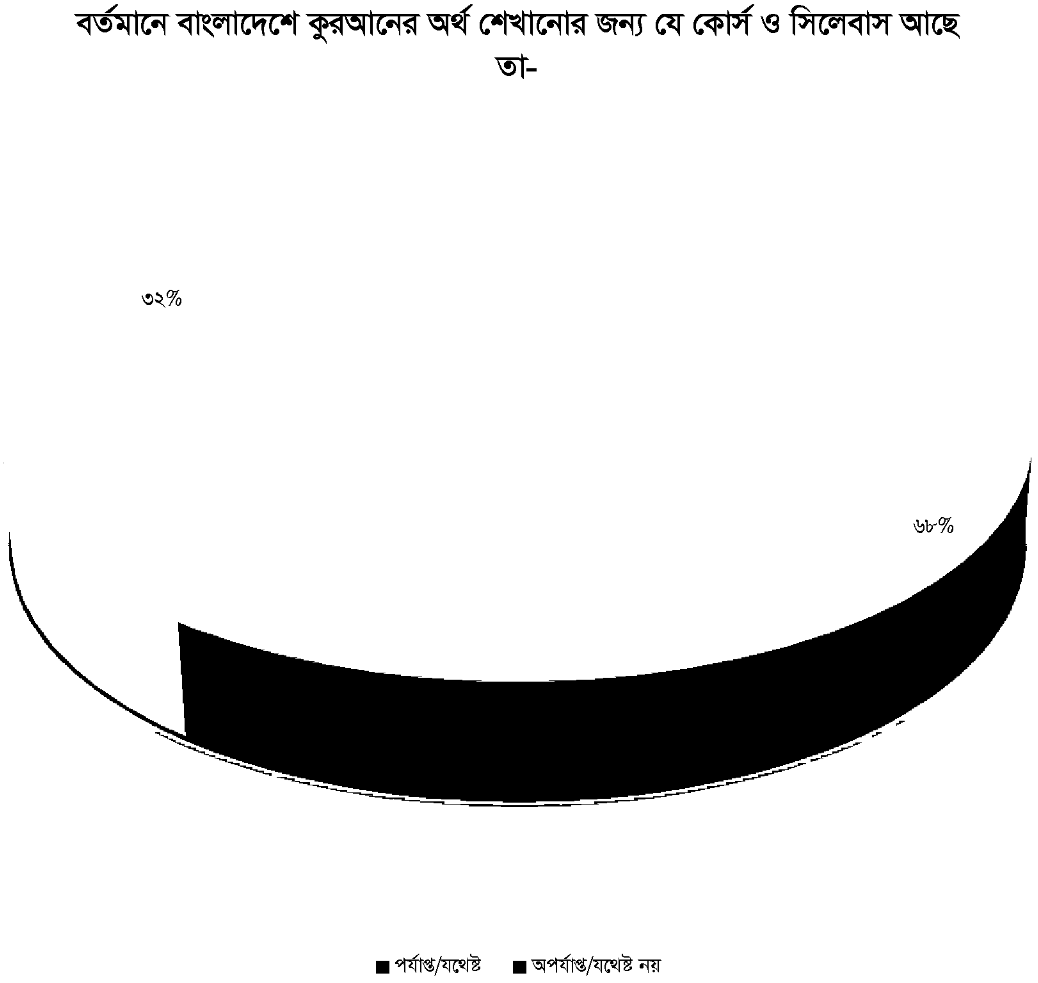

Dhaka University Institutional Repository

দশম প্রশ্নটি ছিলো বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ বোঝার ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কোনো ভূমিকা আছে কিনা সে বিষয়ে।

বর্তমানে বাংলাদেশে অর্থসহ কুরআন বোঝা/বোঝানোর বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কোনো ভূমিকা আছে?

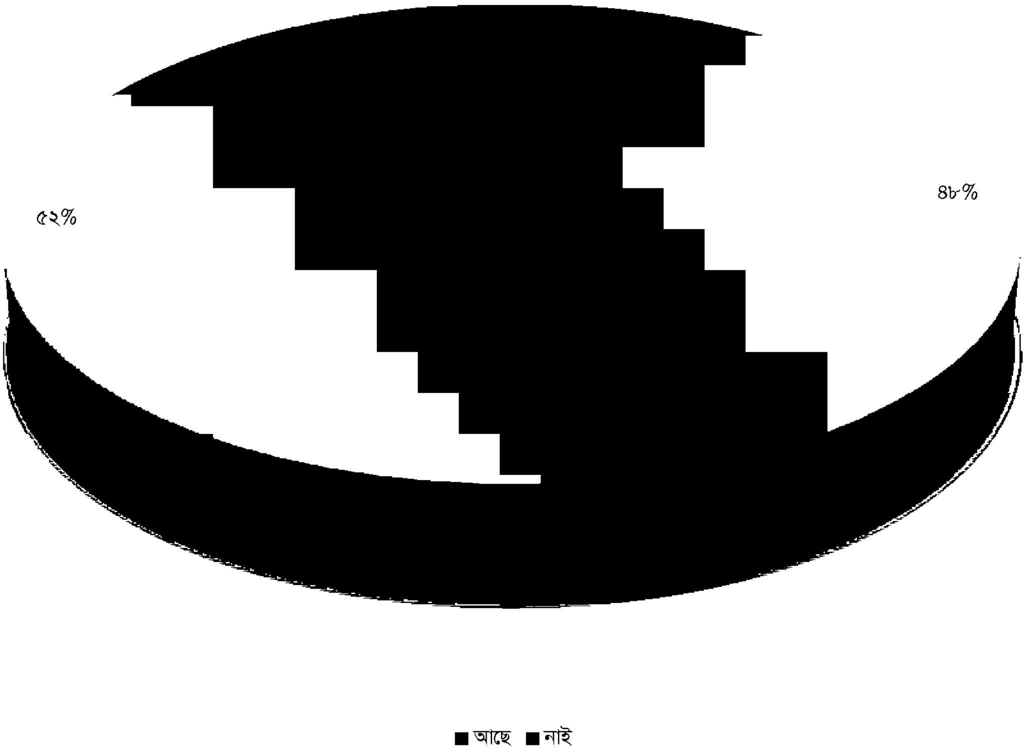

Dhaka University Institutional Repository

জরিপের ফলাফল

৮৪% আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষার্থী মনে করেন যে, একজন মুসলিমের জন্য বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা ফরজ। সালাত আদায় করা যেমন ফরজ ঠিক তেমনিভাবে সালাতে পাঠ্য সূরাসমূহ, দোয়া ও তাসবীহসমূহ বিশুদ্ধভাবে পাঠ করাও ফরজ। ৬৮% আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষার্থী মনে করেন যে, একজন মুসলিমের জন্য তার সাধ্যমতো কুরআনের অর্থ বোঝা ওয়াজিব। ৯৬% শিক্ষার্থী মনে করেন সালাতে যে সূরা, দোয়া ও তাসবীহসমূহ পাঠ করা হয় সেগুলোর অর্থ জানার প্রয়োজন এবং প্রতিটি মুসলিমের জন্য প্রাথমিকভাবে নামাজে পাঠ্য সূরাসমূহ, দোয়া ও তাসবীহসমূহ এরপর পর্যায়ক্রমে পুরো কুরআন অর্থসহ বোঝা দরকার। ৮৮% শিক্ষার্থী মনে করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য যে কোর্স, কারিকুলাম ও ফ্যাসিলিটেশন আছে তা অপর্যাপ্ত। যারা কোর্স শিক্ষক আছেন তাঁদের মধ্যে ১২% কোর্স শিক্ষক নিজস্ব উদ্ভাবিত পদ্ধতির মাধ্যমে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, আর ২৮% কোর্স শিক্ষক ড. আব্দুল আজিজ আব্দুর রহীম কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতির মাধ্যমে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ১০০% শিক্ষার্থী কুরআনের অর্থ কুরআন থেকে দেখে বুঝতে পারার মতো সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে, বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য যুগোপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ, বৈজ্ঞানিক, সার্বজনীন কোর্স ও সিলেবাস প্রণয়নের যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করেন। ৮৮% শিক্ষার্থী বলেছেন যে, আমাদের সমাজে বর্তমানে কুরআনের অর্থ বোঝার ব্যাপারে যে সচেতনতা আছে তা অপর্যাপ্ত। এর বড় একটি কারণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বশীলতার সাথে এই কাজটি কেউ করছেন না। উলামায়ে কেরাম যারা আহলে এলম তারাও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন বললে ভুল বলা হবে না। এদিকে ৫২% শিক্ষার্থী মনে করেন, বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ বোঝার ব্যাপারে জনসচেতনতা তৈরিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে!

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির সমস্যা ও প্রস্তাবনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্তমানে প্রচলিত আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতির বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা- বিশ্বব্যাপী প্রচলিত পাঁচ ধরনের কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কার্যক্রম, বাংলাদেশে এই ধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এই পদ্ধতিভুক্ত প্রচলিত কুরআনের অর্থ শিক্ষণ ধারার পাঠ্যবইসমূহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত পাঁচ ধরনের কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, সীমাবদ্ধতা এবং প্রস্তাবনা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উপরোক্ত প্রস্তাবনার আলোকে গবেষণার মাধ্যমে কোর্স তৈরির ফলাফল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও পেশাজীবীদের আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ এবং আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও সিলেবাসের বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা- বিশ্বব্যাপী প্রচলিত পাঁচ ধরনের কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কার্যক্রম, বাংলাদেশে এই ধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এই পদ্ধতিভুক্ত প্রচলিত কুরআনের অর্থ শিক্ষণ ধারার পাঠ্যবইসমূহ।

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত পাঁচ ধরনের কুরআনের অর্থ শিক্ষা কার্যক্রম

আমাদের জানামতে সারা পৃথিবীতে বর্তমানে মোট পাঁচ ধরণের কুরআনের অর্থ শিক্ষা কার্যক্রম প্রচলিত আছে-

১. **ড. আব্দুল আজিজ আবদুর রহীম কর্তৃক আবিষ্কৃত Understand Quran Academy কর্তৃক ভারতের হায়দারাবাদ থেকে পরিচালিত কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতি।** এটি ১৯৯৮ সালে থেকে এখন পর্যন্ত ২০টি আন্তর্জাতিক ভাষায় অনূদিত হয়ে ভারত, বাংলাদেশ, চীন ও সৌদি আরবসহ বিশ্বের ২৫টি দেশে এই পদ্ধতিটি চলমান। প্রায় ২ হাজার স্কুলে এটি পাঠ্য।[১]

ড. আব্দুল আজিজ আবদুর রহীম কর্তৃক আবিষ্কৃত Understand Quran Academy কর্তৃক ভারতের হায়দারাবাদ থেকে পরিচালিত কোর্স কারিকুলামভুক্ত বাংলাদেশে প্রচলিত কুরআনের অর্থ শিক্ষণ ধারার পাঠ্যবইসমূহ
কুরআনিক আরবী গ্রামার
কুরআন আরবী (কুরআনের ভাষায় কুরআন শিখি)
Understand Quran & Salah Easy Way
আল-কুরআনের ভাষা, কুরআনীয় শব্দ (শতকরা ৮০ ভাগ)
শব্দার্থে দারসুল কুরআন
বেঙ্গলি ডিকশনারি অফ কুরআন
আল-কুরআনের সুন্দর শব্দসমূহ
কুরআনীয় আরবী শিক্ষা
কুরআনীয় অভিধান
কুরআন পড়ুন সহজ পদ্ধতিতে
অনুবাদ পাতা এবং ক্রিয়ার ৬টি রূপ
(লুগাতুল কুরআন) প্রশ্নোত্তর
কুরআনিক হোমওয়ার্ক
সংক্ষিপ্ত অভিধান
কুরআনিক শব্দ (কুরআনের ৯০ ভাগ শব্দমূল)
আল-কুরআনের ৫০ ভাগ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
আল-কালিমাতুল কুরআনিয়া আল-মানতুকা ফিল লুগাতিল বাঙ্গালিয়া
শব্দে শব্দে কুরআন পড়ি
অল ওয়ার্ডস অফ কুরআন
কুরআন বোঝার প্রথম পাঠ
আল-কুরআনের সূরাভিত্তিক শব্দার্থ
৫০% কুরআনের শব্দ

[১] https://understandquran.com/about/

Dhaka University Institutional Repository

৭০% কুরআনের শব্দ
৮০% কুরআনের শব্দ
100% Qurabic Bangla Arabic & English (words)
১. সালাত অনুধাবন ও ৫০% শব্দ ২. অ্যারাবিক অফ কুরআন (সাফিরুল কুরআন)
সহজে শিখি কুরআন মাজিদের ৮২%
আল-কুরআনের শব্দ সংখ্যা ও তার শিক্ষা
আল-কুরআনুল কারীমের অর্থানুবাদ : প্রেক্ষাপট ও আবশ্যকীয় জ্ঞান
Master Quranic Arabic in 24 hours
Learn the Language of the Holy Quran
80% of Qur`anic Words
Learning Quranic Arabic for Complete Beginers
The Essential Book of Quranic Words
The Most Frequently Used Words in the Quran

এই ধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ

- একাডেমী অফ কুরআন স্টাডিজ (এ.কিউ.এস)
- সেন্টার ফর কুরআন স্টাডিজ (সি.কিউ.এস)

২. **নোমান আলী খান কর্তৃক আবিষ্কৃত Bayyinah Institute কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ডালাস থেকে পরিচালিত কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতি।** এটি ২০০৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীকে অনলাইনে কুরআনের অর্থ শিখিয়েছে। এটি 'বাইয়িনাহ ড্রিম'স প্রোগ্রাম লাইভ' নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে মোট ৬টি ধাপে কুরআন অর্থ শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রথম ধাপে মৌলিক নাহু শেখানো হয়, দ্বিতীয় ধাপে মৌলিক সরফ শেখানো হয়, তৃতীয় ধাপে এডভান্স সরফ, চতুর্থ ধাপে এডভান্স নাহু, পঞ্চম ধাপে বালাগাত বা অলংকার শাস্ত্র শেখানো হয়। ষষ্ঠ ও সর্বশেষ ধাপে কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা বাকারাহ প্রায়োগিকভাবে শেখানো হয়। এতে পূর্বের শেখানো নাহু সরফ ও বালাগাত ধরে ধরে অনুশীলন করানো হয়।[২] বাংলাদেশে কেউ কেউ এই ধারার কুরআন অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন।

নোমান আলী খান কর্তৃক আবিষ্কৃত Bayyinah Institute কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের ডালাস থেকে পরিচালিত কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতিভুক্ত বাংলাদেশে প্রচলিত কুরআনের অর্থ শিক্ষণ ধারার পাঠ্য বইসমূহ
Essentials of Arabic Grammar for learning Quranic Language
Understanding the Quraan (An easy Explanation of Arabic Grammar with the Words & Verses of Qur'aan)
Learn Arabic Language of Quran
আল-কুরআনের আলোকে আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা পদ্ধতি
পবিত্র কুরআনের ভাষা শিক্ষা

২. https://dream.bayyinahtv.com/

Dhaka University Institutional Repository

মাদানী বুক, বাংলা নোট ১,২,৩
Unchallengeable-Miracle
Divine Speech
Understand & speak Arabic in just 12 colourd tables
দুরুসুল লুগাতিল আরাবিয়া লি গাইরিন নাতিকীনা বিহা
৬০টি সহজ পাঠের মাধ্যমে আরবী ভাষা শিক্ষা
পবিত্র কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
এসো কুরআন শিখি
Calp Programme ব্যবহারিক আরবী ১,২
Learning Arabic Language of the Quran
Essentials of Quranic Arabic
Understanding The Quran Themese and Style
How to Approach and Understand Quran

এই ধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ

- অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে 'বাইয়িনাহ ড্রিম'স প্রোগ্রাম এর অনুকরণে কোর্স মডিউল অনুবাদ করে বাংলাদেশে ইউটিউব কেন্দ্রীক অনেক শিক্ষক এই ধারায় কুরআনের অর্থ শেখাচ্ছেন।

৩. **মুনা-মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা/ সাফিরুল কুরআন ধারা**। কুরআন অর্থ শিক্ষণের এই ধারাটি আমেরিকাতে বহুল প্রচলিত। কুরআনিক ভাষা শেখার এই কোর্সটি সাধারণত তিনটি স্তরে শেখানো হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরের কোর্সটি সম্পন্ন করার পর আগ্রহী শিক্ষার্থীরা কুরআনিক ভাষার প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ শব্দ বা আয়াতের ভাবার্থ বুঝতে সক্ষম হন বলে দাবি করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের কোর্স শেষ করার মাধ্যমে তারা কুরআন-হাদিসের পবিত্র গ্রন্থগুলো পড়ে সঠিক অর্থ অনুধাবনের পাশাপাশি এগুলোর ওপর অধিকতর গবেষণা ও জ্ঞানার্জনের সক্ষমতা অর্জন করেন। সাফিরুল কোরআনের লেখক ও গবেষক, লন্ডন প্রবাসী বাংলাদেশি ওস্তাদ ড. আবুল কালাম আজাদ। তিনি 'সাফিরুল কুরআন' উদ্ভাবন করেন। অনলাইন ও অফলাইনে হাজার হাজার বাংলা ভাষাভাষী এই পদ্ধতির মাধ্যমে কুরআনের ভাষা শিখছেন।

Muna/Safeerul Qur`an- মুনা-মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা/ সাফিরুল কুরআন ধারায় কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতিভুক্ত বাংলাদেশে প্রচলিত কুরআনের অর্থ শিক্ষণ ধারার পাঠ্যবইসমূহ
কুরআন এক্সপ্লোরার কোর্স
Important verbs tables
কুরআন পড়ি বুঝে বুঝে
অ্যারাবিক অফ কুরআন (সাফিরুল কুরআন)
কুরআসিক ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স (লেভেল-১)
আল-কুরআনুল কারীমের অর্থানুবাদ : প্রেক্ষাপট ও আবশ্যকীয় জ্ঞান
শব্দার্থে আল-কুরআন মাজিদ
Understand Qur'an for Elementary School Children (Book-1)
Exploring the Quran Contex and Impact
Understanding the Quran Themese and Style

এই ধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

- অ্যাকাডেমি অব কুরআন অ্যান্ড অ্যারাবিক স্টাডিজ (এ.কিউ.এ.এস)

৪. **ব্যাকরণীয় ধারা :** কুরআন অর্থ শিক্ষণের এই ধারাটি গড়ে উঠেছে মূলত আরবী ব্যাকরণের বই; আরবী ভাষা শিক্ষা বই; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিভিত্তিক কুরআনিক সিলেবাসের বই; কুরআনের বিষয়ভিত্তিক অভিধান ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তিগতভাবে; প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বা কোচিং পদ্ধতিতে; অনেক শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে অনলাইন ও অফলাইনে হাজার হাজার বাংলা ভাষাভাষী এই পদ্ধতির মাধ্যমে কুরআনের ভাষা শিখছেন।

ব্যাকরণীয় ধারায় কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতিভুক্ত বাংলাদেশে প্রচলিত কুরআনের অর্থ শিক্ষণ ধারার পাঠ্যবইসমূহ
মদিনা আরবী রিডার
আল-কুরআনের পরিভাষা
A Brief Journey through Arabic Grammar
আধুনিক আরবী ব্যাকরণ
আরবি ভাষা অভিযান : কেন শিখবেন? কীভাবে শিখবেন?
এসো আরবী শিখি (১-৩ খণ্ড একত্রে)
আরবী ব্যাকরণ
সহজে আরবী শিখি
অ্যারাবিক গ্রামার এন্ড কম্পোজিশন (পেপারব্যাক)
Arabic Teaching Book
Arabic for Every Day: Spoken Arabic for All
কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ (দাখিল অষ্টম শ্রেণি)
কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ (ইবতেদায়ি পঞ্চম শ্রেণি)
৪ বছর মেয়াদি কুরআন বোঝার কোর্স
কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ (দাখিল সপ্তম শ্রেণি)
কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ (দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণি)
ইসলামিয়াত
ব্দ ল্ল- ল্দ্দ স্প্ড্রল্মক্ষ্ব্ধশ্চষ্ট জ ক্ষ্পন্ডশ্লুড্র
আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক অভিধান
কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি আল-কুরআনের সমাজ গড়ি
Calp Programme ব্যবহারিক আরবী ১, ২
১. আল-কিতাবূল আসাসী ২. আল-আরাবিয়া বাইনা ইদাইক ৩. এসো আরবী শিখি

এই ধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ

- তাইবাহ একাডেমী (তাইবাহ এডুকেশন নেটওয়ার্ক)
- তারবিয়াহ ইন্সটিটিউট (তারবিয়াহ অনলাইন মাদরাসা, তারবিয়াহ এডুকেশন নেটওয়ার্ক)

Dhaka University Institutional Repository

- আসলাফ একাডেমী
- নুরুল কুরআন
- কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

৫. **আভিধানিক ধারা :** কুরআন অর্থ শিক্ষণের এই ধারাটি গড়ে উঠেছে মূলত কুরআনিক শাব্দিক অর্থ জানা; কুরআনের শাব্দিক অর্থ বিশ্লেষণ; কুরআনের প্রতিটি শব্দের শব্দমূল বিশ্লেষণ; কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সংক্ষিপ্ত তাফসীর; কুরআনের ভাষাভিত্তিক অনুবাদ অনুধাবন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে অনলাইন ও অফলাইনে হাজার হাজার বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীকে এই পদ্ধতির মাধ্যমে কুরআনের ভাষা শেখাচ্ছেন।

অভিধানিক ধারায় কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতিভুক্ত বাংলাদেশে প্রচলিত কুরআনের অর্থ শিক্ষণ ধারার পাঠ্যবইসমূহ
ব্দ ল্ল- ল্মন্দ স্কন্ড্রল্মজঙ্কপ্ডশ্লুড্র
মাছাদিরুল কুরআন
মুকাম্মাল লুগাতুল কুরআন
লিসানুল কুরআন
কালিমাতুল কুরআন তাফসীর ওয়া বয়ান
জাদীদ লোগাতুল কুরআন
মু‘জামুল ফুরুক আদ দালালিয়াহ ফিল কুরআনিল কারীম
মুফরাদাত আলফাজিল কুরআন
কুরআন পাটার্ন কনকর্ডেন্স
কুরআন রুটস কনকর্ডেন্স
কুরআন রুটস ফেল কনকর্ডেন্স
মু‘জাম হারফিল মা‘আনী ফিল কুরআনিল কারীম
মু‘জামুল ইশতিকাকী
তাহকীক ফি কালিমাতিল কুরআনিল কারীম
মুফরাদাত কুরআন ফি মাজমাউল বায়ান
উমদাতুল হুফ্ফাজ ফি তাফসীরি আশরাফিল আলফাজ
কুরআন ওয়ার্ড সেট
কুরআন কনকর্ডেন্স কালেকশন
তারতীবু মাক্বায়িছুল লুগাহ
আল-মু‘জামুল মুফাহরাস আশ শামিল
লুগাতুল কুরআন
কুরআনের অর্থ বোঝার সহজ অভিধান
শব্দার্থে আল-কুরআন মাজিদ
Vocabulary of the Holy Quran
কুরআনের অর্থ বোঝার সহজ অভিধান
মু‘জামুল মুফাহরাস লি আলফাজিল কুরআন
কুরআনের অভিধান
শব্দে শব্দে আল-কুরআনের অভিধান
কালিমাতুল কুরআন

Dhaka University Institutional Repository

Dictionary of The Holy Quran

এই ধারার প্রতিষ্ঠানসমূহ

- কুরআন শিক্ষালয় (কিউ.টি.আর.টি. সি- কুরআন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)।
- একাডেমী অফ কুরআন ট্রাস্ট
- আল-ঈমান ইন্সটিটিউট
- ফুরকান ইন্সটিটিউট

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
গ্রন্থ পর্যালোচনা (Review of Literature)
বিশ্বব্যাপী প্রচলিত পাঁচ ধরনের কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, সীমাবদ্ধতা ও প্রস্তাবনা।

গ্রন্থ পর্যালোচনা (Review of Literature)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে অবতীর্ণ করেছেন যেন মানব জাতি তা সহজেই বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারে এবং তা থেকে তাদের জীবনধারণের পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই কুরআন বিশ্ব মানবতার জন্য চূড়ান্ত দিক-নির্দেশিকা। এ কারণেই দেশে দেশে এই কুরআনকে বোঝার জন্য মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের কুরআন শিক্ষার অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশেও এর চিত্র ভিন্ন নয়। বাংলাদেশে কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শেখানোর জন্য নানা পর্যায়ে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। একই সাথে কুরআনকে কুরআনের ভাষায় বোঝানোর জন্যও কিছু প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। আমাদের জানামতে দেশের কুরআনিক অর্থ শিক্ষণ বিষয়ক প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই বিদেশি কোন না কোন কুরআনিক প্রতিষ্ঠানের ধারাকে অনুসরণ করে কাজ করছে। কিন্তু কুরআন পাঠকদের অত্যন্ত ছোট্ট একটি অংশ ব্যতীত আজ পর্যন্ত কেউ কুরআন থেকে সরাসরি কুরআন বোঝার ও তার মর্মার্থ উদ্ধারের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। উল্লিখিত কোর্সসমূহ দ্বারা শিক্ষালাভ করে কেন যথাযথভাবে কুরআনকে বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারা যাচ্ছে না তা উদ্‌ঘাটন করা অতীব জরুরি বলে আমরা মনে করি। তাই আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ নিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে সেগুলোর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরছি।

নিচে বর্তমানে প্রচলিত কাজগুলোকে মৌলিকভাবে ৫টি ধারায় ভাগ করে উপস্থাপন করা হয়েছে :

১. Understand Quran Academy-এর ধারা : (ড. আব্দুল আজিজ আব্দুর রহীম)

এ কারিকুলামের সাথে সম্পৃক্ত যে সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তার সংখ্যা ৩৭টি।
নিচে প্রতিটি পদ্ধতির **মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, সীমাবদ্ধতা ও আমাদের প্রস্তাবনা তুলে ধরছি।**

বৈশিষ্ট্যসমূহ	সীমাবদ্ধতা	প্রস্তাবনা
১. কুরআনের বহুল ব্যবহৃত শব্দসমূহ; ২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কুরআনের কিছু শব্দ; ৩. ব্যাকরণের সহজ ও সাবলীল কিছু নিয়ম; ৪. কুরআনিক বিদেশি বইয়ের প্রয়োজনীয় অংশ বাংলায় অনুবাদ; ৫. কুরআনে ব্যবহৃত ধাতু, ধাতুমূল, অব্যয়, সর্বনাম, হ্যাঁ-বোধক, না-বোধক, প্রশ্নবোধক ইত্যাদির শাব্দিক অর্থ ও সহজ ব্যবহারিক রীতিনীতি।	১. মানুষের স্তরবিন্যাস করে কোর্স প্রণয়ন করা হয়নি (অর্থাৎ সবার জন্য একই রকমের কোর্স); ২. এই ক্যারিকুলামে কোর্সকে যেভাবে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, তা সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য উপযোগী নয়; ৩. কিছু কোর্সে প্রয়োজনের তুলনায় ব্যাকরণের নিয়মকানুন কম ও সহজ বিষয়কে জটিল করে উপস্থাপন করা হয়েছে। ৪. কিছু কোর্সে প্রয়োজনের তুলনায় ব্যকরণের নিয়মনীতি বেশি যাতে শিক্ষার্থীরা ঘাবড়ে যেতে পারে।	১. মানুষের স্তরবিন্যাস করে কোর্স সিলেবাস প্রণয়ন করা; ২. কোর্স কনটেন্ট নিয়ে গবেষণার ভিত্তিতে কোর্স কনটেন্টগুলোকে ধীরে ধীরে সহজ বা কঠিন করা। ৩. ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলোকে ইংরেজী বা বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলোর সাথে না মেলানো।

Dhaka University Institutional Repository

২. Bayyinah Insitute-এর ধারা :

এ কারিকুলামের সাথে সম্পৃক্ত যে সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তার সংখ্যা ১৯টি।

বৈশিষ্ট্যসমূহ	সীমাবদ্ধতা	প্রস্তাবনা
১. এখানে আরবী ব্যাকরণের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে; ২. আরবী শব্দার্থ মুখস্থ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে; ৩. আধুনিক আরবী ভাষার সাথে কুরআনিক আরবীর সম্পর্ক স্থাপন; ৪. কুরআনে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ আরবী ব্যাকরণকে বিশেষভাবে ফোকাস করা হয়েছে। ৫. এখানে অন্যান্য কোর্সের তুলনায় ব্যবহারিক নিয়মকানুন বেশি রয়েছে।	১. বাংলাদেশের মানুষের উপযোগী করে কোর্স প্রণয়ন করা হয়নি; ২. এই কোর্সে ধরেই নেওয়া হয় যে, শিক্ষার্থী এই এই বিষয়গুলো আগে থেকেই জানেন, এটি ধারণা করে অনেক অজানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়। যা হয়তো অনেক নতুন শিক্ষার্থী নাও জানতে পারেন। ৩. ব্যাকরণের অংশ বেশি থাকায় সবার জন্য সমভাবে তা রপ্ত করা অনেক জটিল; ৪. শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার সাথে তুলনামূলক সম্পর্ক কম থাকায় কুরআনের শাব্দিক ও অর্থগত ভাব বোঝা কঠিন। ৫. এখানে কুরআনিক আরবী শেখানোর চেয়ে আরবী ভাষা শেখানোর ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়।	১. বাংলা ভাষায় আমাদের পরিচিত কুরআনিক সম্ভাব্য শব্দগুলো যুক্ত করা; ২. আরবী ভাষা শেখানোর চেয়ে কুরআনিক আরবী শেখানোর ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিত। ৪. ব্যাকরণের জটিল ও অস্পষ্ট বিষয়গুলো পরিহার করা।

৩. Muna & Safeerul Quran-এর ধারা :

এ কারিকুলামের সাথে সম্পৃক্ত যে সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তার সংখ্যা ১০টি।

বৈশিষ্ট্যসমূহ	সীমাবদ্ধতা	প্রস্তাবনা
১. কুরআনের শাব্দিক বিশ্লেষণ; ইজাযুল কুরআন নিয়ে আলোচনা; ২. ব্যাকরণের সহজ কিছু অংশ বিশ্লেষণ; ৩. শিশু থেকে শুরু করে সকল বয়সী লোকদের জন্য কোর্স কারিকুলাম তৈরি। ৪. ইন্টার‍্যাক্টিভ/ পারস্পরিকভাবে সক্রিয় শিক্ষাদান পদ্ধতি।	১. এই ধারার কোর্সগুলো পরিপূর্ণ নয়; ২. সরাসরি অনুবাদ পদ্ধতি অনুসরণ; অধিকাংশ কোর্স কন্টেন্ট ইংরেজী ভাষা কেন্দ্রিক হওয়ায় যারা ইংরেজী ভাষা ও গ্রামার কম জানেন তাদের জন্য এই কোর্স থেকে উপকৃত হওয়া কঠিন। ৩. মাতৃভাষার সাথে শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক সম্পৃক্ততা কম থাকায় কুরআনের শাব্দিক ও অর্থগত ভাব অনুধাবন করা কঠিন। ৪. সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জন্য (অশিক্ষিত দোকানদার, অল্প	১. ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলোকে ইংরেজী বা বাংলা ভাষার ব্যাকরণের নিয়মকানুনগুলোর সাথে না মেলানো। ২. সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জন্য (অশিক্ষিত দোকানদার, অল্প শিক্ষিত গার্মেন্টস কর্মী, স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মানুষ) উপযুক্ত কোনো কোর্স প্রণয়ন;

Dhaka University Institutional Repository

	শিক্ষিত গার্মেন্টস কর্মী, স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মানুষ) উপযুক্ত কোনো কোর্স নেই; ৫. শুধুমাত্র শিক্ষিত মানুষদেরকেই টার্গেট করে কাজ করা হয়;	৩. শুধুমাত্র সমাজের এলিট ও শিক্ষিত মানুষদেরকে টার্গেট না করে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষদের মাঝে কুরআনের অর্থ শিক্ষণ কার্যক্রমকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা;

৪. ব্যাকরণীয় ধারা :
এ কারিকুলামের সাথে সম্পৃক্ত যে সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তার সংখ্যা ২৫টি।

বৈশিষ্ট্যসমূহ	সীমাবদ্ধতা	প্রস্তাবনা
১. আরবী ব্যাকরণের বই; ২. আরবী ভাষা শিক্ষা বই; ৩. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিভিত্তিক কুরআনিক সিলেবাসের বই; ৪. কুরআনের বিষয়ভিত্তিক অভিধান।	১. শুধুমাত্র আরবী ব্যাকরণভিত্তিক; এতে কখনো-বা শিক্ষার্থীদের জন্য তা ভয়ের কারণ হতে পারে; এখানে আসল ফোকাস থাকে আরবী ব্যাকরণেও ওপর; ২. আরবী ভাষা শেখার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এখানে উপেক্ষিত হয়; (নতুন ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে আগে বাক্য পরিচিতি তারপর ব্যাকরণ পরিচিতি; এই পদ্ধতিতে আগে আরবী ব্যাকরণ শেখানো হয় পরে ভাষা শেখানোর প্রক্রিয়া আসে); ৩. কুরআনের ভাষাভিত্তিক অনুবাদ শেখা।	১. বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত কুরআনিক সম্ভাব্য শব্দগুলোকে যুক্ত করা; ২. ব্যাকরণের বিষয়গুলোকে মাদরাসা বা কোনো ঘরানার সিলেবাসের গণ্ডি থেকে বের করে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে; ৩. কুরআনকে কুরআনের ভাষায় শেখা (শুধুমাত্র আরবী ব্যাকরণ ও গ্রামারের মারপ্যাঁচের মাধ্যমে নয়)

৫. অভিধানিক ধারা :
এ কারিকুলামের সাথে সম্পৃক্ত যে সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তার সংখ্যা ৩০টি।

বৈশিষ্ট্যসমূহ	সীমাবদ্ধতা	প্রস্তাবনা
১. কুরআনের শব্দ বিশ্লেষণ; ২. কুরআনের প্রতিটি শব্দের শব্দমূল বিশ্লেষণ; ৩. কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সংক্ষিপ্ত তাফসির।	১. কুরআনিক শাব্দিক অর্থ জানা; ২. আরবী ব্যাকরণ ও ভাষা শিক্ষা পদ্ধতির অপ্রতুলতা; ৩. বিশেষভাবে শব্দের বিশ্লেষণ বা তাহকীককে প্রাধান্য দেওয়া; ৪. কুরআনের ভাষাভিত্তিক অনুবাদ শেখা।	১. বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত কুরআনিক সম্ভাব্য শব্দগুলোকে যুক্ত করা; ২. কুরআনের ভাষা শেখার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক

Dhaka University Institutional Repository

		ব্যাকরণীয় অংশ যুক্ত করা; ৪. কুরআনের অর্থ শেখার জন্য জরুরি ব্যাকরণের এমন শাব্দিক বিশ্লেষণ রেখে, ব্যাকরণের অপ্রয়োজনীয় উচ্চতর শাব্দিক বিশ্লেষণ পরিহার করা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

একটি ভাষাকে বোধগম্য করে তোলার জন্য শব্দের প্রয়োজন, আর শব্দ থেকেই মূলত বাক্যের জন্ম হয়। শব্দের গাঁথুনি দিয়েই মূলত ভাষার তৈরি। শব্দ ও বাক্যই হলো ভাষার মাধ্যম। তাই যেকোনো বই বুঝতে হলে তার ভাষা তথা শব্দ বোঝা জরুরি। সাথে সাথে বাক্যের গঠন ও কিছুটা জানা থাকা দরকার। তাই শব্দ জানা খুবই গুরূত্বপূর্ণ। তবে কুরআন কারীমের ক্ষেত্রে তা একটু ব্যতিক্রম। অর্থাৎ কুরআন কারীম বুঝতে হলে তার শব্দগত অর্থ ও অর্থগত ভাব বুঝতে হয়। অনুবাদের মাধ্যমে কুরআনের প্রকৃত ভাব অনুধাবন করা যায় না। এইজন্য কুরআন পড়ে হৃদয়-মনকে তৃপ্ত করতে চাইলে কুরআনের শব্দগত অর্থের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ভাবও জানা জরুরি। সাথে সাথে কুরআনের বাক্য কাঠামো বোঝার জন্য কিছু ব্যাকরণ ও জানা থাকা দরকার।

সুতরাং কুরআনের ভাষা থেকে সরাসরি কুরআনকে বুঝতে হলে প্রথমে কুরআনিক শব্দের সাথে পরিচিত হতে হবে। এরপর শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হতে গিয়ে দেখব যে, আমরা এমন কিছু কুরআনিক শব্দ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি যার অর্থ আমরা জানি, আবার এমন কিছু কুরআনিক শব্দ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, যার অর্থ আমাদের অজানা। সেই অজানা শব্দগুলোর অর্থের সাথে কুরআনের শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমরা তাদেরকে কুরআনিক ব্যাকরণের কিছুটা স্বাদ আস্বাদন করিয়ে কুরআনের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে যেতে চাই। এই উপলব্ধি থেকেই কুরআনকে কুরআনের ভাষায় বোঝার জন্য আমাদের গবেষণার ক্ষুদ্র এই প্রয়াস। তবে আমাদের পদ্ধতি অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্ন। কারণ, আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো কুরআনকে কুরআনের ভাষায় মানুষের সামনে সহজ-সরল, সাবলীল ও বোধগম্য করে উপস্থাপন করা। যেখানে থাকবে না আরবী ব্যাকরণের কঠিন মারপ্যাঁচ বা এখানে আমরা আরবী ব্যাকরণকে ইংরেজী ব্যাকরণ বা বাংলা ব্যাকরণের সাথে মিলিয়েও শেখাবো না।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
উপরোক্ত প্রস্তাবনার আলোকে গবেষণার মাধ্যমে কোর্স তৈরির ফলাফল।

আমরা যেভাবে কুরআনের অর্থ কুরআনের ভাষা থেকেই মানুষকে শেখাতে চাই:

১. শিক্ষার্থীকে কুরআনে অধিক ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ও সেগুলো একেকটি শব্দ কতবার কুরআনে এসেছে তা বলে দেওয়ার মাধ্যমে তার অধ্যয়ন স্পৃহাকে জাগ্রত করা। শিক্ষার্থী যদি বুঝতে পারে যে, মাত্র ১০টি শব্দ জেনেই সে পুরো কুরআনের ৭৮,০০০ শব্দ থেকে ১০ হাজার শব্দ শিখে ফেলতে পারে তাহলে শিক্ষার্থী কুরআনকে আরো জানতে ও বুঝতে উৎসাহিত বোধ করবে।

২. দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কুরআনিক যে শব্দগুলোর অর্থ ও মর্ম আমরা জানি সে শব্দগুলোর সাথে শিক্ষার্থীদেরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

৩. দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কুরআনিক শব্দগুলোর যেগুলোর অর্থ আমরা জানি না, এমন শব্দগুলোর সাথে শিক্ষার্থীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

৪. শিক্ষার্থীরা গল্পে গল্পে অবচেতনভাবেই নির্দিষ্ট পাঠে প্রবেশ করবে। যেখানে গ্রামারের জটিল কোনো মারপ্যাঁচ থাকবে না।

৫. শিক্ষার্থীরা পাঠ সম্পর্কিত কুরআনে বর্ণিত অনেকগুলো আয়াত অর্থসহ উদাহরণ হিসেবে পড়বে।

৬. কুরআনে অধিক ব্যবহৃত ক্রিয়া, ক্রিয়ামূল, সর্বনাম, অব্যয়, হ্যাঁ-বোধক, না-বোধক, প্রশ্ন-বোধক ইত্যাদি হরফ/শব্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। প্রতিটি পাঠের শেষে মূল কথা হিসেবে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এক কথায় সংক্ষেপে শিখে নেবে।

৭. জানা বিষয়ের মাধ্যমে শব্দ-বাক্য-ব্যাকরণ শেখার কারণে পাঠগুলো ততটা কঠিন মনে হবে না।

৮. শিক্ষার্থী মৌলিক যোগ্যতা অর্জন করার পর উচ্চতর পড়াশোনার ব্যাপারে অনেক বেশি উৎসাহিত হবেন। এটি আমাদের কোর্সের অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থী আমাদের এই কোর্স পরবর্তী উচ্চতর পড়াশোনার ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে গবেষণার মাধ্যমে কোর্স তৈরির ফলাফল

১. কুরআনে অধিক ব্যবহৃত শব্দগুলো জানা যাবে, যেগুলো কুরআনের পুরো শব্দভাণ্ডারের দুই তৃতীয়াংশ।
২. সালাতে বহুল পঠিত সূরা ফাতেহা ও কুরআনের শেষ ১০টি সূরার অর্থ; সালাতে পঠিত দোয়া ও তাসবীহসমূহ শব্দে শব্দে শিক্ষাসহ অনুধাবন করা যাবে।
৩. দৈনন্দিন জীবনে কুরআন পড়তে গিয়ে কুরআনের শাব্দিক অর্থ ও ভাব বুঝতে সহজ হবে।
৪. কিছু আরবী ব্যাকরণ জানা থাকায় কুরআন পড়তে গিয়ে বাক্যের অর্থ অনুধাবন সহজ হবে।
৫. শিক্ষার্থী কুরআন পড়তে গিয়ে কুরআনের প্রাথমিক ভাব বুঝতে পারার কারণে এই বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনার ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন।
৬. কুরআনের ভাষায় কুরআন বোঝার প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করা যাবে।
৭. কুরআন যে আসলেই সহজ তা অনুধাবনের মাধ্যমে কুরআন গবেষণা করা সহজ হবে।
৮. দৈনন্দিন ব্যবহৃত কুরআনিক শব্দগুলোর অর্থ জানা যাবে।
৯. সালাতে পঠিত দোয়া ও তাসবীহসমূহ অর্থসহ জানা যাবে।
১০. কুরআনকে সহজবোধ্য করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার যোগ্যতা তৈরি হবে।
১১. "কুরআনকে সকলের জন্য সহজ করে দিয়েছি" এই বাণী সমাজে সকলের কাছে প্রমাণিত হবে।
১২. ২৪টি পাঠে ২৪টি গল্প জানা যাবে যার মাধ্যমে আরবী ব্যকরণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জানা হয়ে যাবে।
১৩. কুরআনের অনেকগুলো আয়াতের সাথে অর্থসহ শব্দে শব্দে পরিচয়; যে আয়াতগুলোর মাধ্যমে আরবী ব্যাকরণের অতি প্রয়োজনীয় ১৫টি বিষয় শেখা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. খুব সহজে কুরআন ও নামাজ বোঝার জন্য অতি প্রয়োজনীয় আরবী ব্যাকরণের ১৫টি আইটেম শেখা যাবে; যা জানলে আরবী ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান তৈরি হয়ে যাবে। যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে শিক্ষার্থী নিজে নিজে আরো অনেক বিষয় শিখে নিতে পারবেন।

১৫. ২৪টি পাঠে ২৫০টি শব্দের ডিকশনারি দেওয়া হবে, যা জানলে পুরো কুরআনের সকল শব্দের তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ শেখা হয়ে যাবে।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে গবেষণার মাধ্যমে কোর্স-কারিকুলাম তৈরি করলে আশা করা যায়, এই কোর্স শিক্ষার্থীকে কুরআনের অধিক ব্যবহৃত শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ, ভাবার্থ ও প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন করতে সহায়তা করবে; যার মাধ্যমে কুরআন মাজিদকে সহজ-সরল ও সাবলীলভাবে বোঝার সক্ষমতা তৈরি হবে, ইনশাআল্লাহ! পবিত্র কুরআনকে সহজে বোঝা ও অনুধাবন করার জন্য আমাদের কোর্সটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা সময়ের জরুরি দাবি বলে আমরা মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও পেশাজীবীদের আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ এবং আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষালয়।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কুরআনের অর্থ শিক্ষণ

প্রায় ৯০% মুসলিমের দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার প্রচলন রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধানত দুটি ধারা: একটি মাদরাসা শিক্ষা, অপরটি হলো সাধারণ শিক্ষা। মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসে মুসলিম ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলি তথা কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও আরবীভাষা ইত্যাদি যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সাধারণ শিক্ষার সিলেবাসে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা শিরোনামে সামান্য কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে; যা একজন মুসলিমের জন্য খুবই সামান্য ও অপূর্ণাঙ্গ। তাই সাধারণ শিক্ষার অধীনস্থ তথা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ বিশেষ করে কুরআনের ব্যাপারে সামান্য কিছু জানারও সুযোগ হয় না; যা একজন মুসলিম শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত ভীতিকর বিষয়। কেননা ইতিপূর্বে উল্লিখিত পরিচ্ছেদসমূহে স্পষ্টভাবে কুরআন বোঝা ও জানার গুরুত্ব-তাৎপর্য আলোচিত হয়েছে। সেসব আলোচনা প্রেক্ষিতে সহজেই অনুধাবন করা যায়, উল্লিখিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কুরআনকে বুঝে পড়া ও অনুধাবন করা কতটা জরুরি বিষয়। যেহেতু উল্লিখিত শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের সিলেবাসের অপূর্ণতার দরুন পর্যাপ্ত কুরআন-হাদীস পাঠ ও অনুধাবন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সেহেতু তারা কুরআনের বিশ্বজনীন নীতিমালাসমূহ ও মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকরী বিধানাবলি নিজেদেও জীবনে অনুশীলন করারও সুযোগ পায় না। বিশাল এই শিক্ষার্থীসমাজ যদি কুরআনের বিশ্বজনীন নীতিমালাসমূহ প্রয়োগ করে নিজেদের দুনিয়ার জীবনকে সুখময় করতে এবং পরকালের জীবনে মুক্তি পেতে চায় তাহলে তাদেরকে অবশ্যই কুরআনের অর্থ শিক্ষণ ও অনুধাবনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ীসহ অন্যান্য পেশাজীবীগণ হলেন সমাজ-রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের সমাজের প্রতিটি কর্মক্ষেত্র সচল রয়েছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ জনগণ মুসলিম হলেও এখানকার বেশিরভাগ পেশাজীবী মানুষ কুরআন নামক তাদের নিজেদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটির ব্যাপারে ওয়াকিফহাল নন। পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর প্রতিটি মানুষের ঘরেই উক্ত মহাগ্রন্থটি থাকলেও তারা উক্ত গ্রন্থের নীতিমালা, বিধানাবলি ও সামগ্রিক উপদেশ সম্পর্কে বেখবর। অথচ প্রতিটি পেশার লোকজনের জন্যই উল্লিখিত বিস্ময়কর গ্রন্থে দিকনির্দেশনা রয়েছে। অত্যন্ত সাবলীল ও নিপুণভাবে প্রতিটি দিকনির্দেশা ও নিয়মকানুনকে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি সমাজের ও দেশের সামগ্রিক পেশার লোকজন কুরআনের নীতিমালা অনুযায়ী তাদের পেশাগতজীবন ও ব্যক্তিজীবনকে পরিচালিত করতে পারত তাহলে নিশ্চিতভাবেই দেশের প্রতিটি কর্মক্ষেত্র আরো বেশি সুশৃঙ্খল ও উৎপাদনশীল হতো। সমাজ ও দেশের সুশৃঙ্খল ও উন্নত পরিস্থিতির পাশাপাশি পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনও হতো অনেক সুখ ও প্রশান্তিময়।

কুরআনের বিধানাবলি একজন ডাক্তার তার বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করতে পারলে ডাক্তার তার নির্দিষ্ট অফিস টাইম ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট হাসপাতালে রোগী দেখে সাধারণ জনগণকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। কুরআনের নীতিমালাসমূহ একজন ইঞ্জিনিয়ার তার কর্মজীবনে প্রয়োগ করলে সেই ইঞ্জিনিয়ার কখনো প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে কোনো ব্রিজ-কালভার্ট বা বহুতল ভবনে রডের পরিবর্তে বাঁশ দেওয়ার চিন্তাও করবে না। কুরআনের সুচিন্তিত নির্দেশনাসমূহ যদি একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী কখনোই ওজনে কম দেওয়ার সাহস পাবে না। ক্রেতাসাধারণের সাথে কোনো ধরনের প্রতারণা করার ভাবনা মাথায় আসবে না। এভাবে কুরআনের উপদেশবাণী ও নীতিমালাসমূহ যদি একজন মানুষ তার বাস্তবজীবনে ধারণ করতে পারে তাহলে সে যে পেশার মানুষই

Dhaka University Institutional Repository

হোক তার সেই কর্মক্ষেত্রটি ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। ময়লা-আবর্জনা, মিথ্যা-অনাচার, বিশৃঙ্খলা-দুর্নীতি কোনো ধরনের অনিয়ম সেখানে ঠাঁই পাবে না। কেননা, কুরআনের প্রতিটি উপদেশ ব্যক্তির বিবেককে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করে দেবে।

তাই পরিশেষে বলা যায়, যে বয়স ও যে পেশার মানুষই হোক তার জীবন ও তার কর্মক্ষেত্র তথা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রকে যদি সুন্দর ও সুশীতল অবস্থায় রাখতে হয় তাহলে কুরআনের বিধানাবলি প্রয়োগের বিকল্প নেই। আর কুরআনের বিধানাবলি প্রয়োগ করতে হলে কুরআনের অর্থ বোঝা ও অনুধাবনেরও বিকল্প নেই।

মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষালয়

মসজিদের দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের মসজিদসমূহ ধর্মীয় শিক্ষালয় হিসেবে বেশ সুপ্রসিদ্ধ ও কার্যকরী। মসজিদসমূহে পাঁচওয়াক্ত নামাজ ও সাপ্তাহিক জুমআর নামাজের পাশাপাশি প্রতিদিন সকাল বেলা কুরআন শিক্ষার আয়োজন করা হয়। তন্মধ্যে অনেক মসজিদে দেশের ধর্মমন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক গণশিক্ষার আয়োজন করা হয়। গণশিক্ষার মধ্যে কুরআন শিক্ষাও অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত গণশিক্ষায় ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলি শেখানোর পাশাপাশি বিশেষভাবে কুরআন শিক্ষার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের প্রায় সকল মসজিদেই সকালবেলা মক্তব তথা কুরআন শিক্ষার আয়োজন করা হয়; যেখানে এলাকার ছোট ছোট শিশুরা উক্ত আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। এই শিক্ষাকার্যক্রমটি সাধারণত সংশ্লিষ্ট মসজিদের ইমাম সাহেব পরিচালনা করে থাকেন।

মসজিদভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রমের ইতিহাস মূলত ইসলাম ধর্মের উত্থানের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। রাসূল (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে কুরআনের শিক্ষাসহ ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান মসজিদের মধ্যেই শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসের সেই প্রথম শিক্ষালয় মসজিদে নববী থেকে দীক্ষা নিয়েই সোনালি যুগের সোনালি মানুষরা পুরো পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুতরাং আজকের দিনেও প্রতিটি মহল্লায় ও পাড়ায় অবস্থিত মসজিদগুলোকে সাধারণ কুরআন পাঠ শিক্ষালয়ের পাশাপাশি কুরআনের অর্থ শিক্ষণের শিক্ষালয় হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে।

প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক শিক্ষালয়

প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক শিক্ষালয় বলতে অন্যান্য সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য পৃথকভাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠান করা যেতে পারে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে কেবল কুরআন-বিষয়ক যাবতীয় কোর্স শেখানো হবে। কুরআন পাঠের প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিক ও বিশেষ কোর্স ডিজাইন করা যেতে পারে। কিংবা শুধু কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্যই নির্ধারিত কোর্স ডিজাইন করে পৃথক প্রতিষ্ঠান করার সুযোগও রয়েছে। অথবা প্রাইভেট কোচিং প্রতিষ্ঠানের মতো কুরআনের অর্থ শিক্ষণের কোর্স চালু করা যেতে পারে। যেমন : স্পোকেন ইংলিশ কোর্স, ম্যাথ কোর্স, এডমিশন টেস্টের প্রস্তুতি কোর্স এবং চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতি কোর্সের মতো কুরআনের অর্থ শিক্ষণের বিশেষ কোর্সের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনলাইন বা অফলাইন মাধ্যম শিক্ষালয়

মসজিদভিত্তিক বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে কুরআনের অর্থ শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার বাহিরেও ব্যক্তি উদ্যোগে কুরআনের অর্থ শিক্ষণের সংশ্লিষ্ট কোর্সটি সরবরাহ করার সুযোগ রয়েছে। ব্যক্তি উদ্যোগের ব্যবস্থাপনাটি অনলাইন মাধ্যমেও হতে পারে এবং অফলাইন মাধ্যম তথা সরাসরিও হতে পারে। এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট অর্থ শিক্ষণের কার্যক্রমটি প্রচলিত প্রাইভেট টিউটরের কার্যক্রমের অনুরূপ পরিচালিত হবে।

দেশের প্রচলিত কারিকুলামের প্রতিষ্ঠানসমূহ

উপরোক্ত পৃথক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কুরআনের অর্থ শিক্ষণের কোর্সটি দেশের সাধারণ কারিকুলাম ও অন্যান্য কারিকুলামের সিলেবাসের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। নিজস্ব ব্যবস্থাপনার ব্যয় ও জটিলতা

Dhaka University Institutional Repository

ছাড়াই উল্লিখিত সকল কারিকুলামের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কুরআনের অর্থ শিক্ষণের বিশেষ কোর্সটি শিক্ষার্থীসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

“গল্পে গল্পে ২৪ ঘণ্টায় আল-কুরআনের অর্থ শিখি কোর্স” মডিউল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জরিপের ফলাফলের আলোকে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কুরআনের অর্থ শিক্ষণের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলক অধ্যায়ভিত্তিক নতুন একটি পদ্ধতি ও কোর্স উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রস্তাবিত নতুন কোর্স মডিউলের পরিচয় ও অনন্য বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের চূড়ান্ত সিলেবাস/ কোর্স কারিকুলাম- “গল্পে গল্পে ২৪ ঘণ্টায় আল-কুরআনের অর্থ শিখি কোর্স”।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

জরিপের ফলাফলের আলোকে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কুরআনের অর্থ শিক্ষণের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলক অধ্যায়ভিত্তিক নতুন একটি পদ্ধতি ও কোর্স উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা।

বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই কুরআনকে বোঝার গুরুত্ব অনুভব করেন। এই গুরুত্ব অনুধাবন করেই বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে কুরআনের অর্থ শেখা ও শেখানোর পদ্ধতি নিয়ে কাজ হচ্ছে। প্রশ্ন হলো- ইতোমধ্যেই কুরআনের ভাষা শিক্ষা নিয়ে অসংখ্য পদ্ধতি ও কোর্স চলমান থাকলেও নতুন আরেকটি কোর্স মডিউল উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তখনই পাওয়া সম্ভব যখন কেউ প্রত্যাশিত নতুন কোর্স কারিকুলামের সাথে চলমান সকল কোর্সকে তুলনামূলনক বিশ্লেষণ করবেন।

চলমান কোর্স মডিউলসমূহের সাথে আমাদের কোর্স মডিউলের তুলনামূলক বিশেষ কিছু পার্থক্য আলোচনা করা যাক-

ক. অন্যান্য সকল কোর্স মডিউল সাজানো হয়েছে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণিকে টার্গেট করে, তাতে কিছু এমন পারিভাষিক শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার আছে যা সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে বোধগম্য নয়। কিন্তু আমাদের এই কোর্স মডিউল এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো- এই কোর্সটি থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ সমানভাবে উপকৃত হতে পারবে। যেটি ভাষা শিক্ষা জগতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

খ. অন্যান্য সকল কোর্স মডিউল এ ব্যাকরণের একটি বিষয়কে ঘিরে পাঠ আরম্ভ হয়। কিন্তু আমাদের এই কোর্সে শিক্ষক প্রথমত গল্পের ভঙ্গিতে তার ক্লাস শুরু করবেন। কুরআন শিক্ষার প্রসিদ্ধ যত কোর্স কারিকুলাম আছে তন্মধ্যে কোনো কোর্সের পুরো কারিকুলামকে এমন গল্পের ভঙ্গিতে সাজানো হয়নি। এই বৈশিষ্ট্যটির কারণে শিক্ষার্থীরা আমাদের এই কোর্সটি সহজেই আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে। গ্রামারের জুজুর ভয় থেকে তারা মুক্ত থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্।

গ. আমাদের কোর্সের প্রতিটি ক্লাসকে কয়েকটি সেগমেন্টে ভাগ করা হয়েছে। একটি গল্প, কুরআনের আয়াত, গল্পে গল্পে আরবী ব্যাকরণ জানা, কিছু পরিচিত শব্দ শিক্ষা, জানা কিছু শব্দের মাধ্যমে অজানা কিছু নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হওয়া, ধীরে ধীরে ২৪টি পাঠে ২৫০টি শব্দভান্ডার শেখানো, যাতে সালাতে পঠিত পরিচিত সূরাগুলোর অর্থ শব্দে শব্দে জানা যায়। উক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে কোর্স এর শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী দুই শ্রেণির জন্যই কোর্সটি বিরক্তির কারণ হবে না। কঠিন গ্রামারের মারপ্যাঁচ না থাকায় সবার কাছেই এটি উপভোগ্য হবে। কারণ, শিক্ষার্থীরা যেমন একই বিষয় দীর্ঘসময় ধরে শুনতে এবং পড়তে পছন্দ করেন না তদ্রূপ একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ঘ. অন্যান্য সকল কোর্স মডিউল এ শব্দভান্ডার নিয়ে বিশেষ কোনো ফোকাস থাকে না, বা থাকলেও ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে তা শেখানো হয়। কিন্তু আমাদের এই কোর্সে ২৫০টি শব্দের একটি ডিকশনারি বিশেষ জোর দিয়ে পড়ানো হবে; যা জানলে পুরো কুরআনের সকল শব্দের তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ শেখা হয়ে যাবে। এর পাশাপাশি নামাজে বহুল পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও তাসবীহসমূহ শব্দে শব্দে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। যার কারণে সালাত বুঝে পড়া সহজ হবে।

ঙ. উক্ত বিষয়গুলোর ওপর পরীক্ষা নেওয়া হবে। সর্বোপরি কোর্সটিতে যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা মৌলিক যোগ্যতা অর্জন করার পর উচ্চতর পড়াশোনার ব্যাপারে অনেক বেশি উৎসাহিত হবেন। এটি আমাদের কোর্সের অন্যতম লক্ষ্য। কেননা, চলমান অধিকাংশ কোর্স সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা অনেকটা হাঁপিয়ে উঠেন, তাই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করার সাহস পান না। কিন্তু এই কোর্সটির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীগণ বিপরীত মনোভাব পোষণ করবেন তথা পরবর্তী উচ্চতর পড়াশোনার ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। পবিত্র কুরআনকে সহজে বোঝা ও অনুধাবন করার উপরোক্ত যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে আমাদের কোর্সটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা জরুরি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
প্রস্তাবিত নতুন কোর্স মডিউলের পরিচয় ও অনন্য বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে বর্তমানে কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য অসংখ্য কোর্স চলমান। এর মধ্যে কিছু কোর্স বিশ্ব বিখ্যাত কোনো কোর্সের অনুবাদ, কোনোটি আবার সেগুলোর ছায়া অবলম্বনে প্রস্তুতকৃত। আবার কোনোটি গবেষক বিভিন্ন কোর্স থেকে একটু একটু নিয়ে সংযোজন-বিয়োজন করে তৈরি করেছেন। এর মধ্যে কোনোটি আবার হয়তো শিক্ষক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে পড়াতে পড়াতে দীর্ঘ পরিক্রমায় একপেরিমেন্ট বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে সাজিয়েছেন। এই কোর্সটি ২০১৫ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৬ থেকে ৭ বছরের পথ পরিক্রমায় অনলাইন ও অফলাইনে বিভিন শ্রেণি-পেশার মানুষদের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে পড়াতে পড়াতে দীর্ঘ পরিক্রমায় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে সাজানো হয়েছে। কখনো মসজিদে, কখনো কারো বাসায় আবার কখনো কারো অফিসে। কখনো ৫ জনের সাথে আবার কখনো বা অনলাইনে অর্ধশত মানুষের মাঝে কোর্স কারিকুলামটি পাঠদান করা হয়েছে। প্রায় ৬ থেকে ৭ বছরের পথ পরিক্রমায় আমরা অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে কোর্সটিকে ভিন্ন আঙ্গিকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। নিচে আমাদের কোর্সের অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি তুলে ধরছি-

কোর্স মডিউলের পরিচয় ও অনন্য বৈশিষ্ট্য

শিক্ষক নাটকীয় ভঙ্গিতে **একটি গল্প** দিয়ে ক্লাস শুরু করবেন। শিক্ষার্থীরা অবচেতনভাবেই নির্দিষ্ট পাঠে প্রবেশ করবে। এরপর কুরআনে বর্ণিত কিছু আয়াত উদাহরণ হিসেবে পড়ার পর মূল গ্রামারের ভেতরে ঢুকবেন। পারস্পরিক কথোপকথনের মতো করে গ্রামারের আইটেমটি সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এই পর্যায়ে পাঠের সারাংশটি **মূল কথা** হিসেবে MT5T[১] পদ্ধতিতে এক নজরে পড়ে নেবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা উদাহরণ অনুশীলনের উদ্দেশ্যে পাঠ সংশ্লিষ্ট কুরআনে বর্ণিত অসংখ্য আয়াতের সাথে পরিচিত হবেন, সেগুলোর অর্থ জানবেন ও আয়াতে উপস্থিত **কালার কোড করা** বা *আইটালিক* করা ব্যাকরণের আইটেমটি ভালোভাবে সেখান থেকে বুঝে নেবেন। এরপর এমন একটা ভোকাবুলারি অংশ থাকবে যা পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ শব্দভান্ডার কভার করে। এরপর নামাজ অনুধাবন অংশে কুরআনের মোট **১১**টি সূরা, কিছু সিলেক্টিভ আয়াত, ছোট ছোট আয়াত, সালাতে নিয়মিত পঠিত দোয়া ও তাসবীহ অনুধাবন অংশ থাকবে। সর্বশেষ বাড়ির কাজ ও প্রশ্নমালা থাকবে।

নিম্নে পুরো মডিউলের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো :

একটি গল্প

↓

পাঠ সংশ্লিষ্ট কুরআনে বর্ণিত অর্থসহ কিছু আয়াত

↓

গল্পের মতো করে গ্রামারের আইটেমটি সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া ও MT5T পদ্ধতিতে অধ্যায়ের সারাংশটি **মূল কথা** হিসেবে পড়িয়ে দেওয়া

↓

পাঠ সংশ্লিষ্ট কুরআনে বর্ণিত কিছু আয়াত অর্থসহ অনুধাবন ও গ্রামারের আইটেমটি সেখান থেকে বুঝিয়ে দেওয়া

↓

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/ আরবী অভিধান অংশ

↓

কুরআনের আয়াত, ছোট ছোট সূরা, দোয়া ও তাসবীহ অনুধাবন অংশ

↓

---

[১] Memorization Through 5 Times -'মেমোরাইজেশন থ্রু ফাইভ টাইমস' পাঁচবার পড়েই মুখস্থ করে ফেলা। এটি একটি "অনুধাবনভিত্তিক মুখস্থ" পদ্ধতি। এটি গবেষকের নিজস্ব আবিষ্কার।

Dhaka University Institutional Repository

প্র্যাকটিস/বাড়ির কাজ/ HW

↓

প্রশ্নমালা

এই কোর্স সংশ্লিষ্ট কিছু নির্দেশনা

Word Brain- পদ্ধতি

যিনি পড়াবেন তিনি- 'এই কোর্সে ব্যবহৃত নতুন শব্দের তালিকা' থেকে প্রতিদিন দরসের শেষে ৩-৫টি শব্দ স্মার্ট বোর্ডে লিখে **Word Brain method**[২]-এ অনুশীলন করাবেন।

প্রতিদিন দরসের শেষে "কুরআনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ২৫০টি শব্দের অভিধান" থেকে ৩-৫টি শব্দ স্মার্ট বোর্ডে লিখে অনুশীলন করাবেন।

MT5T মেথড

MT5T কথাটির অর্থ হলো-Memorization Through 5 Times -'মেমোরাইজেশন থ্রু ফাইভ টাইমস' পাঁচবার পড়েই মুখস্থ করে ফেলা। এটি একটি "অনুধাবনভিত্তিক মুখস্থ" পদ্ধতি। এটি গবেষকের নিজস্ব আবিষ্কার। এই পদ্ধতি অনুসরন করে যেকোন কিছুই অনুধাবনের ভিত্তিতে মাত্র পাঁচবার পড়ার মাধ্যমে পাঠস্থিত সবকিছু মুখস্থ করে ফেলে সম্ভব। যিনি মুখস্থ করছেন তিনি নিজের অজান্তেই কোন কিছু মুখস্থ করার মানসিক প্রেশার ছাড়াই যে কোন কিছু সহজেই মুখস্থ কপরে নিতে পারবেন। প্রতিটি দরসের শেষে 'মূলকথা' নামে কিছু কথা রয়েছে- সেগুলো দরসেই শিক্ষার্থীদেরকে "অনুধাবনভিত্তিক মুখস্থ" পদ্ধতিতে আত্মস্থ করিয়ে দিতে হবে। পদ্ধতিতে কিছু বিষয় পড়িয়ে দিতে হবে দরসেই।

গল্প-আয়াত- কথা বা বিশ্লেষণ-মূলকথা যা মুখস্থ করতে হবে।

পাঠকের পাতা

[২]. এই মেথডে শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর আগে থেকে জানা ও চেনা অর্থের ওপর কল্পনাভিত্তিক শব্দের খেলার মাধ্যমে শব্দাবলি শেখাবেন; যা সাধারণ পদ্ধতিতে শব্দ মনে রাখার চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী ও কার্যকর বলে মনে করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের চূড়ান্ত সিলেবাস/ কোর্স কারিকুলাম- "গল্পে গল্পে ২৪ ঘণ্টায় আল-কুরআনের অর্থ শিখি কোর্স" ।

'গল্পে গল্পে ২৪ ঘণ্টায় কুরআনের অর্থ শিখি' কোর্স

অধ্যায় নং	অধ্যায় শিরোনাম
অধ্যায়-১	আরবী বর্ণমালা / আরবী অক্ষর আরবী ব্যাকরণের দুই ভাগ- নাহু ও সরফ
অধ্যায়-২	হুরুফে শামসিয়ায়হ হুরুফে কামারিয়য়াহ আরবী শব্দ/পদ/ মুফরাদ বা কালিমার প্রকার- ইসম, ফে'ল ও হরফ মাত্র ৬টি যমীর যা কুরআনে এসেছে দশ হাজার বার মাত্র ১১টি হরফ বা অব্যয় যা কুরআনে এসেছে ৯৪৯৬ বার বা প্রায় দশ হাজার বার
অধ্যায়-৩	ইসমুল ইশারাহ বা নির্দেশক অব্যয় অর্থসহ ১৩টি শব্দ যা কুরআনে এসেছে প্রায় দশ হাজার বার।
অধ্যায়-৪	সর্বনাম (ضَمِيْرٌ/Pronoun) যমীরের দুই প্রকার- মুত্তাসিল ও মুনফাসিল অর্থসহ ১৫টি জমির যা কুরআনে এসেছে দুই হাজার আট চল্লিশ বার (২০৪৮ বার)।
অধ্যায়-৫	মুফরাদ বা কালিমার প্রকার- ইসম আরবী নামবাচক মৌলিক বাক্যের গঠন- ইসমিয়্যাহর ১৪ রকমের আরবী বাক্য কাঠামো।
অধ্যায়-৬	তিন প্রকার কালিমার প্রথম প্রকার- মারেফা, নাকেরা
অধ্যায়-৭	তিন প্রকার কালিমার দ্বিতীয় প্রকার- মুযাক্কার, মুয়ান্নাছ
অধ্যায়-৮	তিন প্রকার কালিমার তৃতীয় প্রকার- বচন বা আ'দদ-মা'দুদ বচন- একবচন বা মুফরাদ, দ্বি-বচন বা মুসান্না, বহুবচন বা জমা'
অধ্যায়-৯	জমা বা বহুবচনের প্রকার- জমা সালেম, জমা মুকাসসার আরবী বাক্যের প্রকার- আল জুমলাতুল ফে'লিয়া, আল জুমলাতুল ইসমিয়্যাহ
অধ্যায়-১০	ফে'ল বা ক্রিয়া ফে'ল বা ক্রিয়ার কাল ফে'ল বা ক্রিয়ার বাবসমূহ
অনুশীলন মূলক অধ্যায়	অনুশীলনী ১. ক্রিয়ার মূল অক্ষরকে কী বলে? ২. আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল অক্ষর কয়টি? অধিকাংশ আরবী ক্রিয়ার মূল অক্ষর কয়টি? উদাহরণ দিন। ৩. ক্রিয়ামূল (مَصْدَرٌ) ও মূলক্রিয়া (مُجَرَّدٌ) কাকে বলে? উদাহরণ দিন। ৪. তিন অক্ষরবিশিষ্ট ক্রিয়ার মূল রূপসমূহ কী কী? উদাহরণসহ লিখুন। ৫. মূল ক্রিয়া থেকে অন্য শব্দ তৈরি হওয়ার পদ্ধতি এবং অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত করার ক্ষেত্রসমূহ লিখুন। ৬. অতিরিক্ত অক্ষরসমূহ মনে রাখার উপায় কী? ৭. ক্রিয়ার ধাতুরূপ (صِيْغَةٌ/Conjugate) কাকে বলে?

অধ্যায়-১১	হরফ বা অব্যয় Preposition/ অব্যয় (حَرْفٌ/Particle) অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ- হুরুফুল জর- preposition অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ- হুরুফুল আতফ- conjunction
অধ্যায়-১২	হরফ বা অব্যয় আওসাফুল ফে'ল বা ক্রিয়া বিশেষণ
অধ্যায়-১৩	অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ হুরুফুল নিদা বা আবেগসূচক অব্যয়
অধ্যায়-১৪	ইজাফাত বা সম্বন্ধপদ (مُضَاف - مُضَاف اِلَيْه /اَلْإِضَافَةُ)
অধ্যায়-১৫	আল-আসমা উল মাউসুলা, মাওসুফ সিফাত/ না'ত মানউ'ত
অনুশীলন মূলক অধ্যায়	অনুশীলনী ১. আরবী শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? ২. اِسْمٌ-এর মধ্যে কী কী অন্তর্ভুক্ত? ৩. اِسْمٌ(বিশেষ্য) কয় প্রকার? ৪. কোন ধরনের আরবী শব্দ কুরআনে বেশি ব্যবহার হয়েছে? ৫. اِسْمٌ চেনার উপায় কী? ৬. فِعْلٌ চেনার উপায় কী? ৭. حَرْفٌ চেনার উপায় কী?
অধ্যায়-১৬	ইন্না আন্না কাআন্না জাতীয় শব্দ বা আল-হুরুফুল মুশাব্বাহ বিল ফে'ল
অধ্যায়-১৭	বহুল ব্যবহৃত কিছু মাজিদ ফিহী ক্রিয়া
অধ্যায়-১৮	মাজি বা অতীতকালের ক্রিয়ার রূপসমূহ কুরআনে বিভিন্ন রূপের বেশি ব্যবহার হওয়া ক্রিয়ার তালিকা
অধ্যায়-১৯	মুদারে বা ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ার রূপসমূহ
অধ্যায়-২০	আমর বা আদেশসূচক বাক্যে ফে'য়েলের রূপসমূহ নাহি বা নিষেধাজ্ঞাজ্ঞাপক বাক্যে ফে'য়েলের রূপসমূহ
অনুশীলন মূলক অধ্যায়	১. ক্রিয়া বিশেষণের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বলুন:লিখুন ২. لَوْ ও اِذَا -এর ব্যবহার স্থানের পার্থক্য বলুন:লিখুন ৩. لَمَّا ও لَمْ -এর ব্যবহার স্থানের পার্থক্য বলুন:লিখুন ৪. নিম্নের আয়াতে থাকা অব্যয় সার্কেল করুন। অব্যয়টির শ্রেণি হলো- ১. সম্বন্ধসূচক ২. সংযোজক ৩. আবেগসূচক ৪. ক্রিয়া বিশেষণ। অব্যয়টির অর্থ হলো ... ...قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ৬. নিম্নের আয়াতের থাকা অব্যয় সার্কেল করুন। অব্যয়টির শ্রেণী হলো- ১. সম্বন্ধসূচক ২. সংযোজক ৩. আবেগসূচক ৪. ক্রিয়া বিশেষণ। অব্যয়টির অর্থ হলো ... ...الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

Dhaka University Institutional Repository

	অনুশীলনী ১. আরবী শব্দ কয় প্রকার ও কী কী?? ২. ইংরেজী Parts of Speech-এর আরবী ভার্সন বলুন।
অধ্যায়-২১	আস সরফুস সাগীর, আস সারফুল কাবীর- সংক্ষিপ্ত ও বড় রূপান্তর অনুশীলন
অধ্যায়-২২	মাসদার, মাদ্দা, বাব, মুজাররাদ বা মূল ক্রিয়া, সিগা বা ক্রিয়ার ধাতুরূপ।
অধ্যায়-২৩	বিভিন্ন রকমের শব্দ- ইস্তেফহাম, ইযা লাও, মা ও লাআআআ না - মাওলানার গল্প এমন দুটি শব্দ যা কুরআনে এসেছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বার (৩৩৯১ বার) পজিশন (স্থান বা অবস্থান) বোঝায় এমন কিছু শব্দ কুরআনে বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দ কুরআনে বহুল ব্যবহৃত হ্যাঁ বা না-বোধক ১১টি শব্দ, যা কুরআনে এসেছে প্রায় আট হাজার বার
অধ্যায়-২৪	দৈনন্দিন কথোপকথনের জন্য কিছু আরবী শিক্ষা পরীক্ষা
কোর্স আউটকাম বা শিখনফল	২৪টি গল্প যার মাধ্যমে আরবী ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জানা হয়ে যায়। কুরআনের অনেকগুলো আয়াতের সাথে অর্থসহ শব্দে শব্দে পরিচয়; যে আয়াতগুলোর মাধ্যমে আরবী ব্যাকরণের অতি প্রয়োজনীয় আরবী ব্যাকরণের ১৫টি বিষয় শেখা হবে। খুব সহজে কুরআন ও নামাজ বোঝার জন্য অতি প্রয়োজনীয় আরবী ব্যাকরণের ১৫টি বিষয় শেখা। ২৫০টি শব্দের ডিকশনারি যা জানলে পুরো কুরআনের সকল শব্দের তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ শেখা হয়ে যাবে। নামাজে বহুল পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও তাসবীহসমূহ শব্দে শব্দে শিক্ষাসহ অনুধাবন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১	আরবী বর্ণমালা আরবী ব্যাকরণের দুই ভাগ

الحروف العربية - আরবী বর্ণমালা

حرف -হরফ অর্থ বর্ণ, حروف হুরুফ অর্থ বর্ণসমূহ। আরবী বর্ণ মোট ২৯টি। যথা :

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ء ي

এদের মধ্যে الحروف العلة -আল হুরুফুল ইল্লাত বা স্বরবর্ণ ৩টি। যথা : و ا ي

অবশিষ্ট ২৬টি হরফকে আল হুরুফুস সহীহাহ الحروف الصحيحة - বা ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।

মাদ্দের অক্ষর / حُرُوْفُ الْمَدِّ

❖ মাদ্দের অক্ষর তিনটি-

ي	و	ا

❖ মাদ্দের স্থান-

- পেশের বামে و সাকিন
- যেরের বামে ي সাকিন এবং
- যবরের বামে খালি ا

❖ মনে রাখার উপায় نُوْحِيْهَا

❖ উদাহরণ :

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

❖ মাদ্দের সাথে অর্থের সম্পর্ক-

- এক আলিফ টানের সাথে অর্থ পরিবর্তন হওয়া না হওয়া সম্পর্কযুক্ত।
- তিন বা চার আলিফ টান শুধু পাঠকে মধুর করার জন্য, তবে এ ক্ষেত্রে অন্তত এক আলিফ টানা না হলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।
- উদাহরণ :

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ. (বাকারা/২ : ২)
লামকে এক আলিফ টেনে পড়লে অর্থ হয়- এটি সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই।
ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَرَيْبَ فِيْهِ *

Dhaka University Institutional Repository

লামকে এক আলিফ টেনে না পড়লে অর্থ হয়- এটি সেই কিতাব যাতে অবশ্যই সন্দেহ আছে। এভাবে পড়া যাবে না। এটিকেই لَحْنِ ظَلِيٍّ বা বড় ভুল বলা হয়ে থাকে।

❖ এক, তিন ও চার আলিফ টানের সময়ের পরিমাণ-

- নির্দিষ্ট নয় তবে সমানুপাতিক হতে হবে
- অর্থাৎ-
  - এক আলিফ টান যদি ১ সেকেন্ড হয় তবে তিন আলিফ টান ৩ সেকেন্ড হবে
  - এক আলিফ টান যদি ২ সেকেন্ড হয় তবে তিন আলিফ টান ৬ সেকেন্ড হবে
  - তিন বা চার আলিফের স্থানে ১ আলিফ টানলে হক আদায় হয়ে যাবে

অসুস্থ বা দুর্বল অক্ষর/حُرُوْفُ الْعِلَّةِ

অসুস্থ বা দুর্বল অক্ষর তিনটি-

ي	و	ا

এদেরকে অসুস্থ বা দুর্বল বলা হয় এ কারণে যে, শব্দের গঠনের বিভিন্ন পরিবর্তনের সময় এগুলোর একটি অন্যটির স্থলাভিষিক্ত হয়। যেমন :

قَوَلَ	⟵	قَالَ
كَوَنَ	⟵	كَانَ

সুস্থ বা সবল অক্ষর (اَلْحُرُوْفُ الصَّحِيْحَةُ)

অসুস্থ বা দুর্বল ব্যতীত বাকি সব অক্ষর সুস্থ বা সবল।

আলিফ-মাকসুরা

কোনো শব্দের শেষ অক্ষর يِ হলে এবং তার পূর্বের অক্ষরে যবর থাকলে يِ-এর নোক্তা ও হরকত উঠে যায় এবং উচ্চারণ মাদ-এর ا (আলিফ)-এর মতো হয়। এই ى -কে আলিফ-মাকসুরা বলে।

যেমন :

عِيْسَى		عِيْسَيِ

Dhaka University Institutional Repository

ক. হারাকাত- حركة (স্বরচিহ্ন) :

<u>ضَمَّةٌ فَتْحَةٌ كَسْرَةٌ পরিচিতি</u>

আরবীতে পেশকে দম্মা (**ضَمَّةٌ**), জবরকে ফাতহা (**فَتْحَةٌ**) আর যেরকে কাসরা (**كَسْرَةٌ**) বলে।

আরবীতে الحروف العلة -আল হুরুফুল ইল্লাত বা স্বরবর্ণ **এর সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে حركة বলে।** বাংলায় **১১**টি স্বরবর্ণের পরিবর্তে যেমন **১১**টি স্বরচিহ্ন আছে; আরবীতেও **৩**টি স্বরবর্ণের পরিবর্তে **৩**টি হারাকাত- حركة (স্বরচিহ্ন) আছে। যেমন : ُ (দম্মা বা পেশ) , َ (ফাতহা বা যবর) এবং ِ (কাসরা বা যের)। দম্মা, ফাতহা, কাসরা।

و এর স্থলাভিষিক্ত দম্মা বা পেশ ُ ; ا এর স্থলাভিষিক্ত ফাতহা বা যবর َ ; আর ي এর স্থলাভিষিক্ত হলো কাসরা বা যের ِ। আরবী ভাষা শেখার অভিযাত্রায় এই প্রাথমিক বিষয়গুলো জানা থাকা দরকার।

খ. তানভীন :
দুই যবর ً (ً) , দুই যের ٍ (ٍ) এবং দুই পেশকে ٌ (ٌ)-কে তানভীন বলে। তানভীন মূলত নূন সাকিন (হসন্তযুক্ত নূন)-এর স্থলাভিষিক্ত। যেমন : بَنْ এর স্থলে بًا ; بِنْ এর স্থলে بٍ এবং بُنْ এর স্থলে بٌ।

গ. তাসকীন :
বাংলা হসন্ত চিহ্ন (্ = দ্)-এর আরবী নাম তাসকীন বা সাকীন (ْ -)।

ঘ. তাশদীদ :
আরবীতে দ্বিত্ব বর্ণ লেখার জন্য তাশদীদ (ّ) ব্যবহার করা হয়। যেমন : بَدَّ = بَدْدَ

فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোনো রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের ওপর এর পাপ পতিত হবে। (আল-কুরআন, সূরা বাকারা : ১৮১)

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ব্যাকরণের দুই ভাগ

গল্প : ক্লাস টেনে পড়ুয়া সাব্বির আর ক্লাস সেভেনে পড়ুয়া সারা দুজনে ভাইবোন। তারা উভয়েই মাদরাসার শিক্ষার্থী। তাদের ছোট বোন জারা এবার ক্লাস ফোরে পড়ছে। সেদিন সাব্বির ছোট বোন জারাকে পড়ানোর সময় বলছিলো- তুই যেরকম ক্লাসে ইংরেজি গ্রামার পড়তে শুরু করেছিস, সেরকমভাবে তোর আরবী কাওয়াইদ তথা আরবী ব্যাকরণও পড়া উচিত। আরবী কাওয়াইদ হচ্ছে প্রথমত দুই প্রকার : নাহু ও সরফ।

اقرأ:

ب	الف
قَالَ يَقُوْلُ قُلْ	خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন আলিফ ও বা অংশে কী রয়েছে? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- আস-সরফ اَلصَّرْفُ ও অন্য ভাগের নাম আন-নাহু اَلنَّحْوُ

জেনে রাখুন, আরবী ভাষার ব্যাকরণ বা নিয়মাবলি দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম আস-সরফ اَلصَّرْفُ ও অন্য ভাগের নাম আন-নাহু اَلنَّحْوُ।

শব্দের গঠন ও রূপান্তরের নিয়মকানুনকে আস-সরফ اَلصَّرْفُ বলে। আর বিভিন্ন শব্দকে বাক্যে যুক্ত ও বিন্যস্ত করে সাজানোর নিয়মকানুনই হলো আন-নাহু اَلنَّحْوُ।

যেমন : اَلْقَوْلُ একটি مَصْدَرٌ (মাছদার) বা শব্দমূল, যেখান থেকে قُلْ -يَقُوْلُ -قَالَ শব্দগুলো তৈরি করা যায়। এগুলো মূলত ছিলো قَوَلَ-يَقْوُلُ-أُقْوُلْ এভাবে মাছদার থেকে বিভিন্ন মাপের শব্দ তৈরি করার নিয়মকানুনই হলো (আস-সরফ) اَلصَّرْفُ ।

দেখুন, আলিফ অংশে- যদি বলি- আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এই বাক্যটির আরবী হলো- خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ (খালাকাল্লাহুল আরদা)। এখানে আমরা তিনটি শব্দকে একত্র করে একটি বাক্য গঠন করলাম। এখানে আমরা বাক্য গঠনের কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করেছি, যেমন দেখুন আমরা خَلَقَ বলেছি কিন্তু يَخْلُقُ বলিনি।

আবার দেখুন শব্দের শেষ অবস্থা একেকটি শব্দে একেক রকম হয়েছে। এখানে اللهُ আল্লাহ শব্দের শেষে পেশ বা ضَمَّةٌ (দম্মা) হয়েছে আবার الْأَرْضَ- আল-আরদা শব্দের শেষে জবর বা فَتْحَةٌ (ফাতহা) হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন শব্দকে একত্র করে নিয়মকানুন মেনে বাক্য গঠন করা ও বিভিন্ন শব্দের শেষের অবস্থা বা إِعْرَابٌ (এ'রাব) বিভিন্ন রকম হওয়ার নামই হলো আন-নাহু اَلنَّحْوُ।

Dhaka University Institutional Repository

<u>বুঝে নিতে হবে</u>

শব্দের নির্ভুল গঠন ও রূপান্তরই হলো عِلْمُ الصَّرْفِ-ইলমুস সরফের উদ্দেশ্য।

বাক্য গঠনের ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করাই عِلْمُ النَّحْوِ ইলমুন নাহুর উদ্দেশ্য।

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

কুরআনের শাব্দিক পরিসংখ্যান

মোট শব্দ ৭৭,৪৩৬

মূল শব্দ : ১,৭৭৭

কুরআনে ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ	পুনরাবৃত্তি সংখ্যা
اللهُ	আল্লাহ	২,৬৯৭
غَفُورٍ	ক্ষমা	২,৩৩৩
قَالَ	বলা	১,৭৯৬
كَانَ	হওয়া	১,৩৯৩
رَبِّ	প্রতিপালক	৯৬৯

কুরআনের শাব্দিক পরিসংখ্যান, কিছু উদাহরণ

মূল শব্দ : رَبٌّ

নির্গত শব্দ	অর্থ	উৎস
رَبُّ	প্রতিপালক	৬;১৬৪
رَبَّ	প্রতিপালককে	৫;২৮
رَبُّكَ	তোমার প্রতিপালক	২;৩০
رَبُّنَا	আমাদের প্রতিপালক	২;১৩৯
رَبِّهِ	তার প্রতিপালক	৬;৩৭
رَبِّهِمْ	তাদের প্রতিপালক	৩;১৯৮
رَبِّكُمَا	তোমাদের দুজনের প্রতিপালক	৫৫;১৩
رَبِّي	আমার প্রতিপালক	৩;৫১

Dhaka University Institutional Repository

رَبِّهَا	তার (একজন মহিলার) প্রতিপালক	১৪,২৫

কুরআনের শাব্দিক পরিসংখ্যান : বিশেষ্য এবং ক্রিয়াপদ

মূল শব্দ ও নির্গত শব্দের ব্যবহার	মূল শব্দ	মোট নির্গত শব্দ	কুরআনে মোট ব্যবহৃত	মোট শব্দের শতকরা
১০০+	১২৪	২,৮৬১	৩১,৩০৫	৪০%
৫০-১০০	৮৮	১,১৭৯	৭,৩১৪	১০%
২৫-৫০	১৬৩	১,৪৭৪	৬,৪১২	৮%
৫-২৫	৪০২	১,৭৬৩	৬৬২৩	৯%
১-৪	১,০০৯	১,৫৭৪	৬৯৩৫	৯%
	১,৭৭৭	৮,৮৫১	৬০,৫৮৯	৭৮%
অন্যান্য			১৬৮৪৮	২২%

Dhaka University Institutional Repository

সালাত অনুধাবন অংশ

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

১১টি সূরা

Dhaka University Institutional Repository

সালাতের ভেতরের দোয়া

সালাত অনুধাবন
সালাতের মধ্যে
যিকির ও দোয়া

১। যিকির, অজু করার প্রারম্ভে :

بِسْمِ اللهِ

আল্লাহর নামে (শুরু করছি); {তিরমিযী-২৫}
(বিসমিল্লাহ)

اللهِ	بِسْمِ	
আমাদের সৃষ্টিকর্তার নাম <u>আল্লাহ</u>। অন্যান্য নামগুলি গুণবাচক; যেমন : রহীম, রহমান, রব।	اِسْمِ	بِ
	নামের	সহিত

২। যিকির, অজুর শেষে :

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

(আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা শরীকা লাহু ওয়া আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ)

Dhaka University Institutional Repository

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, একত্ব তাঁরই, তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। (তিরমিযী-৫৫)

لَهُ	شَرِيْكَ	لَا	هُ	وَحْدَ	اللهُ	إِلَّا	إِلٰهَ	لَا	أَنْ	أَشْهَدُ
তাঁর জন্য	শরীক	নাই	তাঁর	একত্ব	আল্লাহ	ব্যতীত	ইলাহ	নাই	যে	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি

.

هُ	رَسُوْلُ	وَ	هُ	عَبْدُ	مُحَمَّدًا	أَنَّ	أَشْهَدُ	وَ
তাঁর	রাসূল	এবং	তাঁর	বান্দা	মুহাম্মাদ	যে	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	এবং

তারপর :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

(আল্লাহুম্মাজ 'আলনী মিনাততাওয়া-বীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাতাহহিরীন)

হে আল্লাহ, যারা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত কর এবং যাদেরকে পবিত্র করা হয় তাদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত কর। (তিরমিযী-৫৫)

الْمُتَطَهِّرِيْنَ	مِنَ	نِى	اجْعَلْ	وَ	لتَّوَّابِيْنَ	مِنَ	نِى	اجْعَلْ	اَللّٰهُمَّ
পবিত্রতা অর্জন কারীদের	অন্তর্ভুক্ত	আমাকে	করে দাও	এবং	তওবা কারীদের	অন্তর্ভুক্ত	আমাকে	করে দাও	হে আল্লাহ

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা অসংখ্যবার পবিত্র কুরআনে এসেছে।

আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ এই পর্যন্ত।

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন :
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২	আরবী শব্দ/পদ (Word/Parts of Speech/كَلِمَةٌ) কালিমার প্রকার, Classification of Parts of Speech মুফরাদ বা কালিমার প্রকার হুরুফে শামসিয়্যাহ ও হুরুফে কামারিয়্যাহ মাত্র ৬টি যমীর, যা কুরআনে এসেছে ১০ হাজার বার মাত্র ১১টি হরফ বা অব্যয়, যা কুরআনে এসেছে ৯৪৯৬ বার বা প্রায় ১০ হাজার বার

আরবী শব্দ/পদ/ মুফরাদ বা কালিমার প্রকার- ইসম, ফে'ল ও হরফ।

গল্প : সাব্বির, সারা ও জারার বাবা জনাব সাজ্জাদ আহমাদ একটি স্বনামধন্য মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তার সন্তানদের হোম টিউটর তিনি নিজেই। জারাকে এখনো তেমন বেশি পড়ানোর দরকার না হলেও সাব্বির আর সারা বেশ আনন্দের সাথে নিয়মমাফিক বাবার কাছে পড়তে বসে। আজ সন্ধ্যায় তিনি সারাকে কালিমার প্রকারগুলো পড়াচ্ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তখন তিনি বললেন, কালিমার প্রকারগুলোর মধ্যে এমন একটি প্রকার রয়েছে, যা অতীত/বর্তমান/ভবিষ্যৎ কালের সাথে সম্পর্ক রাখে।

মুফরাদ বা কালিমার প্রকার

আরবী শব্দ/পদ/ মুফরাদ বা কালিমার প্রকার- ইসম, ফে'ল ও হরফ।

আরবী শব্দ:পদ

(Word/Parts of Speech:كَلِمَةٌ)

اقرأ الآية/ الآيات:

ج	ب	الف
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴿٩٧﴾ যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴿٩٧﴾ যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَ هُوَ **مُؤْمِنٌ** فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴿٩٧﴾ যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে মুমিন, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতগুলো কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- الكلمة - পদ প্রকরণ (Classification of Parts of Speech) আরবী শব্দ/পদ (Word/Parts of Speech/كَلِمَةٌ)

জেনে রাখুন, এক বা একাধিক বর্ণের পাশাপাশি মিলিত অর্থবোধক রূপকে শব্দ বলে এবং বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলে। আরবীতে শব্দকে كَلِمَةٌ বলে।

উপরের আলিফ অংশে مُؤْمِنٌ শব্দটি একজন মুমিনকে বোঝাচ্ছে। এ ধরনের কালিমা বা শব্দকে اِسْمٌ বা বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম বলে। অন্যদিকে বা অংশে যে عَمِلَ শব্দটি রয়েছে এটি কর্ম সম্পাদন করা বোঝাচ্ছে। এ ধরনের কালিমা বা শব্দকে فِعْلٌ বা ক্রিয়া বলে। আবার জিম অংশে مَنْ শব্দটির অর্থ হলো কে? বা যে। এ ধরনের কালিমা বা শব্দ নিজে একা একা অন্য কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়া পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। এ ধরনের ইসমকে حَرْفٌ বা অব্যয় বলে।

সূর্য অক্ষর (اَلْحُرُوْفُ الشَّمْسِيَّةُ)

- যে বর্ণের পূর্বে اَلْ যোগ হলে ঐ বর্ণ তাশদিদ গ্রহণ করে এবং اَلْ এর লাম অনুচ্চারিত থাকে তাকে সূর্য অক্ষর (اَلْحُرُوْفُ الشَّمْسِيَّةُ) বলে।
- সূর্য অক্ষর ১৪টি-

ض	ص	ش	س	ز	ر	ذ	د	ث	ت
			ن	ل	ظ	ط			

- উদাহরণ :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

চন্দ্র অক্ষর (اَلْحُرُوْفُ الْقَمَرِيَّةُ)

- যে বর্ণের পূর্বে اَلْ যোগ হলে বর্ণটি তাশদিদ গ্রহণ করে না এবং اَلْ এর লাম উচ্চারিত হয় তাকে চন্দ্র অক্ষর (اَلْحُرُوْفُ الْقَمَرِيَّةُ) বলে।
- চন্দ্র অক্ষর ১৫টি -

ك	ق	ف	غ	ع	خ	ح	ج	ب	ا
		ي	ء	ه	و	م	ي		

- র ল্ট্রশ্লালঙ্ক জ শুক্ষল্ড্র {

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Dhaka University Institutional Repository

বিতাড়িত শয়তানটি	اَلشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
মহান কুরআন	اَلْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ
স্থায়ীভাবে সঠিক রাস্তাটি	اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
একজন সম্মানিত রাসূল	رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ
একটি স্পষ্ট নিদর্শন	آيَةٍ بَيِّنَةٍ
একটি প্রতিপালিত প্রতিশ্রুতি	وَعْدًا مَفْعُوْلًا
একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	عَذَابٌ أَلِيْمٌ

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيمٌ
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ
صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

Dhaka University Institutional Repository

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

মাত্র ৬টি যমীর যা কুরআনে এসেছে ১০ হাজার বার

Possessive / Objective		**Subjective**	
তার / তাকে	هُ	সে	هُوَ
তাদের /তাদেরকে	هُمْ	তারা	هُمْ
তোমার / তোমাকে	كَ	তুমি	أَنْتَ
তোমাদের / তোমাদেরকে	كُمْ	তোমরা	أَنْتُمْ
আমার / আমাকে	ي	আমি	أَنَا
আমাদের / আমাদেরকে	نَا	আমরা	نَحْنُ

এগুলো পবিত্র কুরআনে এসেছে প্রায় ১০ হাজার বার	**এগুলো পবিত্র কুরআনে এসেছে ১,২৯৫ বার**

মাত্র ১১টি হরফ বা অব্যয়, যা কুরআনে এসেছে ৯৪৯৬ বার বা প্রায় ১০ হাজার বার।

কুরআনে বেশি ব্যবহার হওয়া অব্যয়সমূহ

অব্যয়ের অর্থ	অব্যয় ও তা কুরআনে কতবার এসেছে
দ্বারা, তে, নিকট, সহিত	بِ (৫১০) *
জন্য, এই কারণে	لِ (১৩৬৭)
দিকে, অভিমুখে	اِلَى (৭৬৩)
উপরে, ব্যাপারে, বিরুদ্ধে	عَلَى (১৪২৩)
মধ্যে, ব্যাপারে ভেতরে	فِيْ (১৬৫৮)
এর, হইতে	مِنْ (৩০২৬)
পর্যন্ত, তখন অবধি যখন... ...	حَتّٰى (১৪২)
হইতে, ব্যাপারে	عَنْ (৪০৪)
সহিত	مَعَ (১৬৩)
সহিত, নিকট	لَدُنْ (১৮)
সহিত, নিকট	لَدَى (২২)
মতো, অনুরূপ	كَ
কসম অর্থে	وَ
কসম অর্থে	تَ

*Reference:

قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودرجات تكرارها - محمد حسين أبو الفتوح

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণ :

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

আল কুরআনের ৫৫ ভাগ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান

আস সালামু আলাইকুম। সম্মানিত পাঠক, মহাগ্রন্থ আল কুরআনে মোট ৭৭,৪৩৬টি শব্দ রয়েছে, যেগুলোর মূল শব্দ ১,৮২০টি। এখানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ২৫০টি মূল শব্দের তালিকা দেওয়া হলো, যে শব্দগুলো কুরআনে পুনরাবৃত্তি হয়েছে ৪২,৪১৯ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের প্রায় ৫৫ ভাগ।

সংখ্যা	শব্দ ও অর্থ	উদাহরণমূলক আয়াত	সংখ্যা	শব্দ ও অর্থ	উদাহরণমূলক আয়াত
২৭০২	اَللهُ আল্লাহ Allah	اَللهُ الصَّمَدُ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। (সূরা আল ইখলাস/১১২: ০২)	২১০০	مَا না No	وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ এটি হাসি-ঠাট্টা নয়। (সূরা আত-ত্বারিক/৮৬: ১৪)
১৭৩২	لَا নেই No	اَللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ২৫৫)	৩৪৭	لَمْ না (অতীত) No (Past)	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি। (সূরা আল ইখলাস/১১২: ০৩)

Dhaka University Institutional Repository

সালাত অনুধাবন অংশ

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

কতবার সূরা ফাতিহা পড়েছেন?

আমাদের গড় বয়সঃ ৩০ বছর

সালাত ফরজঃ ১০ বছর

সালাত আদায় করছিঃ ২০ বছর

= ২০×৩৬৫ দিন = ৭,৩০০ দিন

ফরজ ও ওয়াজিব = ৭,৩০০ ×২০ রাকাত =১,৪৬,০০০ বার

সুন্নত সহ =৭,৩০০×৩২ রাকাত = ২,৩৩,৬০০ বার

এত বার সূরা ফাতিহা আমরা পড়েছি !!! ... বুঝে পড়েছি তো ???

সূচনা

- 'কুরআনের প্রথম সূরা
- এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের ওপর প্রতি দিন প্রতি 'সালাতের প্রতি রাকাতে এই সূরা পড়ার নির্দেশ আছে।

এ পাঠের শেষে
আমরা জেনে যাবো

১৩টি শব্দ, যা কুরআনে এসেছে ৪৪৭৯ বার

تَعَوُّذ

أَعُوذُ	بِاللهِ	مِنَ الشَّيْطَانِ	الرَّجِيمِ
আমি আশ্রয় চাচ্ছি	আল্লাহর কাছে	শাইত্বন থেকে	যে বিতাড়িত

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

সূরা নাহল/ ১৬:৯৮

أَعُوذُ	بِاللهِ	مِنَ الشَّيْطَانِ	الرَّجِيمِ
আমি আশ্রয় চাচ্ছি	আল্লাহর কাছে	শাইতন থেকে	যে বিতাড়িত

أعُوذُ

ع و ذ

আমি আশ্রয়/নিরাপত্তা নিচ্ছি

'নিরাপত্তা প্রথম'

أَعُوذُ	بِاللهِ	مِنَ الشَّيْطَانِ	الرَّجِيمِ
আমি আশ্রয় চাচ্ছি	আল্লাহর কাছে	শাইতন থেকে	যে বিতাড়িত

ع و ذ

بِـ اللهِ

আল্লাহ কাছে/তে/ মধ্যে

أَعُوذُ	ب اللهِ	مِنَ	الشَّيْطَانِ	الرَّجِيمِ
আমি আশ্রয় চাচ্ছি	আল্লাহর কাছে	থেকে	শাইতন	যে বিতাড়িত

الله

আল্লাহর নাম

(অন্য গুলো তার গুণ)

أَعُوذُ	بِاللهِ	مِنَ	الشَّيْطَانِ	الرَّجِيمِ
আমি আশ্রয় চাচ্ছি	আল্লাহর কাছে	থেকে	শাইতন	যে বিতাড়িত

৩০০০ এর ও বেশি বার পুনরাবৃত্ত

(مِنَ মূল অর্থ: থেকে)

أَعُوذُ	بِاللهِ	مِنَ	الشَّيْطَانِ	الرَّجِيمِ
আমি আশ্রয় চাচ্ছি	আল্লাহর কাছে	থেকে	শাইতন	যে বিতাড়িত

৮৮*

شَيَاطِين	شَيْطَان

Dhaka University Institutional Repository

أَعُوذُ	بِاللَّهِ	مِنَ	الشَّيْطَانِ	الرَّجِيمِ
আমি আশ্রয় চাচ্ছি	আল্লাহর কাছে	থেকে	শাইতন	যে বিতাড়িত

আপনি কি মনে করেন শাইতন আল্লাহর কাছের কেউ? কখনোই না ।

সে বহিষ্কৃত; অভিশপ্ত ও আল্লাহর ক্ষমার অযোগ্য ।

أَعُوذُ	بِاللَّهِ	مِنَ	الشَّيْطَانِ	الرَّجِيمِ
আমি আশ্রয় চাচ্ছি	আল্লাহর কাছে	থেকে	শাইতন	যে বিতাড়িত

- আনন্দিত হোন যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় ।
  মনে আশা জাগান এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত হোন।
- আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করুন। শাইতন-এর উপস্থিতি উপলব্ধি করুন এবং একই সাথে ২ জন ফেরেশতারও।
- কেন শাইতনকে বিতাড়িত বলা হলো?
  যেন আমরা এটা সবসময় মনের মধ্যে গেঁথে রাখি।

اسباق

أَعُوذُ	بِاللَّهِ
আমি আশ্রয় নিচ্ছি	আল্লাহর কাছে

مِنَ الشَّيْطَانِ	الرَّجِيمِ
শাইতন থেকে	যে বিতাড়িত

سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ	اللهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيمِ
নামে	আল্লাহ(র)	পরম করুণাময়	অসীম দয়ালু

بِسْمِ	اللهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيمِ
নামে	আল্লাহ(র)	পরম করুণাময়	অসীম দয়ালু

بِـ	اِسْمِ
মধ্যে/তে	নাম

بِسْمِ	اللهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيمِ
নামে	আল্লাহ(র)	পরম করুণাময়	অসীম দয়ালু

Dhaka University Institutional Repository

أَسْمَاء	اِسْم

اسماء الحسنى আল্লাহর গুণবাচক নাম

৩৯*

بِسْمِ	اللهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيمِ
নামে	আল্লাহ(র)	পরম করুণাময়	অসীম দয়ালু

ر ح م

অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত	عطشان
অত্যন্ত রাগান্বিত	غضبان
অত্যন্ত ক্ষুধার্ত	جوعان

بِسْمِ	اللهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيمِ
নামে	আল্লাহ(র)	পরম করুণাময়	অসীম দয়ালু

৫৭*

অত্যন্ত দয়ালু/ক্ষমাশীল

بِسْمِ	اللهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيمِ
নামে	আল্লাহ(র)	পরম করুণাময়	অসীম দয়ালু

সুন্দর	جَمِيل
ভালো ব্যবহার	كَرِيم

এটা অনন্তর/ চলমান!

بِسْمِ	اللهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيمِ
নামে	আল্লাহ(র)	পরম করুণাময়	অসীম দয়ালু

১৮২

অনন্তর দয়ালু

بِسْمِ	اللهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيمِ
নামে	আল্লাহ(র)	পরম করুণাময়	অসীম দয়ালু

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষণীয়

بِسْمِ	اللهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيمِ
নামে	আল্লাহ(র)	পরম করুণাময়	অসীম দয়ালু

- আমাদের ওপর আল্লাহর দয়া কল্পনা করুন।
- আল্লাহর ক্ষমা অনুভব করুন।
- আত্মবিশ্বাসী ও আশাবাদী হোন, যখন আপনি তাঁর নামে কোনো কিছু শুরু করেন।

চিন্তা, অনুভব ও প্রার্থনার সাথে

اللهِ	بِسْمِ
আল্লাহ(র)	নামে

الرَّحِيمِ	الرَّحْمٰنِ
অসীম দয়ালু	পরম করুণাময়

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ২০,০০০ বার।

আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ২টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৩	ইসমুল ইশারাহ- নির্দেশক অব্যয় অর্থসহ ১৩টি শব্দ, যা কুরআনে এসেছে প্রায় ১০ হাজার বার।

গল্প : সাব্বির আজকে আরবী কাওয়াইদ ক্লাসে একটা ইন্টারেসটিং বিষয় জানলো। একদম ক্লাস ফাইভ-সিক্স থেকে পড়ে আসা ইসমুল ইশারার এই শব্দগুলো নাকি পবিত্র কুরআনে প্রায় ১০ হাজার বার এসেছে। বাসায় এসে সারার সাথে বিষয়টা শেয়ার করছিলো এমন সময় পাশ থেকে জারা বলে উঠলো- ভাইয়া! ইসমুল ইশারাহ মানে কী? সাব্বির উত্তর দিলো- যেকোনো কিছুকে নির্দেশ করা বোঝানো। তুই যেমন ইংরেজিতে পড়ছিস দিস/দ্যাট। ঠিক সেটাকেই আরবী ব্যাকরণে হাযা/যালিকা বলে। তুই ইংরেজিতে যেটাকে দিস বুক পড়েছিস, আরবীতেই সেটাকে হাযা কিতাবুন বলে।

اقرأ الآية/ الآيات:

ج	ب	الف
إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ অবশ্যই এরা পথভ্রষ্ট। (৮৩ : ৩২)	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ এটি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। (৪ : ১৩)	ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ এটাই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার। (৩৯ : ৩৪)

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতগুলো কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- ইসমুল ইশারাহ বা নির্দেশক অব্যয়।

উপরের আলিফ অংশে **ذَٰلِكَ** শব্দটির অর্থ হলো ওটা। আবার বা অংশে **تِلْكَ** শব্দটির অর্থ হলো ঐটি। আবার জিম অংশে **هَٰؤُلَاءِ** শব্দটির অর্থ হলো এরা। আরবীতে এগুলোকে إسم الإشارة বলে।

জেনে রাখুন, الإشارة অর্থ ইঙ্গিত বা ইশারা। إسم الإشارة অর্থ ইঙ্গিতবাচক إسم । আর إسم الإشارة এর পরবর্তী ইশারাকৃত ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়টিকে মুশারুন ইলাইহি مشار إليه বলে। যেমন : هذا كتاب বাক্যে كتاب শব্দটি مشار إليه ।

লক্ষ করুন :

পুং		স্ত্রী	বচন
	কাছের		
هذا	এটি	هذه	এক
هذان/ هذين	এ দুটি		দ্বি
هؤلاء	এগুলো	هؤلاء	বহু

Dhaka University Institutional Repository

দূরের			
ذَالِكَ	ঐটি	تِلْكَ	এক
أُولَئِكَ	ঐগুলো	أُولَئِكَ	বহু

إسم الإشارة - ইশারা করার إسم (Demonstrative Noun)

Indicative words নির্দেশক শব্দ (اسمُ الْإِشَارَة و مشار إليه)

নিচের টেবিলে প্রদত্ত শব্দমালা পবিত্র কুরআনে ১০ হাজার বারের বেশি ব্যবহৃত হয়েছে!

প্রশ্নবোধক অব্যয়সমূহ					নির্দেশক সর্বনামসমূহ	
কে?			مَنْ؟		এটা	هٰذَا
কী? কোনটি?			مَا؟		এগুলো	هٰؤُلَاءِ
কীভাবে? যেভাবে			كَيْفَ؟		ওটা	ذٰلِكَ
কত?			كَمْ؟		ওইগুলো	أُولٰئِكَ
কোনটি?			أَيُّ؟		যে	الَّذِيْ
কোথায়?	أَيْنَ؟	কেন?	لِمَاذَا؟		যারা	الَّذِيْنَ

প্রশ্নবোধক সর্বনাম

অর্থ	লিঙ্গ	সর্বনাম
কে, যে কেউ		مَنْ
কী, কিসে		مَا
কে সে, যে কেউ, কোন যেই হোক	পুং	اَيٌّ

অর্থ	লিঙ্গ	সর্বনাম
কে সে, যে কেউ, কোন যেই হোক	স্ত্রী	اَيَّةٌ
অনেক, কত?		كَمْ
কতগুলো, কী পরিমাণ		كَاَيِّنْ/كَاَيٍّ

Dhaka University Institutional Repository

مَنْ ও مَا সর্বনামের ব্যবহার স্থানের পার্থক্য

- বুদ্ধিমান প্রাণী (মানুষ, ফেরেশতা, শয়তান) বোঝাতে مَنْ ব্যবহার করা হয়

هَذَا؟	مَنْ؟
ইনি	কে?
ইনি কে?	
Who is this?	
هَذَا مُدَرِّسٌ	
ইনি একজন শিক্ষক	

- অবোধ প্রাণী, গাছ-পালা ও জড় পদার্থের ক্ষেত্রে مَا ব্যবহার করা হয়
-

هَذَا	مَا
এটা	কী
এটি কী?	
هَذَا بَيْتٌ	
এটি একটি বাড়ি	
This is a house	

কুরআনে ব্যবহারের উদাহরণ

এটাই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কার। (৩৯ : ৩৪)	ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
তারাই প্রকৃত মুমিন। (৮ : ৪)	أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
অবশ্যই এরা পথভ্রষ্ট। (৮৩ : ৩২)	إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ
এটি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। (৪ : ১৩)	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয় ইহা একটি গাছ (৩৭ : ৬৪)	إِنَّهَا شَجَرَةٌ
নিশ্চয় ইহা একটি বাক্য (২৩ : ১০০)	إِنَّهَا كَلِمَةٌ
ইহা একটি সাপ (২০ : ২০)	هِيَ حَيَّةٌ
উহা একটি জান্নাত (১৯ : ৬৩)	تِلْكَ الْجَنَّةُ
ইহা জাহান্নাম (৩৬ : ৬৩)	هَذِهِ جَهَنَّمُ
ইহা আমার পথ (১২ : ১০৮)	هَذِهِ سَبِيلِي
ইহা আগুন (৫২ : ১৪)	هَذِهِ النَّارُ
আর ইহা একটি অনুগ্রহ (২৬ : ২২)	وَتِلْكَ نِعْمَةٌ

27

কুরআনে ব্যবহারের উদাহরণ

আর তুমি কি জান হুতামা কী? (১০৪ : ৪)	وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ
বস্তুত যে কেউ গুনাহ করবে (২ : ৮১)	بَلْ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً

قال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد؛ وقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه؛ وقال: هذه جهنم؛ وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس.

مَا = কী?

উপরের ছকের শব্দগুলোর সামনে مَا শব্দটি যোগ করে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করা যায়।

যেমন : مَا ذَالِكَ = ঐটি কী?

HW

নিচের শব্দগুলো মুখস্থ করতে হবে। ডানপাশের সাথে বামপাশের শব্দ যুক্ত করে পড়ুন।

Indication to (مُشَارٌ إِلَيهِ)	Indicative words (اسمُ الْإِشَارَةِ)
লোক (الرَّجُلُ) বই (الْكِتَابُ) কলম (الْقَلَمُ) ২ বার জাতি (الْقَومُ) ৩৮৩ বার সত্য (الْحَقُّ) ২৪৭ বার	ذَالِكَ / هذا পুং

Dhaka University Institutional Repository

কিয়ামত/সময় (سَاعَةٌ) টেবিল (الطاولةُ) মহিলা (المرْأَةُ) পথ (سَبِيلٌ) ১৬৬ বার সূর্য (شَمْس) ৩৩ বার ال টি	تِلْكَ / هذه স্ত্রী

সাধারণত Indication to (مُشَارٌ إِلَيهِ) শব্দের শেষে ُ এক পেশ বা ٌ দুই পেশ হয়।

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

১৪৭	غَيْرِ ব্যতীত None	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ তারা ব্যতীত যাদের ওপর গযব এসেছে এবং যারা পথভ্রষ্ট। (সূরা আল ফাতিহা/০১: ০৭)	৬৬৬	إِلَّا ছাড়া Except	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে। (সূরা আল আসর/১০৩: ০৩)
২২৫	هٰذَا এই (পুং) This	هٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي এটা আমার রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। (সূরা আন-নামল/২৭: ৪০)	৪৬	هٰؤُلَاءِ এরা, এইসব These	إِنَّ هٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ এইসব (মূর্খ) লোকেরা (মুসলমানদেরকে) বলে। (সূরা আদ-দুখান/৪৪: ৩৪)
৪২৭	ذٰلِكَ ঐ (পুং) That	ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ওটা সেই কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। (সূরা আল বাক্বারা/২: ০২)	২০৪	أُولٰئِكَ ওরাই Those	أُولٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ওরাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী কিনে নিয়েছে। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ১৬)

Dhaka University Institutional Repository

সালাত অনুধাবন অংশ

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

سُوْرَةُ الْفَاتِحَة

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعَالَمِينَ
সমস্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ	আল্লাহর(জন্য)	রব	দুনিয়াসমূহের

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعَالَمِينَ
সমস্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ	আল্লাহর(জন্য)	রব	দুনিয়াসমূহের

ح م د

১। সমস্ত প্রশংসা

২। ধন্যবাদ

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعَالَمِينَ
সমস্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ	আল্লাহর(জন্য)	রব	দুনিয়াসমূহের

لِـ + الله

আল্লাহ্ জন্যে

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعَالَمِينَ
সমস্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ	আল্লাহর(জন্য)	রব	দুনিয়াসমূহের

আমাদের প্রতিপালন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন
... কোটি কোটি কোষের প্রতিটির...

اَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعَالَمِينَ (2)
সমস্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ	আল্লাহর(জন্য)	রব	দুনিয়াসমূহের

জগৎ ; বিশ্ব	عَالَم
জগৎসমূহ	أعَالَمِينَ

কল্পনা করুন, বিলিয়ন মানুষ; ট্রিলিয়ন পোকামাকড়; মিলিয়ন গ্যালাক্সী

শিক্ষণীয়

Dhaka University Institutional Repository

أَلْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعَالَمِينَ
সমস্ত প্রশংসা ও ধন্যবাদ	আল্লাহর(জন্য)	রব	দুনিয়াসমূহের

- আল্লাহর দয়াগুলো স্মরণ করুন ।
- আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করার সুযোগ দিয়েছেন।
- তাঁর মহানুভবতা অনুভব করুন; তিনি মানুষের পৃথিবী, ফেরেশতাদের পৃথিবী, জিনদের পৃথিবী, গালাক্সি,... সবকিছুর রব।

<u>চিন্তা, অনুভব ও প্রার্থনার সাথে</u>

أَلْحَمْدُ	لله
(সমস্ত) প্রশংসা ও ধন্যবাদ	আল্লাহর (জন্য)
رَبِّ	الْعَالَمِينَ
রব	দুনিয়াসমূহের

الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيمِ
পরম করুণাময়	অসীম, অনন্তর দয়ালু

- তাঁর ক্ষমা অনুভব করুন!
- মনে রাখবেন, আল্লাহর ক্ষমা পেতে অন্যদের প্রতি ক্ষমাশীল হতে হবে!

চিন্তা, অনুভব ও প্রার্থনার সাথে

الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيمِ
পরম করুণাময়	অসীম, অনন্তর দয়ালু

سُورَةُ الْفَاتِحَة

مَالِكِ	يَوْمِ	الدِّينِ
মালিক	দিনে(র)	প্রতিফল

مَالِكِ	يَوْمِ	الدِّينِ (4)
মালিক	দিনে(র)	প্রতিফল

مَالِكِ	মালিক

مَالِكِ	يَوْمِ	الدِّينِ
মালিক	দিনে(র)	প্রতিফল

Dhaka University Institutional Repository

يَوْم	أَيَّام

ঈদের দিন يوم العيد

৩৯৩*

مَالِكِ	يَوْمِ	الدِّينِ
মালিক	দিনে(র)	প্রতিফল

১। জীবনব্যবস্থা
২। বিচার

শিক্ষণীয়

مَالِكِ	يَوْمِ	الدِّينِ
মালিক	দিনে(র)	প্রতিফল

- আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন... (যেমন : ছাত্র)
- আনন্দিত + ভীত
- সর্বোপরি, কারো দাবি করার মতো কিছু থাকবে না। কেউ তার অনুমতি ছাড়া কিছু বলতে পারবে না- এমন দিনের কথা ভাবুন।

শিক্ষণীয়

مَالِكِ	يَوْمِ	الدِّينِ
মালিক	দিনে(র)	প্রতিফল

- তিনি আমাদের মুসলিম করেছেন।

  আমাদের ইচ্ছায় না...তাঁর করুণায়।
- এখন আমরা চাইতে পারি,

  তিনি যেন আমাদের জান্নাত দেন (আশা)।
- আমাদের পাপ আমাদের ভীত করে তুলুক... এবং আমাদের পরিবর্তনে উৎসাহী করে তুলুক।

প্রার্থনা, অনুভূতি ও চিন্তার সাথে
অনুশীলন করুন

مَالِكِ	يَوْمِ	الدِّينِ
মালিক	দিনে(র)	প্রতিফল

Dhaka University Institutional Repository

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে ১০,০০০ বারেরও বেশি।

আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

দোয়া করতে থাকুন :

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১৪	সম্বন্ধ পদ বা ইজাফাত (مُضَاف مُضَاف اِلَيْه/اَلْإِضَافَةُ)

গল্প : সাব্বিরদের কাওয়াইদ ক্লাসে শিক্ষক বোর্ডে 'গুলামু যাইদিন' আর 'কিতাবু খালিদিন' বাক্যগুলো আরবীতে লিখে বললেন কেউ এসে যেন এগুলোর তারকীব করে যায়। সাব্বির আগে থেকেই জানে যে, তারকীব মানে হলো শব্দকে ভেঙে ভেঙে কোনটি বাক্যে কি হিসেবে এসেছে তা ব্যাখ্যা করা। ক্লাসের অন্যতম মেধাবী ছাত্র রাফি এগিয়ে এসে তারকীব শুরু করার পূর্বে শিক্ষক তাকে একটা বেসিক প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা রাফি! তারকীব করার আগে তুমি বলো তো মুযা'ফ আর মুযা'ফে ইলাইহি মিলে কী গঠিত হয়? রাফি ঝটপট উত্তর দিলো, আল মুরাক্কাবুল ইযাফিয়্যু।

বাক্যগুলো পড়ুন-

اقرأ الجمل :

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল

ذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ

আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়েছি

أُحِبُّ رَسُوْلَ اللهِ

আমি আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসি

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের বাক্যগুলো কী ধরনের? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত বাক্যগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো **সম্বন্ধপদ (مُضَاف، مُضَاف اِلَيْه/اَلْإِضَافَةُ)** ইদাফত এর ব্যবহার।

সম্বন্ধপদ (مُضَاف، مُضَاف اِلَيْه/اَلْإِضَافَةُ) ইদাফত

বাংলা ভাষায় দুটি শব্দ ('র' / 'এর') এর মাধ্যমে সংযুক্ত হলে এর আরবী বিপরীত দিক থেকে শুরু করতে হয়। অর্থাৎ বাংলায় যে শব্দটি পূর্বে, আরবীতে সেটি পরে চলে যাবে; আর যেটি পরে সেটি পূর্বে চলে আসবে। যথা : "হাসানের কলম" শব্দ দুটি (র/এর) এর মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে। এখন এ শব্দ দুটির আরবী করতে হলে 'কলম' আসবে প্রথমে এবং 'হাসান' যাবে শেষে। তাহলে আরবী হবে: قَلَمُ حَسَنٍ

এভাবে - আল্লাহর ঘর; আল্লাহর রাসূল ; মানুষের রব; আল্লাহর হাত।

আরবী ব্যাকরণের ভাষায় একে مُضَافٌ إِلَيْهِ ও مُضَافٌ বলে। আরবীতে প্রথমটি ও বাংলায় শেষেরটিকে مُضَافٌ এবং আরবীতে শেষেরটি ও বাংলায় প্রথমটিকে مُضَافٌ إِلَيْهِ বলে।

اَلْإِضَافَةُ	مُضَافٌ إِلَيْهِ	مُضَافٌ	বাংলা অর্থ
سَبِيْلُ اللّٰهِ	اللّٰهِ	سَبِيْلُ	আল্লাহর পথ
رَسُوْلُ اللّٰهِ	اللّٰهِ	رَسُوْلُ	আল্লাহর রাসুল
بَيْتُ اللّٰهِ	اللّٰهِ	بَيْتُ	আল্লাহর ঘর
بَابُ الْمَسْجِدِ	الْمَسْجِدِ	بَابُ	মসজিদের দরজা

Dhaka University Institutional Repository

كِتَابُ اللّٰهِ	اللّٰهِ	كِتَابُ	আল্লাহর কিতাব

লক্ষ করা যেতে পারে যে, সাধারণত مُضَافٌ إِلَيْهِ-এর শেষ হরফে ِ এবং مُضَافُ এর শেষ হরফে ُ হয়।

উপরে বিশেষ্য পদের সাথে (র/এর) এর মাধ্যমে বিশেষ্য পদের সংযোগ হয়েছিল। এখন আমরা বিশেষ্য পদের জায়গায় সর্বনাম (الضمائر) ব্যবহার করতে পারি।

লক্ষ করা যেতে পারে যে, সাধারণত مُضَافٌ إِلَيْهِ-এর শেষ হরফে ◌ এবং مُضَافُ-এর শেষ হরফে ◌ হয়।

উপরে বিশেষ্য পদের সাথে (র/এর) এর মাধ্যমে বিশেষ্য পদের সংযোগ হয়েছিল। এখন আমরা বিশেষ্য পদের জায়গায় সর্বনাম (الضمائر) ব্যবহার করতে পারি। তবে সর্বনামের শেষে যের প্রদান করবে না।কারণ, সর্বনামগুলো অপরিবর্তনীয় বা مبني.

Possessive / Objective		**Subjective**	
তার / তাকে	هُ	**সে**	هُوَ
তাদের /তাদেরকে	هُمْ	**তারা**	هُمْ
তোমার / তোমাকে	كَ	**তুমি**	أَنْتَ
তোমাদের / তোমাদেরকে	كُمْ	**তোমরা**	أَنْتُمْ
আমার / আমাকে	ي	**আমি**	أَنَا
আমাদের / আমাদেরকে	نَا	**আমরা**	نَحْنُ
প্রায় ১০,০০০ বার এসেছে পবিত্র কুরআনে		**১,২৯৫ বার এসেছে পবিত্র কুরআনে**	

মাজরূর (সম্বন্ধবাচক) রূপের সর্বনামগুলোর

رَبٌّ শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহার

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং) রব	رَبُّهُمْ	رَبُّهُمَا	رَبُّهُ
তার (স্ত্রী) রব	رَبُّهُنَّ	رَبُّهُمَا	رَبُّهَا
তোমার (পুং) রব	رَبُّكُمْ	رَبُّكُمَا	رَبُّكَ
তোমার (স্ত্রী) রব	رَبُّكُنَّ	رَبُّكُمَا	رَبُّكِ
আমার (পুং/স্ত্রী) রব	رَبُّنَا	رَبُّنَا	رَبِّي

Dhaka University Institutional Repository

মাজরূর (সম্বন্ধবাচক) রূপের সর্বনামগুলোর
كِتَابٌ শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহার

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং) বই	كِتَابُهُمْ	كِتَابُهُمَا	كِتَابُهُ
তার (স্ত্রী) বই	كِتَابُهُنَّ	كِتَابُهُمَا	كِتَابُهَا
তোমার (পুং) বই	كِتَابُكُمْ	كِتَابُكُمَا	كِتَابُكَ
তোমার (স্ত্রী) বই	كِتَابُكُنَّ	كِتَابُكُمَا	كِتَابُكِ
আমার (পুং/স্ত্রী) বই	كِتَابُنَا	كِتَابُنَا	كِتَابِيْ

তবে সর্বনামের শেষে যের প্রদান করবে না। কারণ, সর্বনামগুলো অপরিবর্তনীয় বা مَبْنِيٌّ .

আরবী করুন:

১. আমার বই
২. তার গাভী
৩. তোমাদের বিদ্যালয়
৪. মানুষের রব কে?
৫. ما دينك؟
৬. আল্লাহর রাসূল কে?
৭. কিয়ামতের দিন কী?
৮. তোমাদের শিক্ষক কে?
৯. আল্লাহর ঘর কোথায় ?
১০. তোমাদের শিক্ষক কেমন?
১১. ইমরানের পরিবার কেমন?
১২. আল্লাহর কালাম দ্বারা بكلام الله
১৩. শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে من وسواس الخناس
১৪. আসমানের রবের পক্ষ থেকে من رب السماوات
১৫. আল্লাহর স্মরনের দ্বারা بذكر الله
১৬. আখিরাতের মুক্তির জন্য لنجاة الاخرة

সংজ্ঞা

যখন দুইটি إِسْمٌ বা তার সমার্থক শব্দ পাশাপাশি বসে এবং নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে (আলাদা করলে যথাযথ অর্থ প্রকাশ পায় না) তখন তাদের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক/সম্বন্ধ স্থাপিত হয় আরবীতে তাকে ইদাফত (إِضَافَةٌ) বলে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ

- مُضَافٌ- যাকে সম্পর্কযুক্ত করা হয় (সম্পর্ককৃত, অধিকারভুক্ত বা সম্বন্ধকৃত)
- مُضَافٌ اِلَيْهِ- যার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় (সম্পর্ককারী, অধিকারী বা সম্বন্ধকারী)

বাক্যে অবস্থান

مُضَافٌ প্রথমে এবং مُضَافٌ اِلَيْهِ পরে বসে।

বাংলা উদাহরণ

				মুদাফ ইলাইহী (যার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়)	মুদাফ (যাকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়)
আল্লাহ	+	বাড়ি	=	আল্লাহর	বাড়ি
আল্লাহ	+	বই	=	আল্লাহর	বই
আল্লাহ	+	রাসূল	=	আল্লাহর	রাসূল
মানুষ	+	মালিক	=	মানুষের	মালিক
বিলাল	+	বই	=	বিলালের	বই
হামিদ	+	কলম	=	হামিদের	কলম

লক্ষণীয় বিষয় এবং তার আলোকে যা বলা যায়

- মুদাফ ইলাইহীর শেষে অক্ষর 'র' (এর)। মারফূ, মানসূব, মাজরূরের নিয়ম অনুযায়ী- আরবী اِسْمٌ -এর শেষ অক্ষরে যের থাকলে তথা اِسْمٌ মাজরূর হলে তার বাংলা অর্থের শেষ অক্ষর 'র' বা 'এর' হয়। তাই বাংলা উদাহরণের আলোকে বলা যায়- মুদাফ ইলাইহী মাজরূর হওয়ার কথা।

আরবী উদাহরণ

অর্থ	মুদাফ ইলাইহী (সম্পর্ককারী: অধিকারী)	মুদাফ (সম্পর্কযুক্ত: অধিকারভুক্ত)				
আল্লাহর ঘর	اللهِ	بَيْتُ		اللهُ	+	بَيْتٌ
আল্লাহর রাসূল	اللهِ	رَسُوْلُ	-	اللهُ	+	رَسُوْلٌ
বিলালের বাড়ি	بِلَالٍ	بَيْتُ	-	بِلَالٌ	+	بَيْتٌ

Dhaka University Institutional Repository

একজন শিক্ষকের কলম	مُدَرِّسٍ	قَلَمُ	=	مُدَرِّسٌ	+	قَلَمٌ
শিক্ষটির কলম	الْمُدَرِّسِ	قَلَمُ	-	الْمُدَرِّسُ	+	الْقَلَمُ

ব্যাকরণ

১. مُضَافُ اِلَيْهِ সব সময় মাজরূর (মূল আলামত যের/কাছরা)

অর্থ	মুদাফ ইলাইহী (সম্পর্ককারী: অধিকারী*	মুদাফ (সম্পর্কযুক্ত: অধিকারভুক্ত*				
আল্লাহর ঘর	اللهِ	بَيْتُ	=	اللهُ	+	بَيْتٌ
আল্লাহর রাসূল	اللهِ	رَسُوْلُ	=	اللهُ	+	رَسُوْلٌ
বিলালের বাড়ী	بِلَالٍ	بَيْتُ	=	بِلَالٌ	+	بَيْتٌ
একজন শিক্ষকের কলম	مُدَرِّسٍ	قَلَمُ	=	مُدَرِّسٌ	+	قَلَمٌ
শিক্ষটির কলম	الْمُدَرِّسِ	قَلَمُ	=	الْمُدَرِّسُ	+	الْقَلَمُ

২. مُضَافُ اِلَيْهِ নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয়টি হতে পারে। নির্দিষ্ট হলে, নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ নিবে

অর্থ	মুদাফ ইলাইহী (সম্পর্ককারী/ অধিকারী)	মুদাফ (সম্পর্কযুক্ত/ অধিকারভুক্ত)				
আল্লাহর ঘর	اللهِ	بَيْتُ	=	اللهُ	+	بَيْتٌ
আল্লাহর রাসূল	اللهِ	رَسُوْلُ	=	اللهُ	+	رَسُوْلٌ
বিলালের বাড়ি	بِلَالٍ	بَيْتُ	=	بِلَالٌ	+	بَيْتٌ

Dhaka University Institutional Repository

একজন শিক্ষকের কলম	مُدَرِّسٍ	قَلَمُ	=	مُدَرِّسٌ	+	قَلَمٌ
শিক্ষটির কলম	الْمُدَرِّسِ	قَلَمُ	=	الْمُدَرِّسُ	+	الْقَلَمُ

৩. مُضَاف সম্বন্ধ সূত্রে নির্দিষ্ট-

- তবে এটি নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ ছাড়াই নির্দিষ্ট
- তাই তানবিন (দুই পেশ, দুই যবর ও দুই যের) নেয় না

অর্থ	মুদাফ ইলাইহী (সম্পর্ককারী/ অধিকারী)	মুদাফ (সম্পর্কযুক্ত/ অধিকারভুক্ত)				
আল্লাহর ঘর	اللهِ	بَيْتُ	=	اللهُ	+	بَيْتٌ
আল্লাহর রাসূল	اللهِ	رَسُوْلُ	=	اللهُ	+	رَسُوْلٌ
বিলালের বাড়ি	بِلَالٍ	بَيْتُ	=	بِلَالٌ	+	بَيْتٌ
একজন শিক্ষকের কলম	مُدَرِّسٍ	قَلَمُ	=	مُدَرِّسٌ	+	قَلَمٌ
শিক্ষকটির কলম	الْمُدَرِّسِ	قَلَمُ	=	الْمُدَرِّسُ	+	الْقَلَمُ

৪. مُضَاف শব্দটি মারফূ (কর্তৃবাচক), মানসূব (কর্মবাচক) বা মাজরূর (সম্বন্ধবাচক) হতে পারে। এটি বাক্যে ব্যবহারের ওপর নির্ভর করবে। যেমন :

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল

(এখানে رَسُوْلُ মুদাফ এবং মারফূ)

ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ

আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়েছি

(এখানে رَسُوْلِ মুদাফ এবং মাজরূর)

أُحِبُّ رَسُوْلَ اللهِ

আমি আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসি

(এখানে رَسُوْلَ মুদাফ এবং মানসূব)

Dhaka University Institutional Repository

৫. সাধারণত مُضَاف ও مُضَاف اِلَيْه মধ্যে অন্য কোনো শব্দ থাকে না। সর্বনাম هٰذَا ও هٰذِهٖ দুটি হলো একমাত্র ব্যতিক্রম। এরা ইযাফা গঠনে দুই বিশেষ্যের মাঝখানে আসতে পারে। যেমন :

অতএব তোমরা এ ঘরের রবের ইবাদাত কর (১০৬ : ৩)	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ

৬. মাজরূর (যুক্ত) সর্বনামের (Attached Pronoun) সাথে যুক্ত শব্দকে مُضَاف গণ্য করা হয়। তাই এটি নির্দিষ্ট। আর তাই এ ধরনের শব্দের বিশেষণে নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ থাকবে। যেমন :

তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব। (২৬ : ২৬)	رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

৭. দ্বি-বচন ও অটুট বহুবচন বিশেষ্যসমূহ মুদাফ হলে তাদের শেষের ن লোপ পায়। যেমন :

নিশ্চয় আমরা দুজন তোমার রবের রাসূল। (২০ : ৬৭)	إِنَّا (رَسُولَانِ) رَسُولَا رَبِّكَ
আত্মার ওপর জুলুম করা ব্যক্তিগণ। (৪ : ৯৭)	(ظَالِمِينَ) ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ

কুরআনের উদাহরণ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ বলো- আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের নিকট
মানুষের ইলাহর নিকট إِلٰهِ النَّاسِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ নিশ্চয় আমরা তা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ আর তুমি কি জানো মহিমান্বিত রাতটি কী?
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ মহিমান্বিত রাতটি হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ

অনুশীলনী

১. ইদাফত-এর সংজ্ঞা কী?

২. مُضَافٌ ও مُضَافٌ اِلَيْه -এর অর্থ কী?

৩. مُضَافٌ ও مُضَافٌ اِلَيْه - এর মধ্যে কোনটি আগে আসে?

৪. مُضَافٌ اِلَيْه মারফূ, মানসূব ও মাজরূরের কোনটি হবে?

৫. مُضَافٌ মারফূ, মানসূব ও মাজরূরের কোনটি হবে?

Dhaka University Institutional Repository

৬. مُضَافٌ নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট?

....

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

২৪৭	حَقٌّ হক্ব, সত্য Truth	وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ তারা পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। (সূরা আল আসর/১০৩: ০৩)	৪৩	اَلْحَمْدُ প্রশংসা Praise	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক। (সূরা আল ফাতিহা/০১: ০১)
৯২	اَلدِّيْنُ বিচার দিবস, Day of judgement	مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ যিনি প্রতিদান দিবস-এর মালিক। (সূরা আল ফাতিহা/০১: ০৩)	১২৬	عَبْدٌ দাস, বান্দা Slave	نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا আমার বান্দার ওপর আমি (কিতাব) নাজিল করেছি। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ২৩)
২৪৮	نَاسٌ মানুষ People	قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ বলুন, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের কাছে'। (সূরা আন নাস/১১৪: ১)	৬৫	إِنْسَانٌ প্রত্যেক মানুষ People	إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ নিশ্চয় প্রত্যেক মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (সূরা আল আসর/১০৩: ২)
৩৮৩	قَوْمٌ জাতি Nation	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ লূতের জাতি সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (সূরা আল ক্বমার/৫৪: ৩৪)	২৯৩	نَفْسٌ অন্তর, নিজ Heart	إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। (সূরা আন নামল/২৭: ৪৪)

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ্ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

এক নজরে সূরা লাহাবের শব্দাবলি

سُوْرَةُ لَهَب/ সূরা লাহাব

অগ্নিশিখা / সূরা ১১১

ধ্বংস হোক, ভেঙে যাক	تَبَّتْ (ت ب ب)
ধ্বংস হলো	تَبَّ (ت ب ب)
কোনো কাজে আসেনি	مَا أَغْنٰى (غ ن ي)

Dhaka University Institutional Repository

লেলিহান আগুন, শিখা সমন্বিত আগুন	ذَاتَ لَهَبٍ
বহনকারিনী	حَمَّالَةَ (ح م ل)
ইন্ধন, লাকড়ি, কাঠ	حَطَبٌ
গলদেশ, গলা	جِيْدٌ
খেজুর গাছের ছালে পাকানো রশি বিশেষ	مَسَدٌ

সূরার নাম : সূরা লাহাব (سُوْرَةُ اللهب)
কুরআনের ক্রমধারা : ১১১
নাজিলের ক্রমধারা : ৬
আয়াত : ৫
রুকু : ১
নাজিলের প্রকার : মাক্কী
বিষয়বস্তু : আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর চরিত্র ও সর্বশেষ পরিণতি এই সূরায় অত্যন্ত সাবলিলভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সূরার শাব্দিক অর্থ ও সংখ্যাগত পরিসংখ্যান

তায়াওউজ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১	أَعُوْذُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি আশ্রয় চাই	৭	৬৩৩৯	৬৩৩৯
২	بِ	حرف (অব্যয়)	(সাথে/দ্বারা) কাছে	৫১০		
৩	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৪	مِنَ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩০২৬		
৫	الشَّيْطٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	শয়তান	৮৮		
৬	الرَّجِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অনেক অভিশপ্ত	৬		
শুধু তায়াওউজ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৬৩৩৯		

তাসমিয়াহ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
অসীম দয়াবান ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/দ্বারা/কাছে	৫১০	২৭৮	৬৬১৬
৭	اِسْمِ	اسم (বিশেষ্য)	নাম	৩৯		
	اللهِ	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৮	الرَّحْمنِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়াবান	৫৭		
৯	الرَّحِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়ালু	১৮২		
শুধু তাসমিয়াহর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৪৯০		

আয়াত : ১ تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ

ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১০	تَبَّتْ	فعل (ক্রিয়া)	ধ্বংস হয়েছে	২	৩৮৭২	১০৪৮৮
১১	يَدَآ	اسم (বিশেষ্য)	দুই হাত	৫৪		
১২	اَبِىْ	اسم (বিশেষ্য)	পিতা	১৩		
১৩	لَهَبٍ	اسم (বিশেষ্য)	শিখা	৩		
১৪	وَّ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
	تَبَّ	فعل (ক্রিয়া)	ধ্বংস হয়েছে	২		
শুধু প্রথম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৮৭৪		

আয়াত : ২ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ

তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না।

নতুন শব্দের	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের	মোট নতুন শব্দের

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নম্বর					পুনরাবৃত্তির যোগফল	পুনরাবৃত্তির যোগফল
১৫	مَآ	حرف (অব্যয়)	যা	২৫৩০	৬৯২০	১৭৪০৮
১৬	اَغْنٰى	فعل (ক্রিয়া)	কাজে আসে	৩৯		
১৭	عَنْ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৪৬৪		
	هٗ	اسم (বিশেষ্য)	তার			
১৮	مَالُ	اسم (বিশেষ্য)	সম্পদ	২৫		
১৯	هٗ	اسم (বিশেষ্য)	তার			
	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
	مَا	اسم (বিশেষ্য)	যা	২৫৩০		
২০	كَسَبَ	فعل (ক্রিয়া)	অর্জন করেছে	৬২		
শুধু দ্বিতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৯৪৫০		

আয়াত : ৩ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
২১	سَيَصْلٰى	فعل (ক্রিয়া)	অচিরেই প্রবেশ করবে	৫	১৮০	১৭৫৮৮
২২	نَارًا	اسم (বিশেষ্য)	জাহান্নামে	১৪৫		
২৩	ذَاتَ	حرف (অব্যয়)	সম্পন্ন	৩০		
	لَهَبٍ	اسم (বিশেষ্য)	শিখা	৩		
শুধু তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				১৮৩		

আয়াত : ৪ وَّ امْرَاَتُهٗ ۖ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ

আর তার স্ত্রী লাকড়ি বহনকারী।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	وَّ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০	১৩৭৮৮	৩১৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

২৪	امْرَاَتُهٗ	اسم (বিশেষ্য)	স্ত্রী	২৬		
	هٗ	اسم (বিশেষ্য)	তার			
২৫	حَمَّالَةَ	اسم (বিশেষ্য)	বহনকারিনী	১		
২৬	الْحَطَبِ	اسم (বিশেষ্য)	কাঠ, জ্বালানি	২		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৮২৯		

আয়াত : ৫ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

আর (দুনিয়াতে তার বহনকৃত কাঠ-খড়ির পরিবর্তে জাহান্নামে) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
২৭	فِيْ	حرف (অব্যয়)	মধ্যে	১৬৫	৩৩৯৩	৩৪৭৬৯
২৮	جِيْدِ	اسم (বিশেষ্য)	গলায়	১		
২৯	هَا	اسم (বিশেষ্য)	তার			
৩০	حَبْلٌ	اسم (বিশেষ্য)	রশি	৫		
৩১	مِّنْ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩২২১		
৩২	مَّسَدٍ	اسم (বিশেষ্য)	পাকানো	১		
শুধু পঞ্চম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৩৯৩		

সূরাটির শিক্ষা :

১. আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করার পরিণাম হলো ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাত নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হওয়া; যেমন আবু লাহাবকে ধ্বংস করা হয়েছে।

২. সাময়িক ক্ষমতা, সম্পদ ও দম্ভ আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারে না বরং একদিন সকল দম্ভ নিঃশেষ করে দেওয়া হবে।

৩. দুনিয়ার জীবনে প্রাপ্ত ক্ষমতা ও সম্পদকে অন্যায়ভাবে পরিচালিত করলে পরকালে এই সম্পদই ব্যক্তিকে জাহান্নামি করবে।

৪।.........

৫। ....

Dhaka University Institutional Repository

(......... স্থানে অত্র সূরা থেকে আপনার মনে হওয়া শিক্ষাগুলো বসিয়ে নিন।)

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা : ৭৭৪৩৭, যার মধ্যে মূল শব্দ প্রায় ১৮০০।
আমরা এই সূরায় শিখলাম : ৩২টি নতুন শব্দ, কুরআনে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি ৩৪৭৬৯ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের ৪৪.৮%
মাত্র একটি সূরা পড়েই যদি কুরআনের ৪৪.৮% শব্দ শেখা যায়, তাহলে তাকে সহজ না বলে উপায় কি?
মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর কুরআন বোঝা ও আমল করার করার তাওফিক দিন। আমীন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ৩৬,২৬৬ বার।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ এই পর্যন্ত।
পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৫	আরবী নামবাচক মৌলিক বাক্যের গঠন- ইসমিয়্যাহ এর ১৪ রকমের আরবী বাক্য কাঠামো মুফরাদ বা কালিমার প্রকার- ইসম

গল্প : সাব্বির এর কাওয়াইদ ক্লাসে আজকে তারকীবের প্রতিযোগিতা চলছে। শিক্ষক বোর্ড এ একটা করে বাক্য লিখছেন আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে একজন গিয়ে সেটার তারকীব করে আসছে। প্রত্যেকের পয়েন্ট গণনা করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সাব্বির দুটো বাক্যের তারকীব করেছে। তৃতীয় তারকীব করতে সে বোর্ড এর সামনে এলে শিক্ষক তাকে সাধারণ কিছু প্রশ্ন করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন - জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ কাকে বলে? সে সাথে সাথে অকপটে বললো - যে জুমলাহর প্রথম অংশ ইসম হয় তাকে জুমলাহ ইসমিয়্যাহ বলে।

আরবী নামবাচক মৌলিক বাক্যের গঠন- ইসমিয়্যাহর ১৪ রকমের আরবী বাক্য কাঠামো

(Arabic Basic Sentence Structures)

ক্রমিক নং	অর্থ	বাক্য	কুরআনে কতবার এসেছে
(১)	একটি বই।	كِتَابٌ......	২৫৫ বার
(২)	ওটা একটি বই।	ذٰلِكَ كِتَابٌ	
(৩)	ওটা একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বই।	ذٰلِكَ كِتَابٌ حَكِيمٌ	৯৭ বার
(৪)	বইটি ...	اَلْكِتَابُ.....	
(৫)	ঐ বইটি ...	ذٰلِكَ الْكِتَابُ...	১ বার হুবহু
(৬)	ঐ বইটি পথপ্রদর্শক।	ذٰلِكَ الْكِتَابُ هُدًى	৮৫ বার
(৭)	ঐ প্রজ্ঞাপূর্ণ বইটি ...	اَلْكِتَابُ الْحَكِيمُ...... ذٰلِكَ	
(৮)	ঐ প্রজ্ঞাপূর্ণ বইটি মহান ।	اَلْكِتَابُ الْحَكِيمُ عَظِيمٌ ذٰلِكَ	১০৭ বার

... মানে অসম্পূর্ণ বাক্য।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	বাংলা অনুবাদ	আরবী বাক্য
(৯)	বইটি প্রজ্ঞাপূর্ণ।	اَلْكِتَابُ حَكِيْمٌ
(১০)	প্রজ্ঞাপূর্ণ বইটি মহান।	اَلْكِتَابُ الْحَكِيْمُ عَظِيْمٌ
(১১)	**এটি** আল্লাহর কিতাব।	**هٰذَا** كِتَابُ اللهِ
(১২)	আল্লাহর কিতাবটি উত্তম।	كِتَابُ اللهِ طَيِّبٌ
(১৩)	আল-কুরআন আল্লাহর কিতাব।	اَلْقُرْآنُ كِتَابُ اللهِ
(১৪)	তাঁর কিতাবটি সুপ্রতিষ্ঠিত।	كِتَابُهُ قَيِّمٌ

উপরোক্ত ১৪ প্রকারের বাইরে আরবী ভাষায় ক্রিয়াহীন বাক্য নেই বললেই চলে।

Practice :التمرين

HW

১৪ বার

১৭ বার

৪৪ বার

بَلَدٌ (শহর), آمِنٌ (নিরাপদ) ও كَبِيْرٌ (বড়) শব্দত্রয় উপরের কালার করা অংশে বসিয়ে ১৪টি বাক্য তৈরি করুন ও বারবার প্রাকটিস করুন। আরবী ভাষায় দুই রকমের বাক্য আছে, ১-ক্রিয়াহীন ও ২-ক্রিয়াসহ বাক্য।

Dhaka University Institutional Repository

إِسْمٌ

(বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম)

কোনো কিছুর নামকে إسم বলে। পৃথিবীর সকল নামই إسم ।

▪

বাংলায় যাকে বিশেষ্য পদ, আর ইংরেজিতে যাকে Noun বলে; আরবীতে তাকেই إسم বলে।

আরবী ভাষায় إِسْمٌএর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে :

- বিশেষ্য (Noun)
- বিশেষণ (Adjective:نَعْتٌ)
- সর্বনাম (Pronoun/ضَمِيرٌ)।

বেশির ভাগ আরবি শব্দ إِسْمٌ

শ্রেণিবিভাগ

নামবাচকاسم: কোনো কিছুর নাম (বিশেষ্য/Noun)। সর্বনামও (Pronoun) এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

গুণবাচক اسم: (বিশেষণ:Adjective:نَعْتٌ)- বিশেষ্যের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশক শব্দ।

বাক্যে নামবাচক এবং গুণবাচক اسم-এর অবস্থান

- ইংরেজি ও বাংলাতে বিশেষণ (Adjective) আগে এবং বিশেষ্য (Noun) পরে বসে। যেমন :
    - ভালো ছেলে
    - Good boy

- আরবীতে নামবাচকاسم (Noun) আগে এবং গুণবাচক اسم (Adjective) পরে বসে, যেমন :

বিতাড়িত শয়তানটি	اَلشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
মহান কুরআন	اَلْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ
স্থায়ীভাবে সঠিক রাস্তাটি	اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ
একজন সম্মানিত রাসূল	رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ

Dhaka University Institutional Repository

একটি স্পষ্ট নিদর্শন	آيَةٍ بَيِّنَةٍ
একটি প্রতিপালিত প্রতিশ্রুতি	وَعْدًا مَفْعُولًا
একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি	عَذَابٌ أَلِيمٌ

উদাহরণ :

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

৬৮	أَنَا আমি (পুং/স্ত্রী) I	وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ আর আমি তার ইবাদতকারী নই, তোমরা যার ইবাদত কর। (সূরা আল কাফিরুন/১০৯: ০৪)	৮৬	نَحْنُ আমরা We	إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ আমরা তো কেবল (মুসলমানদের সাথে) তামাশা করছি। (সূরা আল বাক্বারা: ১৪)
৮২৩	مَنْ কে/যে Who	مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ কে আছে আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? (সূরা আল বাক্বারা/০২: ২৫৫)	৮৩	كَيْفَ কেমন How	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ তুমি কি দেখনি তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? (সূরা আল ফীল/১০৫: ০১)
৮৮৩	مَا যা Which	مِن شَرِّ مَا خَلَقَ সেই সবের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল ফালাক্ব/১১৩: ০২)	১২	كَمْ কত How Much	قَالَ كَمْ لَبِثْتَ তিনি বললেন, ‘তুমি কত কাল অবস্থান করেছো?’ (সূরা আল বাক্বারা/০২: ২৫৯)

	مَا কী What	وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ তুমি কি জানো, কদরের রাত কী? (সূরা আল কদর/৯৭: ০২)	৮৬	أَمْوَالٌ, مَالٌ মাল, সম্পদ Asset	لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। (সূরা আন নিসা/৪: ২৯)

সালাত অনুধাবন অংশ

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

اهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيمَ
আমাদেরকে দেখান, প্রদর্শন করুন	(সেই) পথ	সোজা, সরল

اهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيمَ
আমাদেরকে দেখান, প্রদর্শন করুন	(সেই) পথ	সোজা, সরল

اهْدِ + نَا

আমাদের দেখাও/ পরিচালনা কর

اهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيمَ
আমাদেরকে দেখান, প্রদর্শন করুন	(সেই) পথ	সোজা, সরল

هِدَايَة، هُدى

পথপ্রদর্শন

اهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيمَ
আমাদেরকে দেখান, প্রদর্শন করুন	(সেই) পথ	সোজা, সরল

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
هُدًى لِّلنَّاس

اهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيمَ

Dhaka University Institutional Repository

আমাদেরকে দেখান, প্রদর্শন করুন	(সেই) পথ	সোজা, সরল

ص ر ط

পথ রাস্তা

اهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيمَ
আমাদেরকে দেখান, প্রদর্শন করুন	(সেই) পথ	সোজা, সরল

সরল, সোজা

اهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيمَ
আমাদেরকে দেখান, প্রদর্শন করুন	(সেই) পথ	সোজা, সরল

নির্দিষ্টতা বোঝায় اَلْ

শিক্ষণীয়

اهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيمَ
আমাদেরকে দেখান, প্রদর্শন করুন	(সেই) পথ	সোজা, সরল

- আল্লাহর কাছে হিদায়াত চান সালাতের জন্য এবং সালাতের পরের কাজ-কর্মের জন্য।
- আমি জীবনে যা-ই করি না কেন; এই বছরে; এই মাসে; এই সপ্তাহে; আজকে; এবং এই নামাজের পরে—সেগুলোর জন্য।

শিক্ষণীয়

اهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيمَ
আমাদেরকে দেখান, প্রদর্শন করুন	(সেই) পথ	সোজা, সরল

- ❑ মুসলমানদের মধ্যে একটি বড় বিভ্রান্তি হলো,
  যদি মুসলমান সুপথপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এ প্রার্থনা শুধু অমুসলিমদের জন্যে প্রযোজ্য হতো।
- ❑ সুপথপ্রাপ্তির উৎস?
  কুরআন এবং সুন্নাহ

Dhaka University Institutional Repository

আমরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ না পড়ি/বুঝি, তাহলে আমরা কি আমাদের প্রার্থনায় আন্তরিক?

শিক্ষণীয়

اهْدِنَا	الصِّرَاطَ	الْمُسْتَقِيمَ
আমাদেরকে দেখান, প্রদর্শন করুন	(সেই) পথ	সোজা, সরল

- প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি সালাত আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, কুরআন বোঝা আমাদের জন্যে শুধু প্রয়োজনই না, বরং এটা অত্যন্ত জরুরি!
- আমি জীবনে যা-ই করি না কেন; এই মাসে; এই সপ্তাহে; এই নামাজের পরে, আল্লাহ আমাকে পথ-নির্দেশ দিন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ৪,০০০ বার পবিত্র কুরআনে এসেছে।

আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৬	তিন প্রকার কালিমার প্রথম প্রকার- মারেফা, নাকেরা

গল্প : সারাদের ক্লাসের কাওয়াইদ শিক্ষক আজ নতুন একটা অধ্যায় পড়ানো শুরু করেছেন। অধ্যায় শিরোনাম মারেফা/নাকেরা। সারা এই বিষয়টা সম্পর্কে আগে ভাইয়ার কাছ থেকে একটু-আধটু জেনে নিলেও ক্লাসের বাকিদের কাছে বিষয়টা একদমই অজানা ছিল। টিচার পুরো বিষয়টা প্রথমে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার পর স্টুডেন্টদের কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ টেস্ট নেওয়া শুরু করলেন। সেকেন্ড বেঞ্চে বসা রাফিয়াকে দাঁড় করিয়ে স্যারের হাতের কলমটি দেখিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন-হাযা কালামুন। বলো তো এটা কি মারেফা নাকি নাকেরা?

اقرأ الآية/ الآيات:

ب	الف
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ বরং এটা মহান কুরআন, (৮৫: ২১)	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। (৮৬: ০১)

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতগুলো কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- মারেফা বা নির্দিষ্ট ইসম ও নাকেরা বা অনির্দিষ্ট ইসম।

উপরের আলিফ অংশে السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ শব্দ দুটির অর্থ হলো আসমানটির ও রাত্রিতে আগমনকারীটি। এগুলো মারেফা বা নির্দিষ্ট ইসম। আবার বা অংশে قُرْآنٌ مَجِيدٌ শব্দ দুটির অর্থ হলো মহান কুরআন। এগুলো নাকেরা বা অনির্দিষ্ট ইসম।

সুতরাং নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার দিক থেকে إسم দুই প্রকার। যথা :

১. الإسم النكرة - অনির্দিষ্ট বিশেষ্য (Indefinite Noun) :
যে إسم দ্বারা অনির্দিষ্ট বা অপরিচিত কোনো ব্যক্তি ও বস্তুর নাম বোঝায়, তাকে الإسم النكرة বলে।

২. الإسم المعرفة - নির্দিষ্ট বিশেষ্য (Definite Noun) :
যে إسم দ্বারা নির্দিষ্ট বা পরিচিত কোনো ব্যক্তি ও বস্তুর নাম বোঝায়, তাকে الإسم المعرفة বলে।

الإسم النكرة চেনার উপায় ২টি :

ক. إسم-এর শুরুতে ال না থাকা;

খ. إسمটি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম (Proper Noun) না হওয়া।

আবার, الإسم المعرفةগুলোর শুরুতে ال যুক্ত হয়েছে; অথবা সেগুলো নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নাম।

الإسم المعرفة চেনার উপায়ও ২টি :

Dhaka University Institutional Repository

ক. إسم -এর শুরুতে ال যুক্ত হওয়া। যথা : ال + رجل = الرجل ; ال + غرفة = الغرفة

খ. নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম (Proper Noun) হওয়া। যথা : عبد الرشيد، فيصل، عمران ।

মনে রাখবেন, নির্দিষ্ট নাম (Proper Noun) এমনিতেই معرفة (নির্দিষ্ট)। তাই তার পূর্বে কখনও ال যুক্ত হয় না। যেমন : الفاطمة (The Fatima) হবে না।

কুরআনে ব্যবহারের উদাহরণ :

قال تعالى: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ؛ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ؛ النَّجْمُ الثَّاقِبُ؛ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ؛ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ؛ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ؛ وقال: يس. والقرآن الحكيم؛ وقال: على صراط مستقيم؛ وقال: اهدنا الصراط المستقيم؛ وقال: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ؛ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ؛ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ؛ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ؛ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ؛ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ؛ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ؛ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ؛ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ.

HW:

এবার উক্ত আরবী অংশ থেকে الإسم النكرة এবং الإسم المعرفة গুলো আলাদা করুন।

قال تعالى: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ؛ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ؛ النَّجْمُ الثَّاقِبُ؛ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ؛ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ؛ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ؛ وقال: يس. والقرآن الحكيم؛ وقال: على صراط مستقيم؛ وقال: اهدنا الصراط المستقيم؛ وقال: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ؛ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ؛ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ؛ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ؛ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ؛ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ؛ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ؛ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ؛ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ.

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

২৩৯	إِذْ যখন (অতীত) When	إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ৩০)	৪৫৪	إِذَا যখন (ভবিষ্যৎ) When	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে। (সূরা আন নাসর/১১০: ০১)
১৯৬	بَعْدَ পরে	بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ এশার নামাজের পর।	৩৩৮	ثُمَّ অতঃপর	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ অতঃপর, তোমরা একেবারে নিশ্চিতভাবে তা দেখবেই।

Dhaka University Institutional Repository

	After	(সূরা আন নূর/২৪: ৫৮)		Therefore	(সূরা আত তাকাসুর/১০২: ০৭)
১৯৭	عِنْدَ নিকট, কাছে Near	عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ নিজেদের রবের কাছ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হচ্ছে। (সূরা আল-ইমরান/০৩: ১৬৯)	১৩৬৭	لِ জন্য, কারন For	فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ অতএব, ধ্বংস (সেইসকল) নামাজিদের জন্য। (সূরা আল মাউন/১০৭: ০৪)

সালাত অনুধাবন অংশ

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ سُورَةُ الْفَاتِحَة

صِرَاطَ	الَّذِينَ	أَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ
(তাঁদের) পথ	যাঁদেরকে	আপনি অনুগ্রহ করেছেন	তাদের প্রতি

صِرَاطَ	الَّذِينَ	أَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ
(তাঁদের) পথ	যাঁদেরকে	আপনি অনুগ্রহ করেছেন	তাদের প্রতি

الْمُسْتَقِيمَ الصِّرَاطَ

সরল পথ

صِرَاطَ	الَّذِينَ	أَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ
(তাঁদের) পথ	যাঁদেরকে	আপনি অনুগ্রহ করেছেন	তাদের প্রতি

তাঁদের পথ

যাঁদের

১০৮০ বার

صِرَاطَ	الَّذِينَ	أَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ
(তাঁদের) পথ	যাঁদেরকে	আপনি অনুগ্রহ করেছেন	তাদের প্রতি

إِنْعَام পুরস্কার

صِرَاطَ	الَّذِينَ	أَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ
(তাঁদের) পথ	যাঁদেরকে	আপনি অনুগ্রহ করেছেন	তাদের প্রতি

عَلَى + هِمْ

তাদের ওপর

<u>শিক্ষণীয়</u>

صِرَاطَ	الَّذِينَ	أَنْعَمْتَ	عَلَيْهِمْ
(তাঁদের) পথ	যাঁদেরকে	আপনি অনুগ্রহ করেছেন	তাদের প্রতি

- নবীগণ

Dhaka University Institutional Repository

- সত্যবাদীগণ
- শহীদগণ
- ন্যায়নিষ্ঠগণ

নবীদের পথ অনুসরণ:
নিজে পালন; প্রচার; আত্মশুদ্ধি; বাস্তবায়ন

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ২৭৯১ বার।

আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৭	তিন প্রকার কালিমার দ্বিতীয় প্রকার- মুযাক্কার, মুয়ান্নাস

গল্প : প্রতিদিন ক্লাস ওয়ার্কের বাইরেও সাব্বির আর সারাকে তাদের হোম টিউটর বাবার জন্য আরো বেশি করে হোম ওয়ার্ক রেডি করতে হয়। সাজ্জাদ সাহেবও বেশ গুরুত্বের সাথে পেপারগুলো চেক করেন। সব ঠিকঠাক থাকলে তিনি বিভিন্ন প্রশংসামূলক বাক্য লিখে ছেলে-মেয়েদের উৎসাহ দেন। সেদিন তাদের দুজনকেই তিনি গতানুগতিক সিলেবাসের বাইরে নিজের দেশ সম্পর্কে আরবীতে স্বরচিত একটা প্যাসেজ লিখতে বলেন। লেখা শেষ হলে খাতা চেক করে তিনি সাব্বিরের খাতায় লিখলেন-**আনতা লাবিবুন** আর সারার খাতায় লিখলেন-**আনতি লাবিবাহ্**। **আনতা লাবিবুন- মুযাক্কার, আনতি লাবিবাহ- মুআন্নাছ**।

المذكر والمؤنث মুযাক্কার ও মুআন্নাছ

اقرأ الآيات:

ج	ب	الف
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي **الْأَرْضِ** قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। وَ**الشَّمْسُ** تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। [36:38]	يَا **مَرْيَمُ** اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং রুকুকারীদের সাথে সেজদা ও রুকু কর। وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ **أُمِّ** مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ আমি মূসার মা-কে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। ----------------------------- فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ **سَاعَةً** ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦١﴾ অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্ত ও বিলম্বিত কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না। قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ **صَفْرَاءُ** মূসা বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا **الْكُبْرَى** ﴿٢٣﴾ এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলির কিছু তোমাকে দেখাই।	وَ**لَعَبْدٌ** مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভালো। ذَٰلِكَ **الْكِتَابُ** لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿11﴾ এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। এটি মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত স্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতগুলো কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- মুযাক্কার ও মুআন্নাছ **المذكر والمؤنث**।

এখানে **الف** অংশে **عَبْدٌ** শব্দটির অর্থ একজন দাস, এটি পুরুষকে বোঝাচ্ছে। যে সকল শব্দ পুরুষকে বোঝায় সেগুলোকে مُذَكَّرٌ বলে। আবার **اَلْكِتَابُ** শব্দটি পুরুষ বোঝায় না। তবে এটির শেষে ة (গোল তা) أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ (আলিফে মাকসুরা) কিংবা أَلِفٌ مَمْدُوْدَدٌ (আলিফে মামদূদা) নেই। ...... এগুলোও مُذَكَّرٌ অর্থাৎ, যে সকল শব্দের শেষে ة (গোল তা) أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ (আলিফে মাকসুরা) কিংবা أَلِفٌ مَمْدُوْدَدٌ (আলিফে মামদূদা) নেই সেগুলোও مُذَكَّرٌ ।

এবার ب অংশে দেখুন, **مَرْيَمُ** ও **أُمٌّ** শব্দ দুটি স্ত্রীলোক বোঝাচ্ছে। যে সকল শব্দ স্ত্রীলোক বোঝায় সেগুলোকে مُؤَنَّثٌ বলে। তবে **سَاعَةٌ** স্ত্রীলোক না বোঝালেও এর শেষে ة (গোল তা) আছে। তেমনি **صَفْرَاءُ** শব্দটি স্ত্রীলোক বোঝাচ্ছে না ঠিকই। তবে এর শেষে أَلِفٌ مَمْدُوْدَدٌ (আলিফে মামদূদা) আছে। আবার **كُبْرَى** শব্দটি স্ত্রীলোক বোঝাচ্ছে না ঠিকই। তবে এর শেষে أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ (আলিফে মাকসুরা) আছে। যে সকল শব্দের শেষে ة (গোল তা) أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ (আলিফে মাকসুরা) কিংবা أَلِفٌ مَمْدُوْدَدٌ (আলিফে মামদূদা) আছে সেগুলোকে مُؤَنَّثٌ বলে। সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে, ة (গোল তা) أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ (আলিফে মাকসুরা) কিংবা أَلِفٌ مَمْدُوْدَدٌ (আলিফে মামদূদা) হলো مُؤَنَّثٌ-এর আলামত বা চিহ্ন।

এবার ج অংশে দেখুন- **اَلْأَرْضُ** ও **اَلشَّمْسُ** শব্দ দুটি স্ত্রীলোক বোঝায় না। আবার এর শেষে ة (গোল তা) أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ (আলিফে মাকসুরা) কিংবা أَلِفٌ مَمْدُوْدَدٌ (আলিফে মামদূদা)ও নেই, অথচ আরবী ভাষায় এগুলোকে مُؤَنَّثٌ রূপে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের শব্দকে مُؤَنَّثٌ مَجَازِيٌّ (মুআন্নাছে মাজাযী বা রূপক মুআন্নাছ) বলে।

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লিঙ্গ ৩ প্রকার-

- পুংলিঙ্গ (Masculine Gender)
- স্ত্রীলিঙ্গ (Feminine Gender)
- ক্লীব লিঙ্গ (Neuter Gender)

আরবী ভাষায় লিঙ্গ দুই প্রকার-

- পুংলিঙ্গ (Masculine Gender/مُذَكَّرٌ)
- স্ত্রীলিঙ্গ (Feminine Gender/مُؤَنَّثٌ)

- স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ চেনার উপায়সমূহ
- ১. শব্দের শেষে গোল তা (ة) (তা মারবুতা) থাকা

একটি বাগান	**جَنَّةٌ**	একজন মহিলা	**اِمْرَأَةٌ**
একটি সাপ	**حَيَّةٌ**	একটি আয়াত	**آيَةٌ**

Dhaka University Institutional Repository

২. শরীরে জোড়া অঙ্গ ●

একটি চোখ	عَيْنٌ	একটি হাত	يَدٌ
একটি কান	أُذُنٌ	একটি পা	قَدَمٌ

● ৩. স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ

একজন খালা	خَالَةٌ	একজন মা	أُمٌّ
		একটি বোন	أُخْتٌ

● ৪. কিছু বিশেষ বস্তু (সাধারণত এগুলো হয় সে জিনিস, যা কোনো কিছু ধারণ করে)

আকাশ	سَمَاءٌ	সূর্য	شَمْسٌ
দোযখ	جَهَنَّمُ	পথ	سَبِيلٌ
বাড়ি	دَارٌ	অন্তর/মন	نَفْسٌ
আগুন	نَارٌ	জান্নাত	جَنَّةٌ

● ♣ আল-কুরআনে স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ অনেক কম ব্যবহার হয়েছে।

● কুরআনের উদাহরণ

নিশ্চয় এটি একটি গাছ (৩৭ : ৬৪)	إِنَّهَا شَجَرَةٌ
নিশ্চয় এটি একটি বাক্য (২৩ : ১০০)	إِنَّهَا كَلِمَةٌ
এটি একটি সাপ (২০ : ২০)	هِيَ حَيَّةٌ
ওটি একটি জান্নাত (১৯ : ৬৩)	تِلْكَ الْجَنَّةُ
এটি জাহান্নাম (৩৬ : ৬৩)	هٰذِهِ جَهَنَّمُ
এটি আমার পথ (১২ : ১০৮)	هٰذِهِ سَبِيلِي
এটি আগুন (৫২ : ১৪)	هٰذِهِ النَّارُ
আর এটি একটি অনুগ্রহ (২৬ : ২২)	وَتِلْكَ نِعْمَةٌ

Dhaka University Institutional Repository

<u>বুঝে নিতে হবে</u>

- লিঙ্গ হিসেবে কালিমা দুই প্রকার- মুযাক্কার ও মুআন্নাছ **المذكر والمؤنث**।
- যে শব্দ পুরুষ বোঝায় কিংবা যে শব্দ ة (গোল তা) أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ (আলিফে মাকসুরা) কিংবা أَلِفٌ مَمْدُوْدَةٌ (আলিফে মামদূদা) থেকে মুক্ত থাকে তাকে مُذَكَّرٌ বলে।
- যে শব্দ স্ত্রীলোক বোঝায় কিংবা যে শব্দ ة (গোল তা) أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ (আলিফে মাকসুরা) কিংবা أَلِفٌ مَمْدُوْدَةٌ (আলিফে মামদূদা) যুক্ত থাকে তাকে مُؤَنَّثٌ বলে।
- ة (গোল তা) أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ (আলিফে মাকসুরা) أَلِفٌ مَمْدُوْدَةٌ (আলিফে মামদূদা) এই তিনটি হলো مُؤَنَّثٌ এর আলামত বা চিহ্ন।
- যে শব্দের শেষে مُؤَنَّثٌ-এর কোনো আলামত নেই এবং স্ত্রীলোকও বোঝায় না, অথচ مُؤَنَّثٌ রূপে ব্যবহৃত হয়। সেগুলোকে مُؤَنَّثٌ مَجَازِيٌّ (মুআন্নাছে মাজাযী বা রূপক মুআন্নাছ) বলে।

কুরআনের উদাহরণ :
বাড়ির কাজ/প্র্যাক্টিস/**HW-** নিচের আয়াতগুলোতে মুযাক্কার মুআন্নাছ চিহ্নিত করুন ও তার কারণ বলুন।

- وَإِذْ قَالَ **مُوسَىٰ** لِقَوْمِهِ - البقرة-54
- إِذْ قَالَتِ **امْرَأَتُ** عِمْرَانَ - آل عمران-35
- **وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ** خَيْرٌ مِنْ **مُشْرِكَةٍ**- البقرة- 221
- **وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ** خَيْرٌ مِنْ **مُشْرِكٍ**- البقرة- 221
- فَلَمَّا رَأَى **الشَّمْسَ** بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي - الأنعام- 78
- كَلَّا إِنَّهَا **تَذْكِرَةٌ**

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

৩০২৬	مِنْ হতে, থেকে From	مِن شَرِّ مَا خَلَقَ তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। (সূরা আল ফালাক্ব/১১৩: ০২)	৪০৪	عَنْ থেকে, প্রতি From	فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ তার দিক থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো। (সূরা আল আবাসা/৮০: ১০)
১৬৩	مَعَ সাথে With	إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ১৫৩)	৫১০	بِ সাথে With	بِاسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামের সাথে। (সূরা আন নামল /২৭: ৩০)

Dhaka University Institutional Repository

১৬৫৮	فِي ভিতরে, মধ্যে In	يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করবে। (সূরা আন নাসর/১১০: ০২)	১৪২৩	عَلىٰ উপরে Upon	صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ তাদের পথ যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছ। (সূরা আল ফাতিহা/১: ৭)

সালাত অনুধাবন অংশ

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

<u>سُورَةُ الْفَاتِحَة</u>

غَيْرِ	الْمَغْضُوبِ	عَلَيْهِمْ
না	(যারা আপনার) ক্রোধ অর্জন করেছে	তাদের (নিজেদের) ওপর

غَيْرِ	الْمَغْضُوبِ	عَلَيْهِمْ
না	(যারা আপনার) ক্রোধ অর্জন করেছে	তাদের (নিজেদের) ওপর

না;
ব্যতীত, তাছাড়া

১৪৭

غَيْرِ	الْمَغْضُوبِ	عَلَيْهِمْ
না	(যারা আপনার) ক্রোধ অর্জন করেছে	তাদের (নিজেদের) ওপর

যে ভুল করেছে অথবা নির্যাতিত হয়েছে।	مَظْلُوم
যে ক্রোধ অর্জন করেছে অথবা যার ওপর কেউ ক্রোধান্বিত হয়েছে।	مَغْضُوب

غَيْرِ	الْمَغْضُوبِ	عَلَيْهِمْ
না	(যারা আপনার) ক্রোধ অর্জন করেছে	তাদের (নিজেদের) ওপর

عَلَى + هِمْ

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ওপর

শিক্ষণীয়:

غَيْرِ	الْمَغْضُوبِ	عَلَيْهِمْ
না	(যারা আপনার) ক্রোধ অর্জন করেছে	তাদের (নিজেদের) ওপর

- যারা জানে কিন্তু করে না।
- তাদের শেষটা একবার ভাবুন (দুনিয়া এবং আখিরাতে); আল্লাহ সব সময়ই তাদের ওপর রাগান্বিত...
- ভাবুন আজকের দিনের যারা মডেল, নায়ক, এবং ... আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে চান যেন তাদেরকে আমরা অনুসরণ না করি।

অনুশীলন

غَيْرِ	الْمَغْضُوبِ	عَلَيْهِمْ
না	(যারা আপনার) ক্রোধ অর্জন করেছে	তাদের (নিজেদের) ওপর

سُورَةُ الْفَاتِحَة

وَلاَ	الضَّآلِّينَ
এবং না (তাদেরও)	যারা পথভ্রষ্ট (না বুঝে)

وَلاَ	الضَّآلِّينَ
এবং না (তাদেরও)	যারা পথভ্রষ্ট (না বুঝে)

وَ + لاَ

না এবং

وَلاَ	الضَّآلِّينَ
এবং না (তাদেরও)	যারা পথভ্রষ্ট (না বুঝে)

ضَالِّين	ضَالّ

وَلاَ	الضَّآلِّينَ
এবং না (তাদেরও)	যারা পথভ্রষ্ট (না বুঝে)

ض ل ل

প্রথম গ্রুপ: যারা জানে কিন্তু মানে না : مَغْضُوب

দ্বিতীয় গ্রুপ: যারা না জানার কারণে পথভ্রষ্ট : ضَالِّين

Dhaka University Institutional Repository

<u>শিক্ষণীয়</u>

وَلَا	الضَّآلِّينَ
এবং না (তাদেরও)	যারা পথভ্রষ্ট (না বুঝে)

- আমরা তাদের মতো না হই, আমাদের কাছে কিতাব থাকার পরও (কারণ আমরা এটা পড়ি না, আর পড়লেও বুঝি না!)
- মনে করুন, তাদেরকে যারা আজ পথভ্রষ্ট এবং আবারও আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুন যেন আমরা তাদের বর্জন করতে পারি।

<u>অনুশীলন</u>

وَلَا	الضَّآلِّينَ
এবং না (তাদেরও)	যারা পথভ্রষ্ট (না বুঝে)

آمين

হে আল্লাহ! কবুল করো।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে মোট ৭৩৩১ বার এসেছে।

আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ এই পর্যন্ত।

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৮	তিন প্রকার কালিমার তৃতীয় প্রকার- বচন বা আ'দদ-মা'দুদ বচন- একবচন বা মুফরাদ, দ্বি-বচন বা মুসান্না, বহুবচন বা জমা

গল্প : জারাকে সাজ্জাদ সাহেব নিয়মিত না পড়ানোর অন্যতম কারণ হচ্ছে- সাব্বির নিজে বেশ গুরুত্বের সাথে ছোট বোনকে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছে। সেদিন সে জারাকে বাংলা ব্যাকরণের বচন পড়াতে গিয়ে বললো বাংলা একবচন, দ্বি-বচন, বহুবচনকে আরবী কাওয়াইদে ওয়াহেদ, তাসনিয়াহ, জমা বলে। কিন্তু আরবীতে ওয়াহেদকে তাসনিয়াহ কিংবা ওয়াহেদকে জমাতে পরিবর্তনের বেশ কিছু নিয়ম রয়েছে। কখনো ওয়াহেদের শেষ অক্ষরকে পরিবর্তন করতে হয় কিংবা কখনো ওয়াহেদের শেষে এক বা একাধিক অক্ষর যোগ করতে হয়।

অধ্যায়-০৮

Number- বচন

مُفْرَدٌ مُثَنًّى جَمْعٌ (মুফরাদ, মুসান্না, জমা)

Singular, Dual, Plural- একবচন, দ্বি-বচন, বহুবচন

তিন প্রকার কালিমার তৃতীয় প্রকার -Number/ اَلْعَدَدُ- বচন- একবচন, দ্বি-বচন, বহুবচন

اقرأ الآية/ الآيات:

ج	ب	الف
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ তারাই হলো সত্যিকার ঈমানদার!	وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ বালকটির ব্যাপার, তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে।	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴿٩٧﴾ যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতগুলো কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- مُفْرَدٌ مُثَنًّى جَمْعٌ

জেনে রাখুন, বচন ও সংখ্যা হিসেবে কালিমা- كَلِمَةٌ তিন প্রকার। উপরের আলিফ অংশে যে مُؤْمِنٌ শব্দটি রয়েছে এটি একজন মুমিনকে বোঝাচ্ছে। এ ধরনের ইসমকে مُفْرَدٌ বা একবচন বলে। অন্যদিকে বা অংশে مُؤْمِنَيْنِ শব্দটি দুইজন মুমিনকে বোঝাচ্ছে। এটি মূলত ছিলো مُؤْمِنَانِ। مُفْرَدٌ বা একবচন শব্দের শেষে আলিফ ও নুন বা ইয়া ও নুন যোগ করে مُثَنَّى

Dhaka University Institutional Repository

বা দ্বি-বচন তৈরি করা হয়। এ ধরনের ইসমকে مُثَنَّى বা দ্বি-বচন বলে। আবার জিম অংশে اَلْمُؤْمِنُوْنَ শব্দটি অনেকজন মুমিনকে বোঝাচ্ছে। এ ধরনের ইসমকে جَمْعٌ বা বহুবচন বলে।

<u>বুঝে নিতে হবেঃ</u>

বচন ও সংখ্যা হিসেবে কালিমা- كَلِمَةٌ তিন প্রকার- جَمْعٌ - مُثَنَّى - مُفْرَدٌ।
যে ইসম এক সংখ্যার কোনো জিনিস বোঝায় তাকে مُفْرَدٌ (মুফরাদ) বলে।
যে ইসম দুই সংখ্যার কোনো জিনিস বোঝায় তাকে مُثَنَّى (মুসান্না) বলে।
যে ইসম দুইয়ের অধিক সংখ্যার কোনো জিনিস বোঝায় তাকে جَمْعٌ (জমা) বা مَجْمُوْعٌ (মাজমু') বলে।

جَمْعٌ-এর নুন সবসময় মাফতুহ বা ফাতহা যুক্ত বা যবর যুক্ত হয়।
মুফরাদের শেষে আলিফ ও নুন বা ইয়া ও নুন যোগ করে مُثَنَّى তৈরি করা হয়। مُثَنَّى-এর নুন সবসময় মাকসুর বা কাসরা যুক্ত বা যের যুক্ত হয়।
বিভিন্নভাবে মুফরাদের পরিবর্তন করে বা মুফরাদের শেষে শুধু দুটি হরফ যোগ করে جَمْعٌ তৈরি করা হয়।

আমরা পরবর্তী দরসে অধ্যয়ন করবো- جَمْعٌ-এর প্রকার, ইনশাআল্লাহ।
কুরআনের উদাহরণ

সে একজন বিশ্বাসী। (৪ : ১২৪)	هُوَ مُؤْمِنٌ
তারাই হলো প্রকৃত মুমিন। (৮ : ৪)	أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদের ভালোবাসেন। (২ : ১৯৫)	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
ওরাই তারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত। (২ : ২৭)	أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
মুমিন নর ও নারীগণ একে অপরের বন্ধু। (৯ : ৭১)	وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষগণ ও নারীগণ এবং মুমিন পুরুষগণ ও নারীগণ। (৩৩ : ৩৫)	إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (৩ : ১০২)	وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ

Dhaka University Institutional Repository

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারিনী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক যিকিরকারী (অধিক কুরআন অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণকারী) পুরুষ ও নারী, এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

(সূরা আহযাব/৩৩: ৩৫)

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

৭৩৬	إِلَى দিকে To	إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই তার দিকেই ফিরে যাবো। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ১৫৬)	১৪২	حَتَّى যতক্ষণ না Until	سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ফজরের উদয় পর্যন্ত। (সূরা আল কদর/৯৭: ০৫)
৬২৮	إِنْ যদি If	إِنْ شَاءَ اللَّهُ যদি আল্লাহ চান। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ৭০)	৫৭৬	أَنْ যে That	أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ সে অস্বীকার করল (যে) সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে। (সূরা আল-হিজর/১৫: ৩১)
১২৯৭	إِنَّ নিশ্চয় Certainly	إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى নিশ্চয়ই তোমাদের চেষ্টা হবে নানামুখী। (সূরা আল লাইল/৯২: ০৪)	২৬৩	أَنَّ নিশ্চয় যে Surely	يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ সে মনে করে যে তার অর্থ-সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করবে। (সূরা আল হুমাযাহ/১০৪: ০৩)

সালাত অনুধাবন অংশ

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

এক নজরে সূরা ফীলের শব্দাবলি

سُوْرَةُ الْفِيْلِ/ **সূরা ফীল**

হস্তীবাহিনী/ সূরা ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

হস্তীবাহিনী, হাতিওয়ালাগণ	أَصْحَابُ الْفِيْلِ
হস্তী, হাতি	الْفِيْلُ
ব্যর্থ বা বানচাল করে দেওয়া	تَضْلِيْل (ض ل ل)
ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি	أَبَابِيْل
ভূষি, তৃণ	عَصْفٌ
চিবানো, ভক্ষণ করা	مَأْكُوْلٌ (ا ك ل)

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ্ তাওফিকদাতা।

সূরার নাম : সূরা ফীল (سُوْرَةُ الْفِيْلِ)

কুরআনের ক্রমধারা: ১০৫

নাযিলের ক্রমধারা : ১৯

আয়াত : ৫

রুকু : ১

নাজিলের প্রকার : মাক্কী।

বিষয়বস্তু : রাসূল সা.-এর জন্মের বছর তথা ৫৭০ কিংবা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ আবরাহা কর্তৃক পবিত্র কাবা ঘর অভিমুখী অভিযান এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি কাবাকে সংরক্ষণ ও আবরাহা বাহিনীকে ধ্বংস করার ঘটনাই এই সূরার বিষয়বস্তু।

সুরার শাব্দিক অর্থ ও সংখ্যাগত পরিসংখ্যান-

তায়াওউজ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

তাসমিয়াহ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/দ্বারা/কাছে	৫১০		

৭	اِسْمِ	اسم (বিশেষ্য)	ইসম	৩৯	২৭৮	৬৬১৭
	اللّٰه	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ্‌	২৭০২		
৮	الرَّحْمٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়াবান	৫৭		
৯	الرَّحِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়ালু	১৮২		
শুধু তাসমিয়াহ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৪৯০		

আয়াত : ১: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
তুমি কি দেখোনি, (কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য আগত) হাতিওয়ালাদের সঙ্গে তোমার প্রতিপালক কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন?

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১০	أ	حرف (অব্যয়)	কি	৪৯৭	২১০৪	৮৭২১
১১	لَمْ	حرف (অব্যয়)	ইয়	৩৪৬		
১২	تَرَ	فعل (ক্রিয়া)	দেখেছ	৩২		
১৩	كَيْفَ	اسم (বিশেষ্য)	কেমন	৮৩		
১৪	فَعَلَ	فعل (ক্রিয়া)	করেছেন	৮৮		
১৫	رَبُّ	اسم (বিশেষ্য)	রব	৯৭০		
১৬	كَ	اسم (বিশেষ্য)	তোমার			
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে	৫১০		
১৭	أَصْحٰبِ	اسم (বিশেষ্য)	হস্তীবাহিনীর	৮৭		
১৮	الْفِيلِ	اسم (বিশেষ্য)	হাতি	১		
শুধু প্রথম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				২৬১৪		

আয়াত : ২ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ

তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেননি?

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	أَ	حرف (অব্যয়)	কি	৪৯৭	৩৯৪৫	১২৬৬৬
	لَمْ	حرف (অব্যয়)	হয়/ না	৩৪৬		
১৯	يَجْعَلْ	فعل (ক্রিয়া)	তিনি করেন	১৫		
২০	كَيْدَ	اسم (বিশেষ্য)	ষড়যন্ত্রকে	২৬		
২১	هُمْ	اسم (বিশেষ্য)	তাদের	৩৭৩৮		
২২	فِيْ	حرف (অব্যয়)	মধ্যে	১৬৫		
২৩	تَضْلِيْلٍ	اسم (বিশেষ্য)	ব্যর্থতায়	১		
শুধু দ্বিতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৪৭৮৮		

আয়াত : ৩ وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
২৪	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০	৫৩৭৩	১৮০৩৯
২৫	اَرْسَلَ	فعل (ক্রিয়া)	পাঠিয়েছেন	১৩০		
২৬	عَلٰى	حرف (অব্যয়)	উপরে	১৪২৩		
	هِمْ	اسم (বিশেষ্য)	তাদের	৩৭৩৮		

Dhaka University Institutional Repository

২৭	طَيْرًا	اسم (বিশেষ্য)	পাখি	১৯		
২৮	اَبَابِيْلَ	اسم (বিশেষ্য)	ঝাঁকে ঝাঁকে	১		
শুধু তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৯১১১		

আয়াত : ৪ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ

তারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করে পোড়ামাটির কঙ্কর।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
২৯	تَرْمِيْ	فعل (ক্রিয়া)	নিক্ষেপ করেছে	৯	৩২৪৩	২১২৮২
	هِمْ	اسم (বিশেষ্য)	তাদের ওপর	৩৭৩৮		
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে	৫১০		
৩০	حِجَارَةٍ	اسم (বিশেষ্য)	কঙ্কর	১০		
৩১	مِّنْ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩২২১		
৩২	سِجِّيْلٍ	اسم (বিশেষ্য)	পোড়ামাটি	৩		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৭৪৯১		

আয়াত : ৫ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ

অতঃপর তিনি তাদেরকে করেছিলেন চিবানো ভুসির মতো।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
৩৩	فَ	حرف (অব্যয়)	অতঃপর		৩৪৪	২১৬২৬
৩৪	جَعَلَ	فعل (ক্রিয়া)	করে দিলেন	৩৪০		

Dhaka University Institutional Repository

	هُمْ	اسم (বিশেষ্য)	তাদের	৩৭৩৮		
৩৫	كَ	حرف (অব্যয়)	মতো			
৩৬	عَصْفٍ	اسم (বিশেষ্য)	ভুসির	৩		
৩৭	مَّأْكُولٍ	اسم (বিশেষ্য)	চিবানো বা ভক্ষিত	১		
শুধু পঞ্চম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৪০৮২		

সূরাটির শিক্ষা :

১। আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার মানে হলো নিজেকে ধ্বংস করা।

২। যুগে যুগে যারাই আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাদের অবস্থা একপর্যায়ে বাদশাহ আবরাহার মতো হয়েছে।

৩। আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না।

৪। কুফুরি শক্তিকে ভয় না পেয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে।

৫। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে বাকিটা আল্লাহর সাহায্যের আশা করতে হবে।

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা : ৭৭৪৩৭, যার মধ্যে মূল শব্দ প্রায় ১৮০০।
আমরা এই সূরায় শিখলাম : ৩৭টি নতুন শব্দ, কুরআনে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি ২১৬২৬ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের ২৭.৯২%।
মাত্র একটি সূরা পড়েই যদি কুরআনের ২৭.৯২% শব্দ শেখা যায়, তাহলে তাকে সহজ না বলে উপায় কি?
মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর কুরআন বোঝা ও আমল করার করার তাওফিক দিন। আমীন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ২৫,২৬৮ বার।

আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ এই পর্যন্ত।

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৯	জমা বা বহুবচনের প্রকার- জমা সালেম, মুকাসসার আরবী বাক্যের প্রকার

গল্প : সাব্বির আর সারা সন্ধ্যায় পড়তে বসলে প্রায়ই একজন আরেকজনকে কঠিন কোনো প্রশ্ন করে আটকাতে চায়। এই আটকানোর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নিজেরা বিভিন্ন প্রশ্ন সংগ্রহ করতে থাকে। সাব্বির আজকে সারাকে জিজ্ঞেস করল- আচ্ছা সারা, তুই তো মনে হয় জমা সালেম আর জমা মুকাসসার সম্পর্কে জানিস কিছু কিছু। কিন্তু আরেকটা জমা আছে যেটার বেশি একটা ব্যবহার হয় না। সেটার একটা উদাহরণ দিই তোকে। যেমন ইমরাআতুন একবচন আর এর বহুবচন হচ্ছে নিসা। এখন বলত ‘নিসা’ কোন জমা? সারা কিছুক্ষণ ভেবেও না পারলে সাব্বির বলে দিলো, এটা হচ্ছে - জমা মিন গায়রে লাফয।

جَمْعٌ-এর প্রকার/ أَقْسَامُ الْجَمْعِ

اقرأ الآية/ الآيات:

ج	ب	الف
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে।	وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ **مُسْلِمُونَ** আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (৩ : ১০২) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী পুরুষগণ ও নারীগণ এবং মুমিন পুরুষগণ ও নারীগণ। (৩৩ : ৩৫)	**رِجَالٌ** لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতগুলো কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- **جَمْعٌ**-এর প্রকার/ **أَقْسَامُ الْجَمْعِ**।

এখানে **الف** অংশে رِجَالٌ শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ লোকেরা বা অনেকগুলো পুরুষ এবং এর একবচন বা মুফরাদ হলো رَجُلٌ। এখন আসুন পাশাপাশি শব্দ দুইটিকে রেখে তুলনা করলে দেখবেন যে, জমা বা বহুবচনের মধ্যে এসে মুফরাদ বা একবচনের রূপ পরিবর্তন হয়ে গেছে। অর্থাৎ, মুফরাদের ওজন ভাঙচুর করে জমা বানানো হয়েছে। এ ধরনের জমাকে جَمْعُ تَكْسِيرٍ (জামউ তাকসীর) বা ভগ্ন বহুবচন বলে।

কুরআনের উদাহরণ

আয়াত	একবচন
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا	একটি মসজিদ **مَسْجِدٌ**

Dhaka University Institutional Repository

আর মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। (২২ : ৪০)	
مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ	একটি মূর্তি تِمْثَالٌ
এ মূর্তিগুলো কী, যার পূজায় তোমরা রত আছো? (২১ : ৫২)	
لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ	একটি মন قَلْبٌ একটি চোখ عَيْنٌ একটি কান أُذُنٌ
তাদের মন আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না; আর তাদের চোখ আছে তা দিয়ে দেখে না; আর তাদের কান আছে তা দিয়ে শোনে না। (৭ : ১৭৯)	

কুরআনের ভগ্ন বহুবচনের কয়েকটি উদাহরণ

অর্থ	বহুবচন	কুরআনে কতবার আছে	অর্থ	একবচন	কুরআনে কতবার আছে
রাসূলগণ	رُسُلٌ	৯৬	একজন রাসূল	رَسُوْلٌ	২৩৬
বহু বই	كُتُبٌ	৪৯	একটি বই	كِتَابٌ	২৫৫
বহু পথ	سُبُلٌ	২৫৫	একটি পথ	سَبِيْلٌ	১৬৬
বহু মানুষ	رِجَالٌ	২৫৫	একজন মানুষ	رَجُلٌ	৯৬
বহু ছেলে	وِلْدَانٌ	৯৬	একটি ছেলে	وَلَدٌ	৪৯
বহু পাহাড়	جِبَالٌ	৪৯	একটি পাহাড়	جَبَلٌ	২৫৫
বহু চোখ	أَعْيُنٌ/عُيُوْنٌ	২৫৫	একটি চোখ	عَيْنٌ	২৫৫
বহু মন	قُلُوْبٌ	২৫৫	একটি মন	قَلْبٌ	

Dhaka University Institutional Repository

বহু মন:ব্যক্তি	أَنْفُسٌ/ نُفُوْسٌ	২৫৫	একটি মন/ব্যক্তি	نَفْسٌ	২৫৫

কিছু কিছু ভগ্ন বহুবচন তানবীন (দুই জবর দুই যের দুই পেশ) গ্রহণ করে না। নিচে তেমন কিছু ভগ্ন বহুবচন দেওয়া হলো-

তানবীন বিহীন ভগ্ন বহুবচনের কয়েকটি

অর্থ	বহুবচন	অর্থ	একবচন
বহু জ্ঞানী	عُلَمَاءُ	একজন জ্ঞানী	عَالِمٌ
বহু নবী	أَنْبِيَاءُ	একজন নবী	نَبِيٌّ
বহু দরিদ্র	فُقَرَاءُ	একজন দরিদ্র	فَقِيْرٌ
বহু ধনী	اَغْنِيَاءُ	একজন ধনী	غَنِيٌّ
বহু মসজিদ	مَسَاجِدُ	একটি মসজিদ	مَسْجِدٌ

অর্থ	বহুবচন	অর্থ	একবচন
বহু বাড়ি	مَسَاكِنُ	একটি বাড়ি	مَسْكَنٌ
বহু মূর্তি	تَمَاثِيْلُ	একটি মূর্তি	تِمْثَالٌ
বহু মেহরাব	مَحَارِيْبُ	একটি মেহরাব	مِحْرَابٌ

منبر

তেমনিভাবে দেখুন, ب অংশের مُسْلِمُوْنَ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো مُسْلِمٌ। এখন পাশাপাশি শব্দ দুইটিকে রেখে তুলনা করলে দেখবেন যে, জমা বা বহুবচনের মধ্যে এসে মুফরাদ বা একবচনের রূপ পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ, মুফরাদের ওজন জমার মধ্যে এসেও ঠিক আছে। শুধু মুফরাদের শেষে (ون)ওয়াও নুন বা (ي ن) ইয়া নুন যোগ করে বানানো হয়েছে। এ ধরনের জমাকে جَمْعُ مُذَكَّرٍ سَالِمٌ (জমা মুজাক্কার সালেম) বা অটুট বহুবচন বলে।

কিছু শব্দের অটুট ও ভগ্ন বহুবচন উভয়ই আছে।

Dhaka University Institutional Repository

একবচন শব্দ	অটুট বহুবচন	ভগ্ন বহুবচন
عَالِمٌ	عَالِمُوْنَ	عُلَمَاءُ
كَافِرٌ	كَافِرُوْنَ	كُفَّارٌ

আবার ج অংশে صَالِحَاتٌ, قَانِتَاتٌ ও حَافِظَاتٌ শব্দ তিনটি জমা বা বহুবচন। এগুলোর মুফরাদ বা একবচন صَالِحَةٌ،قَانِتَةٌ ও حَافِظَةٌ। এখন শব্দগুলোকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে দেখবেন যে, জমা বা বহুবচনের মধ্যে এসে মুফরাদ বা একবচনের রূপ পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ, মুফরাদের ওজন জমার মধ্যে এসেও ঠিক আছে। শুধু মুফরাদের শেষে (ـَات) আলিফ ও তা যোগ করে জমা বানানো হয়েছে। এ ধরনের জমাকে جَمْعُ مُؤَنَّثْ سَالِمٌ (জমা মুআন্নাছ সালেম) বা অটুট বহুবচন (স্ত্রী বাচক) বলে।

কুরআনের উদাহরণ

মুমিন পুরুষগণ ও নারীগণ একে অপরের বন্ধু। (৯ : ৭১)	وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
নিশ্চয় আত্মসমর্পণকারী পুরুষগণ ও নারীগণ এবং মুমিন পুরুষগণ ও নারীগণ। (৩৩ : ৩৫)	إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (৩ : ১০২)	وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

উদাহরণ

একবচন	অটুট বহুবচন
مُسْلِمَةٌ	مُسْلِمَاتٌ
একজন স্ত্রী মুসলিম	স্ত্রী মুসলিমগণ
مُؤْمِنَةٌ	مُؤْمِنَاتٌ
একজন স্ত্রী মুমিন	স্ত্রী মুমিনগণ
كَافِرَةٌ	كَافِرَاتٌ
একজন স্ত্রী কাফির	স্ত্রী কাফিরগণ
عَابِدَةٌ	عَابِدَاتٌ
একজন স্ত্রী ইবাদাতকারী	স্ত্রী ইবাদাতকারীগণ

Dhaka University Institutional Repository

ظَالِمَةٌ	ظَالِمَاتٌ
একজন স্ত্রী যালিম	স্ত্রী যালিমগণ
خَالِدَةٌ	خَالِدَاتٌ
একজন স্ত্রী চিরস্থায়ী	স্ত্রী চিরস্থায়ীগণ
صَابِرَةٌ	صَابِرَاتٌ
একজন স্ত্রী ধৈর্যশীল	স্ত্রী ধৈর্যশীলগণ
صَادِقَةٌ	صَادِقَاتٌ
একজন স্ত্রী সত্যবাদী	স্ত্রী সত্যবাদীগণ

সূরা আল-আহযাবের ৩৫নং আয়াতে বহুবচনসমূহ পাওয়া যায়। যেমন :

বাংলা শব্দ	পুরুষবাচক শব্দ			স্ত্রীবাচক শব্দ	
	একবচন	বহুবচন		একবচন	বহুবচন
মুসলিম	مُسْلِمٌ	مُسْلِمِينَ	مُسْلِمُوْنَ	مُسْلِمَةٌ	مُسْلِمَاتٌ
মুমিন	مُؤْمِنٌ	مُؤْمِنِينَ	مُؤْمِنُوْنَ	مُؤْمِنَةٌ	مُؤْمِنَاتٌ
অনুগত	قَانِتٌ	قَانِتِينَ	قَانِتُوْنَ	قَانِتَةٌ	قَانِتَاتٌ
সত্যবাদী	صَادِقٌ	صَّادِقِينَ	صَادِقُوْنَ	صَادِقَةٌ	صَادِقَاتٌ
ধৈর্যশীল	صَابِرٌ	صَّابِرِينَ	صَّابِرُوْنَ	صَابِرَةٌ	صَابِرَاتٌ
বিনয়াবনত	خَاشِعٌ	خَاشِعِينَ	خَاشِعُوْنَ	خَاشِعَةٌ	خَاشِعَاتٌ
দানশীল	مُتَصَدِّقٌ	مُتَصَدِّقِينَ	مُتَصَدِّقُوْنَ	مُتَصَدِّقَةٌ	مُتَصَدِّقَاتٌ
রোযাদার	صَائِمٌ	صَّائِمِينَ	صَائِمُوْنَ	صَائِمَةٌ	صَائِمَاتٌ
হেফাজাতকারী*	حَافِظٌ	حَافِظِينَ	حَافِظُوْنَ	حَافِظَةٌ	حَافِظَاتٌ
স্মরণকারী**	ذَاكِرٌ	ذَاكِرِينَ	ذَاكِرُوْنَ	ذَاكِرَةٌ	ذَاكِرَاتٌ

*যৌনাঙ্গসমূহের হেফাজাতকারী; ** আল্লাহকে স্মরণকারী।

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

Dhaka University Institutional Repository

“নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারিনী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক যিকিকারী (অধিক কুরআন অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণকারী) পুরুষ ও নারী, এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

(আল-কুরআন, সূরা আহযাব/৩৩ : ৩৫)

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দ ভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

১৪৬	إِنَّمَا শুধু Only	إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ দুনিয়ার এ জীবনটা তো শুধু খেল-তামাশা । (সূরা মুহাম্মাদ/৪৭: ৩৬)	২০০	لَوْ যদি If	لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ আমি যদি এই কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপর নাজিল করতাম। (সূরা আল হাশর/৫৯: ২১)
১৫০	يَا أَيُّهَا/ يَا হে Oh	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ বলে দাও, ‘হে কাফেররা!’ (সূরা আল কাফিরুন/১০৯: ০১)	৪০৯	قَدْ নিশ্চিত অর্থে Verily	قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ নিশ্চিতভাবে সফলকাম হয়েছে মুমিনরা। (সূরা আল মুমিনূন/২৩: ০১)
৮২	أَوَّلٌ প্রথম First	هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ তিনিই প্রথম ও শেষ। (সূরা আল হাশর/৫৭ : ০৩)	৪০	آخِرٌ শেষ Last	لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ তার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহকে এবং শেষ বিচারের দিনে কিছু পেতে চায়। (সূরা আল কিয়ামাহ/৭৫: ২১)

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

একনজরে সূরা কুরাইশের শব্দাবলি

سُوْرَةُ قُرَيْشٍ

<u>সূরা কুরাইশ</u>

সূরা ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

তাদের অভ্যস্ত হওয়া, সুপরিচিত, আসক্তি	إِيْلَافٌ
সফর	رِحْلَةٌ (ر ح ل)
শীতকাল	شِتَاءٌ
গ্রীষ্মকাল	صَيْفٌ

সূরার নাম : সূরা কুরাইশ (سُوْرَةُ قُرَيْشٍ)

কুরআনের ক্রমধারা : ১০৬
নাযিলের ক্রমধারা : ২৯
আয়াত : ৪
রুকু : ১
নাজিলের প্রকার : মাক্কী।
বিষয়বস্তু : কুরাইশদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান করা।

সূরার শাব্দিক অর্থ ও সংখ্যাগত পরিসংখ্যান

তায়াওউজ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১	أَعُوْذُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি আশ্রয় চাই	৭	৬৩৩৯	৬৩৩৯
২	بِ	حرف (অব্যয়)	(সাথে/দ্বারা) কাছে	৫১০		
৩	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৪	مِنَ	حرف (অব্যয়)	হতে/থেকে	৩০২৬		
৫	الشَّيْطٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	শয়তান	৮৮		
৬	الرَّجِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অনেক অভিশপ্ত	৬		
শুধু তায়াওউজ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৬৩৩৮		

তাসমিয়াহ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

Dhaka University Institutional Repository

অসীম দয়াবান ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/দ্বারা/কাছে	৫১০		
৭	اِسْمِ	اسم (বিশেষ্য)	নাম	৩৯	২৭৮	৬৬১৬
	اللهِ	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৮	الرَّحْمٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়াবান	৫৭		
৯	الرَّحِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়ালু	১৮২		
শুধু তাসমিয়াহ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৪৯০		

আয়াত : ১ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ

কুরাইশদের অভ্যাস হওয়ার কারণে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১০	لِ	حرف (অব্যয়)	জন্য	১৩৬৭		
১১	اِيْلٰفِ	اسم (বিশেষ্য)	অভ্যস্ত হওয়া	২		
১২	قُرَيْشٍ	اسم (বিশেষ্য)	কুরাইশদের	১		
শুধু প্রথম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল						

আয়াত : ২ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ

শীত ও গ্রীষ্মে তাদের বিদেশ সফরে অভ্যস্ত হওয়ার (কারণে)।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	اِلٰفِ	اسم (বিশেষ্য)	অভ্যস্ত হওয়া	২	৮৯১১	১৫৫২৭

Dhaka University Institutional Repository

১৩	هِمْ	اسم (বিশেষ্য)	তাদের	৩৭৩৮		
১৪	رِحْلَةَ	فعل (ক্রিয়া)	সফর	১		
১৫	الشِّتَاۤءِ	اسم (বিশেষ্য)	শীত	১		
১৬	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
১৭	الصَّيْفِ	اسم (বিশেষ্য)	গ্রীষ্ম	১		
শুধু দ্বিতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৮৯১৩		

আয়াত : ৩ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ

অতএব, তারা যেন এ গৃহের রবের ইবাদাত করে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১৮	فَ	حرف (অব্যয়)	এতএব	১৯৮৭	৩৩২৮	১৮৮৫৫
১৯	لِيَعْبُدُوْا	فعل (ক্রিয়া)	তারা যেন ইবাদত করে	১২২		
২০	رَبَّ	اسم (বিশেষ্য)	রব বা প্রভু	৯৭০		
২১	هٰذَا	اسم (বিশেষ্য)	এই	২২১		
২২	الْبَيْتِ	اسم (বিশেষ্য)	ঘর	২৮		
শুধু তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৩২৮		

আয়াত : ৪ الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
২৩	الَّذِيْۤ	اسم (বিশেষ্য)	যিনি	৩০৪	৪১০৫	২২৯৬০
২৪	اَطْعَمَ	فعل (ক্রিয়া)	আহার করান	১৩		
	هُمْ	اسم (বিশেষ্য)	তাদেরকে	৩৭৩৮		
২৫	مِّنْ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩২২১		

Dhaka University Institutional Repository

২৬	جُوْعٍ	اسم (বিশেষ্য)	ক্ষুধা	৪		
	وَّ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
২৭	اٰمَنَ	فعل (ক্রিয়া)	নিরাপত্তা দিল	৫৩৭		
	هُمْ	اسم (বিশেষ্য)	তাদেরকে	৩৭৩৮		
	مِّنْ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩২২১		
২৮	خَوْفٍ	اسم (বিশেষ্য)	ভয়	২৬		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				১৮৬০২		

সূরাটির শিক্ষা :
১। মানুষ আল্লাহকে স্বীকার করুক বা না করুক আল্লাহ মানুষকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সর্বদা অনুগ্রহ করছেন।
২। মানুষের উচিত তার প্রভু প্রদত্ত অনুগ্রহকে স্বীকার করা এবং প্রভুর দিকনির্দেশনা মেনে চলা।
৩। সর্বোপরি মানুষকে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে উদ্দেশ্য অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা তথা সার্বক্ষণিক আল্লাহর ইবাদত করা; কারণ আল্লাহই সবাইকে আহার করান ও নিরাপত্তা দেন।

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা : ৭৭৪৩৭, যার মধ্যে মূল শব্দ প্রায় ১৮০০।
আমরা এই সূরায় শিখলাম : ২৮টি নতুন শব্দ, কুরআনে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি ২২৯৬০ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের ২৯.৬%
মাত্র একটি সূরা পড়েই যদি কুরআনের ২৯.৬% শব্দ শেখা যায়, তাহলে তাকে সহজ না বলে উপায় কি?
মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর কুরআন বোঝা ও আমল করার করার তাওফিক দিন। আমীন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ২৩,৯৮৭ বার।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ এই পর্যন্ত।
পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১০	ফে'ল বা ক্রিয়া, ফে'ল বা ক্রিয়ার বাবসমূহ, ফে'ল বা ক্রিয়ার কাল

গল্প : সাব্বির গত মাস থেকে একটা টিউশন শুরু করেছে। ছাত্র তাদের মাদরাসায়ই ক্লাস ফাইভে পড়ে। আজকে সে তাকে বাংলা ব্যাকরণের 'ক্রিয়া' পড়াতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে বললো- আরবীতে ক্রিয়া মানে হলো ফেল। পাশাপাশি সে ছাত্রকে এটাও বললো যে, আরবী কাওয়াইদের ফে'ল বা ক্রিয়ার কর্তাকে বলে ফায়েল আর শব্দমূলকে বলে মাদ্দা এবং ক্রিয়ামূলকে বলে মাসদার।

اقرأ الآية:

আর দাউদ জালুতকে হত্যা করলো। (২ : ২৫১)	وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতটি কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টিহলো- فِعْلٌ/Verb/ ক্রিয়া।

فِعْلٌ

(ক্রিয়া)

বাংলায় যাকে ক্রিয়াপদ, আর ইংরেজিতে যাকে Verb বলে; আরবীতে তাকেই فعل বলে।

উদাহরণ-

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

HW-

নিচের আয়াতাংশ থেকে إسم ও فعل আলাদা করুন।

قال تعالى: فَإِنَّ الجنةَ هِيَ المأْوىٰ؛ وقال: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ؛ وقال: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ؛ اللهُ الصَّمَدُ؛ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ؛ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

Dhaka University Institutional Repository

فِعْلٌ
(ক্রিয়া)

সংজ্ঞা

فِعْلٌ হলো সে শব্দ-

- যার স্বাধীন অর্থ আছে
- যা পরিবর্তনশীল
- যা সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত

বাংলায় যাকে ক্রিয়াপদ, আর ইংরেজিতে যাকে Verb বলে; আরবীতে তাকেই فعل বলে।

উদাহরণ-

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

এবার আসুন নতুন বিষয়ের দিকে -

ক্রিয়াবাচক বাক্য (**Verbal Sentence/اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ**)

আল জুমলাতুল ফেলিয়্যাহ

এবং

ক্রিয়াবিষয়ক সাধারণ তথ্য

ক্রিয়াবাচক বাক্য
(Verbal Sentence/اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ)

সংজ্ঞা

যে বাক্য ক্রিয়া দিয়ে শুরু হয় তাকে ক্রিয়াবাচক বাক্য বলে। যেমন :

আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন।	خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ
আর দাউদ জালুতকে হত্যা করলো (২ : ২৫১)	وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ
বাক্য দুটি خَلَقَ ও قَتَلَ ক্রিয়া দিয়ে শুরু হয়ছে। তাই, বাক্য দুটি ক্রিয়াবাচক বাক্য বা **Verbal Sentence** বা اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ	

Dhaka University Institutional Repository

অংশসমূহ ও তার গঠন

১. কর্তা (فَاعِلٌ, ফায়েল কর্মী, **Subject, Doer)**

- ক্রিয়াবাচক বাক্যে, যে কাজটি করে তাকে কর্তা, فَاعِلٌ, কর্মী, Subject বা Doer বলে।

আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ
এ বাক্যে আল্লাহ কর্তা	

- কর্তা সবসময় মারফূ বা পেশযুক্ত (কর্তৃবাচক) হয়

আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ

- ক্রিয়াকে 'কে', 'কি' দিয়ে প্রশ্ন করলে কর্তা কে তা জানা যায়।
- কর্তা (ফায়েল) নাউন হতে পারে বা সর্বনাম আকারে ফেয়েলের ভেতরে লুক্কায়িত থাকতে পারে।

আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ
এ বাক্যে কর্তা নাউন	

২. (প্রত্যক্ষ) কর্ম **(Object/مَفْعُوْلٌ بِهِ)** মাফউলুন বিহি

- কর্তার কাজ দ্বারা যা সৃষ্টি, তৈরি, প্রণয়ন বা সংঘটিত হয় তাকে প্রত্যক্ষ কর্ম বলে

আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ
এ বাক্যে الْأَرْضَ প্রত্যক্ষ কর্ম مَفْعُوْلٌ بِهِ	

- কর্ম সকল সময় মানসূব যবর যুক্ত (কর্মবাচক) হয়
- ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে প্রত্যক্ষকর্ম কোনটি তা জানা যায়

বাক্যে একটি ফেয়েল একটি ফায়েল একটি মাফউলুন বিহি থাকে।

৩. শব্দ বিন্যাস **(Order of Words)**

ক্রিয়া বাচক বাক্যে যখন কর্তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে তখন সাধারণত ক্রিয়া (فِعْلٌ) প্রথমে আসে তারপর কর্তা (فَاعِلٌ/ Subject) আসে এবং শেষে বাক্যের বাকি অংশ তথা কর্ম (مَفْعُوْلٌ بِهِ/Object) আসে-

আল্লাহ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন।	خَلَقَ اللهُ الْأَرْضَ

Dhaka University Institutional Repository

আর দাউদ জালুতকে হত্যা করলো। (২ : ২৫১)	وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ

ক্রিয়াবিষয়ক সাধারণ তথ্য

শব্দমূল: مَادَّةٌ মা_দ্দা **Root Word**

শব্দের মূল অক্ষর সমূহকে শব্দমূল (مَادَّةٌ) বলে। যেমন :

শব্দ	মূল অক্ষরসমূহ
كِتَابٌ	ك, ت, ب
اَلْحَمْدُ	ح, م, د
فَعَلَ	ف, ع, ل
اَلْعَالَمِينَ	ع, ل, م

মূল অক্ষর সংখ্যা

- আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল অক্ষর ৩টি বা ৪টি
- অধিকাংশ আরবী ক্রিয়ার মূল অক্ষর তিনটি, পবিত্র কুরআনেও অধিকাংশ ক্রিয়ার মূল অক্ষর তিনটি।

ক্রিয়ামূল **(مَصْدَرٌ)**

যে শব্দ থেকে ক্রিয়ার উৎপত্তি তাকে ক্রিয়ামূল (مَصْدَرٌ) বলে। যেমন :

ক্রিয়া	ক্রিয়ামূল
فَعَلَ	اَلْفِعْلُ
نَصَرَ	اَلنَّصْرُ
ضَرَبَ	اَلضَّرْبُ
سَمِعَ	اَلسَّمْعُ

মূলক্রিয়া **(مُجَرَّدٌ)** মুজাররাদ

- ক্রিয়ার সবচেয়ে সহজ রূপটিকে 'মূলক্রিয়া' (مُجَرَّدٌ) বলে
- এ রূপে শুধু শব্দের মূল অক্ষরসমূহ থাকে

Dhaka University Institutional Repository

- ক্রিয়ার সবচেয়ে সহজ রূপটি হলো- অতীত কালের, পুং লিঙ্গের, নামপুরুষের একবচন (3rd. Person Singular Number)।

সে (পুং) সৃষ্টি করেছে	خَلَقَ
সে (পুং) সাহায্য করেছে	نَصَرَ
সে (পুং) মেরেছে	ضَرَبَ
সে (পুং) শুনেছে	سَمِعَ

- তিন অক্ষরবিশিষ্ট ক্রিয়ার মূলক্রিয়ার (مُجَرَّدٌ) প্রথম ও শেষ অক্ষরে জবর থাকে।
- আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল অক্ষর ৩টি বা ৪টি।
- মাজিদ ফিহি হলো যাতে ক্রিয়ার মূল অক্ষরের সাথে আরো অতিরিক্ত হরফ আছে। যেমন : يَفْتَحُ

তিন অক্ষরবিশিষ্ট ক্রিয়ার মূল রূপসমূহ

তিন অক্ষরবিশিষ্ট ক্রিয়ার মূলরূপ হলো ৫টি-

অতীতকালের অর্থ	রূপ নং	বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল	অতীতকাল
সে খুলেছে	১ নং রূপ	(يَفْتَحُ)	فَتَحَ
সে সাহায্য করেছে	২ নং রূপ	(يَنْصُرُ)	نَصَرَ
সে মেরেছে	৩ নং রূপ	(يَضْرِبُ)	ضَرَبَ
সে শুনেছে	৪ নং রূপ	(يَسْمَعُ)	سَمِعَ
সে সম্মানিত হয়েছে	৫ নং রূপ	(يَكْرُمُ)	كَرُمَ

মূল ক্রিয়া থেকে অন্য শব্দ তৈরি হওয়ার পদ্ধতি

- মূল ক্রিয়ার সাথে অতিরিক্ত অক্ষর, হরকত ও প্রতীক যোগ বা পরিবর্তন করে অন্য শব্দ তৈরি হয়।
- অতিরিক্ত অক্ষর, হরকত ইত্যাদি যুক্ত করার ক্ষেত্রসমূহ এবং পরিবর্তিত অর্থ

মূল ক্রিয়া	মূল ক্রিয়ার অর্থ	পরিবর্তিত রূপ	পরিবর্তিত রূপের অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

فَتَحَ	সে খুলেছে		
فَتَحَ	"	فَتَحُوْا	তারা খুলেছে
فَتَحَ	"	فَتَحْتَ	তুমি খুলেছো
فَتَحَ	"	فَتَحْتُ	আমি খুলেছি
فَتَحَ	"	يَفْتَحُ	সে খুলছে/খুলবে
فَتَحَ	"	اِفْتَحْ	তুমি খুলো
فَتَحَ	"	تَفْتَحُ	তুমি খুলছো
فَتَحَ	"	اَفْتَحُ	আমি খুলছি/খুলবো
فَتَحَ	"	فَاتِحٌ	যে খোলে
فَتَحَ	"	مَفْتُوحٌ	যেটি খোলা হয়

- মূল অক্ষরের সাথে যোগ করার জন্য যে অক্ষরসমূহ ব্যবহার করা হয় তা হলো-

ل	س	ة	ت	ا	أ
	ي	و	ه	ن	م

ة বাদে অক্ষরসমূহ উপস্থিত আছে নিম্নের বাক্যটির মধ্যে-

سَأَلْتُمُوْنِيْهَا সা আল তু মু নি_হা

(তুমি আমাকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলে)

ক্রিয়ার কাল

- ক্রিয়ার কাজ সংঘটিত হওয়ার সময়কে 'কাল' (Tense) বলে
- ক্রিয়ার 'কাল' তিন প্রকার- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
- আরবী ভাষায়-
  - ◆ অতীত কালকে مَاضِي মাদি/মাজি বলে (যে কাজ শেষ হয়ে গেছে)
  - ◆ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালকে (ও অভ্যাস) মুজারে'/মুদারে مُضَارِع বলে (যে কাজ এখনও শেষ হয়নি)।

ক্রিয়ার ধাতুরূপ সীগাহ (**صِيْغَة/Conjugate)**

নির্দিষ্ট কালে ক্রিয়ার একবচন, দ্বি-বচন ও বহুবচনের পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গের বিভিন্ন রূপকে ক্রিয়ার ধাতুরূপ (**صِيْغَة**) সীগাহ বলে।

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/ আরবী অভিধান অংশ

৯৭০	رَبٌّ রব, প্রভু Lord	رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا হে আমার প্রভু, আমার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা ত্বহা/২০: ১১৪)	৫৭	رَحْمٰنٌ দয়ালু Most Beneficient	قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ آمَنَّا بِهِ বলুন, ‘তিনি অসীম দয়ালু, আমরা তাঁর ওপর ঈমান আনলাম’। (সূরা আল মুলক/৬৭: ২৯)
৯১	غَفُوْرٌ ক্ষমাশীল Forgiving	إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ১৭৩)	৯৭	حَكِيْمٌ প্রজ্ঞাবান Wise	إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান। (সূরা আদ দাহর/৭৬: ৩০)
৭৪	كَثِيْرٌ অনেক A lot of	فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ (যিনি) অনেক মুমিন বান্দার ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (সূরা আন আন নামল/২৭: ১৫)	১৮২	رَحِيْمٌ দয়াময় Merciful	فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ অবশ্যই তোমাদের মালিক স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আন নাহল/১৬: ৪৭)

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

এক নজরে সূরা মাউনের শব্দাবলি

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

সূরা মা'উন

সাধারণ ব্যবহারের জিনিস

সূরা ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়, ধাক্কা দেয়	يَدُعُّ (د ع ع)
অবহেলা করে, উদাসীন ভাব প্রদর্শন করে	سَاهُوْنَ
সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস, ছোটখাটো সাহায্য দান	مَاعُوْنَ

সূরার নাম : সূরা মাউন (سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ)

কুরআনের ক্রমধারা : ১০৭
নাজিলের ক্রমধারা : ১৭
আয়াত : ৭
রুকু : ১
নাজিলের প্রকার : কারো মতে মাক্কী, আবার কারো মতে মাদানী (যেহেতু এখানে লোকদেখানো মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে।)
বিষয়বস্তু : আখিরাতের প্রতি ঈমান না আনলে মানুষের মধ্যে কোন ধরনের নৈতিকতা জন্ম নেয় তা বর্ণনা করাই সূরাটির মূল বিষয়বস্তু।

সূরার শাব্দিক অর্থ ও সংখ্যাগত পরিসংখ্যান

তায়াওউজ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১	أَعُوْذُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি আশ্রয় চাই	৭	৬৩৩৯	৬৩৩৯
২	بِ	حرف (অব্যয়)	(সাথে/দ্বারা) কাছে	৫১০		
৩	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ্	২৭০২		
৪	مِنَ	حرف (অব্যয়)	হতে	৩০২৬		
৫	الشَّيْطٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	শয়তান	৮৮		
৬	الرَّجِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অনেক অভিশপ্ত	৬		
শুধু তায়াওউজের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৬৩৩৮		

তাসমিয়াহ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
অসীম দয়াবান ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/দ্বারা/কাছে	৫১০	২৭৮	৬৬১৬
৭	اِسْمِ	اسم (বিশেষ্য)	নাম	৩৯		
	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৮	الرَّحْمنِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়াবান	৫৭		
৯	الرَّحِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়ালু	১৮২		
শুধু তাসমিয়ার শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৪৯০		

আয়াত : ১ أَرَأَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ

তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে?

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১০	أ	حرف (অব্যয়)	কি		৪৩৯	৭০৫৫
১১	رَأَيْتَ	فعل (ক্রিয়া)	তুমি দেখেছ	৬৫		
	الَّذِىْ	اسم (বিশেষ্য)	তাকে, যে	৩০৪		
১২	يُكَذِّبُ	فعل (ক্রিয়া)	মিথ্যা বলে	২৮২		
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/ দ্বারা	৫১০		
১৩	الدِّيْنِ	اسم (বিশেষ্য)	বিচার দিবসকে	৯২		
শুধু প্রথম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				১২৫৩		

আয়াত : ২ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ

সে সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয়।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল

Dhaka University Institutional Repository

১৪	فَ	حرف (অব্যয়)	অতঃপর			
১৫	ذٰلِكَ	اسم (বিশেষ্য)	সেই	৪২৬		
	اَلَّذِى	اسم (বিশেষ্য)	যেই	৩০৪		
১৭	يَدُعُّ	فعل (বিশেষ্য)	গলা ধাক্কা দেয়	২	৪৫১	৭৫০৬
১৮	اَلْيَتِيْمَ	اسم (বিশেষ্য)	এতিমকে	২৩		
শুধু দ্বিতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৭৫৫		

আয়াত : ৩ وَلَا يَحُضُّ عَلَي طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১৯	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
২০	لَا	حرف (অব্যয়)	না	১৭৩২		
২১	يَحُضُّ	فعل (ক্রিয়া)	উৎসাহিত করে	২		১৪৪৭৬
২২	عَلَي	حرف (অব্যয়)	উপরে	১৪২৩		
২৩	طَعَامِ	اسم (বিশেষ্য)	খাদ্য	২	৬৯৭০	
২৪	الْمِسْكِيْنِ	اسم (বিশেষ্য)	মিসকিনদের	১১		
শুধু তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৬৯৭০		

আয়াত : ৪ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ

অতএব, ধ্বংস সে সব নামাজির।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	فَ	حرف (অব্যয়)	অতঃপর			
২৫	وَيْلٌ	اسم (বিশেষ্য)	ধ্বংস	৪০	৪২	১৪৫১৮

Dhaka University Institutional Repository

	ل	حرف (অব্যয়)	জন্য	১৩৬৭		
২৬	الْمُصَلِّيْنَ	اسم (বিশেষ্য)	নামাজিদের	২		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				১৪০৯		

আয়াত : ৫ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

অর্থ : যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে বেখবর।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
২৭	اَلَّذِيْنَ	اسم (বিশেষ্য)	যারা	১০৭৩	১৬২২	১৬১৪০
	هُمْ	اسم (বিশেষ্য)	তারা	৩৭৩৮		
২৮	عَنْ	حرف (অব্যয়)	হতে	৪৬৪		
২৯	صَلَاةْ	اسم (বিশেষ্য)	নামাজ	৮৩		
	هِمْ	اسم (বিশেষ্য)	তাদের	৩৭৩৮		
৩০	سَاهُوْنَ	اسم (বিশেষ্য)	উদাসীন	২		
শুধু পঞ্চম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৯০৯৮		

আয়াত : ৬ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ

যারা তা লোকদেখানোর জন্য করে ।

নতুন শব্দের	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের	মোট নতুন শব্দের

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নম্বর					পুনরাবৃত্তির যোগফল	পুনরাবৃত্তির যোগফল
	اَلَّذِيْنَ	اسم (বিশেষ্য)	যারা	১০৭৩	২	১৬১৪২
	هُمْ	اسم (বিশেষ্য)	তারা	৩৭৩৮		
৩১	يُرَآءُوْنَ	فعل (ক্রিয়া)	লোক দেখায়	২		
শুধু ষষ্ঠ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৪৮১৩		

আয়াত : ৭ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দিতে বারণ করে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০	১৮	১৬১৬০
৩২	يَمْنَعُوْنَ	فعل (ক্রিয়া)	নিষেধ করে	১৭		
৩৩	اَلْمَاعُوْنَ	اسم (বিশেষ্য)	নিত্য ব্যবহার্য জিনিস	১		
শুধু সপ্তম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৮১৮		

সূরাটির শিক্ষা :

১। বিচার দিবসকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে।

২। ইয়াতীম ও মিসকিনদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা যাবে না।

৩। মিসকিন তথা দরিদ্রদেরকে খাদ্য দানে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৪। নামাজের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া যাবে না।

৫। লোকদেখানোর জন্য কোন ইবাদতই করা যাবে না।

৬। নিত্য ব্যবহার্য ছোটখাটো জিনিসগুলো অন্যকে প্রদান করত এটা করতে অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৭।.........

৮। ....

(......... স্থানে অত্র সূরা থেকে আপনার মনে হওয়া শিক্ষাগুলো বসিয়ে নিন।)

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা : ৭৭৪৩৭, যার মধ্যে মূল শব্দ প্রায় ১৮০০।

আমরা এই সূরায় শিখলাম : ৩৩টি নতুন শব্দ, কুরআনে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি ১৬১৬০ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের ২০.৮%

মাত্র একটি সূরা পড়েই যদি কুরআনের ২০.৮% শব্দ শেখা যায়, তাহলে তাকে সহজ না বলে উপায় কি? মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর কুরআন বোঝা ও আমল করার করার তাওফিক দিন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ১৭,৩২৮ বার।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**
পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১১	হরফ বা অব্যয় Preposition/ অব্যয় (حَرْفٌ/Particle) অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ- হুরুফুল জর- Preposition অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ- হুরুফুল আ'তফ- Conjunction

গল্প : সাজ্জাদ সাহেব আজ প্রায় দুই বছর সপ্তাহে চার দিন ছেলে-মেয়েদেরকে কুরআনের তাফসির শিক্ষা দেন। তাঁর পড়ানোর নিয়মটা হচ্ছে, প্রথমে চার-পাঁচটা আয়াত তিলাওয়াত করবেন। তারপর সেগুলোর অনুবাদ আর ব্যাখ্যা বলেন। পাশাপাশি তিনি সাব্বির আর সারাকে কুরআনের আয়াত থেকে কাওয়াইদের বিভিন্ন প্রশ্নও করে থাকেন। যেমন আজকে সূরা নাহলের ১২৮ নং আয়াত পড়াতে গিয়ে তিনি সাব্বিরকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইন্নাল্লাহা মায়া'ল্লাযিনাত্তাক্বাও ওয়াল্লাযিনা হুম মুহসিনুন" এই আয়াতের 'ওয়াও'টি কোন প্রকারের হরফ? সাব্বির কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিলো, এটি হরফে আ'তফ।

اقرأ الآية:

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; যিনি জগৎসমূহের রব। (০১: ০১)	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতটি কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- হরফ বা অব্যয় Preposition/ অব্যয় (حَرْفٌ/Particle).

لِلَّهِ-এর لِ হলো একটি হরফ বা অব্যয় Preposition/ অব্যয় (حَرْفٌ/Particle).

حَرْفٌ

(অব্যয়)

বাংলায় যাকে অব্যয় পদ আর ইংরেজিতে যাকে Preposition বলে; আরবীতে তাকেই حرف বলে।

Preposition (حُرُوْفُ الْجَرِّ)

আরবীতে ১৭টি حُرُوْفُ الْجَرِّ রয়েছে। আমরা তার মধ্যে ৭/৮টি পড়ব ইনশাআল্লাহ । যেমন :

(১) بِ - দ্বারা, মাধ্যমে, র, এর (in): আমরা এর কিছু ব্যবহার নিচে লক্ষ করি।

بِهٖ - তার দ্বারা
بِهِمْ - তাদের দ্বারা
بِكَ - তোমার দ্বারা
بِكُمْ - তোমাদের দ্বারা
بِيْ - আমার দ্বারা
بِنَا - আমাদের দ্বারা

(২) فِيْ - দ্বারা, মাধ্যমে, র, এর (in): আমরা এর কিছু ব্যবহার নিচে লক্ষ করি।

Dhaka University Institutional Repository

فِيْهِ - তার মধ্যে
فِيْهِمْ - তাদের মধ্যে
فِيْكَ - তোমার মধ্যে
فِيْكُمْ - তোমাদের মধ্যে
فِيْ لِيْ - আমার মধ্যে
فِيْنَا - আমাদের মধ্যে

যেমন : فِي دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا (দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে)
أَفْوَاجًا - দলে দলে   فَوْجٌ - একটি দল।

কুরআনে বেশি ব্যবহার হওয়া অব্যয়সমূহ

অব্যয়ের অর্থ	অব্যয় ও তা কুরআনে কতবার এসেছে
দ্বারা, তে, নিকট, সহিত	بِ (৫১০) *
জন্য, এই কারণে	لِ (১৩৬৭)
দিকে, অভিমুখে	إِلَى (৭৬৩)
উপরে, ব্যাপারে, বিরুদ্ধে	عَلَى (১৪২৩)
মধ্যে, ব্যাপারে ভেতরে	فِيْ (১৬৫৮)
এর, হইতে	مِنْ (৩০২৬)
পর্যন্ত, তখন অবধি যখন... ...	حَتّٰى (১৪২)
হইতে, ব্যাপারে	عَنْ (৪০৪)
সহিত	مَعَ (১৬৩)
সহিত, নিকট	لَدُنْ (১৮)
সহিত, নিকট	لَدَى (২২)
মতো, অনুরূপ	كَ
কসম অর্থে	وَ
কসম অর্থে	تَ

Dhaka University Institutional Repository

*Reference:

قائمة معجمية بألفاظ القرآن الكريم ودرجات تكرارها - محمد حسين أبو الفتوح

উদাহরণ :

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

حَرْفٌ হলো সে শব্দ যা:যার-

- পরনির্ভর অর্থ প্রকাশক
- অপরিবর্তনশীল
- সময়ের সাথে সম্পর্ক নেই

বাংলায় যাকে অব্যয় পদ, আর ইংরেজিতে যাকে Preposition বলে; আরবীতে তাকেই حرف বলে।

অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

অব্যয় চার শ্রেণিতে বিভক্ত-

১. সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Prepositions/حُرُوْفُ الْجَرِّ) হুরুফুল জর।

২. সংযোজক অব্যয় (Conjunctions/حُرُوْفُ الْعَطْفِ/حُرُوْفُ الشَّرْطِ) হুরুফুল আ'তফ/ হুরুফুশ শর্ত।

৩. আবেগসূচক অব্যয় (Interjections/ حُرُوْفُ النِّدَاء) হুরুফুন নিদা।

৪. ক্রিয়া বিশেষণ (Adverbs/أَوْصَافُ الْفِعْلِ) আওসাফুল ফেয়ে'ল।

ইংরেজিতে **Parts of Speech**-এর মতো আরবীতেও আছে **Parts of Speech**

1. **Noun-** إِسْمٌ ইসম
2. **Pronoun-** ضَمِيْرٌ যমীর
3. **Adjective-**صِفَةٌ/نَعْتٌ না'ত/সিফাত
4. **Verb-**فِعْلٌ ফেয়েল
5. **Adverb-**أَوْصَافُ الْفِعْلِ আওসাফুল ফেয়েল
6. **Preposition-**حُرُوْفُ الْجَرِّ হুরুফুল জর

7. Conjunction- حُرُوْفُ الْعَطْفِ/ حُرُوْفُ الشَّرْطِ হুরুফুল আ'তফ/ হুরুফুশ শর্ত

8. Interjection-حُرُوْفُ النِّدَاءِ হুরুফুন নিদা

সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Prepositions/حُرُوْفُ الْجَرِّ)

(জার-মাজরূর)

সংজ্ঞা

যে অব্যয় বিশেষ্য বা মাজরূর (সম্বন্ধবাচক) সর্বনামের পূর্বে বসে বাক্যের অন্য শব্দের সাথে (বিশেষত ক্রিয়ার সাথে) তাদের সম্বন্ধ (উপরে, নীচে, মধ্যে, দিকে, সাথে, হইতে, সামনে, পেছনে ইত্যাদি) প্রকাশ করে এবং বিশেষ্যের শেষ অক্ষরে যের প্রদান করে (বিশেষ্যকে মাজরূর তথা সম্বন্ধবাচক রূপে রূপান্তরিত করে) তাদের সম্বন্ধসূচক অব্যয় (حُرُوْفُ الْجَرِّ) বলে।

শ্রেণিবিভাগ

ক. যুক্ত (Attached)

যেগুলো অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

খ. বিযুক্ত (Detached)

যেগুলো অন্য শব্দের সাথে যুক্ত না হয়ে তথা আলাদা থেকে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

আল-কুরআনে অধিক ব্যবহার হওয়া যুক্ত সম্বন্ধসূচক অব্যয়সমূহ

অব্যয়ের অর্থ	অব্যয় ও কুরআনে কতবার এসেছে
দ্বারা, তে, নিকট, সহিত	بِ (৫১০)
জন্য, এই কারণে	لِ (১৩৬৭)
মতো, অনুরূপ	كَ
কসম অর্থে	وَ
কসম অর্থে	تَ

যুক্ত সম্বন্ধসূচক অব্যয় ব্যবহারের সাধারণ উদাহরণ

<table>
<tr><th colspan="5">জার-মাজরূর
Preposition Phrase</th><th>জার
সম্বন্ধসূচক অব্যয়
Preposition</th></tr>
<tr><td>بِقَلَمٍ</td><td>=</td><td>قَلَمٌ</td><td>+</td><td>بِ</td><td rowspan="4">بِ
সাথে/দ্বারা/মধ্যে</td></tr>
<tr><td>একটি কলম দ্বারা</td><td>=</td><td>একটি কলম</td><td>+</td><td>দ্বারা</td></tr>
<tr><td>بِالْقَلَمِ</td><td>=</td><td>اَلْقَلَمُ</td><td>+</td><td>بِ</td></tr>
<tr><td>কলমটির দ্বারা</td><td>=</td><td>কলমটি</td><td>+</td><td>দ্বারা</td></tr>
</table>

Dhaka University Institutional Repository

بِسْمِ	=	اِسْمٌ	+	بِ	
একটি নামের সাথে	=	একটি নাম	+	সাথে	
بِالْبَيْتِ	=	اَلْبَيْتُ	+	بِ	
বাড়িটির মধ্যে	=	বাড়িটি	+	মধ্যে	
لِلّٰهِ	=	اَللّٰهُ	+	لِ	
আল্লাহর জন্য	=	আল্লাহ	+	জন্য	لَ/لِ জন্য
لِلْكِتَابِ	=	اَلْكِتَابُ	+	لِ	
বইটির জন্য	=	বইটি	+	জন্য	

যুক্ত সম্বন্ধসূচক অব্যয় ব্যবহারের কুরআনের উদাহরণ

আল্লাহর নামের সহিত যিনি মহা দয়ালু ও পরম করুণাময়।	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
সময়ের কসম (১০৩ : ১)	وَالْعَصْرِ
আল্লাহর জন্য যা কিছু আছে পৃথিবীতে। (২ : ২৮৪)	لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন। (২ : ২২)	الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا
সুতরাং তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর। (১০৮ : ২)	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

ব্যাকরণ

১. যখন لِ কোনো যুক্ত সর্বনামের সাথে যুক্ত হয় তখন لَ এ পরিবর্তিত হয়।

যেমন : لَهَا, لَهُ, لَكَ ইত্যাদি। ব্যতিক্রম لِيْ

২. নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ–এর পূর্বে لِ বসলে اَلْ-এর আলিফ বাদ পড়ে যায়। যেমন :

মানুষের জন্য	لِ+اَلنَّاسُ=لِلنَّاسِ
রাসুলের জন্য	لِ+اَلرَّسُوْلُ=لِلرَّسُوْلِ

৩. لদিয়ে শুরু হওয়া শব্দের পূর্বে لِ বসলে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ বাদ দেওয়া হয়। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

রাতটির জন্য	لِ+اَلْ+لَيْلٌ=لِلَّيْلِ

বিভিন্ন প্রকারের সমাপ্তি ধারণকারী বিযুক্ত সম্বন্ধসূচক অব্যয় ব্যবহারের সাধারণ উদাহরণ

জার-মাজরূর Preposition Phrase					জার সম্বন্ধসূচক অব্যয় Preposition
عَلٰى مَكْتَبٍ	=	مَكْتَبٌ	+	عَلٰى	
একটি টেবিলের ওপর	=	একটি টেবিল	+	ওপর	
عَلَى الْمَكْتَبِ	-	اَلْمَكْتَبُ	+	عَلٰى	
টেবিলটির ওপর	=	টেবিলটি	+	ওপর	
عَلٰى رَسُوْلٍ	=	رَسُوْلٌ	+	عَلٰى	عَلٰى ওপর
একজন রাসূলের ওপর	=	একজন রাসূল	+	ওপর	
عَلَى الرَّسُوْلِ	-	اَلرَّسُوْلُ	+	عَلٰى	
রাসূলটির ওপর	=	রাসূলটি	+	ওপর	
اِلٰى مَسْجِدٍ	=	مَسْجِدٌ	+	اِلٰى	
একটি মসজিদের দিকে	=	একটি মসজিদ	+	দিকে	
اِلَى الْمَسْجِدِ	-	اَلْمَسْجِدُ	+	اِلٰى	
মসজিদটির দিকে	=	মসজিদটি	+	দিকে	
اِلٰى بَيْتٍ	-	بَيْتٌ	+	اِلٰى	اِلٰى দিকে
একটি বাড়ির দিকে	=	একটি বাড়ি	+	দিকে	
اِلَى الْبَيْتِ	=	اَلْبَيْتُ	+	اِلٰى	
বাড়িটির দিকে	=	বাড়িটি	+	দিকে	

জার-মাজরূর Preposition Phrase	জার সম্বন্ধসূচক অব্যয় Preposition

Dhaka University Institutional Repository

فِيْ بَيْتٍ	-	بَيْتٌ	+	فِيْ	فِيْ মধ্যে
একটি বাড়ির মধ্যে	=	একটি বাড়ি	+	মধ্যে	
فِيْ الْبَيْتِ	-	اَلْبَيْتُ	+	فِيْ	
বাড়িটির মধ্যে	=	বাড়িটি	+	মধ্যে	
مِنْ مَسْجِدٍ	-	مَسْجِدٌ	+	مِنْ	مِنْ হইতে:থেকে
একটি মসজিদ হইতে	=	একটি মসজিদ	+	হইতে	
مِنَ الْمَسْجِدِ	=	اَلْمَسْجِدُ	+	مِنْ	
মসজিদটির থেকে	=	মসজিদটি	+	থেকে	
مِنْ بَيْتٍ		بَيْتٌ		مِنْ	
একটি বাড়ির থেকে		একটি বাড়ি		থেকে	
مِنَ الْبَيْتِ		اَلْبَيْتُ		مِنْ	
বাড়িটির থেকে		বাড়িটি		থেকে	

কুরআন মাজিদে উপস্থিতির সংখ্যা

১৩৬৭	لِ
৩০২৬	مِنْ

৪০৪	عَنْ
১৬৩	مَعَ
১৯৭	عِنْدَ

বিভিন্ন প্রকারের বিযুক্ত সম্বন্ধসূচক অব্যয় ব্যবহারের কুরআনের উদাহরণ

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরের মধ্যে। (১১৪ : ৫)	اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ
তার গলার মধ্যে থাকবে পাকানো আঁশের রশি। (১১১ : ৫)	فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

Dhaka University Institutional Repository

আর তোমার প্রতিপালকের (হকের) প্রতি মনোনিবেশ করো। (৯৪ : ৮)	وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
আর সে মিসকিনকে খাদ্য দানের প্রতি উৎসাহ দেয় না। (১০৭ : ৩)	وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
যারা তাদের সালাতের প্রতি উদাসীন। (১০৭ : ৫)	الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। (১১৩ : ২)	مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
নিশ্চয় কষ্টের সাথে (পরে) স্বস্তি রয়েছে। (৯৪ : ৫)	فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

আল-কুরআনে অধিক ব্যবহার হওয়া শেষ অক্ষরে যবর দিয়ে বিযুক্ত সম্বন্ধসূচক অব্যয়

পূর্বে	قَبْلَ
পরে	بَعْدَ
সামনে	أَمَامَ
পিছনে, পরে	وَرَاءَ
উপরে	فَوْقَ
নীচে	تَحْتَ
চতুর্দিকে, বেষ্টিত করে	حَوْلَ
নিকটে	عِنْدَ
দুইয়ের মধ্যে বা পরস্পরের মধ্যে	بَيْنَ
ব্যতীত/ছাড়া	دُونَ

কুরআনের উদাহরণ

নিজেদের নিকট সৎপথ স্পষ্ট হবার পর। (৪৭ : ২৫)	مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى
আর তোমার পূর্ববর্তীদের ওপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে। (২ : ৪)	وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

Dhaka University Institutional Repository

আর তুর পাহাড়কে তোমাদের ওপর উত্তোলন করেছিলাম। (২ : ৬৩)	وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
জান্নাত যার নিচ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত হবে; (২ : ২৫)	جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
পূর্বের (দুই হাতের মধ্যের) (কিতাবের) সত্যায়নকারী। (৩ : ৩)	مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
আর তা ব্যতীত সব গুনাহ তিনি মাফ করে দেবেন। (৪ : ৪৮)	وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ
অথবা পর্দার পেছনে থেকে। (৪২ : ৫১)	أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

সম্বন্ধসূচক অব্যয়ের মাজরূর সর্বনামের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহার মাজরূর সর্বনামসমূহ

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং)	هُمْ	هُمَا	هُ
তার (স্ত্রী)	هُنَّ	هُمَا	هَا
তোমার (পুং)	كُمْ	كُمَا	كَ
তোমার (স্ত্রী)	كُنَّ	كُمَا	كِ
আমার (পুং/স্ত্রী)	نَا	نَا	يِ/يَ/نِي

বিভিন্ন সম্বন্ধসূচক অব্যয়ের মাজরূর সর্বনামের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহার হওয়ার উদাহরণ-

لَ/لِ[১৩৬৭]

জন্য, কারণ

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং) জন্য	لَهُمْ	لَهُمَا	لَهُ
তার (স্ত্রী) জন্য	لَهُنَّ	لَهُمَا	لَهَا
তোমার (পুং) জন্য	لَكُمْ	لَكُمَا	لَكَ
তোমার (স্ত্রী) জন্য	لَكُنَّ	لَكُمَا	لَكِ
আমার (পুং/স্ত্রী) জন্য	لَنَا	لَنَا	لِي

Dhaka University Institutional Repository

عَلَى ১৪২৪

ওপর

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং) ওপর	عَلَيْهِمْ	عَلَيْهِمَا	عَلَيْهِ
তার (স্ত্রী) ওপর	عَلَيْهِنَّ	عَلَيْهِمَا	عَلَيْهَا
তোমার (পুং) ওপর	عَلَيْكُمْ	عَلَيْكُمَا	عَلَيْكَ
তোমার (স্ত্রী) ওপর	عَلَيْكُمْ	عَلَيْكُمَا	عَلَيْكَ
আমার (পুং/স্ত্রী) ওপর	عَلَيْنَا	عَلَيْنَا	عَلَيَّ

إِلَى ৭৬৩

দিকে

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং) দিকে	إِلَيْهِمْ	إِلَيْهِمَا	إِلَيْهِ
তার (স্ত্রী) দিকে	إِلَيْهِنَّ	إِلَيْهِمَا	إِلَيْهَا
তোমার (পুং) দিকে	إِلَيْكُمْ	إِلَيْكُمَا	إِلَيْكَ
তোমার (স্ত্রী) দিকে	إِلَيْكُنَّ	إِلَيْكُمَا	إِلَيْكِ
আমার (পুং/স্ত্রী) দিকে	إِلَيْنَا	إِلَيْنَا	إِلَيَّ

مِن ৩০২৬

হতে, থেকে (এর, কিছু, তখন, তখন থেকে)

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং) থেকে	مِنْهُمْ	مِنْهُمَا	مِنْهُ
তার (স্ত্রী) থেকে	مِنْهُنَّ	مِنْهُمَا	مِنْهُ
তোমার (পুং) থেকে	مِنْكُمْ	مِنْكُمَا	مِنْكَ
তোমার (স্ত্রী) থেকে	مِنْكُنَّ	مِنْكُمَا	مِنْكِ
আমার (পুং/স্ত্রী) থেকে	مِنَّا	مِنَّا	مِنِّي

عَن ৪০৪

সম্পর্কে, ব্যাপারে, বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং) সম্পর্কে	عَنْهُمْ	عَنْهُمَا	عَنْهُ
তার (স্ত্রী) সম্পর্কে	عَنْهُنَّ	عَنْهُمَا	عَنْهَا
তোমার (পুং) সম্পর্কে	عَنْكُمْ	عَنْكُمَا	عَنْكَ
তোমার (স্ত্রী) সম্পর্কে	عَنْكُنَّ	عَنْكُمَا	عَنْكِ
আমার (পুং/স্ত্রী) সম্পর্কে	عَنَّا	عَنَّا	عَنِّي

مَعَ[১৬৩]

সাথে, সহিত

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং) সাথে	مَعَهُمْ	مَعَهُمَا	مَعَهُ
তার (স্ত্রী) সাথে	مَعَهُنَّ	مَعَهُمَا	مَعَهَا
তোমার (পুং) সাথে	مَعَكُمْ	مَعَكُمَا	مَعَكَ
তোমার (স্ত্রী) সাথে	مَعَكُنَّ	مَعَكُمَا	مَعَكِ
আমার (পুং/স্ত্রী) সাথে	مَعَنَا	مَعَنَا	مَعِيْ/مَعِيَ

عِنْدَ[১৯৭]

কাছে, (নিকটে, সাথে, এ, তে)

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং) কাছে	عِنْدَهُمْ	عِنْدَهُمَا	عِنْدَه
তার (স্ত্রী) কাছে	عِنْدَهُنَّ	عِنْدَهُمَا	عِنْدَهَا
তোমার (পুং) কাছে	عِنْدَكُمْ	عِنْدَكُمَا	عِنْدَكَ
তোমার (স্ত্রী) কাছে	عِنْدَكُنَّ	عِنْدَكُمَا	عِنْدَكِ
আমার (পুং/স্ত্রী) কাছে	عِنْدَنَا	عِنْدَنَا	عِنْدِي

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনে ব্যবহারের উদাহরণ :

তার ধন-সম্পদ এবং যা সে উপার্জন করেছে তা তার কোনো কাজে আসবে না। (১১১ : ২)	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
আমাদের স্থায়ীভাবে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন। (১ : ৬)	اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের (হস্তিবাহিনীর) সাথে কী (পদ্ধতিতে যুদ্ধ) করেছিলেন? (১০৫ : ১)	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
তিনি কি (নিজের বিশেষ যুদ্ধ পদ্ধতির মাধ্যমে) তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেননি। (১০৫ : ২)	أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ
আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি (বিমান) প্রেরণ করেছিলেন। (১০৫ : ৩)	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
তারা তাদের ওপর পোড়া মাটির পাথর (বোমা) নিক্ষেপ করছিলো। (১০৫ : ৪)	تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ

অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

অব্যয় চার শ্রেণিতে বিভক্ত-

১. সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Prepositions/حُرُوْفُ الْجَرِّ)

২. সংযোজক অব্যয় (Conjunctions/حُرُوْفُ الشَّرْطِ/حُرُوْفُ الْعَطْفِ)

৩. আবেগসূচক অব্যয় (Interjections/ حُرُوْفُ النِّدَاءِ)

৪. ক্রিয়া বিশেষণ (Adverbs/أَوْصَافُ الْفِعْلِ)

সংযোজক অব্যয়

(Conjunctions/حُرُوْفُ الشَّرْطِ/حُرُوْفُ الْعَطْفِ) হুরুফুল আ'তফ বা হুরুফুশ শর্ত

সংজ্ঞা

যে অব্যয় দুই বা দুইয়ের অধিক শব্দ বা বাক্যকে সংযুক্ত করে।

শ্রেণিবিভাগ

ক. যুক্ত

খ. বিযুক্ত

সংযোজক অব্যয়সমূহ

Dhaka University Institutional Repository

		কুরআনে কতবার এসেছে
এবং	وَ	
অতএব, তবে	فَ	
অতঃপর	ثُمَّ	৩৩৮
পর্যন্ত, সহ	حَتّٰى	১৪৩
না	لَا	১৭২৩
কিন্তু	بَلْ	১২৭
অথবা	اَوْ	২৮০
হয়তো বা	اِمَّا	৩০
বা, অথবা	اَمْ	১৩৭
কিন্তু	لٰكِنْ	৬৫

আল-কুরআনে অধিক ব্যবহার হওয়া যুক্ত সংযোজক অব্যয়

এবং	وَ
অতএব, তবে	فَ
আদেশসূচক লাম	لِ

কুরআনের উদাহরণ

নয় (তাদের পথ) যাদের ওপর গযব পড়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।(১ : ৭)	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
অতএব, তাদের এই ঘরের (কাবার) মালিকের ইবাদাত করা উচিত। (১০৬ : ৩)	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ

আল-কুরআনে অধিক ব্যবহার হওয়া বিযুক্ত সংযোজক অব্যয়

		কুরআনে কতবার এসেছে
অথবা	اَوْ	২৮০
যদি	لَوْ	২০১

Dhaka University Institutional Repository

যদি	إِنْ	৬৯২
হয়তোবা	إِمَّا	৩০
পর্যন্ত, সহ	حَتّٰى	১৪৩
যতক্ষণ ... ততক্ষণ	مَا	২৫৩০
সম্পর্কে, বিষয়ে	أَمَّا	৫৫
অতঃপর	ثُمَّ	৩৩৮
বা, অথবা	أَمْ	১৩৭
উদ্দেশ্যে, যাতে	كَيْ	১০

কুরআনের উদাহরণ

বল, যদি আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র কালি হয়। (১৮ : ১০৯)	قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي
তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা Common Sense ব্যবহার করতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না। (৬৭ : ১০)	وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

MT5T
Memorization through 5 Times

ইতোমধ্যে শেখা ব্যাকরণ ব্যবহার করে সালাতে পঠিত বিষয় অনুধাবন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

اللهِ	رَحْمَةُ	وَ	عَلَيْكُمْ	اَلسَّلَامُ

ইতোমধ্যে শেখা ব্যাকরণের আলোকে বাক্যটির শব্দগুলোর ধরন কী?

اللهِ	رَحْمَةُ	وَ	عَلَيْكُمْ	اَلسَّلَامُ
নাম বাচক اسم	اسم (মারফূ)	অব্যয় (সংযোজক)	অব্যয় (সম্বন্ধ সূচক) +	আর্টিকেল + اسم

Dhaka University Institutional Repository

(মাজরূর)			সর্বনাম	(মারফূ)

জবর যুক্ত শব্দকে মানসুব বলে
যের যুক্ত শব্দকে মাজরূর বলে
পেশযুক্ত শব্দকে মারফূ বলে

পেশ বা দম্মা যখন শব্দে ব্যবহার হবে তখন রফা বলে আবার পেশযুক্ত শব্দকে মারফূ বলে ।

জবর যখন শব্দে ব্যবহার হবে তখন নসব বলে আবার জবরযুক্ত শব্দকে মানসুব বলে।

যের যখন শব্দে ব্যবহার হয় তখন তাকে জর বলে আবার যেরযুক্ত শব্দকে মাজরূর বলে।

শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?

عَلَيْكُمْ

عَلَيْكُمْ	=	كُمْ	+	عَلىٰ

অনুশীলনী

১. সংযোজক অব্যয়ের সংজ্ঞা শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ লিখুন।
২. নিম্নের আয়াতে থাকা অব্যয় সার্কেল করুন। অব্যয়টির শ্রেণি হলো-
   ১. সম্বন্ধসূচক ২. সংযোজক। অব্যয়টির অর্থ হলো :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ... ... ...

৮. وَلَا يَحُضُّ عَلىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ আয়াতটিতে থাকা অব্যয় সার্কেল করুন। অব্যয়টির শ্রেণি হলো- ১. সম্বন্ধসূচক ২. সংযোজক । অব্যয়টির অর্থ হলো ... ...

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

১৬২	عَالِمٌ জ্ঞানী Wise	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অদৃশ্য ও প্রকাশ্য সবকিছুর ব্যাপারে তিনি জ্ঞানী। (সূরা আল হাশর /৫৯: ২২)	৭০	قُرْآنٌ কুরআন Quran	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ রমজান মাসই সে মাস, যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ১৮৫)

৪৬১	أَرْضٌ পৃথিবী Earth	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا আমি কি পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ বানাইনি? (সূরা আন নাবা/৭৮: ৪০)	৩১০	سَمَاوَاتٌ আকাশ Sky	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ তিনিই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল হাদীদ/৫৭: ০৪)
৩৩২	رَسُوْلٌ রাসূল Massenger	مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। (সূরা আল ফাতহ/৪৮: ২৯)	৭৫	نَبِيٌّ নবী Prophet	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে। (সূরা আল-আহযাব/৩৩: ৪৫)

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ্ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

এক নজরে সূরা কাউসারের শব্দাবলি

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ/ সূরা কাওসার

ইহকাল ও পরকালের অগণিত কল্যাণ

সূরা ১০৮

ইহ্কাল ও পরকালের অগণিত কল্যাণ, হাশরের দিনের হাউজ কাওসার বা জান্নাতের একটি ঝরনা	الْكَوْثَرْ
কোরবানী করো	انْحَرْ (ن ح ر)
তোমার শত্রু, যে তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে	شَانِئَكَ
শিকড়- কাটা, নির্বংশ	أَبْتَرْ

সূরার নাম : সূরা কাউছার (الكوثر)

কুরআনের ক্রমধারা : ১০৮

নাজিলের ক্রমধারা : ১৫

আয়াত : ৩

রুকু : ১

নাজিলের প্রকার : মাক্কী।

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়বস্তু : আল্লাহর রাসূলের ওপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর রাসূলের শত্রুদের নিশ্চিহ্নতার কথা বলা হয়েছে।

সূরার শাব্দিক অর্থ ও সংখ্যাগত পরিসংখ্যান

তায়াওউজ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১	أَعُوْذُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি আশ্রয় চাই	৭	৬৩৩৯	৬৩৩৯
২	بِ	حرف (অব্যয়)	(সাথে/দ্বারা) কাছে	৫১০		
৩	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৪	مِنَ	حرف (অব্যয়)	হতে/থেকে	৩০২৬		
৫	الشَّيْطٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	শয়তান	৮৮		
৬	الرَّجِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অনেক অভিশপ্ত	৬		
শুধু তায়াওউজ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৬৩৩৮		

তাসমিয়াহ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/দ্বারা/কাছে	৫১০	২৭৮	৬৬১৬
৭	اِسْمِ	اسم (বিশেষ্য)	নাম	৩৯		
	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৮	الرَّحْمنِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়াবান	৫৭		
৯	الرَّحِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়ালু	১৮২		
শুধু তাসমিয়াহর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৪৯০		

আয়াত : ১ إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ

নিশ্চয় আমি তোমাকে আল-কাউসার দান করেছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১০	إِنَّآ	حرف (অব্যয়)	নিশ্চয়	১৬৭৯	১৬৮৮	৮৩০৪
১১	أَعْطَيْنَا	فعل (ক্রিয়া)	আমি দান করেছি	৮		
১২	كَ	اسم (বিশেষ্য)	আপনাকে			
১৩	الْكَوْثَرَ	اسم (বিশেষ্য)	কাউছার	১		
শুধু প্রথম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				১৬৮৮		

আয়াত : ২ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

অতএব, তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড়ো এবং কুরবানি করো।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	فَ	حرف (অব্যয়)	অতপর	১৯৮৭	৩	৩৮০৭
১৪	صَلِّ	فعل (ক্রিয়া)	আপনি সালাত পড়ুন	২		
	لِ	حرف (অব্যয়)	জন্য	১৩৬৭		
	رَبِّ	اسم (বিশেষ্য)	রবের	৯৭০		
	كَ	اسم (বিশেষ্য)	আপনার			
	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
১৯	إِنْحَرْ	فعل (ক্রিয়া)	আপনি কুরবানি করুন	১		
শুধু দ্বিতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৪৩২৫		

আয়াত : ৩ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীরাই নির্বংশ।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	اِنَّ	حرف (অব্যয়)	নিশ্চয়	১৬৭৯	৪৮০	৪২৮৭
২০	شَانِئَ	فعل (ক্রিয়া)	শত্রুতাকারীগণ	১		
	كَ	حرف (অব্যয়)	আপনার			
২১	هُوَ	اسم (বিশেষ্য)	সে	৪৭৮		
২২	الْاَبْتَرُ	اسم (বিশেষ্য)	নির্বংশ	১		
শুধু তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				২১৫৯		

সূরাটির শিক্ষা :

১. কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ভয়াবহ মুহূর্তের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্যতম একটি অনুগ্রহ হলো কাউসার নামক পানীয়; এই কাউসারের কর্তৃত্ব আল্লাহ শেষ নবী মুহাম্মদ সা. কে দিয়েছেন।

২. যেকোনো নিয়ামত লাভ করার পর নিয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তাই রাসূলকেও আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল যেন সালাত ও কুরবানি আদায় করেন।

৩. দিনশেষে ইসলামের বিপক্ষ শক্তিরাই পরাজিত, নির্বংশ; তাদের যশ-খ্যাতি পরিচিতি আল্লাহ চিরতরে মুছে দেন।

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা : ৭৭৪৩৭, যার মধ্যে মূল শব্দ প্রায় ১৮০০।
আমরা এই সূরায় শিখলাম : ২২টি নতুন শব্দ, কুরআনে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি ৪২৮৭ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের ৫.৫%
মাত্র একটি সূরা পড়েই যদি কুরআনের ৫.৫% শব্দ শেখা যায়, তাহলে তাকে সহজ না বলে উপায় কি?
মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর কুরআন বোঝা ও আমল করার করার তাওফিক দিন। আমীন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ২১,৯২৪ বার।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ২টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ এই পর্যন্ত।
পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে ।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১২	হরফ বা অব্যয় Preposition/ অব্যয় (حَرْفٌ/Particle) ক্রিয়া বিশেষণ – আওসাফুল ফে'ল- Adverb

গল্প : সাব্বির জারাকে নিয়মমাফিক আজও পড়তে বসিয়েছে। সে তাকে পার্টস অফ স্পিচ এর প্রকারগুলো পড়ানোর সময় 'এডভার্ব'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বললো- যে শব্দ ভার্ব, এডজেক্টিভ, প্রিপোজিশনকে মোডিফাই করে সেটাই এডভার্ব। এমন সময় হঠাৎ সাব্বিরের মনে হলো, গত কাওয়াইদ ক্লাসে তাদের শিক্ষক আওসাফুল ফে'ল সম্পর্কে পড়িয়েছিলেন। সে এখন কানেক্ট করতে পেরেছে যে, ইংরেজি গ্রামারের এই এডভার্ব-ই হচ্ছে আরবী কাওয়াইদের আওসাফুল ফে'ল বা ক্রিয়া বিশেষণ।

اقرأ الآية:

অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে... (২ : ১৪২)	سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ...

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতটি কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- ক্রিয়া বিশেষণ (**Adverbs/أَوْصَافُ الْفِعْلِ**)

سَيَقُولُ শব্দে سَ অব্যয়টি হলো একটি ক্রিয়া বিশেষণ। আরবী ভাষায় এমন অনেকগুলো ক্রিয়া বিশেষণ রয়েছে।

ক্রিয়া বিশেষণ

(Adverbs/أَوْصَافُ الْفِعْلِ)

সংজ্ঞা

যে অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে বসে ক্রিয়ার কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের (কখন, কোথায়, কীরূপ, নিশ্চয়তা ইত্যাদি) উত্তর দেয় তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে।

শ্রেণিবিভাগ

ক. যুক্ত (সম্পূর্ণ বা আংশিক ও সচরাচর ব্যবহৃত)

খ. বিযুক্ত

১. বিভিন্ন সমাপ্তি ধারণকারী (সচরাচর ব্যবহৃত)।

২. শেষ অক্ষরে যবর দিয়ে সমাপ্তি ধারণকারী (সচরাচর ব্যবহৃত)।

আল-কুরআনে অধিক ব্যবহার হওয়া যুক্ত (সম্পূর্ণ বা আংশিক) ক্রিয়া বিশেষণসমূহ

নিশ্চয়, অবশ্যই	لَ
কী (প্রশ্ন অর্থে)	أَ
ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশক	سَ

কুরআনের উদাহরণ :

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয় তোমরা জাহান্নাম দেখতে পাবে। (১০২ : ৬)	لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
আল্লাহ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন? (৯৫ : ৮)	أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে। (২ : ১৪২)	سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ

আল-কুরআনে অধিক ব্যবহার হওয়া বিযুক্ত ও বিভিন্ন সমাপ্তি ধারণকারী ক্রিয়া বিশেষণসমূহ

না	لَا	যদি, যখন	إِذَا, إِذْ
না	لَمْ	তাহলে	إِذَنْ, إِذًا
কখনই না	لَنْ	নয় কি	أَلَا
না	مَا	যে, নয়	أَلَّا
এখনও না	لَمَّا	যদি	إِنْ
যদি	لَوْ	নিশ্চয়, প্রকৃতপক্ষে	إِنَّ
কেন নয়	لَوْلَا	যখন	أَنَّ
কখনই না,	كَلَّا	কোথায়	أَيْنَ
বরং	بَلْ	কিন্তু	لَٰكِنَّ
হ্যাঁ, অবশ্যই	بَلَىٰ	কিন্তু	لَٰكِنْ
এইভাবে	كَذَٰلِكَ	কখন	مَتَىٰ
এখানে	هُنَا	কী?	هَلْ
হ্যাঁ	نَعَمْ	ইতোপূর্ব, বাস্তবিকই	قَدْ
		এই বা ঐ ধরনে	كَذَا

কুরআনে ব্যবহারের উদাহরণ :

আর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন। (২ : ৩০)	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ

নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (১০৩ : ২)	إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথে আছেন। (৫৭ : ৪)	وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ
যদি তোমরা জানতে। (২ : ১৮৪)	إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
তোমার রব ফয়সালা করেছেন, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না (১৭ : ২৩)	وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
নিশ্চয় সে সফল হবে যে পরিশুদ্ধ হবে। (৮৭ : ১৪)	قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

حال - ক্রিয়া সম্পাদনের অবস্থা (Adverb)

خطب الإمام قائما في المحراب - ইমাম সাহেব মেহরাবে দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিলেন। قائما শব্দ দ্বারা খুতবা দেওয়ার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে جالسا - বসা অবস্থায়, حامدا - প্রশংসাকারী অবস্থায়, شاكرا - কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অবস্থায় ইত্যাদি অবস্থা বোঝায়।

فعل (ক্রিয়া) সম্পন্ন হওয়ার অবস্থা (حالة) প্রকাশকারী উক্ত نصب যুক্ত إسمগুলোকে حال বলে। حال - শব্দের অর্থই অবস্থা।

قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون – الآية.

قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه (67:22) ؛ وقوله تعالى: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى؛ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى؛ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى – الآية.

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

৮৮	اَلشَّيْطَانُ শয়তান Satan	إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইউসুফ/১২: ০৫)	৭৪	فِرْعَوْنُ ফিরাউন Pharaoh	وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ ফিরাউন তার জাতিকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে । (সূরা ত্বহা/২০: ৭৯)
১১৫	دُنْيَا দুনিয়া World	وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا এবং সে দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। (সূরা আন নাযিয়াত/৭৯: ৩৮)	১১৫	اَلْآخِرَةُ আখিরাত Afterlife	فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَى অবশেষে আল্লাহ তাকে আখেরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। (সূরা আন নাযিয়াত/৭৯: ২৫)

Dhaka University Institutional Repository

৭৩	عَالَمٌ মহাবিশ্ব Mundone	وَلَٰكِنَّ اللهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ কিন্তু দুনিয়াবাসীর ওপর আল্লাহ দয়াশীল। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ২৫১)	৩৯ ৩	يَوْمٌ দিন Day	اَلَّذِينَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ যারা বিচার দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (সূরা আল মুতাফফিফীন/৮৩: ১১)

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ্ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

একনজরে সূরা কাফিরুনের শব্দাবলি

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ

সূরা কাফিরুন

সূরা ১০৯

আমি ইবাদত করি না	لَا أَعْبُدُ
যার তোমরা ইবাদত কর	مَا تَعْبُدُوْنَ (ع ب د)
যার আমি ইবাদত করি	مَا أَعْبُدُ
যার তোমরা ইবাদত করে থাক	مَا عَبَدْتُّمْ
ইবাদতকারী	عَابِدٌ

সূরার নাম : সূরা কাফিরুন (سُوْرَةُ الْكَافِرُوْن)

কুরআনের ক্রমধারা : ১০৯

নাযিলের ক্রমধারা : ১৮

আয়াত : ৬

রুকু : ১

নাজিলের প্রকার : মাক্কী

বিষয়বস্তু : ইসলামের সাথে অন্য ধর্মের সম্পর্কহীনতার ব্যাপারে স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সুরার শাব্দিক অর্থ ও সংখ্যাগত পরিসংখ্যান

তায়াওউজ : اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

তাসমিয়াহ : بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অসীম দয়াবান ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/দ্বারা/কাছে	৫১০	২৭৮	৬৬১৭
৭	اِسۡمِ	اسم (বিশেষ্য)	নাম	৩৯		
	اللّٰه	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৮	الرَّحۡمٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়াবান	৫৭		
৯	الرَّحِيۡمِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়ালু	১৮২		
শুধু তাসমিয়াহর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৪৯০		

আয়াত : ১ قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ

বল, 'হে কাফিররা!

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১০	قُلۡ	فعل (ক্রিয়া)	বলুন	১৬১৮	২২৫৯	৮৮৭৬
১১	يٰۤ	حرف (অব্যয়)	হে	৩৬১		
১২	اَيُّهَا	حرف (অব্যয়)	তাকে, যে	১৫৫		
১৩	الۡكٰفِرُوۡنَ	اسم (বিশেষ্য)	কাফিরগণ	১২৫		
শুধু প্রথম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				২২৫৯		

আয়াত : ২ لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ

তোমরা যার ইবাদাত কর, আমি তার ইবাদাত করি না।

নতুন শব্দের	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের	মোট নতুন শব্দের

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নম্বর					পুনরাবৃত্তির যোগফল	পুনরাবৃত্তির যোগফল
১৪	لَا		না	১৭২৩	৪৪৭৯	১৩৩৭৩
১৫	اَعۡبُدُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি ইবাদত করি	১২২		
১৬	مَا	اسم (বিশেষ্য)	যে	২৫৩০		
১৭	تَعۡبُدُوۡنَ	فعل (ক্রিয়া)	তোমরা ইবাদত কর	১২২		
শুধু দ্বিতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৪৪৭৯		

আয়াত : ৩ وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ

এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১৭	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০	১৮৫	১৩৫৫৮
	لَاۤ	حرف (অব্যয়)	নও	১৭২৩		
১৯	اَنۡتُمۡ	اسم (বিশেষ্য)	তোমরা	১৬৯		
২০	عٰبِدُوۡنَ	اسم (বিশেষ্য)	ইবাদতকারী	১৬		
	مَاۤ	اسم (বিশেষ্য)	যে/ যা	২৫৩০		
	اَعۡبُدُ	فعل (ক্রিয়া)	ইবাদত আমি করি	১২২		
শুধু তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৮৩৬০		

আয়াত : ৪ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ

আর আমি তার ইবাদাতকারী নই তোমরা যার ইবাদাত করে থাক।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০	২০৬	১৩৭৬৪
	لَاۤ	اسم (বিশেষ্য)	নই	১৭২৩		
২১	اَنَا	حرف (অব্যয়)	আমি	৬৮		
২২	عَابِدٌ	اسم (বিশেষ্য)	ইবাদতকারী	১৬		

Dhaka University Institutional Repository

	مَّا	اسم (বিশেষ্য)	যে	২৫৩০		
২৩	عَبَدْتُّمْ	فعل (ক্রিয়া)		১২২		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৮২৫৯		

আয়াত : ৫ وَ لَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ

আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		১৩৭৬৪
	لَآ	حرف (অব্যয়)	নও	১৭২৩		
	اَنْتُمْ	اسم (বিশেষ্য)	তোমরা	১৬৯		
	عٰبِدُوْنَ	اسم (বিশেষ্য)	ইবাদতকারী	১৬		
	مَآ	اسم (বিশেষ্য)	যে/ যা	২৫৩০		
	اَعْبُدُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি ইবাদত করি	১২২		
শুধু পঞ্চম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৮৩৬০		

আয়াত : ৬ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ

তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
২৪	لَ	حرف (অব্যয়)	জন্য	১৩৬৭	১৫৮০	
২৫	كُمْ	اسم (বিশেষ্য)	তোমাদের	২১		
২৬	دِيْنُ	اسم (বিশেষ্য)	দ্বীন	৯৬		১৫৩৪৪
	كُمْ	اسم (বিশেষ্য)	তোমাদের	২১		
	و	حرف (অব্যয়)	এবং	১		

	لِ	حرف (অব্যয়)	জন্য	১৩৬৭		
২৭	یَ	اسم (বিশেষ্য)	আমার			
২৮	دِيْنِ	اسم (বিশেষ্য)	দ্বীন	৯৬		
শুধু ষষ্ঠ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				২৯৬৯		

সূরাটির শিক্ষা

১। মুসলিম ও কাফের-মুশরিক তথা অমুসলিমদের জীবন পদ্ধতি কখনো একরকম হবে না।

২। প্রকৃত মুসলিম কখনো ইসলামের নির্দেশনা ভিন্ন অন্য কোনো মতবাদকে গ্রহণ করতে পাওে না।

৩। অমুসলিমরাও কখনো ইসলামের ইনসাফপূর্ণ বিধানকে মেনে নেয় না।

৪। কোনো অমুসলিমকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না; যেটা কুরআনের অন্যত্র স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৫। অন্যান্য ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের কোনো ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখায় সুযোগ নেই, বরং ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৬।.........

৭। ....

(......... স্থানে অত্র সূরা থেকে আপনার মনে হওয়া শিক্ষাগুলো বসিয়ে নিন।)

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা ৭৭৪৩৭, যার মধ্যে মূল শব্দ প্রায় ১৮০০।

আমরা এই সূরায় শিখলাম ২৮টি নতুন শব্দ, কুরআনে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি ১৫,৩৪৪ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের ১৯.৮%।

মাত্র একটি সূরা পড়েই যদি কুরআনের ১৯.৮% শব্দ শেখা যায়, তাহলে তাকে সহজ না বলে উপায় কি?

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর কুরআন বোঝা ও আমল করার করার তাওফিক দিন। আমীন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ১৬,২০২ বার পবিত্র কুরআনে এসেছে।

আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

দোয়া করতে থাকুন:

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১৩	অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ- হুরুফুল নিদা- আবেগসূচক অব্যয়– Interjections

গল্প : সাব্বিরদের বড় চাচা সৌদি আরব থেকে দেশে এসেছেন। তিনি সেখানকার এক মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করছেন। প্রায় ১০ বছরেরও বেশি সময় আরবদের সাথে উঠাবসার কারণে এখন দেশে এসেও তাঁর কথায় আরবী শব্দের অধিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তিনি কাউকে কাছে ডাকার সময় নামের আগে 'ইয়া' যোগ করেন। যেমন সাব্বিরকে ডাকার সময় 'ইয়া সাব্বির' বলে ডাকেন। আবার সেদিন রাস্তায় দূর থেকে একজনকে ডাকতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন - 'ইয়া আখি!' চাচার এরকম ডাক শুনে সারা বুঝতে পারলো 'ইয়া' আরবী কাওয়াইদে 'হুরুফে নিদা'র অংশ। এটি একটি হরফে নিদা বা এমন শব্দ যা আরবী ভাষায় কাউকে ডাক দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

اقرأ الآية:

ওহে প্রশান্ত আত্মা! (৮৯:২৭)	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতটি কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- আবেগসূচক অব্যয় (Interjections/ حُرُوْفُ النِّدَا).

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ এর يَا أَيَّتُهَا হলো একটি আবেগসূচক অব্যয় (Interjection/ حرْفُ النِّدَا).

অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

অব্যয় চার শ্রেণিতে বিভক্ত-

১. সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Prepositions/حُرُوْفُ الْجَرِّ)
২. সংযোজক অব্যয় (Conjunctions/حُرُوْفُ الشَّرْطِ/حُرُوْفُ الْعَطْفِ)
৩. আবেগসূচক অব্যয় (Interjections/ حُرُوْفُ النِّدَا)
৪. ক্রিয়া বিশেষণ (Adverbs/أَوْصَافُ الْفِعْلِ)

Dhaka University Institutional Repository

অব্যয় (حَرْفٌ/Particle)

আবেগসূচক অব্যয়
(Interjections/حُرُوْفُ النِّدَاءِ)

আল-কুরআনে অধিক ব্যবহার হওয়া আবেগসূচক অব্যয়সমূহ

MT5T

Memorization through 5 Times.

৫ বার পড়ার মাধ্যমে স্মরণ রাখা

		কতবার কুরআনে এসেছে
হে!	يَا	৩৬১
ওহে!	أَيُّهَا	১৫৫
ওহে (স্ত্রী)	أَيَّتُهَا	২
এসো!	حَيَّ	৭
এখানে এসো!	هَلُمَّ	২
অনেক দূরে/অসম্ভব/যদি হায়! হায় যদি হতো!	هَيْهَاتَ	২

حروف النداء - আহ্বানসূচক অব্যয়

এগুলো সবই ডাকা বা আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে حروف النداء (আহ্বানসূচক অব্যয়) বলে। حروف النداء-এর মাধ্যমে যাকে আহ্বান করা হয় তাকে منادى বলে। আর ডাক দিয়ে যা বলা হয় তাকে جواب النداء বলে।

حروف النداء পাঁচটি। আর সবই 'হে' বা 'ওহে' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা :

১. يا = يا الله! اغفرلي .
২. أيا = أيا الله! تقبل الدعاء .
৩. أ = أ خالد! انصر المحتاج .
৪. هيا = هيا شاهد! صل مع الجماعة .
৫. أيها / أيتها :
أ) يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة - الآية.
ب) يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية - الآية.

Dhaka University Institutional Repository

منادى যদি ال معرف بـ ال (যোগে معرفة) হয় বা التي/الذي হয়, তবে তার পূর্বে مذكر-এর ক্ষেত্রে أيها আর مؤنث এর ক্ষেত্রে يا أيتها ব্যবহৃত হয়। যথা :

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
يا أيتها الطالبات ادخلن في االصف.
يا أيتها التي تذهب إلى السوق تبرقعي.
قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؛ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؛ يا أيها المدثر، قم فأنذر؛ قل يا أيها الكافرون.

কুরআনের উদাহরণ

হে যারা ঈমান এনেছো। (২ : ১৫৩)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
তুমি বল, হে আহলে কিতাব! (৩ : ৬৪)	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
হে প্রশান্ত আত্মা! (৮৯:২৭)	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

<u>ইংরেজিতে Parts of Speech এর মত আরবীতেও আছে Parts of Speech</u>

1. Noun- إِسْمٌ ইসম
2. Pronoun- ضَمِيْرٌ জমীর
3. Adjective-نَعْتٌ / صِفَةٌ না'ত/সিফাত
4. Verb-فِعْلٌ ফেয়েল
5. Adverb-أَوْصَافُ الْفِعْلِ আওসাফুল ফেয়ে'ল
6. Preposition-حُرُوْفُ الْجَرِّ হুরুফুল জর
7. Conjunction- حُرُوْفُ الْعَطْفِ/ حُرُوْفُ الشَّرْطِ হুরুফুল আ'তফ/ হুরুফুশ শর্ত
8. Interjection-حُرُوْفُ النِّدَاءِ হুরুফুন নিদা

কুরআনের উদাহরণ

ওহে যারা ঈমান এনেছো! (২ : ১৫৩)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
তুমি বল, হে আহলে কিতাব! (৩ : ৬৪)	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
ওহে প্রশান্ত আত্মা! (৮৯:২৭)	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?

Dhaka University Institutional Repository

رَبَّنَا

رَبَّنَا	-	نَا	+	رَبُّ

এখানে মূলত বাক্যটি হলো - يَارَبَّنَا

মুনাদা | হরফে নেদা

মুনাদা (যাকে ডাকা হয়) সব সময় মানসুব হয়। তাই বাক্যটি يَارَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ

কিন্তু এখানে হরফে নেদা (يَا) উহ্য বা লুক্কায়িত আছে।

সুতরাং বাক্যটি رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ

শব্দগুলোর অর্থ কী বা কী ধরনের হবে?

الْحَمْدُ	لَكَ	رَبَّنَا
প্রশংসাটি (সকল প্রশংসা)	আপনার জন্য	হে! আমাদের রব

رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ

হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা আপনার জন্য

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

১৪৭	جَنَّاتٌ জান্নাত Heave n	وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীদের জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (সূরা আত তওবা/০৯: ৭২)	৭৭	جَهَنَّمُ জাহান্নাম Hell	فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ২০৬)
৩২২	عَذَابٌ শাস্তি	وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ	১৪৫	نَارٌ আগুন Fire	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

Dhaka University Institutional Repository

	Torture	আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ২০১)			তাদের উপর আগুন-এর শিখা ছেয়ে থাকবে। (সূরা আল বালাদ/৯০: ২০)
৮৫	أَحَدٌ এক One	قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ বলুন, 'তিনি আল্লাহ একজনই'। (সূরা আল ইখলাস/১১২: ০১)	৩৪	إِلٰهٌ ইলাহ God	إِلٰهِ النَّاسِ মানুষের ইলাহ। (সূরা আন নাস/১১৪: ০৩)
২৬১	كِتَابٌ বই Book	كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ (এটা হচ্ছে) একটি লিখিত বই। (সূরা আল মুতাফফিফীন /৮৩: ০৯)	৮৮	مَلٰٓئِكَةٌ ফেরেশতাগণ Angels	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ এবং যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ৩০)

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

এক নজরে সূরা নাসরের শব্দাবলি

سُوْرَةُ النَّصْرِ/ সূরা নাসর

সাহায্য/ সূরা ১১০

দলে দলে	**أَفْوَاجًا**
ক্ষমাপ্রার্থী হও, মাফ চাও	**اِسْتَغْفِرْ (غ ف ر)**

সূরার নাম : সূরা নাসর (سُوْرَةُ النَّصر)
কুরআনের ক্রমধারা : ১১০
নাজিলের ক্রমধারা : ১১৪
আয়াত : ৩
রুকু : ১

নাজিলের প্রকার : মাদানী
বিষয়বস্তু : মক্কা বিজয় এবং বিজয়পরবর্তী রাসূলের করণীয় কী সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরার শাব্দিক অর্থ ও সংখ্যাগত পরিসংখ্যান

তায়াওউজ : اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

Dhaka University Institutional Repository

আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১	اَعُوْذُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি আশ্রয় চাই	৭	৬৩৩৯	৬৩৩৯
২	بِ	حرف (অব্যয়)	(সাথে/দ্বারা) কাছে	৫১০		
৩	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৪	مِنَ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩০২৬		
৫	الشَّيْطٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	শয়তান	৮৮		
৬	الرَّجِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অনেক অভিশপ্ত	৬		
শুধু তায়াওউজ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৬৩৩৯		

তাসমিয়াহ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
অসীম দয়াবান ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/দ্বারা/কাছে	৫১০		
৭	اِسْمِ	اسم (বিশেষ্য)	নাম	৩৯	২৭৮	৬৬১৬
	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৮	الرَّحْمٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়াবান	৫৭		
৯	الرَّحِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়ালু	১৮২		
শুধু তাসমিয়ার শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৪৯০		

Dhaka University Institutional Repository

আয়াত : ১ اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَ الۡفَتۡحُ
যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১০	اِذَا	حرف (অব্যয়)	যখন	২২৩	৪৩৩৪	১০৯৫০
১১	جَآءَ	فعل (ক্রিয়া)	আসবে	২৭৭		
১২	نَصۡرُ	اسم (বিশেষ্য)	বিজয়	২২		
	اللّٰهِ	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহর	৫৭		
১৩	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
১৪	الۡفَتۡحُ	اسم (বিশেষ্য)	বিজয়	১২		
শুধু প্রথম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৪৩৯১		

<u>আয়াত : ২</u> وَ رَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِىۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا
আর তুমি মানুষদের দেখবে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০	৪৪৪৫	১৫৩৯৫
১৫	رَاَيۡتَ	فعل (ক্রিয়া)	আপনি দেখবেন	৬৫		
১৬	النَّاسَ	اسم (বিশেষ্য)	মানুষদেরকে	২৪১		
১৭	يَدۡخُلُوۡنَ	فعل (ক্রিয়া)	তারা প্রবেশ করতেছে	৭৬		
১৮	فِىۡ	حرف (অব্যয়)	মধ্যে	১৬৫		
১৯	دِيۡنِ	اسم (বিশেষ্য)	দ্বীন	৯৬		
	اللّٰهِ	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহর	৫৭		
২০	اَفۡوَاجًا	اسم (বিশেষ্য)	দলে দলে	২		
শুধু দ্বিতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৪৫০২		

আয়াত : ৩ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَ اسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

Dhaka University Institutional Repository

তখন তুমি (শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশে) তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে আর তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
২১	فَ	حرف (অব্যয়)	অতঃপর		৪১৪৭	১৯৫৪২
২২	سَبِّحْ	فعل (ক্রিয়া)	তাসবিহ পড়ুন	৪২		
	بِ	حرف (অব্যয়)	সহকারে	৫১০		
২৩	حَمْدِ	اسم (বিশেষ্য)	প্রশংসা	৪৩		
২৪	رَبِّ	اسم (বিশেষ্য)	রবের	৯৭০		
২৫	كَ	اسم (বিশেষ্য)	আপনার			
	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
২৬	اسْتَغْفِرْ	فعل (ক্রিয়া)	ক্ষমাপ্রার্থনা করুন	৪০		
২৭	هُ	اسم (বিশেষ্য)	তার কাছে			
২৮	اِنَّ	حرف (অব্যয়)	নিশ্চয়	১৬৭৯		
	هُ	اسم (বিশেষ্য)	তিনি			
২৯	كَانَ	فعل (ক্রিয়া)	হচ্ছেন	১৩৬১		
৩০	تَوَّابًا	اسم (বিশেষ্য)	তাওবা কবুলকারী	১২		
শুধু তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৮৪৫৭		

সূরাটির শিক্ষা :

১। যেকোনো উদ্যোগ শুরুর পর্যায়ে অত্যন্ত কষ্টকর। তবে নিয়মতান্ত্রিক ও একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকলে অবশ্যই সফলতা পাওয়া যায়।

২। বিজয়ী শক্তির ছায়াতলেই মানুষ দলে দলে যোগদান করেন।

৩। যেকোনো কাজ শেষে আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে হবে। বিশেষ করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে।

৪। কাজের সময় যেসব ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে সেগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। কেননা আল্লাহ ক্ষমা করতেই পছন্দ করেন।

৫।

৬। ....

(......... স্থানে অত্র সূরা থেকে আপনার মনে হওয়া শিক্ষাগুলো বসিয়ে নিন।)

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা : ৭৭৪৩৭, যার মধ্যে মূল শব্দ প্রায় ১৮০০।

আমরা এই সূরায় শিখলাম : ৩০টি নতুন শব্দ, কুরআনে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি ১৯৫৪২ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের ২৫.২%

Dhaka University Institutional Repository

মাত্র একটি সূরা পড়েই যদি কুরআনের ২৫.২% শব্দ শেখা যায়, তাহলে তাকে সহজ না বলে উপায় কি? মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর কুরআন বোঝা ও আমল করার করার তাওফিক দিন। আমীন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ২১,২৩০ বার ।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ্।

আজ **এই পর্যন্ত।**
পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১৪	সম্বন্ধ পদ বা ইজাফাত (مُضَافْ مُضَافْ اِلَيْه/اَلْإِضَافَةُ)

গল্প : সাব্বিরদের কাওয়াইদ ক্লাসে শিক্ষক বোর্ডে 'গুলামু যাইদিন' আর 'কিতাবু খালিদিন' বাক্যগুলো আরবীতে লিখে বললেন কেউ এসে যেন এগুলোর তারকীব করে যায়। সাব্বির আগে থেকেই জানে যে, তারকীব মানে হলো শব্দকে ভেঙে ভেঙে কোনটি বাক্যে কি হিসেবে এসেছে তা ব্যাখ্যা করা। ক্লাসের অন্যতম মেধাবী ছাত্র রাফি এগিয়ে এসে তারকীব শুরু করার পূর্বে শিক্ষক তাকে একটা বেসিক প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা রাফি! তারকীব করার আগে তুমি বলো তো মুযা'ফ আর মুযা'ফে ইলাইহি মিলে কী গঠিত হয়? রাফি ঝটপট উত্তর দিলো, আল মুরাক্কাবুল ইযাফিয়্যু।

বাক্যগুলো পড়ুন-

اقرأ الجمل :

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল

ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ

আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়েছি

أُحِبُّ رَسُوْلَ اللهِ

আমি আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসি

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের বাক্যগুলো কী ধরনের? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত বাক্যগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো **সম্বন্ধপদ (مُضَافْ، مُضَافْ اِلَيْه/اَلْإِضَافَةُ)** ইদাফত এর ব্যবহার।

সম্বন্ধপদ (مُضَافْ، مُضَافْ اِلَيْه/اَلْإِضَافَةُ) ইদাফত

বাংলা ভাষায় দুটি শব্দ ('র' / 'এর') এর মাধ্যমে সংযুক্ত হলে এর আরবী বিপরীত দিক থেকে শুরু করতে হয়। অর্থাৎ বাংলায় যে শব্দটি পূর্বে, আরবীতে সেটি পরে চলে যাবে; আর যেটি পরে সেটি পূর্বে চলে আসবে। যথা : "হাসানের কলম" শব্দ দুটি (র/এর) এর মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে। এখন এ শব্দ দুটির আরবী করতে হলে 'কলম' আসবে প্রথমে এবং 'হাসান' যাবে শেষে। তাহলে আরবী হবে: قَلَمُ حَسَنٍ

এভাবে - আল্লাহর ঘর; আল্লাহর রাসূল ; মানুষের রব; আল্লাহর হাত।

আরবী ব্যাকরণের ভাষায় একে مُضَافٌ إِلَيْهِ ও مُضَافٌ বলে। আরবীতে প্রথমটি ও বাংলায় শেষেরটিকে مُضَافٌ এবং আরবীতে শেষেরটি ও বাংলায় প্রথমটিকে مُضَافٌ إِلَيْهِ বলে।

اَلْإِضَافَةُ	مُضَافٌ أِلَيْهِ	مُضَافٌ	বাংলা অর্থ
سَبِيْلُ اللّٰهِ	اللّٰهِ	سَبِيْلُ	আল্লাহর পথ
رَسُوْلُ اللّٰهِ	اللّٰهِ	رَسُوْلُ	আল্লাহর রাসুল
بَيْتُ اللّٰهِ	اللّٰهِ	بَيْتُ	আল্লাহর ঘর
بَابُ الْمَسْجِدِ	الْمَسْجِدِ	بَابُ	মসজিদের দরজা

Dhaka University Institutional Repository

كِتَابُ اللّٰهِ	اللّٰهِ	كِتَابُ	আল্লাহর কিতাব

লক্ষ করা যেতে পারে যে, সাধারণত مُضَافٌ إِلَيْهِ-এর শেষ হরফে ِ এবং مُضَافٌ এর শেষ হরফে ُ হয়।

উপরে বিশেষ্য পদের সাথে (র/এর) এর মাধ্যমে বিশেষ্য পদের সংযোগ হয়েছিল। এখন আমরা বিশেষ্য পদের জায়গায় সর্বনাম (الضمائر) ব্যবহার করতে পারি।

লক্ষ করা যেতে পারে যে, সাধারণত مُضَافٌ إِلَيْهِ-এর শেষ হরফে ◌ এবং مُضَافٌ-এর শেষ হরফে ◌ হয়।

উপরে বিশেষ্য পদের সাথে (র/এর) এর মাধ্যমে বিশেষ্য পদের সংযোগ হয়েছিল। এখন আমরা বিশেষ্য পদের জায়গায় সর্বনাম (الضمائر) ব্যবহার করতে পারি। তবে সর্বনামের শেষে যের প্রদান করবে না।কারণ, সর্বনামগুলো অপরিবর্তনীয় বা مبني.

Possessive / Objective		**Subjective**	
তার / তাকে	هُ	**সে**	هُوَ
তাদের /তাদেরকে	هُمْ	**তারা**	هُمْ
তোমার / তোমাকে	كَ	**তুমি**	أَنْتَ
তোমাদের / তোমাদেরকে	كُمْ	**তোমরা**	أَنْتُمْ
আমার / আমাকে	يِ	**আমি**	أَنَا
আমাদের / আমাদেরকে	نَا	**আমরা**	نَحْنُ
প্রায় ১০,০০০ বার এসেছে পবিত্র কুরআনে		**১,২৯৫ বার এসেছে পবিত্র কুরআনে**	

মাজরূর (সম্বন্ধবাচক) রূপের সর্বনামগুলোর

رَبٌّ শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহার

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং) রব	رَبُّهُمْ	رَبُّهُمَا	رَبُّهُ
তার (স্ত্রী) রব	رَبُّهُنَّ	رَبُّهُمَا	رَبُّهَا
তোমার (পুং) রব	رَبُّكُمْ	رَبُّكُمَا	رَبُّكَ
তোমার (স্ত্রী) রব	رَبُّكُنَّ	رَبُّكُمَا	رَبُّكِ
আমার (পুং/স্ত্রী) রব	رَبُّنَا	رَبُّنَا	رَبِّي

Dhaka University Institutional Repository

মাজরূর (সম্বন্ধবাচক) রূপের সর্বনামগুলোর
كِتَابٌ শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহার

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
তার (পুং) বই	كِتَابُهُمْ	كِتَابُهُمَا	كِتَابُهُ
তার (স্ত্রী) বই	كِتَابُهُنَّ	كِتَابُهُمَا	كِتَابُهَا
তোমার (পুং) বই	كِتَابُكُمْ	كِتَابُكُمَا	كِتَابُكَ
তোমার (স্ত্রী) বই	كِتَابُكُنَّ	كِتَابُكُمَا	كِتَابُكِ
আমার (পুং/স্ত্রী) বই	كِتَابُنَا	كِتَابُنَا	كِتَابِيْ

তবে সর্বনামের শেষে যের প্রদান করবে না। কারণ, সর্বনামগুলো অপরিবর্তনীয় বা مَبْنِيٌّ .

আরবী করুন:

১. আমার বই
২. তার গাভী
৩. তোমাদের বিদ্যালয়
৪. মানুষের রব কে?
৫. ما دينك؟
৬. আল্লাহর রাসূল কে?
৭. কিয়ামতের দিন কী?
৮. তোমাদের শিক্ষক কে?
৯. আল্লাহর ঘর কোথায় ?
১০. তোমাদের শিক্ষক কেমন?
১১. ইমরানের পরিবার কেমন?
১২. আল্লাহর কালাম দ্বারা بكلام الله
১৩. শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে من وسواس الخناس
১৪. আসমানের রবের পক্ষ থেকে من رب السماوات
১৫. আল্লাহর স্মরনের দ্বারা بذكر الله
১৬. আখিরাতের মুক্তির জন্য لنجاة الاخرة

সংজ্ঞা

যখন দুইটি إِسْمٌ বা তার সমার্থক শব্দ পাশাপাশি বসে এবং নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে (আলাদা করলে যথাযথ অর্থ প্রকাশ পায় না) তখন তাদের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক/সম্বন্ধ স্থাপিত হয় আরবীতে তাকে ইদাফত (إِضَافَةٌ) বলে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ

- مُضَافٌ- যাকে সম্পর্কযুক্ত করা হয় (সম্পর্ককৃত, অধিকারভুক্ত বা সম্বন্ধকৃত)
- مُضَافٌ اِلَيْهِ- যার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় (সম্পর্ককারী, অধিকারী বা সম্বন্ধকারী)

বাক্যে অবস্থান

مُضَافٌ প্রথমে এবং مُضَافٌ اِلَيْهِ পরে বসে।

বাংলা উদাহরণ

				মুদাফ ইলাইহী (যার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়)	মুদাফ (যাকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়)
আল্লাহ	+	বাড়ি	=	আল্লাহর	বাড়ি
আল্লাহ	+	বই	=	আল্লাহর	বই
আল্লাহ	+	রাসূল	=	আল্লাহর	রাসূল
মানুষ	+	মালিক	=	মানুষের	মালিক
বিলাল	+	বই	=	বিলালের	বই
হামিদ	+	কলম	=	হামিদের	কলম

লক্ষণীয় বিষয় এবং তার আলোকে যা বলা যায়

- মুদাফ ইলাইহীর শেষে অক্ষর 'র' (এর)। মারফূ, মানসূব, মাজরূরের নিয়ম অনুযায়ী- আরবী اِسْمٌ -এর শেষ অক্ষরে যের থাকলে তথা اِسْمٌ মাজরূর হলে তার বাংলা অর্থের শেষ অক্ষর 'র' বা 'এর' হয়। তাই বাংলা উদাহরণের আলোকে বলা যায়- মুদাফ ইলাইহী মাজরূর হওয়ার কথা।

আরবী উদাহরণ

অর্থ	মুদাফ ইলাইহী (সম্পর্ককারী: অধিকারী)	মুদাফ (সম্পর্কযুক্ত: অধিকারভুক্ত)				
আল্লাহর ঘর	اللهِ	بَيْتُ		اللهُ	+	بَيْتٌ
আল্লাহর রাসূল	اللهِ	رَسُوْلُ	-	اللهُ	+	رَسُوْلٌ
বিলালের বাড়ি	بِلَالٍ	بَيْتُ	-	بِلَالٌ	+	بَيْتٌ

Dhaka University Institutional Repository

একজন শিক্ষকের কলম	مُدَرِّسٍ	قَلَمُ	=	مُدَرِّسٌ	+	قَلَمٌ
শিক্ষটির কলম	الْمُدَرِّسِ	قَلَمُ	-	الْمُدَرِّسُ	+	اَلْقَلَمُ

ব্যাকরণ

১. مُضَافْ اِلَيْهِ সব সময় মাজরূর (মূল আলামত যের/কাছরা)

অর্থ	মুদাফ ইলাইহী (সম্পর্ককারী: অধিকারী*	মুদাফ (সম্পর্কযুক্ত: অধিকারভুক্ত*				
আল্লাহর ঘর	اللهِ	بَيْتُ	=	اللهُ	+	بَيْتٌ
আল্লাহর রাসূল	اللهِ	رَسُوْلُ	=	اللهُ	+	رَسُوْلٌ
বিলালের বাড়ী	بِلَالٍ	بَيْتُ	=	بِلَالٌ	+	بَيْتٌ
একজন শিক্ষকের কলম	مُدَرِّسٍ	قَلَمُ	=	مُدَرِّسٌ	+	قَلَمٌ
শিক্ষটির কলম	الْمُدَرِّسِ	قَلَمُ	=	الْمُدَرِّسُ	+	اَلْقَلَمُ

২. مُضَافْ اِلَيْهِ নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয়টি হতে পারে। নির্দিষ্ট হলে, নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ নিবে

অর্থ	মুদাফ ইলাইহী (সম্পর্ককারী/ অধিকারী)	মুদাফ (সম্পর্কযুক্ত/ অধিকারভুক্ত)				
আল্লাহর ঘর	اللهِ	بَيْتُ	=	اللهُ	+	بَيْتٌ
আল্লাহর রাসূল	اللهِ	رَسُوْلُ	=	اللهُ	+	رَسُوْلٌ
বিলালের বাড়ি	بِلَالٍ	بَيْتُ	=	بِلَالٌ	+	بَيْتٌ

একজন শিক্ষকের কলম	مُدَرِّسٍ	قَلَمُ	=	مُدَرِّسٌ	+	قَلَمٌ
শিক্ষটির কলম	الْمُدَرِّسِ	قَلَمُ	=	الْمُدَرِّسُ	+	الْقَلَمُ

৩. مُضَافٌ সম্বন্ধ সূত্রে নির্দিষ্ট-

- তবে এটি নির্দিষ্ট আর্টিকেল اَلْ ছাড়াই নির্দিষ্ট
- তাই তানবিন (দুই পেশ, দুই যবর ও দুই যের) নেয় না

অর্থ	মুদাফ ইলাইহী (সম্পর্ককারী/ অধিকারী)	মুদাফ (সম্পর্কযুক্ত/ অধিকারভুক্ত)				
আল্লাহর ঘর	اللهِ	بَيْتُ	=	اللهُ	+	بَيْتٌ
আল্লাহর রাসূল	اللهِ	رَسُوْلُ	=	اللهُ	+	رَسُوْلٌ
বিলালের বাড়ি	بِلَالٍ	بَيْتُ	=	بِلَالٌ	+	بَيْتٌ
একজন শিক্ষকের কলম	مُدَرِّسٍ	قَلَمُ	=	مُدَرِّسٌ	+	قَلَمٌ
শিক্ষকটির কলম	الْمُدَرِّسِ	قَلَمُ	=	الْمُدَرِّسُ	+	الْقَلَمُ

৪. مُضَافٌ শব্দটি মারফূ (কর্তৃবাচক), মানসূব (কর্মবাচক) বা মাজরূর (সম্বন্ধবাচক) হতে পারে। এটি বাক্যে ব্যবহারের ওপর নির্ভর করবে। যেমন :

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল

(এখানে رَسُوْلُ মুদাফ এবং মারফূ)

ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ

আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে গিয়েছি

(এখানে رَسُوْلِ মুদাফ এবং মাজরূর)

أُحِبُّ رَسُوْلَ اللهِ

আমি আল্লাহর রাসূলকে ভালোবাসি

(এখানে رَسُوْلَ মুদাফ এবং মানসূব)

Dhaka University Institutional Repository

৫. সাধারণত مُضَاف ও مُضَاف إِلَيْه মধ্যে অন্য কোনো শব্দ থাকে না। সর্বনাম هٰذَا ও هٰذِهٖ দুটি হলো একমাত্র ব্যতিক্রম। এরা ইযাফা গঠনে দুই বিশেষ্যের মাঝখানে আসতে পারে। যেমন :

অতএব তোমরা এ ঘরের রবের ইবাদাত কর (১০৬ : ৩)	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ

৬. মাজরূর (যুক্ত) সর্বনামের (Attached Pronoun) সাথে যুক্ত শব্দকে مُضَاف গণ্য করা হয়। তাই এটি নির্দিষ্ট। আর তাই এ ধরনের শব্দের বিশেষণে নির্দিষ্ট আর্টিকেল أَلْ থাকবে। যেমন :

তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপূরুষদেরও রব। (২৬ : ২৬)	رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

৭. দ্বি-বচন ও অটুট বহুবচন বিশেষ্যসমূহ মুদাফ হলে তাদের শেষের ن লোপ পায়। যেমন :

নিশ্চয় আমরা দুজন তোমার রবের রাসূল। (২০ : ৬৭)	إِنَّا (رَسُولَانِ) رَسُولَا رَبِّكَ
আত্মার ওপর জুলুম করা ব্যক্তিগণ। (৪ : ৯৭)	(ظَالِمِينَ) ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ

কুরআনের উদাহরণ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ বলো- আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের নিকট	
মানুষের ইলাহর নিকট	إِلٰهِ النَّاسِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ নিশ্চয় আমরা তা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে	
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ আর তুমি কি জানো মহিমান্বিত রাতটি কী?	
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ মহিমান্বিত রাতটি হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ	

অনুশীলনী

১. ইদাফত-এর সংজ্ঞা কী?

২. مُضَافٌ ও مُضَافٌ إِلَيْه -এর অর্থ কী?

৩. مُضَافٌ ও مُضَافٌ إِلَيْه - এর মধ্যে কোনটি আগে আসে?

৪. مُضَافٌ إِلَيْه মারফূ, মানসূব ও মাজরূরের কোনটি হবে?

৫. مُضَافٌ মারফূ, মানসূব ও মাজরূরের কোনটি হবে?

Dhaka University Institutional Repository

৬. مُضَافٌ নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট?

....

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

২৪৭	حَقٌّ হক্ব, সত্য Truth	وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ তারা পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। (সূরা আল আসর/১০৩: ০৩)	৪৩	اَلْحَمْدُ প্রশংসা Praise	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক। (সূরা আল ফাতিহা/০১: ০১)
৯২	اَلدِّيْنُ বিচার দিবস, Day of judgement	مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ যিনি প্রতিদান দিবস-এর মালিক। (সূরা আল ফাতিহা/০১: ০৩)	১২৬	عَبْدٌ দাস, বান্দা Slave	نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا আমার বান্দার ওপর আমি (কিতাব) নাজিল করেছি। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ২৩)
২৪৮	نَاسٌ মানুষ People	قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ বলুন, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের কাছে'। (সূরা আন নাস/১১৪: ১)	৬৫	إِنْسَانٌ প্রত্যেক মানুষ People	إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ নিশ্চয় প্রত্যেক মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (সূরা আল আসর/১০৩: ২)
৩৮৩	قَوْمٌ জাতি Nation	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ লূতের জাতি সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (সূরা আল ক্বমার/৫৪: ৩৪)	২৯৩	نَفْسٌ অন্তর, নিজ Heart	إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। (সূরা আন নামল/২৭: ৪৪)

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ্ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

এক নজরে সূরা লাহাবের শব্দাবলি

سُوْرَةُ لَهَب/ সূরা লাহাব

অগ্নিশিখা / সূরা ১১১

ধ্বংস হোক, ভেঙে যাক	تَبَّتْ (ت ب ب)
ধ্বংস হলো	تَبَّ (ت ب ب)
কোনো কাজে আসেনি	مَا أَغْنَى (غ ن ي)

Dhaka University Institutional Repository

লেলিহান আগুন, শিখা সমন্বিত আগুন	ذَاتَ لَهَبٍ
বহনকারিনী	حَمَّالَةَ (ح م ل)
ইন্ধন, লাকড়ি, কাঠ	حَطَبٌ
গলদেশ, গলা	جِيْدٌ
খেজুর গাছের ছালে পাকানো রশি বিশেষ	مَسَدٌ

সূরার নাম : সূরা লাহাব (سُوْرَةُ اللهب)
কুরআনের ক্রমধারা : ১১১
নাজিলের ক্রমধারা : ৬
আয়াত : ৫
রুকু : ১
নাজিলের প্রকার : মাক্কী
বিষয়বস্তু : আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর চরিত্র ও সর্বশেষ পরিণতি এই সূরায় অত্যন্ত সাবলিলভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সূরার শাব্দিক অর্থ ও সংখ্যাগত পরিসংখ্যান

তায়াওউজ : اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১	اَعُوْذُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি আশ্রয় চাই	৭	৬৩৩৯	৬৩৩৯
২	بِ	حرف (অব্যয়)	(সাথে/দ্বারা) কাছে	৫১০		
৩	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৪	مِنَ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩০২৬		
৫	الشَّيْطٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	শয়তান	৮৮		
৬	الرَّجِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অনেক অভিশপ্ত	৬		
শুধু তায়াওউজ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৬৩৩৯		

তাসমিয়াহ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
অসীম দয়াবান ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/দ্বারা/কাছে	৫১০	২৭৮	৬৬১৬
৭	اِسْمِ	اسم (বিশেষ্য)	নাম	৩৯		
	اللهِ	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৮	الرَّحْمٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়াবান	৫৭		
৯	الرَّحِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়ালু	১৮২		
শুধু তাসমিয়াহর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৪৯০		

আয়াত : ১ تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ

ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১০	تَبَّتْ	فعل (ক্রিয়া)	ধ্বংস হয়েছে	২	৩৮৭২	১০৪৮৮
১১	يَدَآ	اسم (বিশেষ্য)	দুই হাত	৫৪		
১২	اَبِىْ	اسم (বিশেষ্য)	পিতা	১৩		
১৩	لَهَبٍ	اسم (বিশেষ্য)	শিখা	৩		
১৪	وَّ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
	تَبَّ	فعل (ক্রিয়া)	ধ্বংস হয়েছে	২		
শুধু প্রথম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৮৭৪		

আয়াত : ২ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ

তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না।

নতুন শব্দের	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের	মোট নতুন শব্দের

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নম্বর					পুনরাবৃত্তির যোগফল	পুনরাবৃত্তির যোগফল
১৫	مَآ	حرف (অব্যয়)	যা	২৫৩০	৬৯২০	১৭৪০৮
১৬	اَغْنٰى	فعل (ক্রিয়া)	কাজে আসে	৩৯		
১৭	عَنْ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৪৬৪		
	هُ	اسم (বিশেষ্য)	তার			
১৮	مَالُ	اسم (বিশেষ্য)	সম্পদ	২৫		
১৯	هٗ	اسم (বিশেষ্য)	তার			
	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
	مَا	اسم (বিশেষ্য)	যা	২৫৩০		
২০	كَسَبَ	فعل (ক্রিয়া)	অর্জন করেছে	৬২		
শুধু দ্বিতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৯৪৫০		

আয়াত : ৩ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
২১	سَيَصْلٰى	فعل (ক্রিয়া)	অচিরেই প্রবেশ করবে	৫	১৮০	১৭৫৮৮
২২	نَارًا	اسم (বিশেষ্য)	জাহান্নামে	১৪৫		
২৩	ذَاتَ	حرف (অব্যয়)	সম্পন্ন	৩০		
	لَهَبٍ	اسم (বিশেষ্য)	শিখা	৩		
শুধু তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				১৮৩		

আয়াত : ৪ وَّ امْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

আর তার স্ত্রী লাকড়ি বহনকারী।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	وَّ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০	১৩৭৮৮	৩১৩৭৬

২৪	امْرَاَتُ	اسم (বিশেষ্য)	স্ত্রী	২৬		
	هٗ	اسم (বিশেষ্য)	তার			
২৫	حَمَّالَةَ	اسم (বিশেষ্য)	বহনকারিনী	১		
২৬	الْحَطَبِ	اسم (বিশেষ্য)	কাঠ, জ্বালানি	২		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৮২৯		

আয়াত : ৫ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

আর (দুনিয়াতে তার বহনকৃত কাঠ-খড়ির পরিবর্তে জাহান্নামে) তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
২৭	فِيْ	حرف (অব্যয়)	মধ্যে	১৬৫	৩৩৯৩	৩৪৭৬৯
২৮	جِيْدِ	اسم (বিশেষ্য)	গলায়	১		
২৯	هَا	اسم (বিশেষ্য)	তার			
৩০	حَبْلٌ	اسم (বিশেষ্য)	রশি	৫		
৩১	مِّنْ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩২২১		
৩২	مَّسَدٍ	اسم (বিশেষ্য)	পাকানো	১		
শুধু পঞ্চম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৩৯৩		

সূরাটির শিক্ষা :

১. আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করার পরিণাম হলো ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাত নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হওয়া; যেমন আবু লাহাবকে ধ্বংস করা হয়েছে।

২. সাময়িক ক্ষমতা, সম্পদ ও দম্ভ আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পাওে না বরং একদিন সকল দম্ভ নিঃশেষ করে দেওয়া হবে।

৩. দুনিয়ার জীবনে প্রাপ্ত ক্ষমতা ও সম্পদকে অন্যায়ভাবে পরিচালিত করলে পরকালে এই সম্পদই ব্যক্তিকে জাহান্নামি করবে।

৪।.........

৫। ....

Dhaka University Institutional Repository

(......... স্থানে অত্র সূরা থেকে আপনার মনে হওয়া শিক্ষাগুলো বসিয়ে নিন।)

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা : ৭৭৪৩৭, যার মধ্যে মূল শব্দ প্রায় ১৮০০।
আমরা এই সূরায় শিখলাম : ৩২টি নতুন শব্দ, কুরআনে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি ৩৪৭৬৯ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের ৪৪.৮%
মাত্র একটি সূরা পড়েই যদি কুরআনের ৪৪.৮% শব্দ শেখা যায়, তাহলে তাকে সহজ না বলে উপায় কি?
মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর কুরআন বোঝা ও আমল করার করার তাওফিক দিন। আমীন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ৩৬,২৬৬ বার।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ এই পর্যন্ত।
পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১৫	আল-আসমা উল মাউসুলা, মাওসুফ সিফাত/ না'ত মানউ'ত

গল্প : ইদানীং বাংলা ব্যাকরণ কিংবা ইংরেজি গ্রামার পড়তে গেলে জারা নিজে থেকেই সেগুলোর সাথে আরবী কাওয়াইদের কানেকশন খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। আর এটা সম্ভব হয়েছে সাব্বির আর সাজ্জাদ সাহেবের প্রচেষ্টায়। যেমন আজকে বাংলা ব্যাকরণের পদ এর প্রকারগুলো পড়তে গিয়ে জারা হঠাৎ প্রশ্ন করলো, ভাইয়া! আরবী ব্যাকরণে বিশেষণকে কী বলে? সাব্বির উত্তর দিলো, বিশেষণকে সিফাত বা না'ত বলে। তোকে যদি এখন আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে হয় তাহলে বলতে হবে, 'আল্লাহু আকবার' বাক্যে 'আল্লাহু হচ্ছে মানউ'ত বা মাওসুফ। আর আকবার হচ্ছে না'ত বা সিফাত।

আয়াতগুলো পড়ুন-

<u>اقرأ الآيات:</u>

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। (১১৪ : ৫)	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
যারা তাদের সালাতের (সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদির) প্রতি উদাসীন। (১০৭ : ৫)	الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (১০৪ : ৭)	الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
যারা আমাদের জন্য (কুরআন শেখা বা ইসলামের যেকোন বিষয় বাস্তবায়নের জন্য) চেষ্টা-সাধনা করবে আমরা অবশ্যই তাদেরকে (সফল হওয়ার) পথসমূহ দেখাবো। *(আন-কাবুত ২৯ : ৬৯)*	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ
রমাদান মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে কুরআন।	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
আর যারা অমান্য করে। (২ : ৩৯)	وَالَّذِينَ كَفَرُوا
আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ পালন করেছে। (২ : ৮২)	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

<u>الشرح- আলোচনা :</u> প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতগুলো কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো-اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَةُ / (اَلْاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ)- সংযোজক সর্বনাম এর ব্যবহার। ইংরেজি ভাষার Relative Pronoun -ই আরবীতে الإسم الموصول, যেমন :الذي - যিনি (Who); من - যিনি (Who); ما - যা (What/that); أيّ - যেটি (Which) ইত্যাদি।

নিচের নস/লেখা দুটি পড়ুন- **انظر إلى النصين الآتيين :**

ب	الف
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ	الذي جاء إليّ هو عالم

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ যিনি তৈরি করেছেন আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে। أبي هو الذي يعمل في البنك আমার বাবা, যিনি ব্যাংকে চাকুরি করেন। لقيت رجلا الذي هو عالم আমি একজন লোকের সাথে দেখা করেছি যিনি একজন আমিল। اشتريت قلما بما أكتب في الامتحان. আমি একটি কলম কিনেছি, যা দিয়ে আমি পরীক্ষায় লিখবো।	আমার কাছে যিনি এসেছেন তিনি একজন আলিম। التي رأيتها في الأمس هي معلمة যাকে আমি গতকাল দেখেছি তিনি একজন শিক্ষিকা। مَّن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً حَسَنَةٗ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةٗ سَيِّئَةٗ يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٞ مِّنۡهَاۗ যে লোক সৎকাজের জন্য কোনো সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। ما تفعل تجد نتيجته. তুমি যা করবে তার ফলাফল পাবে

"الف" অনুচ্ছেদে إسم موصولগুলো বাক্যের শুরুতে বসেছে এবং বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে ঐ إسم موصولটির সম্পর্ক বলে দিচ্ছে।

"ب" অনুচ্ছেদে إسم موصولগুলো إسم এর পরে ব্যবহৃত হয়ে ঐ إسم এর সম্পর্ক বলে দিচ্ছে।

সুতরাং الإسم الموصول এর ব্যবহার দুই রকম :

ক) বাক্যের শুরুতে;

খ) কোনো إسم এর পরে।

উভয় ক্ষেত্রেই إسم موصولটি বাক্যস্থিত إسم (فاعل বা مفعول)-এর সম্পর্ক বর্ণনা করে থাকে।

সুতরাং الأسماء الموصولة হলো :

(1) الذي، الذان، الذين، التي، اللتان، اللاتي أو اللواتي أو الآئِيْ.

الذي - যিনি বা যা, الذين - যারা

(2) من - যিনি, ما - যা,

(3) أيّ، أيّة - কোনটি

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?

(الِاسْمُ الْمَوْصُوْلُ / اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَةُ)

- সংযোজক সর্বনাম এর ব্যবহার

সংজ্ঞা

যে সর্বনাম দুটি বাক্য বা বিষয়কে যুক্ত করে তাকে সংযোজক সর্বনাম বলে।

পুরুষবাচক সংযোজক সর্বনাম

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন

Dhaka University Institutional Repository

যে:যিনি	الَّذِيْنَ	اللَّذَانِ	الَّذِيْ

স্ত্রীবাচক সংযোজক সর্বনাম

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
যে:যিনি	اللَّاتِي:اللَّائِي	اللَّتَانِ	الَّتِي

কুরআনে ব্যবহারের উদাহরণ

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। (১১৪ : ৫)	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
যারা তাদের সালাতের (সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদির) প্রতি উদাসীন। (১০৭ : ৫)	الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (১০৪ : ৭)	الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
যারা আমাদের জন্য (কুরআন শেখা বা ইসলামের যেকোনো বিষয় বাস্তবায়নের জন্য) চেষ্টা-সাধনা করবে আমরা অবশ্যই তাদেরকে (সফল হওয়ার) পথসমূহ দেখাবো। *(আনকাবুত/ ২৯ : ৬৯)*	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ
রমাদান মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে কুরআন।	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
আর যারা অমান্য করে। (২ : ৩৯)	وَالَّذِينَ كَفَرُوا
আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ পালন করেছে। (২ : ৮২)	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ইতোমধ্যে শেখা ব্যাকরণের আলোকে শব্দগুলোর অর্থ কী হবে বা শব্দগুলো কী ধরনের হবে? এখানে প্রত্যেকটা শব্দ কী ধরনের তা আপনাকে বলতে হবে। যেমন : ইসম, ফেয়েল, হরফ, মুজাক্কার, মুয়ান্নাছ, মুফরাদ, তাসনিয়া, জমা'।

سَاهُونَ	صَلَاتِهِمْ	عَنْ	هُمْ	الَّذِينَ
উদাসীন	তাদের সালাতের	প্রতি	তারা	যারা

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Dhaka University Institutional Repository

যারা তাদের সালাতের প্রতি উদাসীন

ইতোমধ্যে শেখা ব্যাকরণের আলোকে শব্দগুলোর অর্থ কী হবে বা শব্দগুলো কী ধরনের হবে? এখানে প্রত্যেকটা শব্দ কী ধরনের তা আপনাকে বলতে হবে। যেমন : ইসম, ফেয়েল, হরফ, মুজাক্কার, মুয়ান্নাছ, মুফরাদ, তাসনিয়া, জমা’।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

শব্দগুলোর অর্থ কী বা কী ধরনের হবে?

الْقُرْآنُ	فِيهِ	أُنْزِلَ	الَّذِي	رَمَضَانَ	شَهْرُ
কুরআনখানি Definite	যার মধ্যে	নাজিল করা হয়েছে	যাতে	রামাদান	মাস

Practice/HW

1. أخرج كل إسم موصول من الآيات القرآنية الآتية وانظر إلى استعمالها:

(1) أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5 (الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7).

(2) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن . هو الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقالوا يا أيها الذي نُزِّل عليه الذكر إنك لمجنون. والذي أنزل إليك من ربك الحق. الله الذي رفع السموات بغير عمد. وهو الذي مدّ الأرض. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. من جاء بالحسنة فله كفل منها. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. الذي خلق الحياة والموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أولئك الذين حبطت أعمالهم.

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

১৮৬	خَيْرٌ উত্তম Best	وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ আর আপনি দয়ালুদের মধ্যে উত্তম দয়ালু। (সূরা আল মু’মিনুন/২৩: ১১৮)	১৭৬	سَبِيْلٌ পথ Way	اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ তোমার রবের পথ-এর দিকে ডাকো। (সূরা আন নাহল/১৬: ১২৫)
৮৪	فَضْلٌ অনুগ্রহ Favor	هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي এটা আমার রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। (সূরা আন নামল/২৭: ৪০)	৮৩	الصَّلَاةُ নামায Prayer	وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ এবং তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা করো। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

৪৬	صِرَاطٌ পথ Way	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও। (সূরা আল ফাতিহা/০১: ০৫)	৩১	حَسَنَةٌ কল্যাণ Welfare	رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও। (সূরা আল বাক্বারা/০২: ২০১)
২৫	آدَمُ আদম (আ) Adam	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা করো'। (সূরা বনী ঈসরাইল/১৭: ৬১)	৪৩	نُوْحٌ নূহ (আ) Nuh	وَأُوْحِيَ إِلَى نُوْحٍ এবং নূহ-এর প্রতি অহী নাযিল করা হলো। (সূরা হুদ/১১: ৩৬)

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। মহান আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

এক নজরে সূরা ইখলাসের শব্দাবলি

سُوْرَةُ الْإِخْلَاصِ/ সূরা ইখলাস
বিশুদ্ধতা (ঈমানের)
সূরা ১১২

এক, একক, অদ্বিতীয়, অদ্বৈত	**أَحَدٌ**
অমুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত, সবকিছু থেকে মুখাপেক্ষীহীন, সবকিছু তার মুখাপেক্ষী	**الصَّمَدُ**
তিনি কারো জনক নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি	**لَمْ يَلِدْ**
তিনি জাতক নন, তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি	**لَمْ يُوْلَدْ**
সমকক্ষ, সমতুল্য	**كُفُوًا**

সূরার নাম : সূরা ইখলাস (سُوْرَةُ الْإِخْلَاص)
কুরআনের ক্রমধারা : ১১২
নাজিলের ক্রমধারা : ২২
আয়াত : ৪
রুকু : ১
নাজিলের প্রকার : মাক্কী
বিষয়বস্তু : তাওহীদ তথা আল্লাহর একাত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূরার শাব্দিক অর্থ ও সংখ্যাগত পরিসংখ্যান

তায়াওউজ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১	أَعُوْذُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি আশ্রয় চাই	৭	৬৩৩৯	৬৩৩৯
২	بِ	حرف (অব্যয়)	(সাথে/দ্বারা) কাছে	৫১০		
৩	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৪	مِنَ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩০২৬		
৫	الشَّيْطٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	শয়তান	৮৮		
৬	الرَّجِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অনেক অভিশপ্ত	৬		
শুধু তায়াওউজ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৬৩৩৯		

তাসমিয়াহ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/দ্বারা/কাছে	৫১০		
৭	اِسْمِ	اسم (বিশেষ্য)	নাম	৩৯	২৭৮	৬৬১৬
	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৮	الرَّحْمٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়াবান	৫৭		

Dhaka University Institutional Repository

৯	الرَّحِيْم	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়ালু	১৮২		
শুধু তাসমিয়াহ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৪৯০		

আয়াত : ১ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ١
বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১০	قُلْ	فعل (ক্রিয়া)	বলুন	১৬১৮	২১৮১	৮৭৯৭
১১	هُوَ	اسم (বিশেষ্য)	তিনি	৪৭৮		
	اَللّٰهُ	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	৫৭		
১২	اَحَدٌ	اسم (বিশেষ্য)	এক	৮৫		
শুধু প্রথম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				২২৩৮		

আয়াত : ২ اَللّٰهُ الصَّمَدُ
আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	اَللّٰهُ	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	৫৭	১	৮৭৯৮
১৩	اَلصَّمَدُ	اسم (বিশেষ্য)	অমুখাপেক্ষী	১		
শুধু দ্বিতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৫৮		

আয়াত : ৩ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ
তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১৪	لَمْ	حرف (অব্যয়)	না	৩৪৬		
১৫	يَلِدْ	فعل (ক্রিয়া)	তিনি জন্ম দেননি	৯		

১৬	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
	لَمْ	حرف (অব্যয়)	না	৩৪৬		
১৭	يُوْلَدْ	فعل (ক্রিয়া)	তাকে জন্ম দেওয়া হয়নি	৩৪৬		
শুধু তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৪৮৪৭	৪৫০১	১৩২৯৯

আয়াত : ৪ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ
এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০	২৭২৯	১৬০২৮
	لَمْ		না	৩৪৬		
১৮	يَكُنْ	فعل (ক্রিয়া)	নেই	১৩৬১		
১৯	لَ	حرف (অব্যয়)	জন্য	১৩৬৭		
২০	هٗ	اسم (বিশেষ্য)	তার			
২১	كُفُوًا	اسم (বিশেষ্য)	সমকক্ষ	১		
	اَحَدٌ	اسم (বিশেষ্য)	কেউ/ কোনো	৮৫		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৬৯৬০		

সূরাটির শিক্ষা :

১. আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়; তার কোনো শরীক নেই।

২. তিনি অমুখাপেক্ষী।

৩. আল্লাহ নিজে কোনো বাবার সন্তান নয় এবং কোনো সন্তানের বাবাও নয় ।

৪. সর্বোপরি তাঁর সমপর্যায়ে কেউ নেই।

৫।.........

৬। ....

(.........স্থানে অত্র সূরা থেকে আপনার মনে হওয়া শিক্ষাগুলো বসিয়ে নিন।)

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা : ৭৭৪৩৭, যার মধ্যে মূল শব্দ প্রায় ১৮০০।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা এই সূরায় শিখলাম : ২১টি নতুন শব্দ, কুরআনে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি ১৬০২৮ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের ২০.৬%
মাত্র একটি সূরা পড়েই যদি কুরআনের ২০.৬% শব্দ শেখা যায়, তাহলে তাকে সহজ না বলে উপায় কি?
মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর কুরআন বোঝা ও আমল করার করার তাওফিক দিন। আমীন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ১৬,৭৩৩ বার।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**
পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১৬	আল-হুরুফুল মুশাব্বাহ বিল ফে'ল বা ইন্না আন্না কাআন্না জাতীয় শব্দ

গল্প : সারা কখনোই ক্লাসের টপ স্টুডেন্ট ছিলো না। বরং সব মিলিয়ে এভারেজ ছিলো। তার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সে পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর কমন প্রশ্নের উত্তরটা ও ভুলে যেত। এমনকি ক্লাসে শিক্ষক পড়া জিজ্ঞেস করলেও তার এই সমস্যাটা হতো। যেমন আজকে শিক্ষক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সারা বল তো! এমন কোনো হরফ আছে যা ফে'ল এর সাথে সাদৃশ্য রাখে এবং মুবতাদা ও খবর এর পূর্বে বসে মুবতাদাকে যবর আর খবরকে পেশ প্রদান করে ? মাত্র দুই দিন আগেই এ সম্পর্কে পড়লেও অভ্যাসবশত সারা এবারো উত্তর দিতে পারল না। শিক্ষক এবার বলে দিলেন, এগুলো হচ্ছে হুরুফুল মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। এগুলো মোট ছয়টি। যেমন : ইন্না, আন্না, কাআন্না, লাকিন্না, লাইতা, লা'য়াল্লা।

اقرأ الآية:

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতীশয় দয়ালু। (২ : ১৭৩)	إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
তুমি কি জানো, সম্ভবত কিয়ামত অতি নিকটে। (৪২ : ১৭)	وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতটি কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- আল-হুরুফুল মুশাব্বাহ বিল ফে'ল বা إِنَّ এবং সমজাতীয় অব্যয়।

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

আয়াতাংশে إِنَّ হলো একটি হরফ বা অব্যয় Preposition/ অব্যয় (حَرْفٌ/Particle).

এবং

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

আয়াতাংশে لَعَلَّ হলো একটি হরফ বা অব্যয় Preposition/ অব্যয় (حَرْفٌ/Particle).
এই জাতীয় হরফগুলোকে আল-হুরুফুল মুশাব্বাহ বিল ফে'ল বলে।

إِنَّ ও সমজাতীয় অব্যয়সমূহ

إِنَّ-এর সমজাতীয় অব্যয়গুলো হলো :

		কুরআনে কতবার এসেছে
নিশ্চয়ই	إِنَّ	১৬৭৯
যে	أَنَّ	৩৬০
যেমন	كَأَنَّ	
কিন্তু	لَكِنَّ	৬৫

Dhaka University Institutional Repository

হায়!	لَيْتَ	১৪
সম্ভবত	لَعَلَّ	১২৯

♣ إِنَّ এবং সমজাতীয় অব্যয়সমূহের বাক্যে আচরণ একই ধরনের।

ব্যাকরণ

১. إِنَّ এবং সমজাতীয় অব্যয়সমূহ শুধু নামবাচক বাক্যে ব্যবহার হয়।

২. إِنَّ এবং সমজাতীয় অব্যয়ের উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

- إِنَّ এবং সমজাতীয় অব্যয় দিয়ে শুরু হওয়া বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে إِنَّ এবং সমজাতীয় অব্যয়ের উদ্দেশ্য ও বিধেয় বলা হয়।
- إِنَّ এবং সমজাতীয় অব্যয়ের উদ্দেশ্যকে তথা إِنَّ থাকা বাক্যের উদ্দেশ্যকে 'ইসমে ইন্না' বলে।
- إِنَّ এবং সমজাতীয় অব্যয়ের বিধেয়কে তথা إِنَّ থাকা বাক্যের বিধেয়কে 'খবরে ইন্না' বলে।

৩. إِنَّ ও সমজাতীয় অব্যয়সমূহের প্রভাব

সাধারণত নামবাচক বাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় মারফূ বা পেশযুক্ত হয়। কিন্তু إِنَّ এবং সমজাতীয় অব্যয়ের প্রভাবে إِنَّ এবং সমজাতীয় অব্যয় দিয়ে শুরু হওয়া বাক্যের উদ্দেশ্যটি (ইসমে ইন্না) মানসূব বা জবরযুক্ত হয়ে যায়। তবে বাক্যের বিধেয় অপরিবর্তিত থাকে। যেমন :

সাধারণ উদাহরণ

বইটি নতুন	اَلْكِتَابُ جَدِيْدٌ
নিশ্চয় বইটি নতুন	إِنَّ الْكِتَابَ جَدِيْدٌ

আপনি ধনী	اَنْتَ غَنِيٌّ
নিশ্চয় আপনি ধনী **নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, অতি মহান।**	إِنَّكَ غَنِيٌّ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

- أَنْتَ হলো মধ্যম পুরুষ সর্বনামের মারফূ রূপ
- كَ হলো মধ্যম পুরুষ সর্বনামের মানসূব রূপ

শিক্ষকটি অসুস্থ	اَلْمُدَرِّسُ مَرِيْضٌ
সম্ভবত শিক্ষকটি অসুস্থ	لَعَلَّ الْمُدَرِّسَ مَرِيْضٌ

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনের উদাহরণ

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, অতীশয় দয়ালু। (২ : ১৭৩)	إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
নিশ্চয়ই মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (৬৩ : ১)	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

তুমি কি জান, সম্ভবত কিয়ামত অতি নিকটে। (৪২ : ১৭)	وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ
কিন্তু আল্লাহ বিশ্ববাসীদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (২ : ২৫১)	وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২ : ২০)	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৪. যুক্ত সর্বনামের (মানসূব রূপের সর্বনাম) সাথে ব্যবহার

إِنَّ এবং সমজাতীয় অব্যয়সমূহ প্রায়ই যুক্ত সর্বনামের সাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন :

إِنَّكُمْ	إِنَّكَ	إِنَّهَا	إِنَّهُ	إِنَّ
أَنَّكُمْ	أَنَّكَ	أَنَّهَا	أَنَّهُ	أَنَّ
لَٰكِنَّكُمْ	لَٰكِنَّكَ	لَٰكِنَّهَا	لَٰكِنَّهُ	لَٰكِنَّ
لَعَلَّنَا	لَعَلَّهُمْ	لَعَلَّكُمْ	لَعَلِّي	لَعَلَّ

কুরআনের উদাহরণ

নিশ্চয় তা তাদেরকে দৃঢ়ভাবে পরিবেষ্টন করে রাখবে। (১০৪ : ৮)	إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ
নিশ্চয় এটা অবশ্যই সম্মানিত কুরআন। (৫৬ : ৭৯)	إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
যাতে/সম্ভবত/ আশা করা যায় তোমরা আল্লাহ সচেতন হতে পার। (২ :১৭৩)	لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
অবশ্যই তিনি অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৩৯ : ৫৩)	إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
আর নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের প্রতি খুবই আসক্ত। (১০০ : ৮)	وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

৬৯	إِبْرَاهِيمُ ইবরাহীম(আ) Ibrahim	سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ইবরাহীম-এর উপর সালাম। (সূরা আছ ছাফফাত/৩৭: ১০৯)	১২	إِسْمَاعِيلُ ইসমাঈল(আ) Ismail	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ আর এ কিতাবে ইসমাঈল-এর কথা স্মরণ করো। (সূরা মারিয়াম/১৯: ৫৪)
১৩৬	مُوسَىٰ মুসা (আ) Musa	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। (সূরা আল ফুরকান/২৫: ৩৫)	২৫	عِيسَىٰ ঈসা (আ) Essa	وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ তাদের সবার শেষে মারয়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। (সূরা আল হাদীদ/২৫: ২৭)
২৭	يُوسُفُ ইউসুফ (আ) Yousuf	وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ আর ইউসুফ-এর ভাইয়েরা আসল। (সূরা ইউসুফ/১২: ৫৮)	২৭	لُوطٌ লূত (আ) Lut	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ লূত-এর জাতি রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করলো। (সূরা আশ শুয়ারা/২৬: ১৬০)

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

এক নজরে সূরা ফালাকের শব্দাবলি

سُوْرَةُ الْفَلَقِ/ সূরা ফালাক

ভোর / সূরা ১১৩

আমি আশ্রয় চাই, পরিত্রাণ গ্রহণ করছি	أَعُوْذُ
উষা, ভোর, প্রভাত, সকাল বেলা	فَلَقٌ
রাতের অন্ধকার	غَاسِقٍ (غ س ق)
আচ্ছন্ন করে	وَقَبَ (و ق ب)
ফুৎকার প্রদানকারী, ফুঁক দানকারীগণ	نَفّٰثٰتِ (ن ف ث) (একবচন.: نَفَّاثَةٌ)
গ্রন্থি, গিরা	عُقَدِ (ع ق د)

সূরার নাম : সূরা ফালাক (سُوْرَةُ الْفَلَقِ)

কুরআনের ক্রমধারা : ১১৩

নাজিলের ক্রমধারা : ২০

আয়াত : ৫

Dhaka University Institutional Repository

রুকু : ১
নাজিলের প্রকার : মাক্কী
বিষয়বস্তু : যাবতীয় খারাপ সৃষ্টি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা

সূরার শাব্দিক অর্থ ও সংখ্যাগত পরিসংখ্যান

তায়াওউজ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১	أَعُوْذُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি আশ্রয় চাই	৭	৬৩৩৯	৬৩৩৯
২	بِ	حرف (অব্যয়)	(সাথে/দ্বারা) কাছে	৫১০		
৩	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৪	مِنَ	حرف (অব্যয়)	হতে	৩০২৬		
৫	الشَّيْطٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	শয়তান	৮৮		
৬	الرَّجِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অনেক অভিশপ্ত	৬		
শুধু তায়াওউজ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৬৩৩৯		

তাসমিয়াহ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
অসীম দয়াবান ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/দ্বারা/কাছে	৫১০	২৭৮	৬৬১৬
৭	اِسْمِ	اسم (বিশেষ্য)	নাম	৩৯		
	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৮	الرَّحْمنِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়াবান	৫৭		
৯	الرَّحِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়ালু	১৮২		

Dhaka University Institutional Repository

শুধু তাসমিয়াহ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল	৩৪৯০		

আয়াত : ১ قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ

বল, আমি আশ্রয় চাচ্ছি সকাল বেলার রব-এর কাছে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১০	قُلۡ	فعل (ক্রিয়া)	বলুন	১৬১৮	২৫৯৯	৯২১৫
১১	اَعُوۡذُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি আশ্রয় চাই	১০		
	بِ	حرف (অব্যয়)	কাছে	৫১০		
১২	رَبِّ	اسم (বিশেষ্য)	প্রভুর	৯৭০		
১৩	الۡفَلَقِ	اسم (বিশেষ্য)	সকালের	১		
শুধু প্রথম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩১০৯		

আয়াত : ২ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ

তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	مِنۡ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩২২১	২৭৪৩	১১৯৫৮
১৪	شَرِّ	اسم (বিশেষ্য)	খারাপ-মন্দ	২৯		
১৫	مَا	اسم (বিশেষ্য)	ঐ	২৫৩০		
১৬	خَلَقَ	فعل (ক্রিয়া)	তিনি সৃষ্টি করেছেন	১৮৪		
শুধু দ্বিতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৫৯৬৪		

আয়াত : ৩ وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ

আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১৭	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০	৪০২৫	১৫৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

	مِنۡ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩২২১		
	شَرِّ	اسم (বিশেষ্য)	খারাপ-মন্দ	২৯		
১৮	غَاسِقٍ	اسم (বিশেষ্য)	অন্ধকার	১		
১৯	اِذَا	اسم (বিশেষ্য)	যখন	২২৩		
২০	وَقَبَ	فعل (ক্রিয়া)	গভীর হয় বা ছেয়ে যায়	১		
শুধু তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৭২৭৫		

আয়াত : ৪ وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ

আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০	১৬৭	১৬১৫০
	مِنۡ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩২২১		
	شَرِّ	اسم (বিশেষ্য)	খারাপ-মন্দ	২৯		
২১	النَّفّٰثٰتِ	اسم (বিশেষ্য)	ফুৎকারিণী	১		
২২	فِی	حرف (অব্যয়)	মধ্যে	১৬৫		
২৩	الۡعُقَدِ	اسم (বিশেষ্য)	গিঁট	১		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৭২১৭		

আয়াত : ৫ وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০	৩২২৫	

Dhaka University Institutional Repository

২৪	مِنْ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩২২১		১৯৩৭৫
	شَرِّ	اسم (বিশেষ্য)	খারাপ-মন্দ	২৯		
২৫	حَاسِدٍ	اسم (বিশেষ্য)	হিংসুক	১		
	اِذَا	اسم (বিশেষ্য)	যখন	২২৩		
২৬	حَسَدَ	فعل (ক্রিয়া)	সে হিংসা করে	৩		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৭২৭৭		

সূরাটির শিক্ষা :

১. ভালো-মন্দ সবই আল্লাহর সৃষ্টি তবে যাবতীয় মন্দ থেকে বাঁচার জন্য আল্লার কাছেই আশ্রয় চাইতে হবে।

২. আল্লাহ তার অনেক মন্দ সৃষ্টিকে অন্ধকার রাতে ছেড়ে দেন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার জন্য। তাই হাদীসে রাত্রি-নিশিতে মানুষদেরকে বাহিরে চলাফেরা করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

৩. অপরের ক্ষতি সাধনের লক্ষ্যে জাদু-টোনা, হিংসাত্মক কাজকর্ম ইত্যাদি যাবতীয় মন্দকাজ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে।

৪।.........

৫।.........

(.........স্থানে অত্র সূরা থেকে আপনার মনে হওয়া শিক্ষাগুলো বসিয়ে নিন।)

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা : ৭৭৪৩৭, যার মধ্যে মূল শব্দ প্রায় ১৮০০।
আমরা এই সূরায় শিখলাম : ২৬টি নতুন শব্দ, কুরআনে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি ১৯৩৭৫ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের ২৫%
মাত্র একটি সূরা পড়েই যদি কুরআনের ২৫% শব্দ শেখা যায়, তাহলে তাকে সহজ না বলে উপায় কি?
মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর কুরআন বোঝা ও আমল করার করার তাওফিক দিন। আমীন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ২১,৬২২ বার।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**
পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১৭	বহুল ব্যবহৃত কিছু মাজিদ ফিহী – আল্লামা, আদহাকা - আবকার গল্প

গল্প : সাব্বিরদের বাসায় তার ছোট মামা বেড়াতে এসেছেন। তিনি মাদরাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট হওয়ার কারণে প্রায় সময় সাব্বির আর সারাকে নাহু সরফ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। আজ সন্ধ্যায় সাব্বির পড়ছিলো তিনি পাশে গিয়ে বসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো! 'ইনতাসারা' এটা কোন ফে'ল? সাব্বিরের উত্তর, এটা হচ্ছে ফে'লে মাজিদ ফিহী। কীভাবে? মামার আবারো প্রশ্ন। কারণ মাজিদ ফিহী হচ্ছে যার মূল অক্ষরের সাথে এক বা একাধিক হরফ যোগ করা হয়। আর ইনতাসারা শব্দের মূল হচ্ছে 'নাসারা।' এখানে 'আলিফ ও তা' যোগ করা হয়েছে।

আজ আমরা প্রথমেই এখানে কুরআনে অধিক ব্যবহৃত ক্রিয়াসমূহ কুরআন ও হাদিসের উদাহরণসহ দেখবো, ইনশাআল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রি-মূল বিশিষ্ট ক্রিয়াসমূহ : ثلاثي مجرد								
কুরআন/হাদিসের উদাহরণ	অর্থ	মাছদার / মূল ক্রিয়া	কর্ম	কর্তা	আদেশ বাচক	ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া	অতীত কালের ক্রিয়া	কুরআনে কতবার এসেছে
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন?	করা	فِعْلٌ	مَفْعُولٌ	فَاعِلٌ	اِفْعَلْ	يَفْعَلُ	* فَعَلَ	১০৫
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়	খোলা	فَتْحٌ	مَفْتُوح	فَاتِح	اِفْتَحْ	يَفْتَحُ	* فَتَحَ	২৯
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْـمُتَطَهِّرِيْنَ. হে আল্লাহ, যারা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন/তাওবা করে তাদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত কর এবং যারা পবিত্রতা অর্জন করে তাদের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত কর।	করা/ বানানো	جَعْل	مَجْعُول	جَاعِلٌ	اِجْعَلْ	يَجْعَلُ	* جَعَلَ	৩৪৬
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ . যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।	সাহায্য করা	نَصْر	مَنْصُور	نَاصِر	اُنْصُرْ	يَنْصُرُ	* نَصَرَ	৯২
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ . তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।	সৃষ্টি করা	خَلْق	مَخْلُوق	خَالِق	اُخْلُقْ	يَخْلُقُ	خَلَقَ	২৪৮
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، বলুন! ওহে কাফিরেরা وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ :: আর আমরা আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করি	অস্বীকার করা কুফুরী করা	كُفْر	مَكْفُور	كَافِر	اُكْفُرْ	يَكْفُرُ	* كَفَرَ	৪৬১

Dhaka University Institutional Repository

কুফুরী করি না।								
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ . সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না।	স্মরণ করা	ذِكْر	مَذْكُور	ذَاكِر	أُذْكُرْ	يَذْكُرُ	* ذَكَرَ	১৬৩
وَارْزُقْنِي :: আর আমাকে রিজিক দান করুন।	রিজিক দেওয়া	رِزْق	مَرْزُوق	رَازِق	أُرْزُقْ	يَرْزُقُ	رَزَقَ	১২২
يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا . এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।	প্রবেশ করা	دُخُول	مَدْخُول	دَاخِل	أُدْخُل	يَدْخُلُ	دَخَلَ	৭৮
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾ এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার মৃত্যু না আসে। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . আমরা আপনারই ইবাদাত করি ও আপনার কাছেই সাহায্য চাই।	ইবাদাত করা	عِبَادَةٌ	مَعْبُود	عَابِد	أُعْبُدْ	يَعْبُدُ	* عَبَدَ	১৪৩
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে।	মারা/প্রহার করা	ضَرْبٌ	مَضْرُوب	ضَارِب	اِضْرِبْ	يَضْرِبُ	*ضَرَبَ	৫৮
غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ	ক্ষমা করা	مَغْفِرَة	مَغْفُور	غَافِر	اِغْفِرْ	يَغْفِرُ	غَفَرَ	৯৫

Dhaka University Institutional Repository

পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ :: আপনার পক্ষ হতে ক্ষমা দ্বারা আমাকে ক্ষমা করুন।								
فاصبر صبرا جميلا সুতরাং উত্তম ধৈর্যধারণ করো وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ . একে অপরকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দাও।	ধৈর্য ধারণ করা	صَبْر	-	صَابِر	اِصْبِرْ	يَصْبِرُ	صَبَرَ	৫৩
اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ :: হে আল্লাহ! আমি আমার ওপর জুলুম করেছি।	জুলুম করা	ظُلْم	مَظْلُوم	ظَالِم	اِظْلِمْ	يَظْلِمُ	* ظَلَمَ	২৬৬
سَمِعَ اَللّٰه لِمَنْ حَمِدَه' আল্লাহ্ শুনেছেন যে তার প্রশংসা করেছে।	শোনা	سَمَاعَة	مَسْمُوع	سَامِع	اِسْمَعْ	يَسْمَعُ	* سَمِعَ	১০০
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء যমীনে যারা আছে তাঁদের ওপর রহম করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোয়ামদের ওপর রহম করবেন।	করুণা করা	رَحْمَة	مَرْحُوم	رَاحِم	اِرْحَمْ	يَرْحَمُ	رَحِمَ	১৪৮
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ . শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।	জানা	عِلْم	مَعْلُوم	عَالِم	اِعْلَمْ	يَعْلَمُ	* عَلِمَ	৫১৮

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

১৭	إِسْحَاقَ ইসহাক্ব (আ.) Ishaque	وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ আর আমি তাদেরকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের মাধ্যমে। (সূরা আস সাফফাত/৩৭: ১১২)	১৬	يَعْقُوبُ ইয়াকুব (আ.) Ya'ku b	يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে- উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের। (সূরা আল আনআম/৬: ৮৪)

১১	شُعَيْبُ শুয়াইব (আ.) Shoaib	قَالُوْا يَا شُعَيْبُ তারা বলল , 'হে শুয়াইব!' (সূরা হুদ/১১: ৮৭)	০৯	صَالِحٌ সালেহ (আ.) Salih	وَإِلَىٰ ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا আর সামুদের কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। (সূরা হুদ/১১: ৬১)
০৭	هُوْدٌ হূদ (আ.) Hud	وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا আর আদ জাতির কাছে আমি তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। (সূরা হুদ/১১: ৫০)			

*(সূরা আল ফালাক/১১৩: ০২) এর তাৎপর্য : (সূরার নাম/কুরআনে সূরার তম ও সূরার আয়াত নম্বর)।

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

এক নজরে সূরা নাসের শব্দাবলি

سُوْرَةُ النَّاسِ/ সূরা নাস

মানবজাতি/ সূরা ১১৪

বাদশাহ, অধিপতি	(مُلُوْكٌ) مَلِكٌ
প্রতিপালক, পরওয়ারদিগার	رَبِّ
মাবুদ, উপাস্য	إِلٰـه
আত্মগোপনকারী	اَلْخَنَّاس
কুমন্ত্রণা দেয়, কুপরামর্শ দেয়	يُوَسْوِسُ (و س و س)

সূরার নাম : সূরা নাস (سُوْرَةُ النَّاسِ)
কুরআনের ক্রমধারা : ১১৪
নাজিলের ক্রমধারা : ২১
আয়াত : ৬
রুকু : ১
নাজিলের প্রকার : মাক্কী
বিষয়বস্তু : জিন ও মানুষ শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা।

সূরার শাব্দিক অর্থ ও সংখ্যাগত পরিসংখ্যান

তায়াওউজ : اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
আমি অভিশপ্ত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

তাসমিয়াহ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ
অসীম দয়াবান ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

Dhaka University Institutional Repository

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১	اَعُوْذُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি আশ্রয় চাই	৭	৬৩৩৯	৬৩৩৯
২	بِ	حرف (অব্যয়)	(সাথে/দ্বারা) কাছে	৫১০		
৩	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ	২৭০২		
৪	مِنَ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩০২৬		
৫	الشَّيْطٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	শয়তান	৮৮		
৬	الرَّجِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অনেক অভিশপ্ত	৬		
শুধু তায়াওউজ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৬৩৩৯		

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	بِ	حرف (অব্যয়)	সাথে/দ্বারা/কাছে	৫১০		
৭	اِسْمِ	اسم (বিশেষ্য)	নাম	৩৯	২৭৮	৬৬১৬
	الله	اسم (বিশেষ্য)	আল্লাহ্	২৭০২		
৮	الرَّحْمٰنِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়াবান	৫৭		
৯	الرَّحِيْمِ	اسم (বিশেষ্য)	অসীম দয়ালু	১৮২		
শুধু তাসমিয়াহ এর শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৪৯০		

আয়াত : ১ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রভুর কাছে'।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১০	قُلْ	فعل (ক্রিয়া)	বলুন	১৬১৮	২৮৩৯	৯৪৫৫
১১	اَعُوْذُ	فعل (ক্রিয়া)	আমি আশ্রয় চাই	১০		

Dhaka University Institutional Repository

	بِ	حرف (অব্যয়)	কাছে	৫১০		
১২	رَبِّ	اسم (বিশেষ্য)	প্রভুর	৯৭০		
১৩	النَّاسِ	اسم (বিশেষ্য)	মানুষের	২৪১		
শুধু প্রথম আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৩৪৯		

আয়াত : ২ مَلِكِ النَّاسِ ۙ

যিনি মানবমণ্ডলীর বাদশাহ বা অধিপতি।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১৪	مَلِكِ	اسم (বিশেষ্য)	থেকে	১৩	১৩	৯৪৬৮
	النَّاسِ	اسم (বিশেষ্য)	মানুষের	২৪১		
শুধু দ্বিতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				২৫৪		

আয়াত : ৩ اِلٰهِ النَّاسِ

যিনি মানবমণ্ডলীর উপাস্য।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১৫	اِلٰهِ	اسم (বিশেষ্য)	উপাস্য	১১৩	১১৩	৯৫৮১
	النَّاسِ	اسم (বিশেষ্য)	মানুষের	২৪১		
শুধু তৃতীয় আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩৫৪		

আয়াত : ৪ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ

আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্টতা থেকে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
১৬	مِنْ	حرف (অব্যয়)	থেকে	৩২২১	৩২৫২	১২৮৩৩
১৭	شَرِّ	اسم (বিশেষ্য)	খারাপ-মন্দ	২৯		
১৮	الْوَسْوَاسِ	اسم (বিশেষ্য)	কুমন্ত্রণাদানকারী	১		
১৯	الْخَنَّاسِ	اسم (বিশেষ্য)	আত্মগোপনকারী	১		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৩২৫২		

আয়াত : ৫ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
২০	الَّذِيْ	اسم (বিশেষ্য)	যে	৩৪০	৫৪৩	১৩৩৭৬
২১	يُوَسْوِسُ	فعل (ক্রিয়া)	কুমন্ত্রণা দেয়	৪		
২২	فِيْ	حرف (অব্যয়)	মধ্যে	১৬৫		
২৩	صُدُوْرِ	اسم (বিশেষ্য)	বক্ষে/ অন্তরে	৩৪		
	النَّاسِ	اسم (বিশেষ্য)	মানুষের	২৪১		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৭৮৪		

আয়াত : ৬ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

(এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।

নতুন শব্দের ক্রমিক নম্বর	শব্দ	শব্দের প্রকৃতি	অর্থ	পুনরাবৃত্তি	আয়াতের নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল	মোট নতুন শব্দের পুনরাবৃত্তির যোগফল
	مِنَ	اسم (বিশেষ্য)	থেকে	৩২২১	৩৮২২	১৭১৯৮
২৪	الْجِنَّةِ	فعل (ক্রিয়া)	জিন জাতি	২২		
২৫	وَ	حرف (অব্যয়)	এবং	৩৮০০		
	النَّاسِ	اسم (বিশেষ্য)	মানুষ জাতি	২৪১		
শুধু চতুর্থ আয়াতের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তির যোগফল				৭২৮৪		

সূরাটির শিক্ষা :

১. যেহেতু মহান আল্লাহ সুবহনাহু তায়ালা হলেন মানুষের লালন-পালনকারী, মানুষের মালিক, মানুষের একমাত্র উপাস্য, সেহেতু আশ্রয় চাইতে হবে কেবল আল্লাহর কাছেই; তিনিই মানবজাতির প্রকৃত আশ্রয়দাতা। ২. বিশেষ করে শয়তানের যাবতীয় কুমন্ত্রণা ও মন্দ নির্দেশনা থেকে আল্লাহই আমাদেরকে বাঁচাতে পারেন। ৩. শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। ৪. শয়তান শুধু জিনদের থেকে নয় বরং মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে; যারা অন্যকে মন্দ কাজের দিকে আহ্বান করে।

কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যা : ৭৭৪৩৭, যার মধ্যে মূল শব্দ প্রায় ১৮০০।

আমরা এই সূরায় শিখলাম : ২৫টি নতুন শব্দ, কুরআনে যেগুলোর পুনরাবৃত্তি ১৭১৯৮ বার, যা কুরআনের মোট শব্দের ২২.২%

মাত্র একটি সূরা পড়েই যদি কুরআনের ২২.২% শব্দ শেখা যায়, তাহলে তাকে সহজ না বলে উপায় কি? মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর কুরআন বোঝা ও আমল করার করার তাওফিক দিন। আমীন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে মোট ২০,২৭৬ বার এসেছে।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

দোয়া করতে থাকুন:

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-১৮	মাজি ক্রিয়ার রূপসমূহ কুরআনে বিভিন্ন রূপের বেশি ব্যবহার হওয়া ক্রিয়ার তালিকা

গল্প : সাব্বিরের ক্লাস ফাইভে পড়ুয়া স্টুডেন্ট আজ কয়েকদিক প্রতি ক্লাসে নতুন করে রেকর্ড গড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার এই রেকর্ডটা হচ্ছে মাজি মুতলাক্ব তথা সাধারণ অতীতকালের সিগাহগুলো এক মিনিটে সর্বোচ্চ কতবার বলা যায়। গতকাল পর্যন্ত সে ৫ বার বলতে পেরেছে। সাব্বির তার এই ছেলেমানুষিতে বিরক্ত না হয়ে বিষয়টা ইতিবাচকভাবে নিয়ে তাকে বরং আরো উৎসাহ দিয়েছে, যেন সে কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ৪ বাবের সাধারণ অতীতকালের ১৪টি সিগাহ সবগুলোই আয়ত্ত করে নেয়।

আয়াতগুলো পড়ুন-

اقرأ الآيات:

যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' থেকে। (৯৬ : ২)	خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে শুধু আমার দাসত্ব (দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা) করার উদ্দেশ্যে। (৫১ : ৫৬)	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
আর নিশ্চয় আমার রাসূলগণ এসেছিল। (১১ : ৬৯)	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا
তার পূর্বের রাসূলগণ (সকল রাসূল) গত হয়েছে। (৩ : ১৪৪)	قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতগুলো কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতগুলো উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- ক্রিয়ার অতীত কাল বা فِعْلُ الْمَاضِى।

ক্রিয়া : অতীতকাল

ক্রিয়া : অতীত কাল **فِعْلُ الْمَاضِى** - সাধারণ তথ্য

সংজ্ঞা

- আরবী ভাষায় অতীতকালকে **مَاضِى** বলে

আমরা আজ নিম্নলিখিত চারটি বাব (بَابٌ)-এর ক্রিয়াসমূহের বিভিন্ন Tense, Person, Gender & Number-এর উপর্যুক্ত ৬টি রূপ পড়ব।

ক্রমিক নং	আরবী
১.	فَتَحَ–يَفْتَحُ

Dhaka University Institutional Repository

২.	نَصَرَ يَنْصُرُ
৩.	سَمِعَ يَسْمَعُ
৪.	ضَرَبَ يَضْرِبُ

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মূল তিন অক্ষরবিশিষ্ট مَادَّةٌ ওয়ালা فِعْلٌ এর মোট ৬টি বাব (بَابٌ) আছে। উপর্যুক্ত ৪টি বাদে অপর ২টি হলো :

ক্রমিক নং	আরবী
৫.	كَرُمَ – يَكْرُمُ
৬.	حَسِبَ يَحْسِبُ

তবে, কুরআনে শেষোক্ত ২টি বাবের প্রয়োগ খুবই কম। যেহেতু আমাদের টার্গেট হলো কুরআনের আরবী শিক্ষা, তাই আমরা শেষোক্ত ২টি বাব আপাতত পড়ব না - পরে সময় সুযোগ পেলে দেখা যাবে।

বিভিন্ন Person, Gender & Number-এ مَاضِيْ (অতীত কাল বোধক) বাক্যে ক্রিয়ার রূপসমূহ

1. فَتَحَ - يَفْتَحُ বাবের ক্রিয়ার ৬টি রূপ নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	(نَحْنُ)	(أَنَا)	(أَنْتُمْ)	(أَنْتَ)	(هُمْ)	(هُوَ)
১।	فَتَحْنَا	فَتَحْتُ	فَتَحْتُمْ	فَتَحْتَ	فَتَحُوْا	فَتَحَ
	আমরা খুলেছি	আমি খুলেছি	আপনারা খুলেছেন	আপনি খুলেছেন	তাঁরা খুলেছেন	তিনি খুলেছেন
২।	فَعَلْنَا	فَعَلْتُ	فَعَلْتُمْ	فَعَلْتَ	فَعَلُوْا	فَعَلَ
	আমরা করেছি	আমি করেছি	আপনারা করেছেন	আপনি করেছেন	তাঁরা করেছেন	তিনি করেছেন
৩।	جَعَلْنَا	جَعَلْتُ	جَعَلْتُمْ	جَعَلْتَ	جَعَلُوْا	جَعَلَ
	আমরা বানিয়েছি	আমি বানিয়েছি	আপনারা বানিয়েছেন	আপনি বানিয়েছেন	তাঁরা বানিয়েছেন	তিনি বানিয়েছেন
৪।	بَعَثْنَا	بَعَثْتُ	بَعَثْتُمْ	بَعَثْتَ	بَعَثُوْا	بَعَثَ
	আমরা পুনরুত্থিত করেছি	আমি পুনরুত্থিত করেছি	আপনারা পুনরুত্থিত করেছেন	আপনি পুনরুত্থিত করেছেন	তাঁরা পুনরুত্থিত করেছেন	তিনি পুনরুত্থিত করেছেন

বি. দ্র. কলামের শিরোনাম শুধু Person, Gender & Number বোঝানোর জন্য; বাক্যের অংশ নয়।

2. نَصَرَ - يَنْصُرُ বাবের ক্রিয়ার ৬টি রূপ নিম্নে দেওয়া হলো :

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	(نَحْنُ)	(أَنَا)	(أَنْتُمْ)	(أَنْتَ)	(هُمْ)	(هُوَ)
১।	نَصَرْنَا	نَصَرْتُ	نَصَرْتُمْ	نَصَرْتَ	نَصَرُوْا	نَصَرَ
	আমরা সাহায্য করেছি	আমি সাহায্য করেছি	তোমরা সাহায্য করেছ	তুমি সাহায্য করেছ	তারা সাহায্য করেছে	সে সাহায্য করেছে
২।	عَبَدْنَا	عَبَدْتُ	عَبَدْتُمْ	عَبَدْتَ	عَبَدُوْا	عَبَدَ
	আমরা উপাসনা করেছি	আমি উপাসনা করেছি	তোমরা উপাসনা করেছ	তুমি উপাসনা করেছ	তারা উপাসনা করেছে	সে উপাসনা করেছে
৩।	كَفَرْنَا	كَفَرْتُ	كَفَرْتُمْ	كَفَرْتَ	كَفَرُوْا	كَفَرَ
	আমরা অস্বী কার করেছি	আমি অস্বী কার করেছি	তোমরা অস্বীকার করেছ	তুমি অস্বী কার করেছ	তারা অস্বী কার করেছে	সে অস্বী কার করেছে
৪।	خَلَقْنَا	خَلَقْتُ	خَلَقْتُمْ	خَلَقْتَ	خَلَقُوْا	خَلَقَ
	আমরা সৃষ্টি করেছি	আমি সৃষ্টি করেছি	তোমরা সৃষ্টি করেছ	তুমি সৃষ্টি করেছ	তারা সৃষ্টি করেছে	সে সৃষ্টি করেছে
৫।	ذَكَرْنَا	ذَكَرْتُ	ذَكَرْتُمْ	ذَكَرْتَ	ذَكَرُوْا	ذَكَرَ
	আমরা স্মরণ করেছি	আমি স্মরণ করেছি	তোমরা স্মরণ করেছ	তুমি স্মরণ করেছ	তারা স্মরণ করেছে	সে স্মরণ করেছে
৬।	رَزَقْنَا	رَزَقْتُ	رَزَقْتُمْ	رَزَقْتَ	رَزَقُوْا	رَزَقَ
	আমরা দিয়েছি	আমি দিয়েছি	তোমরা দিয়েছ	তুমি দিয়েছ	তারা দিয়েছে	সে দিয়েছে

বি. দ্র. কলামের শিরোনাম শুধু Person, Gender & Number বোঝানোর জন্য; বাক্যের অংশ নয়।

3. يَسْمَعُ - سَمِعَ বাবের ক্রিয়ার ৬টি রূপ নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	(نَحْنُ)	(أَنَا)	(أَنْتُمْ)	(أَنْتَ)	(هُمْ)	(هُوَ)
১।	سَمِعْنَا	سَمِعْتُ	سَمِعْتُمْ	سَمِعْتَ	سَمِعُوْا	سَمِعَ
	আমরা শ্রবণ করেছি	আমি শ্রবণ করেছি	তোমরা শ্রবণ করেছ	তুমি শ্রবণ করেছ	তারা শ্রবণ করেছে	সে শ্রবণ করেছে
২।	رَحِمْنَا	رَحِمْتُ	رَحِمْتُمْ	رَحِمْتَ	رَحِمُوْا	رَحِمَ
	আমরা দয়া করেছি	আমি দয়া করেছি	তোমরা দয়া করেছ	তুমি দয়া করেছ	তারা দয়া করেছে	সে দয়া করেছে
৩।	عَلِمْنَا	عَلِمْتُ	عَلِمْتُمْ	عَلِمْتَ	عَلِمُوْا	عَلِمَ

Dhaka University Institutional Repository

	আমরা জেনেছি	আমি জেনেছি	তোমরা জেনেছ	তুমি জেনেছ	তারা জেনেছে	সে জেনেছে
৪।	عَمِلْنَا	عَمِلْتُ	عَمِلْتُمْ	عَمِلْتَ	عَمِلُوْا	عَمِلَ
	আমরা কাজ করেছি	আমি কাজ করেছি	তোমরা কাজ করেছ	তুমি কাজ করেছ	তারা কাজ করেছে	সে কাজ করেছে

বি. দ্র. কলামের শিরোনাম শুধু Person, Gender & Number বোঝানোর জন্য; বাক্যের অংশ নয়।

4. يَضْرِبُ - ضَرَبَ বাবের ক্রিয়ার ৬টি রূপ নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	(نَحْنُ)	(أَنَا)	(أَنْتُمْ)	(أَنْتَ)	(هُمْ)	(هُوَ)
১।	ضَرَبْنَا	ضَرَبْتُ	ضَرَبْتُمْ	ضَرَبْتَ	ضَرَبُوْا	ضَرَبَ
	আমরা প্রহার করেছি	আমি প্রহার করেছি	তোমরা প্রহার করেছ	তুমি প্রহার করেছ	তারা প্রহার করেছে	সে প্রহার করেছে
২।	ظَلَمْنَا	ظَلَمْتُ	ظَلَمْتُمْ	ظَلَمْتَ	ظَلَمُوْا	ظَلَمَ
	আমরা অত্যাচার করেছি	আমি অত্যাচার করেছি	তুমি অত্যাচার করেছ	তুমি অত্যাচার করেছ	তারা অত্যাচার করেছে	সে অত্যাচার করেছে
৩।	عَرَفْنَا	عَرَفْتُ	عَرَفْتُمْ	عَرَفْتَ	عَرَفُوْا	عَرَفَ
	আমরা বুঝেছি	আমি বুঝেছি	তুমি বুঝেছ	তুমি বুঝেছ	তারা বুঝেছে	সে বুঝেছে
৪।	غَفَرْنَا	غَفَرْتُ	غَفَرْتُمْ	غَفَرْتَ	غَفَرُوْا	غَفَرَ
	আমরা ক্ষমা করেছি	আমি ক্ষমা করেছি	তুমি ক্ষমা করেছ	তুমি ক্ষমা করেছ	তারা ক্ষমা করেছে	সে ক্ষমা করেছে

বি. দ্র. কলামের শিরোনাম শুধু Person, Gender & Number বোঝানোর জন্য; বাক্যের অংশ নয়।

অতীতকালের মূল ৪টি রূপের ধাতুরূপ

MT5T

Memorization through 5 Times

(৫ বার পড়ার মাধ্যমে স্মরণ রাখা)

রূপ-১ : **فَتَحَ** রূপ

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন
সে (পুরুষ) খুলেছে	**فَتَحُوْا**	**فَتَحَا**	**فَتَحَ**

Dhaka University Institutional Repository

সে (স্ত্রী) খুলেছে	فَتَحْنَ	فَتَحَتَا	فَتَحَتْ
তুমি (পুরুষ) খুলেছো	فَتَحْتُمْ	فَتَحْتُمَا	فَتَحْتَ
তুমি (স্ত্রী) খুলেছো	فَتَحْتُنَّ	فَتَحْتُمَا	فَتَحْتِ
আমি খুলেছি	فَتَحْنَا	فَتَحْنَا	فَتَحْتُ

রূপ-২ : نَصَرَ রূপ

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন
সে (পুং) সাহায্য করেছে	نَصَرُوْا	نَصَرَا	نَصَرَ
সে (স্ত্রী) সাহায্য করেছে	نَصَرْنَ	نَصَرَتَا	نَصَرَتْ
তুমি (পুং) সাহায্য করেছো	نَصَرْتُمْ	نَصَرْتُمَا	نَصَرْتَ
তুমি (স্ত্রী) সাহায্য করেছো	نَصَرْتُنَّ	نَصَرْتُمَا	نَصَرْتِ
আমি সাহায্য করেছি	نَصَرْنَا	نَصَرْنَا	نَصَرْتُ

রূপ-৩ : سَمِعَ রূপ

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন
সে (পুরুষ) শুনেছে	سَمِعُوْا	سَمِعَا	سَمِعَ
সে (স্ত্রী) শুনেছে	سَمِعْنَ	سَمِعَتَا	سَمِعَتْ
তুমি (পুরুষ) শুনেছো	سَمِعْتُمْ	سَمِعْتُمَا	سَمِعْتَ
তুমি (স্ত্রী) শুনেছো	سَمِعْتُنَّ	سَمِعْتُمَا	سَمِعْتِ
আমি শুনেছি	سَمِعْنَا	سَمِعْنَا	سَمِعْتُ

রূপ-৪ : ضَرَبَ রূপ

একবচনের অর্থ	বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন
সে (পুরুষ) মেরেছে	ضَرَبُوْا	ضَرَبَا	ضَرَبَ

Dhaka University Institutional Repository

সে (স্ত্রী) মেরেছে	ضَرَبْنَ	ضَرَبَتَا	ضَرَبَتْ
তুমি (পুরুষ) মেরেছো	ضَرَبْتُمْ	ضَرَبْتُمَا	ضَرَبْتَ
তুমি (স্ত্রী) মেরেছো	ضَرَبْتُنَّ	ضَرَبْتُمَا	ضَرَبْتِ
আমি মেরেছি	ضَرَبْنَا	ضَرَبْنَا	ضَرَبْتُ

কুরআনের উদাহরণ

যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ‘আলাক’ থেকে। (৯৬ : ২)	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
আর আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে শুধু আমার দাসত্ব (দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা) করার উদ্দেশ্যে । (৫১ : ৫৬)	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
আর নিশ্চয় আমার রাসূলগণ এসেছিল। (১১ : ৬৯)	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا
তার পূর্বের রাসূলগণ (সকল রাসূল) গত হয়েছে। (৩ : ১৪৪)	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

আর তোমরাও দাসত্বকারী নও যার দাসত্ব আমি করি। (১০৯ : ৫)	وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
আর নিশ্চয় আমরা সৃষ্টি করেছি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী। (৫০ : ৩৮)	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে ও যারা সৎকাজ করেছে। (১০৩ : ৩)	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
আর যারা অমান্য করে। (২ : ৩৯)	وَالَّذِينَ كَفَرُوا
তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক হাতিওয়ালাদের সাথে কী পদ্ধতিতে (যুদ্ধ) করেছিলেন? (১০৫ : ১)	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
কি তারা সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর? (৩৫ : ৪০)	مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ

অতীত বাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

আজ আমরা নতুন একটি বিষয় শিখবো, ইনশাআল্লাহ। তা হলো-

Dhaka University Institutional Repository

১. ক্রিয়ার রূপান্তরের নামকে (Conjugation of Verbs) আরবী তে কী বলে?
২. ফে'য়েলের ভেতরে প্রকৃত সর্বনাম ও তার আলামত কীভাবে লুক্কায়িত থাকে।

বচন	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
ক্রিয়া	فَتَحْتُمْ	فَتَحْتُمَا	فَتَحْتَ
আলামত	تُمْ	تُمَا	تَ
প্রকৃত সর্বনাম	أَنْتُمْ	أَنْتُمَا	أَنْتَ

ক্রিয়ার শেষে থাকা আলামতের (Suffix) মাধ্যমে। আলামতসমূহ হলো-

নাম পুরুষ পুংবাচক			
বচন	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
ক্রিয়া	فَتَحُوا	فَتَحَا	فَتَحَ
আলামত	و	ا	১ম ও শেষ অক্ষরে যবর
প্রকৃত সর্বনাম	هُمْ	هُمَا	هُوَ

নাম পুরুষ স্ত্রীবাচক			
বচন	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
ক্রিয়া	فَتَحْنَ	فَتَحَتَا	فَتَحَتْ
আলামত	نَ	ا	تْ
প্রকৃত সর্বনাম	هُنَّ	هُمَا	هِيَ

মধ্যম পুরুষ পুংবাচক			
বচন	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
ক্রিয়া	فَتَحْتُمْ	فَتَحْتُمَا	فَتَحْتَ
আলামত	تُمْ	تُمَا	تَ

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃত সর্বনাম	أَنْتُمْ	أَنْتُمَا	أَنْتَ
মধ্যম পুরুষ স্ত্রীবাচক			
বচন	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
ক্রিয়া	فَتَحْتُنَّ	فَتَحْتُمَا	فَتَحْتِ
আলামত	تُنَّ	تُمَا	تِ
প্রকৃত সর্বনাম	أَنْتُنَّ	أَنْتُمَا	أَنْتِ

উত্তম পুরুষ পুং ও স্ত্রীবাচক			
বচন	বহুবচন	দ্বি-বচন	একবচন
ক্রিয়া	فَتَحْنَا	فَتَحْنَا	فَتَحْتُ
আলামত	نَا	نَا	تُ
প্রকৃত সর্বনাম	نَحْنُ	نَحْنُ	أَنَا

দ্বি-বচন

- দ্বি-বচন কুরআনে খুব কম ব্যবহার হয়েছে।
- উদাহরণ-

তারা উভয়ে করেছিল তাঁর (আল্লাহর) জন্য শরীক। (৭ : ১৯০)	جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ
অতঃপর তারা উভয়ে পেয়েছিল আমার বান্দাদের মধ্যকার একজনকে। (১৮ : ৬৫)	فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا

অনুশীলনী

১. আরবী ভাষায় অতীত কালের নাম কী?
২. ক্রিয়ার প্রকৃত কাল কীভাবে নির্ধারণ করতে হয়?
৩. অতীতকালের ক্রিয়ার ধাতুরূপের প্রতিস্থানের কর্তা কী?
৪. অতীতকালের ক্রিয়ার ধাতুরূপের প্রতিস্থানের কর্তা সর্বনামগুলো কীভাবে প্রকাশ করা হয়েছে?
৫. নাম পুরুষের সর্বনামগুলোর আলামত লিখুন/বলুন।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনে বিভিন্ন রূপের বেশি ব্যবহার হওয়া ক্রিয়ার তালিকা

১নং মূলরূপের ধাতুরূপের ছন্দ অনুসরণ করা কুরআনে বেশি ব্যবহার হওয়া ক্রিয়াসমূহ

অর্থ	কুরআনে থাকা সংখ্যা	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল	অতীতকাল
সে খুলেছে/খুলবে	২৯	يَفْتَحُ	فَتَحَ
সে করেছে/করবে	১০৫	يَفْعَلُ	فَعَلَ
সে বানিয়েছে/বানাবে	৩৪৬	يَجْعَلُ	جَعَلَ
সে পুনরুত্থিত করেছে/করবে	৬৫	يَبْعَثُ	بَعَثَ
সে একত্রিত করেছে/করবে	৪০	يَجْمَعُ	جَمَعَ
সে সংশোধন করেছে/করবে	১৩১	يَصْلَحُ	صَلَحَ
সে জাদু করেছে/করবে	৪৯	يَسْحَرُ	سَحَرَ
সে অভিশাপ দিয়েছে/দিবে	২৭	يَلْعَنُ	لَعَنَ
সে উঠেছে/উঠবে	২৮	يَرْفَعُ	رَفَعَ
সে উপকার করেছে/করবে	৪২	يَنْفَعُ	نَفَعَ

২নং মূলরূপের ধাতুরূপের ছন্দ অনুসরণ করা কুরআনে বেশি ব্যবহৃত ক্রিয়াসমূহ

অর্থ	কুরআনের সংখ্যা	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল	অতীতকাল
সে সাহায্য করেছে/করবে	৯২	يَنْصُرُ	نَصَرَ
সে ইবাদাত করেছে/করবে	১৪৩	يَعْبُدُ	عَبَدَ
সে অস্বীকার করেছে/করবে	৪৬১	يَكْفُرُ	كَفَرَ
সে সৃষ্টি করেছে/করবে	২৪৮	يَخْلُقُ	خَلَقَ
সে স্মরণ করেছে/করবে	১৬৩	يَذْكُرُ	ذَكَرَ

Dhaka University Institutional Repository

সে রিজিক দিয়েছে/দিবে	১২২	يَرْزُقُ	رَزَقَ
সে বিচার করেছে/করবে	৮০	يَحْكُمُ	حَكَمَ
সে চিরস্থায়ী হয়েছে/হবে	৮৩	يَخْلُدُ	خَلَدَ
সে বের হয়েছে/হবে	৮২	يَخْرُجُ	خَرَجَ
সে প্রবেশ করেছে/করবে	৭৮	يَدْخُلُ	دَخَلَ
সে একত্রিত করেছে/করবে	৪৩	يَحْشُرُ	حَشَرَ
সে তাকিয়েছে/তাকাবে	৯৫	يَنْظُرُ	نَظَرَ

৩নং মূলরূপের ধাতুরূপের ছন্দ অনুসরণ করা কুরআনে বেশি ব্যবহৃত ক্রিয়াসমূহ

অর্থ	কুরআনের সংখ্যা	বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল	অতীতকাল
সে শুনেছে/শুনবে	১০০	يَسْمَعُ	سَمِعَ
সে দয়া করেছে/করবে	১৪৮	يَرْحَمُ	رَحِمَ
সে শিখেছে/শিখবে	৫৫৮	يَعْلَمُ	عَلِمَ
সে কাজ করেছে/করবে	৩১৮	يَعْمَلُ	عَمِلَ
সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে/হবে	৫১	يَخْسَرُ	خَسِرَ
সে ধারণা করেছে/ করবে	৪৬	يَحْسَبُ	حَسِبَ
সে সাক্ষ্য দিয়েছে/দিবে	৬৬	يَشْهَدُ	شَهِدَ
সে দুঃখিত হয়েছে/হবে	৩০	يَحْزَنُ	حَزِنَ
সে সংরক্ষণ করেছে/করবে	২৭	يَحْفَظُ	حَفِظَ
সে ঘৃণা করেছে/করবে	২৫	يَكْرَهُ	كَرِهَ

৪নং মূলরূপের ধাতুরূপের ছন্দ অনুসরণ করা কুরআনে বেশি ব্যবহৃত ক্রিয়াসমূহ

অতীতকালের অর্থ	কুরআনের কতবার	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল	অতীতকাল

	এসেছে সংখ্যা		
সে মেরেছে/মারবে	৫৮	يَضْرِبُ	ضَرَبَ
সে অত্যাচার করেছে/করবে	২৬৬	يَظْلِمُ	ظَلَمَ
সে চিনেছে/চিনবে	৫৯	يَعْرِفُ	عَرَفَ
সে ক্ষমা করেছে/করবে	৯৫	يَغْفِرُ	غَفَرَ
সে মিথ্যা বলেছে/ বলবে	৭৬	يَكْذِبُ	كَذَبَ
সে উপার্জন করেছে/করবে	৬২	يَكْسِبُ	كَسَبَ
সে বহন করেছে/করবে	৫০	يَحْمِلُ	حَمَلَ
সে ধৈর্য ধরেছে/ধরবে	৯৪	يَصْبِرُ	صَبَرَ
সে বুদ্ধি খাটিয়েছে/খাটাবে	৪৯	يَعْقِلُ	عَقَلَ

৫নং মূলরূপের ধাতুরূপের ছন্দ অনুসরণ করা কুরআনে বেশি ব্যবহৃত ক্রিয়াসমূহ

অর্থ	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল	অতীতকাল
সে সম্মানিত হয়েছে/হবে	يَكْرُمُ	كَرُمَ
সে মহিমান্বিত হয়েছে/হবে	يَعْظُمُ	عَظُمَ
সে বড় হয়েছে/হবে	يَكْبُرُ	كَبُرَ
সে দূরবর্তী হয়েছে/হবে	يَبْعُدُ	بَعُدَ
সে ভারী হয়েছে/হবে	يَثْقُلُ	ثَقُلَ
সে সুন্দর হয়েছে/হবে	يَحْسُنُ	حَسُنَ
সে দুর্বল হয়েছে/হবে	يَضْعُفُ	ضَعُفَ
সে দেখেছে/দেখবে	يَبْصُرُ	بَصُرَ
সে নিকটবর্তী হয়েছে/হবে	يَقْرُبُ	قَرُبَ
সে বেড়েছে/বাড়বে	يَكْثُرُ	كَثُرَ

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

পুনরাবৃত্তি	অতীত কালীন ক্রিয়া	বর্তমান কালীন ক্রিয়া	আদেশসূচক ক্রিয়া	কর্তৃবাচক বিশেষ্য	কর্মবাচক বিশেষ্য	ক্রিয়ামূল	ইংরেজী অর্থ
১০৫	فَعَلَ	يَفْعَلُ	اِفْعَلْ	فَاعِلٌ	مَفْعُولٌ	اَلْفِعْلُ	Perform
	সে করেছে	সে করবে	তুমি করো	কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া	
২৯	فَتَحَ	يَفْتَحُ	اِفْتَحْ	فَاتِحٌ	مَفْتُوْحٌ	اَلْفَتْحُ	Open
	সে খুলেছে	সে খুলবে	তুমি খোলো	এমন ব্যক্তি যে খোলে	যেটা খোলা হয়েছে	খোলা	
৩৪৬	جَعَلَ	يَجْعَلُ	اِجْعَلْ	جَاعِلٌ	مَجْعُوْلٌ	اَلْجَعْلُ	Establish

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। মহান আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

৩। তাকবীর : সালাত শুরু করার (তাকবীর তাহরিমা):

اللهُ أَكْبَرُ

(আল্লাহু আকবার)

অর্থ : আল্লাহ অতি বড়ো/ বৃহত্তম/ মহান; মুসলিম-৭৫০।

أَكْبَرُ	اَللهُ
অধিক বড়ো, সবচেয়ে বড়ো, অতি মহান	আল্লাহু

৪। সালাতের প্রারম্ভিক দোয়া :

রাসূল (স.) বিভিন্ন দোয়া দিয়ে সালাত শুরু করতেন। এর মধ্যে তিনি আল্লাহর প্রশংসা, মাহাত্ম্য ও গুণকীর্তন করতেন। তিনি এক এক সময় এক এক দোয়া পড়তেন। এর মধ্যে দুইটি দোয়া নিম্নরূপ :

ক।

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

Dhaka University Institutional Repository

(আল্লাহুম্মা বা'ইদ বায়নী ওয়া বায়না খাতাইয়াইয়া কামা বা'আত্তা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব, আল্লাহুম্মা নাক্বিনী মিন খাতা-ইয়ায়া কামা ইউনাক্বাস সাউবুল আব'ইয়াদু মিনাদ-দানাসি, আল্লাহুম্-মাগসিলনী মিন খাতা-ইয়ায়া, বিস-সালজি ওয়াল মা'ই ওয়াল বারাদ।)

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গুনাহ হতে পৃথক রাখ যেমনভাবে পূর্বকে পশ্চিম হতে ব্যবধান করেছ। ইয়া আল্লাহ! আমার সীমালঙ্ঘনকে (পাপকে) পরিষ্কার করো যেমন সাদা পোশাককে দাগ মুক্ত করা হয়। ইয়া আল্লাহ! আমার পাপকে বরফ, পানি এবং শিশির দ্বারা পরিষ্কার করে দাও। (বুখারী-৭৪৪ : তাওহিদ প্রকাশনী)

وَالْمَغْرِبِ						خَطَايَاىَ			بَيْنِىْ			
الْمَغْ رِبِ	وَ	الْمَ شْرِقِ	بَيْنَ	بَعَدْتَّ	كَمَا	ىَ	خَطَا يَا	وَبَ يْنَ	ىْ	بَيْنِ	بَاعِدْ	اَللّٰهُمَّ
পূর্বকে	ও	পশ্চিম	মধ্যে	ব্যবধান করেছ	যেমন	আমার	গুনাহ	এবং মধ্যে	আমার	মধ্যে	ব্যবধান করে দাও	হে আল্লাহ!

.

الدَّنَسِ	مِنَ	الْأَبْيَضُ	الثَّوْبُ	يُنَقَّى	كَمَا	خَطَايَاىَ		مِنْ	نَقِّنِىْ		اللّٰهُمَّ
						ىَ	خَطَايَا		نِىْ	نَقِّ	
দাগ	থেকে	সাদা	পোশাককে	পরিষ্কার কর	যেমন	আমার	গুনাহ	থেকে	আমাকে	পরিষ্কার কর	হে আল্লাহ!

.

وَالْبَرَدِ		وَالْمَاءِ		بِالثَّلْجِ		خَطَايَاىَ		مِنْ	اغْسِلْنِىْ		اللّٰهُمَّ
الْبَرَدِ	وَ	الْمَاءِ	وَ	الثَّلْجِ	بِ	ىَ	خَطَا يَا		نِىْ	اغْسِلْ	
শিশির	ও	পানি	ও	বরফ	দ্বারা	আমার	গুনাহ	হতে	আমাকে	পরিষ্কার কর	হে আল্লাহ!

খ।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَلَى جَدُّكَ وَ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

(সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা, ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা)

তোমারই জন্য সকল গুণগান-মহিমাকীর্তন, হে আল্লাহ এবং তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, তোমারই নামসমূহ কল্যাণময়, তোমার গৌরব/ জাঁকজমক/ মহানত্ব অতি উচ্চ, তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই।

اِسْمُ	تَبَارَكَ	وَ	كَ	حَمْدِ	بِ	وَ	اللّٰهُمَّ	كَ	سُبْحَانَ
নামসমূহ	কল্যাণময়	এবং	তোমারই	প্রশংসার	সহিত	এবং	হে আল্লাহ	তোমারই	সকল গুণগান/ মহিমাকীর্তন

.

Dhaka University Institutional Repository

كَ	غَيْرُ	إِلٰهَ	لَا	وَ	كَ	جَدُّ	تَعَلٰى	وَ	كَ
তোমার	ব্যতীত	ইলাহ্‌	নাই	এবং	তোমার	মর্যাদা	অতি উচ্চ	এবং	তোমারই

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ৫,২১০ বার।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**
পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

অধ্যায়-১৯	মুদারে ক্রিয়ার রূপসমূহ

গল্প : নিয়মমাফিক সাজ্জাদ সাহেব আজকেও তার সন্তানদেরকে তাফসীর পড়াতে বসেছেন। তিনি সূরা দুহার ৪ নং আয়াত পড়ে সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে "ইয়ু'তিকা" কোন ফে'ল? সারা একটু চিন্তা করে উত্তর দিলো- এটার অর্থ যেহেতু "আমি তোমাদেরকে দান করবো" তাহলে এটা ফে'লে মুদারে হবে। কারণ ফে'লে মুদারে দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের দিকে নির্দেশ করে।

বিভিন্ন Person, Gender & Number-এ
مُضَارِعٌ (ভবিষ্যৎ/বর্তমান কাল বোধক) বাক্যে ক্রিয়ার রূপসমূহ
[اَتَيْنَ = أ ت ي ن অনুসারে]

1. فَتَحَ - يَفْتَحُ বাবের ক্রিয়ার ৬টি রূপ নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	(نَحْنُ)	(اَنَا)	(اَنْتُمْ)	(اَنْتَ)	(هُمْ)	(هُوَ)
১।	نَفْتَحُ	اَفْتَحُ	تَفْتَحُوْنَ	تَفْتَحُ	يَفْتَحُوْنَ	يَفْتَحُ
	আমরা খুলি/খুলব	আমি খুলি/খুলব	তোমরা খোল/খুলবে	তুমি খোল/খুলবে	তারা খুলে/খুলবে	সে খুলে/খুলবে
২।	نَفْعَلُ	اَفْعَلُ	تَفْعَلُوْنَ	تَفْعَلُ	يَفْعَلُوْنَ	يَفْعَلُ
	আমরা করি/করব	আমি করি/করব	তোমরা কর/করবে	তুমি কর/করবে	তারা করে/করবে	সে করে/করবে
৩।	نَجْعَلُ	اَجْعَلُ	تَجْعَلُوْنَ	تَجْعَلُ	يَجْعَلُوْنَ	يَجْعَلُ
	আমরা বানাই/বানাব	আমি বানাই/বানাব	তোমরা বানাও/বানাবে	তুমি বানাও/বানাবে	তারা বানায়/বানাবে	সে বানায়/বানাবে
৪।	نَبْعَثُ	اَبْعَثُ	تَبْعَثُوْنَ	تَبْعَثُ	يَبْعَثُوْنَ	يَبْعَثُ
	আমরা পুনরুত্থিত করি/করব	আমি পুনরুত্থিত করি/করব	তোমরা পুনরুত্থিত কর/করবে	তুমি পুনরুত্থিত কর/করবে	তারা পুনরুত্থিত করে/করবে	সে পুনরুত্থিত করে/করবে

বি. দ্র. কলামের শিরোনাম শুধু Person, Gender & Number বোঝানোর জন্য; বাক্যের অংশ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

2. يَنْصُرُ - نَصَرَ বাবের ক্রিয়ার ৬টি রূপ নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	(نَحْنُ)	(اَنَا)	(اَنْتُمْ)	(اَنْتَ)	(هُمْ)	(هُوَ)
১।	نَنْصُرُ	اَنْصُرُ	تَنْصُرُوْنَ	تَنْصُرُ	يَنْصُرُوْنَ	يَنْصُرُ
	আমরা সাহায্য করি/করব	আমি সাহায্য করি/করব	তোমরা সাহায্য কর/করবে	তুমি সাহায্য কর/করবে	তারা সাহায্য করে/করবে	সে সাহায্য করে/করবে
২।	نَعْبُدُ	اَعْبُدُ	تَعْبُدُوْنَ	تَعْبُدُ	يَعْبُدُوْنَ	يَعْبُدُ
	আমরা উপাসনা করি/করব	আমি উপাসনা করি/করব	তোমরা উপাসনা কর/করবে	তুমি উপাসনা কর/করবে	তারা উপাসনা করে/করবে	সে উপাসনা করে/করবে
৩।	نَكْفُرُ	اَكْفُرُ	تَكْفُرُوْنَ	تَكْفُرُ	يَكْفُرُوْنَ	يَكْفُرُ
	আমরা অস্বী কার করি/করব	আমি অস্বী কার করি/করব	তোমরা অস্বী কার কর/করবে	তুমি অস্বী কার কর/করবে	তারা অস্বী কার করে/করবে	সে অস্বীকার করে/করবে
৪।	نَخْلُقُ	اَخْلُقُ	تَخْلُقُوْنَ	تَخْلُقُ	يَخْلُقُوْنَ	يَخْلُقُ
	আমরা সৃষ্টি করি/করব	আমি সৃষ্টি করি/করব	তোমরা সৃষ্টি কর/করবে	তুমি সৃষ্টি কর/করবে	তারা সৃষ্টি করে/করবে	সে সৃষ্টি করে/করবে
৫।	نَذْكُرُ	اَذْكُرُ	تَذْكُرُوْنَ	تَذْكُرُ	يَذْكُرُوْنَ	يَذْكُرُ
	আমরা স্মরণ করি/করব	আমি স্মরণ করি/করব	তোমরা স্মরণ কর/করবে	তুমি স্মরণ কর/করবে	তারা স্মরণ করে/করবে	সে স্মরণ করে/করবে
৬।	نَرْزُقُ	اَرْزُقُ	تَرْزُقُوْنَ	تَرْزُقُ	يَرْزُقُوْنَ	يَرْزُقُ
	আমরা দিই/দিব	আমি দিই/দিব	তোমরা দাও/দিবে	তুমি দাও/দিবে	তারা দেয়/দিবে	সে দেয়/দিবে

Dhaka University Institutional Repository

বি. দ্র. কলামের শিরোনাম শুধু Person, Gender & Number বোঝানোর জন্য; বাক্যের অংশ নয়।

3. يَسْمَعُ - سَمِعَ বাবের ক্রিয়ার ৬টি রূপ নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	(نَحْنُ)	(أَنَا)	(أَنْتُمْ)	(أَنْتَ)	(هُمْ)	(هُوَ)
১।	نَسْمَعُ	أَسْمَعُ	تَسْمَعُوْنَ	تَسْمَعُ	يَسْمَعُوْنَ	يَسْمَعُ
	আমরা শ্রবণ করি/করব	আমি শ্রবণ করি/করব	তোমরা শ্রবণ কর/করবে	তুমি শ্রবণ কর/করবে	তারা শ্রবণ করে/করবে	সে শ্রবণ করে/করবে
২।	نَرْحَمُ	أَرْحَمُ	تَرْحَمُوْنَ	تَرْحَمُ	يَرْحَمُوْنَ	يَرْحَمُ
	আমরা দয়া করি/করব	আমি দয়া করি/করব	তোমরা দয়া কর/করবে	তুমি দয়া কর/করবে	তারা দয়া করে/করবে	সে দয়া করে/করবে
৩।	نَعْلَمُ	أَعْلَمُ	تَعْلَمُوْنَ	تَعْلَمُ	يَعْلَمُوْنَ	يَعْلَمُ
	আমরা জানি/জানব	আমি জানি/জানব	তোমরা জান/জানবে	তুমি জান/জানবে	তারা জানে/জানবে	সে জানে/জানবে
৪।	نَعْمَلُ	أَعْمَلُ	تَعْمَلُوْنَ	تَعْمَلُ	يَعْمَلُوْنَ	يَعْمَلُ
	আমরা কাজ করি/করব	আমি কাজ করি/করব	তোমরা কাজ কর/করবে	তুমি কাজ কর/করবে	তারা কাজ করে/করবে	সে কাজ করে/করবে

বি. দ্র. কলামের শিরোনাম শুধু Person, Gender & Number বোঝানোর জন্য; বাক্যের অংশ নয়।

4. يَضْرِبُ - ضَرَبَ বাবের ক্রিয়ার ৬টি রূপ নিম্নে দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	(نَحْنُ)	(أَنَا)	(أَنْتُمْ)	(أَنْتَ)	(هُمْ)	(هُوَ)

Dhaka University Institutional Repository

১।	نَضْرِبُ	اَضْرِبُ	تَضْرِبُوْنَ	تَضْرِبُ	يَضْرِبُوْنَ	يَضْرِبُ
	আমরা প্রহার করি/করব	আমি প্রহার করি/করব	তোমরা প্রহার কর/করবে	তুমি প্রহার কর/করবে	তারা প্রহার করে/করবে	সে প্রহার করে/করবে
২।	نَظْلِمُ	اَظْلِمُ	تَظْلِمُوْنَ	تَظْلِمُ	يَظْلِمُوْنَ	يَظْلِمُ
	আমরা অত্যাচার করি/করব	আমি অত্যাচার করি/করব	তোমরা অত্যাচার কর/করবে	তুমি অত্যাচার কর/করবে	তারা অত্যাচার করে/করবে	সে অত্যাচার করে/করবে
৩।	نَعْرِفُ	اَعْرِفُ	تَعْرِفُوْنَ	تَعْرِفُ	يَعْرِفُوْنَ	يَعْرِفُ
	আমরা বুঝি/বুঝব	আমি বুঝি/বুঝব	তোমরা বুঝ/বুঝবে	তুমি বুঝ/বুঝবে	তারা বুঝে/বুঝবে	সে বুঝে/বুঝবে
৪।	نَغْفِرُ	اَغْفِرُ	تَغْفِرُوْنَ	تَغْفِرُ	يَغْفِرُوْنَ	يَغْفِرُ
	আমরা ক্ষমা করি/করব	আমি ক্ষমা করি/করব	তোমরা ক্ষমা কর/করবে	তুমি ক্ষমা কর/করবে	তারা ক্ষমা করে/করবে	সে ক্ষমা করে/করবে

বি. দ্র. কলামের শিরোনাম শুধু Person, Gender & Number বোঝানোর জন্য; বাক্যের অংশ নয়।

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

৯২	نَصَرَ	يَنْصُرُ	اُنْصُرْ	نَاصِرٌ	مَنْصُوْرٌ	اَلنَّصْرُ	Help
	সে সাহায্য করেছে	সে সাহায্য করবে	তুমি সাহায্য করো	সাহায্যকারী	সাহায্য প্রাপ্ত	সাহায্য	
২৪৮	خَلَقَ	يَخْلُقُ	اُخْلُقْ	خَالِقٌ	مَخْلُوْقٌ	اَلْخَلْقُ	Create
	সে সৃষ্টি করেছে	সে সৃষ্টি করবে	তুমি সৃষ্টি করো	সৃষ্টিকারী	সৃষ্ট	সৃষ্টি	
৪৬১	كَفَرَ	يَكْفُرُ	اُكْفُرْ	كَافِرٌ	مَكْفُوْرٌ	اَلْكُفْرُ	Denial

Dhaka University Institutional Repository

	সে অস্বীকার করল	সে অস্বীকার করবে	তুমি অস্বীকার করো	অস্বীকারকারী	অস্বীকৃত	অস্বীকার	
১৬৩	ذَكَرَ	يَذْكُرُ	اُذْكُرْ	ذَاكِرٌ	مَذْكُوْرٌ	اَلذِكْرُ	Remember
	সে স্মরণ করেছে	সে স্মরণ করবে	তুমি স্মরণ করো	স্মরণকারী	স্মরণকৃত	স্মরণ	

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। মহান আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

৫। সানা বলার পর সালাত-আদায়কারী বলবেন :

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তনির রাজীম)

অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الرَّجِيْمِ	الشَّيْطَانِ	مِنَ	اللهِ	بِ	أَعُوْذُ
অভিশপ্ত-বিতাড়িত	শয়তান	থেকে	আল্লাহর	নিকট/ সহিত	আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি

তারপর বলবেন :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)

পরম করুণাময় অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

الرَّحِيْمِ	الرَّحْمَانِ	اللهِ	بِسْمِ	
পরম করুণাময়	পরম করুণাময়	আল্লাহর	اِسْمِ	بِ
			নামের	সহিত

তারপর সালাত আদায়কারী সূরা ফাতিহা পড়বেন; রাসুল (স.) বলেছেন : সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত নেই; (বুখারী-৭৫৬ তা. প্র); সূরা ফাতিহা নিম্নরূপ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَـمِيْنَ (2)) الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ (3)) مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ(5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْـمُسْتَقِيْمَ (6)) صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْـمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (7)

অর্থ: (২) সকল জগতের রব আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। (৩) পরম করুণাময় অশেষ দয়াবান; (৪) বিচার দিনের মালিক। (৫) আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই। (৬) তুমি আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত কর। (৭) ঐসব লোকের পথ যাদের ওপর নিয়ামত দান করেছ; যাদের ওপর গযব আপতিত হয়েছে ও যারা পথভ্রষ্ট তাদের পথে নয়।

الدِّيْنِ	يَوْمِ	مَالِكِ	الرَّحِيْمِ	الرَّحْمَانِ	الْعَالَـمِيْنَ	رَبِّ	لِلّٰهِ		اَلْحَمْدُ
							اللهُ	لِ	
বিচার	দিনের	মালিক	অশেষ দয়াবান	পরম করুণাময়	সকল জগতের	রব	আল্লাহর	জন্য	সকল প্রশংসা

.

صِرَاطَ	الْـمُسْتَقِيْمَ	الصِّرَا طَ	اهْدِنَا		نَسْتَ عِيْنُ	وَإِيَّاكَ			نَعْبُدُ	إِيَّاكَ	
			نَا	اهْدِ		كَ	إِيَّا	وَ		كَ	إِيَّا
পথ	সরল সঠিক	পথে	আমাদের	পরিচালি ত কর	সাহায্য চাই	তোমার ই	শুধু	এবং	আমরা ইবাদত করি	তোমা রই	শুধু

وَلَا الضَّالِّيْنَ			عَلَيْهِمْ		الْـمَغْضُوْبِ	غَيْرِ	عَلَيْهِمْ		أَنْعَمْتَ	الَّذِيْنَ
الضَّالِّيْنَ	لَا	وَ	هِمْ	عَلَي			هِمْ	عَلَي		

যারা পথভ্রষ্ট	নয়	এবং	যাদের	ওপর	গযব আপতিত হয়েছে	নয়/ ব্যতীত	যাদের	উপর	নিয়ামত দান করেছ	ঐসব লোকের

নবী (সা.)-এর সুন্নতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি ছোট সূরা বা কুরআনের কিছু অতিরিক্ত আয়াত পড়বেন ।

সালাত-আদায়কারী তারপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে রুকুতে যাবেন :

সালাত-আদায়কারী তখন বলবেন :

سُبۡحَانَ رَبِّىَ الۡعَظِيۡمِ

(সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম)

সকল গুণগান আমার প্রতিপালক যিনি মহান; (৩বার),

الۡعَظِيۡمِ	ىَ	رَبِّ	سُبۡحَانَ
আকার ও মর্যাদায় সাধারণের বহু ঊর্ধ্বে, মহীয়ান, মহিমান্বিত	আমার	প্রতিপালক	সকল গুণগান

তারপর সালাত-আদায়কারী সোজা হয়ে দাঁড়াবেন, এবং বলবেন:

سَمِعَ اللهُ لِمَنۡ حَمِدَهٗ

(সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ)

আল্লাহ শোনেন যিনি তাঁর প্রশংসা করেন।

هٗ	حَمِدَ	مَنۡ	لِ	اللهُ	سَمِعَ
তাঁর	প্রশংসা করেন	যিনি	জন্য	আল্লাহ	শোনেন

দাঁড়ানো অবস্থায় সালাত-আদায়কারী বলবেন :

رَبَّنَا وَ لَكَ الۡحَمۡدُ

(রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু)

হে আমাদের প্রতিপালক, প্রশংসা কেবল আপনারই জন্য।

الۡحَمۡدُ	لَكَ		وَ	رَبَّنَا	
	كَ	لِ		نَا	رَبَّ

Dhaka University Institutional Repository

প্রশংসা	আপনারই	জন্য	এবং	আমাদের	হে প্রতিপালক

এরপর সালাত-আদায়কারী اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে সেজদায় যাবেন; এবং বলবেন:

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلٰى

(সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা)

সকল গুণগান আমার প্রতিপালক, যিনি অতি উচ্চ। (৩বার)

الْأَعْلٰى	ى	رَبِّ	سُبْحَانَ
অতি উচ্চ, সর্ব্বোচ্চ, মহিমান্বিত	আমার	প্রতিপালক	সকল গুণগান

সালাত-আদায়কারীর অবশ্যই اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে সেজদা থেকে তার মাথা উত্তোলন করবেন, তারপর বাম পা মেঝেতে বিছানো থাকবে এবং তার ওপর বসতে হবে, ডান পা খাঁড়া থাকবে এবং হাত উরু ও হাঁটুর ওপর থাকবে; তারপর তিনি বলতে হবে:

رَبِّ اغْفِرْلِى

(রব্বিগ ফিরলি), ৩বার

অর্থ: হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করুন।

لِى	اغْفِرْ	رَبِّ
আমাকে	ক্ষমা করুন	হে আমার রব

এরপর সালাত-আদায়কারী اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে পুনরায় সেজদায় যাবেন এবং প্রথম সেজদার মতো একই কাজ করবেন।

তারপর সালাত-আদায়কারী اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে তার মাথা উত্তোলন করবেন এবং দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবেন। পূর্বে দুই সেজদার মাঝের বিরতির সমপরিমাণ বিরতি নেবেন। তারপর তিনি হাতের সাহায্য নিয়ে দাঁড়াবেন। তারপর কুরআন থেকে আরও কিছু আয়াত এবং প্রথম রাকাতে যা করেছিলেন এখানেও তা-ই করবেন।

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ৯৬৪ বার।

আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

দোয়া করতে থাকুন :

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২০	আমর বা আদেশসূচক বাক্যে ফেয়েলের রূপসমূহ আমর-নাহি

গল্প : সাব্বির তার স্টুডেন্টকে যেহেতু আরবী কাওয়াইদ পড়ায় তাই প্রায় পুরো সময়টাতেই সে আরবীতে কনভারসেশন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও সে নিজেই এখনো শিখছে তারপরও গার্ডিয়ানের ডিমান্ড অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব আরবীতে কথা চালিয়ে যায়। আজকে স্টুডেন্ট যখন বললো গতকালের ইনশা-টা পড়া হয়েছে, তখন সে তাকে বললো-"উকতুব" বা লেখো। এক পৃষ্ঠা লেখার পর স্টুডেন্ট একটু নকল করার চেষ্টা করলে সে বেশ ধমকের সুরে বলে উঠলো-লা তাফয়া'ল বা এটা করো না।

أَمْرٌ (আদেশসূচক) বাক্যে ক্রিয়ার রূপসমূহ

أَمْرٌ (আদেশসূচক) বাক্যে ক্রিয়ার মাত্র ২টি রূপ আমরা শিখবো, ইনশাআল্লাহ। যথা :

ক্রমিক নং	(أَنْتُمْ)	(أَنْتَ)
১।	اِفْتَحُوْا	اِفْتَحْ
	খোলো	খোলো
২।	اِفْعَلُوْا	اِفْعَلْ
	করো	করো
৩।	اِجْعَلُوْا	اِجْعَلْ
	বানাও	বানাও
৪।	اِبْعَثُوْا	اِبْعَثْ
	পুনরুত্থিত করো	পুনরুত্থিত করো
৫।	اُنْصُرُوْا	اُنْصُرْ
	সাহায্য করো	সাহায্য করো
৬।	اُعْبُدُوْا	اُعْبُدْ
	উপাসনা করো	উপাসনা করো
৭।	اُكْفُرُوْا	اُكْفُرْ
	অস্বীকার করো	অস্বীকার করো
৮।	اُخْلُقُوْا	اُخْلُقْ
	সৃষ্টি করো	সৃষ্টি করো
৯।	اُذْكُرُوْا	اُذْكُرْ
	স্মরণ করো	স্মরণ করো

ক্রমিক নং	(أَنْتُمْ)	(أَنْتَ)
১০।	اُرْزُقُوْا	اُرْزُقْ
	রিজিক দাও	রিজিক দাও
১১।	اِسْمَعُوْا	اِسْمَعْ
	শ্রবণ করো	শ্রবণ করো
১২।	اِرْحَمُوْا	اِرْحَمْ
	দয়া করো	দয়া করো
১৩।	اِعْلَمُوْا	اِعْلَمْ
	জান	জান
১৪।	اِعْمَلُوْا	اِعْمَلْ
	কাজ করো	কাজ করো
১৫।	اِضْرِبُوْا	اِضْرِبْ
	প্রহার করো	প্রহার করো
১৬।	اِظْلِمُوْا	اِظْلِمْ
	অত্যাচার করো	অত্যাচার করো
১৭।	اِعْرِفُوْا	اِعْرِفْ
	বুঝ	বুঝ
১৮।	اِغْفِرُوْا	اِغْفِرْ
	ক্ষমা করো	ক্ষমা করো

Dhaka University Institutional Repository

বি. দ্র. কলামের শিরোনাম শুধু Person, Gender & Number বোঝানোর জন্য; বাক্যের অংশ নয়।

نَهْيٍ (নিষেধজ্ঞাপক) বাক্যে ক্রিয়ার রূপসমূহ

نَهْيٍ (**নিষেধজ্ঞাপক**) বাক্যে ক্রিয়ার মাত্র ২টি রূপ আমরা শিখবো, ইনশাআল্লাহ। যথা :

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	(أَنْتُمْ)	(أَنْتَ)
১।	لَا تَفْتَحُوْا	لَا تَفْتَحْ
	খুলো না	খুলো না
২।	لَا تَفْعَلُوْا	لَا تَفْعَلْ
	করো না	করো না
৩।	لَا تَجْعَلُوْا	لَا تَجْعَلْ
	বানিয়ো না	বানিয়ো না
৪।	لَا تَبْعَثُوْا	لَا تَبْعَثْ
	পুনরুত্থিত করো না	পুনরুত্থিত করো না
৫।	لَا تَنْصُرُوْا	لَا تَنْصُرْ
	সাহায্য করো না	সাহায্য করো না
৬।	لَا تَعْبُدُوْا	لَا تَعْبُدْ
	উপাসনা করো না	উপাসনা করো না
৭।	لَا تَكْفُرُوْا	لَا تَكْفُرْ
	অস্বীকার করো না	অস্বীকার করো না
৮।	لَا تَخْلُقُوْا	لَا تَخْلُقْ
	সৃষ্টি করো না	সৃষ্টি করো না
৯।	لَا تَذْكُرُوْا	لَا تَذْكُرْ
	স্মরণ করো না	স্মরণ করো না
১০।	لَا تَرْزُقُوْا	لَا تَرْزُقْ
	রিজিক দিয়ো না	রিজিক দিয়ো না
১১।	لَا تَسْمَعُوْا	لَا تَسْمَعْ
	শ্রবণ করো না	শ্রবণ করো না
১২।	لَا تَرْحَمُوْا	لَا تَرْحَمْ
	দয়া করো না	দয়া করো না
১৩।	لَا تَعْلَمُوْا	لَا تَعْلَمْ
	জেনো না	জেনো না
১৪।	لَا تَعْمَلُوْا	لَا تَعْمَلْ
	কাজ করো না	কাজ করো না
১৫।	لَا تَضْرِبُوْا	لَا تَضْرِبْ
	প্রহার করো না	প্রহার করো না
১৬।	لَا تَظْلِمُوْا	لَا تَظْلِمْ
	অত্যাচার করো না	অত্যাচার করো না
১৭।	لَا تَعْرِفُوْا	لَا تَعْرِفْ
	বুঝো না	বুঝো না
১৮।	لَا تَغْفِرُوْا	لَا تَغْفِرْ
	ক্ষমা করো না	ক্ষমা করো না

বি. দ্র. কলামের শিরোনাম শুধু Person, Gender & Number বোঝানোর জন্য; বাক্যের অংশ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

১২২	رَزَقَ	يَرْزُقُ	اُرْزُقْ	رَازِقٌ	مَرْزُوْقٌ	اَلرِّزْقُ	Providing food
	সে রিজিক দিয়েছে	সে রিজিক দিবে	তুমি রিজিক দাও	রিজিকদাতা	রিজিকপ্রাপ্ত	রিজিক	
৭৮	دَخَلَ	يَدْخُلُ	اُدْخُلْ	دَاخِلٌ	مَدْخُوْلٌ	اَلدُّخُوْلُ	Enter
	সে প্রবেশ করেছে	সে প্রবেশ করবে	তুমি প্রবেশ কর	প্রবেশকারী	প্রবেশকৃত	প্রবেশ	
১৪৩	عَبَدَ	يَعْبُدُ	اُعْبُدْ	عَابِدٌ	مَعْبُوْدٌ	اَلْعِبَادَةُ	Worship
	সে ইবাদত করেছে	সে ইবাদত করবে	তুমি ইবাদত করো	ইবাদতকারী	ইবাদতকৃত	ইবাদত	
৫৮	ضَرَبَ	يَضْرِبُ	اِضْرِبْ	ضَارِبٌ	مَضْرُوْبٌ	اَلضَّرْبُ	Bite
	সে মেরেছে	সে মারবে	তুমি মারো	প্রহারকারী	প্রহৃত	প্রহার	
৯৫	غَفَرَ	يَغْفِرُ	اِغْفِرْ	غَافِرٌ	مَغْفُوْرٌ	اَلْمَغْفِرَةُ	Forgive

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

তারপর তিনি বসা অবস্থায় তাশাহুদ পড়তেন :

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ،وَ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

(আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যিবাতু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান-নাবিইউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু)

অর্থ : সম্ভাষণ জ্ঞাপন, সালাত ও পবিত্র জিনিসগুলি আল্লাহর জন্য; হে নবী, আপনার প্রতি শান্তি ও আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দাদের প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর (আল্লাহর) বান্দা ও রাসূল। [৬৪]

أَيُّهَا	عَلَيْكَ	السَّلَامُ	الطَّيِّبَاتُ	وَ	الصَّلَوَاتُ	وَ	لِلّٰهِ	اَلتَّحِيَّاتُ

Dhaka University Institutional Repository

	كَ + عَلَي						اللهُ + لِ	
হে	আপনার প্রতি	শান্তি	পবিত্র জিনিসগুলি	এবং	সালাত	এবং	আল্লাহর জন্য	সম্ভাষণ জ্ঞাপন

..

وَ	عَلَيْنَا نَا + عَلَي	اَلسَّلَامُ	بَرَكَاتُهُ هُ+ بَرَكَاتُ	وَ	اللهِ	رَحْمَةُ	وَ	النَّبِيُّ
এবং	আমাদের প্রতি	শান্তি	তাঁর রহমত	এবং	আল্লাহর	রহমত	এবং	নবী

.

اِلَّا	إِلَهَ	لَّا	أَنْ	أَشْهَدُ	الصَّالِحِيْنَ	اللهِ	عِبَادِ	عَلَى
ব্যতীত	ইলাহ	নেই	যে	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	নেক	আল্লাহর	বান্দাদের	প্রতি

.

رَسُوْلُهُ هُ + رَسُوْلُ	وَ	عَبْدُهُ عَبْدُ+ هُ	مُحَمَّدًا	أَنَّ	أَشْهَدُ	وَ	اللهُ
তাঁর রাসূল	এবং	তাঁর বান্দা	মুহাম্মাদ	যে	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি	এবং	আল্লাহ

তারপর নবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَّعَلى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

(আল্লাহুমা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বারাক্তা, আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)

অর্থ : হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ এবং তাঁর বংশধরদের ওপর রহমত নাযিল করো, যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরদের ওপর করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, অতি মহান। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ এবং তাঁর বংশধরদের ওপর বরকত নাজিল করো, যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরদের ওপর নাজিল করেছিলে। তুমি প্রশংসিত, অতি মহান।

صَلَّيْتَ	كَمَا	مُحَمَّدٍ	اٰلِ	عَلى	وَ	مُحَمَّدٍ	عَلى	صَلِّ	اَللّٰهُمَّ

Dhaka University Institutional Repository

রহমত নাজিল করেছিলে	যেমন	মুহাম্মাদ	বংশধরদের	ওপর	এবং	মুহাম্মাদ	ওপর	রহমত নাজিল করো	হে আল্লাহ!

اَللّٰهُمَّ	مَّجِيْدٌ	حَمِيْدٌ	إِنَّكَ أَنْتَ إِنَّ+	إِبْرَاهِيْمَ	آلِ	عَلٰى	وَ	إِبْرَاهِيْمَ	عَلٰى
হে আল্লাহ!	অতি মহান	প্রশংসিত	নিশ্চয় তুমি	ইব্রাহীম	বংশধরদের	ওপর	এবং	ইব্রাহীম	ওপর

.

عَلٰى	بَارَكْتَ	كَمَا	مُحَمَّدٍ	آلِ	عَلٰى	وَّ	مُحَمَّدٍ	عَلٰى	بَارِكْ
ওপর	বরকত নাযিল করেছিলে	যেমন	মুহাম্মাদ	বংশধরদের	ওপর	এবং	মুহাম্মাদ	ওপর	বরকত নাজিল করো

.

مَّجِيْدٌ	حَمِيْدٌ	إِنَّكَ أَنْتَ إِنَّ+	إِبْرَاهِيْمَ	آلِ	عَلٰى	وَ	إِبْرَاهِيْمَ
অতি মহান	প্রশংসিত	নিশ্চয় তুমি	ইব্রাহীম	বংশধরদের	ওপর	এবং	ইব্রাহীম

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন : যখন তোমাদের কেউ নামাজের আখেরী বৈঠকে তাশাহুদ শেষ করবে, তখন আল্লাহর নিকট **চারটি** জিনিস থেকে আশ্রয় চাইবে: জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন-মরণের ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে; **মুসলিম-১২০৪**।

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এ দোয়াটি রাসূল (স.) তাদেরকে **এমনভাবে শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি কুরআনের কোনো সূরা** তাদেরকে শিক্ষা দিতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ،
وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নামা, ওয়া মিন আযাবিল কাব্‌রি, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ-দাজ্জাল, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহয়া ওয়াল মামাতি)

হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমি আশ্রয় চাই জাহান্নামের আযাব থেকে এবং কবরের আযাব থেকে, এবং আমি আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে, এবং আমি আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

وَ	جَهَنَّمَ	عَذَابِ	مِنْ	أَعُوْذُبِكَ			إِنِّيْ		اَللّٰهُمَّ
				كَ	بِ	أَعُوْذُ	أَنَا	إِنَّ	

Dhaka University Institutional Repository

এবং	জাহান্নামের	আযাব	থেকে	আপনার	নিকট	আশ্রয় চাই	আমি	নিশ্চয়	হে আল্লাহ!

الْـمَسِيْحِ	فِتْنَةِ	مِنْ	أَعُوْذُبِكَ			وَ	الْقَبْرِ	عَذَابِ	مِنْ
			كَ	بِ	أَعُوْذُ				
মাসীহ	ফিতনা	থেকে	আপনার	নিকট	আশ্রয় চাই	এবং	কবরের	আযাব	থেকে

.

الْـمَمَاتِ	وَ	الْـمَحْيَا	فِتْنَةِ	مِنْ	أَعُوْذُبِكَ			وَ	الدَّجَّالِ
					كَ	بِ	أَعُوْذُ		
মৃত্যুর	এবং	জীবন	ফিতনা	থেকে	আপনার	নিকট	আশ্রয় চাই	থেকে	দাজ্জালের

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে মোট ৪৯৬ বার এসেছে।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ২টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**
পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন:
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২১	সংক্ষিপ্ত ও বড় রূপান্তর- আস সরফুস সাগীর, আস সারফুল কাবীর অনুশীলন

গল্প : সাধারণত আমরা যে কোনো বাবের আস সরফুল কাবীর বা বড় রূপান্তর ক্রিয়াই বেশি অনুশীলন করি। তাই আস সরফুস সাগীর তথা সংক্ষিপ্ত রূপান্তর ক্রিয়া চর্চায় স্টুডেন্টদেরকে উৎসাহিত করতে সারাদের ক্লাস এ আজ একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিযোগিতাটা প্রায় এরকম - শিক্ষক যেকোনো একটা বাব বলবেন আর স্টুডেন্টরা একজন দাঁড়িয়ে সেটার সরফুস সাগীর বা সংক্ষিপ্ত রূপান্তরগুলো বলবে। আস-সরফুস সাগীর মানে হলো সংক্ষিপ্ত রূপান্তর আর আস-সরফুল কাবীর মানে হলো বড় রূপান্তর।

اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ وَ اَلصَّرْفُ الْكَبِيْرُ - সংক্ষিপ্ত এবং বড় রূপান্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী! আজ আমরা নতুন কয়েকটি বিষয় শিখবো- তা হলো- اَلصَّرْفُ الْكَبِيْرُ ও اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ।

وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ (نَصَرَ) থেকে جَمْعُ مُتَكَلِّمٍ (نصرنا) পর্যন্ত ১৪টি صِيْغَة এর রূপান্তরকে اَلصَّرْفُ الْكَبِيْرُ বলে।

একবচন	দ্বি-বচন	বহুবচন
نَصَرَ	نَصَرَا	نَصَرُوْا
نَصَرَتْ	نَصَرَتَا	نَصَرْنَ
نَصَرْتَ	نَصَرْتُمَا	نَصَرْتُمْ
نَصَرْتِ	نَصَرْتُمَا	نَصَرْتُنَّ
نَصَرْتُ	نَصَرْنَا	نَصَرْنَا

এবার একটি মজার রূপান্তর জানবেন। আপনারা যে مَاضِيْ مَعْرُوْف , مُضَارِعْ مَعْرُوْف , أَمْرُ حَاضِرٍ مَعْرُوْف , إِسْمُ فَاعِلٍ , إِسْمُ مَفْعُوْلٍ এর اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ (প্রত্যেকের ১৪টি বা ৬টি করে صيغة) জেনেছেন; ঐ بحث গুলো থেকে কেবল প্রথম صيغة টি নিয়ে যে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর হয়, তাকে اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ বলে।

اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ সাজানো হয় এভাবে :

১. مَاضِيْ مَعْرُوْف — نَصَرَ
২. مُضَارِعْ مَعْرُوْف — يَنْصُرُ
৩. أَمْرُ حَاضِرٍ مَعْرُوْف — أُنْصُرْ
৪. إِسْمُ فَاعِلٍ — نَاصِرٌ
৫. إِسْمُ مَفْعُوْل — مَنْصُوْرٌ
৬. مَصْدَرْ — نَصْرٌ

সুতরাং اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ একটানে হবে এভাবে:

نَصَرَ ، يَنْصُرُ ، أُنْصُرْ ، نَاصِرٌ، مَنْصُوْرٌ ، نَصْرٌ.

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে নিচের مصدرগুলো থেকে اَلصَّرْفُ الصَّغِيْرُ চর্চা করুন:

1. يَفْتَحُ - فَتَحَ বাবের কয়েকটি উদাহরণ আমরা দেখে নিতে পারি। যেমন :

ক্রমিক নং	ক্রিয়া	উদাহরণ				
১।	اَلْفَتْحُ	فَاتِحٌ	لَا تَفْتَحْ	اِفْتَحْ	يَفْتَحُ	فَتَحَ
	খোলা	যিনি খুলেন	খুলো না	খুলো	খুলেন/খুলবেন	খুলেছেন
২।	اَلْفَعْلُ	فَاعِلٌ	لَا تَفْعَلْ	اِفْعَلْ	يَفْعَلُ	فَعَلَ
	করা	যিনি করেন	করো না	করো	করেন/করবেন	করেছেন
৩।	اَلْجَعْلُ	جَاعِلٌ	لَا تَجْعَلْ	اِجْعَلْ	يَجْعَلُ	جَعَلَ
	বানানো	যিনি বানান	বানিয়ো না	বানাও	বানান/বানাবেন	বানিয়েছেন
৪।	اَلْبَعْثُ	بَاعِثٌ	لَا تَبْعَثْ	اِبْعَثْ	يَبْعَثُ	بَعَثَ
	পুনরুত্থিত করা	পুনরুত্থানকারী	পুনরুত্থিত করো না	পুনরুত্থিত করো	পুনরুত্থিত করেন/করবেন	পুনরুত্থিত করেছেন

2. يَنْصُرُ - نَصَرَ বাবের কয়েকটি উদাহরণ আমরা দেখে নিতে পারি। যেমন :

ক্রমিক নং	ক্রিয়া	উদাহরণ				
১।	اَلنَّصْرُ	نَاصِرٌ	لَا تَنْصُرْ	اُنْصُرْ	يَنْصُرُ	نَصَرَ
	সাহায্য করা	সাহায্যকারী	সাহায্য করো না	সাহায্য করো	সাহায্য করেন/করবেন	সাহায্য করেছেন
২।	اَلْعِبَادَةُ	عَابِدٌ	لَا تَعْبُدْ	اُعْبُدْ	يَعْبُدُ	عَبَدَ
	উপাসনা করা	উপাসনাকারী	উপাসনা করো না	উপাসনা করো	উপাসনা করেন/করবেন	উপাসনা করেছেন
৩।	اَلْكُفْرُ	كَافِرٌ	لَا تَكْفُرْ	اُكْفُرْ	يَكْفُرُ	كَفَرَ
	অস্বীকার করা	অস্বীকারকারী	অস্বীকার করো না	অস্বীকার করো	অস্বীকার করেন/করবেন	অস্বীকার করেছেন
৪।	اَلْخَلْقُ	خَالِقٌ	لَا تَخْلُقْ	اُخْلُقْ	يَخْلُقُ	خَلَقَ
	সৃষ্টি করা	সৃষ্টিকর্তা	সৃষ্টি করো না	সৃষ্টি করো	সৃষ্টি করেন/করবেন	সৃষ্টি করেছেন
৫।	اَلذِّكْرُ	ذَاكِرٌ	لَا تَذْكُرْ	اُذْكُرْ	يَذْكُرُ	ذَكَرَ
	স্মরণ করা	স্মরণকারী	স্মরণ করো না	স্মরণ করো	স্মরণ করেন/করবেন	স্মরণ করেছেন
৬।	اَلرِّزْقُ	رَازِقٌ	لَا تَرْزُقْ	اُرْزُقْ	يَرْزُقُ	رَزَقَ

Dhaka University Institutional Repository

	দেয়া	দাতা	দিও না	দাও	দেন/দিবেন	দিয়েছেন

3. يَسْمَعُ - سَمِعَ বাবের কয়েকটি উদাহরণ আমরা দেখে নিতে পারি। যেমন :

ক্রমিক নং	ক্রিয়া	উদাহরণ				
১।	اَلسَّمْعُ	سَامِعٌ	لَا تَسْمَعْ	اِسْمَعْ	يَسْمَعُ	سَمِعَ
	শ্রবণ করা	শ্রবণকারী	শ্রবণ করো না	শ্রবণ করো	শ্রবণ করেন/করবেন	শ্রবণ করেছেন
২।	اَلرَّحْمَةُ	رَاحِمٌ	لَا تَرْحَمْ	اِرْحَمْ	يَرْحَمُ	رَحِمَ
	দয়া করা	দয়াবান	দয়া করো না	দয়া করো	দয়া করেন/করবেন	দয়া করেছেন
৩।	اَلْعِلْمُ	عَالِمٌ	لَا تَعْلَمْ	اِعْلَمْ	يَعْلَمُ	عَلِمَ
	জানা	জ্ঞানী	জেনো না	জেনে রাখো	জানেন/জানবেন	জেনেছেন
৪।	اَلْعَمَلُ	عَامِلٌ	لَا تَعْمَلْ	اِعْمَلْ	يَعْمَلُ	عَمِلَ
	কাজ করা	আমলকারী	কাজ করো না	কাজ করো	কাজ করেন/করবেন	কাজ করেছেন

4. يَضْرِبُ - ضَرَبَ বাবের কয়েকটি উদাহরণ আমরা দেখে নিতে পারি। যেমন :

ক্রমিক নং	ক্রিয়া	উদাহরণ				
১।	اَلضَّرْبُ	ضَارِبٌ	لَا تَضْرِبْ	اِضْرِبْ	يَضْرِبُ	ضَرَبَ
	প্রহার করা	প্রহারকারী	প্রহার করো না	প্রহার করো	প্রহার করেন/করবেন	প্রহার করেছেন
২।	اَلظُّلْمُ	ظَالِمٌ	لَا تَظْلِمْ	اِظْلِمْ	يَظْلِمُ	ظَلَمَ
	অত্যাচার করা	অত্যাচারী	অত্যাচার করো না	অত্যাচার করো	অত্যাচার করেন/করবেন	অত্যাচার করেছেন
৩।	اَلْمَعْرِفَةُ	عَارِفٌ	لَا تَعْرِفْ	اِعْرِفْ	يَعْرِفُ	عَرَفَ
	বোঝা	যিনি বুঝেন	বোঝো না	বোঝো	বুঝেন/বুঝবেন	বুঝেছেন
৪।	اَلْمَغْفِرَةُ	غَافِرٌ	لَا تَغْفِرْ	اِغْفِرْ	يَغْفِرُ	غَفَرَ
	ক্ষমা করা	ক্ষমাকারী	ক্ষমা করো না	ক্ষমা করো	ক্ষমা করেন/করবেন	ক্ষমা করেছেন

يَفْتَحُ - فَتَحَ বাবের প্রথম ক্রিয়াটি লক্ষ করি-

ক্রিয়ার নাম	কর্তা (اِسْمُ الْفَاعِلِ)	সম্ভাব্য বাক্যসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

اَلْفَتْحُ	فَاتِحٌ	لَا تَفْتَحْ	اِفْتَحْ	يَفْتَحُ	فَتَحَ
খোলা	যিনি খুলেন	খুলো না	খুলো	খুলেন/খুলবেন	খুলেছেন
বাক্যসমূহের নাম ⟹		نَهْيٌ	اَمْرٌ	مُضَارِعٌ	مَاضِيْ
		নিষেধ জ্ঞাপক	আদেশসূচক	ভবিষ্যৎ/বর্তমান কাল বোধক	অতীত কাল বোধক

আরবীতে বিভিন্ন Tense, Person, Gender & Number এর জন্য কোন ক্রিয়ার মোট ১৪টি রূপ রয়েছে। এর মধ্যে আমরা এখন, for simplicity, মাত্র ৬টি রূপ পড়ব। এই ৬টি রূপ ভালোভাবে বুঝতে পারলে বাকিগুলোর জন্য formula বলে দিলে আপনারা সহজেই সেগুলো ধরতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ	মাছদার/ মূল ক্রিয়া	কুরআনে কতবার এসেছে
করা	فِعْلٌ	১০৫
খোলা	فَتْحٌ	২৯
করা/ বানানো	جَعْل	৩৪৬
সাহায্য করা	نَصْر	৯২
সৃষ্টি করা	خَلْق	২৪৮
অস্বীকার করা কুফুরী করা	كُفْر	৪৬১
স্মরণ করা	ذِكْر	১৬৩
রিজিক দেয়া	رِزْق	১২২
প্রবেশ করা	دُخُول	৭৮
ইবাদাত করা	عِبَادَةٌ	১৪৩
মারা/প্রহার করা	ضَرْبٌ	৫৮
ক্ষমা করা	مَغْفِرَة	৯৫
ধৈর্যধারণ করা	صَبْر	৫৩
জুলুম করা	ظُلْم	২৬৬
শোনা	سَمَاعَة	১০০
করুণা করা	رَحْمَة	১৪৮
জানা	عِلْم	৫১৮

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ
পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

৫৩	صَبَرَ	يَصْبِرُ	اِصْبِرْ	صَابِرٌ	مَصْبُوْرٌ	اَلصَّبْرُ	Endure
	সে সবর করেছে	সে সবর করবে	তুমি সবর কর	সবরকারী	ধৈর্যকৃত	ধৈর্য	
২৬৬	ظَلَمَ	يَظْلِمُ	اِظْلِمْ	ظَالِمٌ	مَظْلُوْمٌ	اَلظُّلْمُ	Torture
	সে জুলুম করেছে	সে জুলুম করবে	তুমি জুলুম কর	জালিম	মজলুম	জুলুম	

Dhaka University Institutional Repository

১০০	سَمِعَ	يَسْمَعُ	اِسْمَعْ	سَامِعٌ	مَسْمُوْعٌ	اَلسَّمْعُ	Listen
	সে শুনেছে	সে শুনবে	তুমি শুনো	শ্রবণকারী	শ্রবণকৃত	শ্রবণ	
১৪৮	رَحِمَ	يَرْحَمُ	اِرْحَمْ	رَاحِمٌ	مَرْحُوْمٌ	اَلرَّحْمَةُ	Symp ethise
	সে দয়া করেছে	সে দয়া করবে	তুমি দয়া করো	দয়াকারী	দয়াপ্রাপ্ত	দয়া	
৫১৮	عَلِمَ	يَعْلَمُ	اِعْلَمْ	عَالِمٌ	مَعْلُوْمٌ	اَلْعِلْمُ	know
	সে জেনেছে	সে জানবে	তুমি জানো	জ্ঞানী	জ্ঞাত	জানা	
৩১৮	عَمِلَ	يَعْمَلُ	اِعْمَلْ	عَامِلٌ	مَعْمُوْلٌ	اَلْعَمَلُ	Work

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহ্গুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ্ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

তারপর সালাত-আদায়কারী ডান দিকে মুখ ঘুরিয়ে সালাত সমাপ্ত করবেন এবং বলবেন :
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

(আসসালামু আ'লায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি)

শান্তি ও আল্লহর রহমত আপনার ওপর বর্ষিত হোক।

الله	رَحْمَةُ	وَ	عَلَيْكُمْ		السَّلَامُ
			كُمْ	عَلَي	
আল্লহর	রহমত	এবং	আপনাদের	ওপর	শান্তি

তারপর তিনি বাম দিকে মুখ ঘুরাবেন এবং পুনর্বার السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলবেন।

যে সমস্ত সলাত ৩ (তিন) রাকাত, যেমন মাগারবের সলাত বা ৪(চার) রাকাত, যেমন যোহর সালাত, সালাত-আদায়কারী দ্বিতীয় রাকাতের পর বসবেন এবং শুধু তাশাহুদ পড়বেন।

তারপর সালাত-আদায়কারী اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলে কিয়াম অবস্থায় দাঁড়াবেন। ঘাড় পর্যন্ত তিনি তাঁর হাত উঠাবেন। সালাত-আদায়কারী তাঁর হাত বুকের ওপর রাখবেন যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে এবং সূরা ফাতিহা পড়বেন। তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাত পড়া কালে তিনি ইচ্ছা করলে কুরআন হতে আরও কিছু আয়াত পড়তে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাগরিবের সালাতের তৃতীয় রাকাতের পরে এবং যোহর, আসর ও এশা সালাতের চতুর্থ রাকাতের পরে সালাত-আদায়কারী তাশাহুদে আবার বসবেন। বসা ও তাশাহুদ পড়া অবশ্য পালনীয়। তিনি বাম উরু মেঝেতে রাখবেন এবং উভয় পা একদিকে আনবেন, বাম পা ডান উরুর নিচে থাকবে। তিনি ডান পা খাঁড়া রাখবেন। কোনো সময় তিনি ডান পা বিছিয়ে দিতে পারেন। তিনি বাম হাত দিয়ে বাম হাঁটু ধরে নিজেকে সোজা রাখবেন। এই অবস্থায় তিনি পুরো তাশাহুদ পড়বেন এবং চারটি মন্দ বিষয় হতে আল্লাহর নিরাপত্তা চাইবেন (যেমন পূর্বে বলা হয়েছে)। তারপর তিনি :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

বলতে বলতে ডান দিকে ও বাম দিকে মাথা ঘুরিয়ে সালাত সমাপ্ত করবেন। সালামের পর একবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) ও তিনবার "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলবেন যা অবশ্য পালনীয় নয় তবে রাসুলের সুন্নত,তারপর বলবেন : سُبْحَانَ اللهِ (৩৩ বার), اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (৩৩ বার) ও اَللّٰهُ اَكْبَرُ (৩৩ বার), তারপর------- একবার; আল্লাহর স্মরণ

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে মোট ৪৪২৮ বার এসেছে।
আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ২টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ্।

আজ **এই পর্যন্ত।**
পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।
দোয়া করতে থাকুন :
رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২২	মাসদার, মাদ্দা, বাব, মুজাররাদ বা মূল ক্রিয়া, সিগাহ বা ক্রিয়ার ধাতুরূপ।

গল্প : সাজ্জাদ সাহেব কখনোই মেরে কিংবা বকে সন্তানদের শাস্তি দেননি। তিনি তাদেরকে সামনে ডেকে কোনো কঠিন পড়া জিজ্ঞেস করেন না। শাস্তি দিতে চাইলে শাস্তি হিসেবে চুপচাপ আগামী এক/দুই ঘণ্টার জন্য পড়তে বসিয়ে দেন। সন্তানরাও এটাকে কঠোর শাস্তি বলে মনে করে। যেমন আজকে সাব্বির আর সারা পড়া বাদ দিয়ে কোনো একটা বিষয় নিয়ে খুব হাসাহাসি করছিল। তিনি দুজনকে ডেকে সাব্বিরকে মাসদার, মাদ্দা ও বাব বিষয়ে বিস্তারিত জিজ্ঞেস করলেন। আর সারাকে বললেন, বলো দেখি মুজাররাদ, মাদ্দা ও সিগাহ কাকে বলে?

আরবী মূল শব্দ (مَادَّةٌ) বিবেচনায় فِعْلٌ চার প্রকার। যথা :

ক্রমিক নং	আরবী	বাংলা	উদাহরণ	
১.	ثُلَاثِيٌ مُجَرَّدْ	মূল তিন অক্ষরবিশিষ্ট مَادَّةٌ	عَلِمَ	সে জেনেছে
২.	ثُلَاثِيٌ مَزِيْدٌ فِيْهِ	অতিরিক্ত অক্ষরসহ মূল তিন অক্ষরবিশিষ্ট مَادَّةٌ	تَعَلَّمُ	সে শিখেছে
৩.	رُبَاعِيٌ مُجَرَّدْ	মূল চার অক্ষরবিশিষ্ট مَادَّةٌ	دَحْرَجَ	উল্টে দেওয়া
৪.	رُبَاعِيٌ مَزِيْدٌ فِيْهِ	অতিরিক্ত অক্ষরসহ মূল চার অক্ষরবিশিষ্ট مَادَّةٌ	تَدَحْرَجَ	উল্টে যাওয়া

এবার আমরা فِعْلٌ-এর বাব (بَابٌ) সম্পর্কে পড়ব। আসলে, فِعْلٌ-এর আরবী মূল শব্দ (مَادَّةٌ)টি বিভিন্ন স্থান-কাল-পাত্রের জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে - এই রূপ ধারণের কিছু নিয়ম (মডেল) আছে যাদেরকে বাব বলে - একেকটি মডেলই একেকটি বাব। শত শত আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দকে এই বাব-এ ফেলেই বিভিন্ন স্থান-কাল-পাত্রের জন্য রূপান্তর করতে হয়।

বাব (بَابٌ) একটি আরবী শব্দ যার বাংলা অর্থ দরজা। আরবী মূল শব্দ (مَادَّةٌ) সমূহকে একটি ঘরের মধ্যে কল্পনা করলে ঐ ঘরের দরজাসমূহই হলো বাব। একটি আরবী মূল শব্দ কেবল একটি নির্দিষ্ট বাব দিয়েই বের হতে পারবে এবং বের হওয়ার সময় ঐ বাবের জন্য নির্দিষ্ট মডেল অনুসরণ করেই বিভিন্ন স্থান-কাল-পাত্রের জন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করবে।

ক্রিয়া বিষয়ক সাধারন তথ্য

শব্দমূল: مَادَّةٌ

শব্দের মূল অক্ষর সমূহকে শব্দমূল (مَادَّةٌ) বলে। যেমন :

শব্দ	মূল অক্ষরসমূহ
كِتَابٌ	ك, ت, ب
اَلْحَمْدُ	ح, م, د
فَعَلَ	ف, ع, ل

Dhaka University Institutional Repository

الْعَالَمِينَ	ع,ل,م

মূল অক্ষর সংখ্যা

- আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল অক্ষর ৩ বা ৪টি
- অধিকাংশ আরবী ক্রিয়ার মূল অক্ষর তিনটি, পবিত্র কুরআনেও অধিকাংশ ক্রিয়ার মূল অক্ষর তিনটি।

ক্রিয়ামূল (مَصْدَرٌ)

যে শব্দ থেকে ক্রিয়ার উৎপত্তি তাকে ক্রিয়ামূল (مَصْدَرٌ) বলে। যেমন :

ক্রিয়া	ক্রিয়ামূল
فَعَلَ	اَلْفِعْلُ
نَصَرَ	اَلنَّصْرُ
ضَرَبَ	اَلضَّرْبُ
سَمِعَ	اَلسَّمْعُ

মূলক্রিয়া (مُجَرَّدٌ)

- ক্রিয়ার সবচেয়ে সহজ রূপটিকে 'মূলক্রিয়া' (مُجَرَّدٌ) বলে
- এ রূপে শুধু শব্দের মূল অক্ষরসমূহ থাকে
- ক্রিয়ার সবচেয়ে সহজ রূপটি হলো- অতীত কালের, পুংলিঙ্গের, নামপুরুষের একবচন (3rd. Person singular Number)।

সে (পুং) সৃষ্টি করেছে	خَلَقَ
সে (পুং) সাহায্য করেছে	نَصَرَ
সে (পুং) মেরেছে	ضَرَبَ
সে (পুং) শুনেছে	سَمِعَ

- তিন অক্ষরবিশিষ্ট ক্রিয়ার মূলক্রিয়ার (مُجَرَّدٌ) প্রথম ও শেষ অক্ষরে জবর থাকে।
- আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল অক্ষর ৩ বা ৪টি।
- তিন অক্ষরবিশিষ্ট মূল ক্রিয়াকে ثُلَاثِي مُجَرَّدٌ ও চার অক্ষরবিশিষ্ট মূল ক্রিয়াকে رُبَاعِي مُجَرَّدٌ বলে।

তিন অক্ষরবিশিষ্ট ক্রিয়ার মূল রূপসমূহ

তিন অক্ষরবিশিষ্ট ক্রিয়ার মূলরূপ হলো ৫টি-

অতীতকালের অর্থ	রূপ নং	বর্তমান ও ভবিষ্যতকাল	অতীতকাল
সে খুলেছে	১ নং রূপ	(يَفْتَحُ)	فَتَحَ
সে সাহায্য করেছে	২ নং রূপ	(يَنْصُرُ)	نَصَرَ
সে মেরেছে	৩ নং রূপ	(يَضْرِبُ)	ضَرَبَ
সে শুনেছে	৪ নং রূপ	(يَسْمَعُ)	سَمِعَ
সে সম্মানিত হয়েছে	৫ নং রূপ	(يَكْرُمُ)	كَرُمَ

মূল ক্রিয়া থেকে অন্য শব্দ তৈরি হওয়ার পদ্ধতি

- মূল ক্রিয়ার সাথে অতিরিক্ত অক্ষর, হরকত ও প্রতীক যোগ বা পরিবর্তন করে অন্য শব্দ তৈরি হয়
- অতিরিক্ত অক্ষর, হরকত ইত্যাদি যুক্ত করার ক্ষেত্রসমূহ এবং পরিবর্তিত অর্থ

মূলক্রিয়া	মূলক্রিয়ার অর্থ	পরিবর্তিত রূপ	পরিবর্তিত রূপের অর্থ
فَتَحَ	সে খুলেছে		
فَتَحَ	"	فَتَحُوْا	তারা খুলেছে
فَتَحَ	"	فَتَحْتَ	তুমি খুলেছো
فَتَحَ	"	فَتَحْتُ	আমি খুলেছি
فَتَحَ	"	يَفْتَحُ	সে খুলছে/খুলবে
فَتَحَ	"	اِفْتَحْ	তুমি খুলো
فَتَحَ	"	تَفْتَحُ	তুমি খুলছো
فَتَحَ	"	اَفْتَحُ	আমি খুলছি/খুলবো
فَتَحَ	"	فَاتِحٌ	যে খোলে

Dhaka University Institutional Repository

فَتَحَ	"	مَفْتُوحٌ	যেটি খোলা হয়

- মূল অক্ষরের সাথে যোগ করার জন্য যে অক্ষরসমূহ ব্যবহার করা হয় তা হলো-

ل	س	ة	ت	ا	أ
	ي	و	ه	ن	م

ঃ বাদে অক্ষরসমূহ উপস্থিত আছে নিম্নের বাক্যটির মধ্যে-

سَأَلْتُمُونِيهَا

(তুমি আমাকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলে)

ক্রিয়ার কাল

- ক্রিয়ার কাজ সংঘটিত হওয়ার সময়কে 'কাল' (Tense) বলে
- ক্রিয়ার 'কাল' তিন প্রকার- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
- আরবী ভাষায়-
  - ◆ অতীত কালকে مَاضِي বলে (যে কাজ শেষ হয়ে গেছে)
  - ◆ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালকে مُضَارِع বলে (যে কাজ এখনও শেষ হয়নি)

ক্রিয়ার ধাতুরূপ (صِيْغَة/Conjugate)

নির্দিষ্ট কালে ক্রিয়ার একবচন, দ্বি-বচন ও বহুবচনের পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গের বিভিন্ন রূপকে ক্রিয়ার ধাতুরূপ (صِيْغَة) বলে।

অনুশীলনী

১. ক্রিয়ার মূল অক্ষরকে কী বলে?
২. আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল অক্ষর কয়টি? অধিকাংশ আরবী ক্রিয়ার মূল অক্ষর কয়টি? উদাহরণ দিন।
৩. ক্রিয়ামূল (مَصْدَرٌ) ও মূলক্রিয়া (مُجَرَّدٌ) কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
৪. তিন বা চার অক্ষর বিশিষ্ট মূল ক্রিয়াকে আরবীতে কী বলে।
৫. তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ার মূল রূপসমূহ কী কী? উদাহরণসহ লিখুন।
৬. মূল ক্রিয়া থেকে অন্য শব্দ তৈরি হওয়ার পদ্ধতি এবং অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত করার ক্ষেত্রসমূহ লিখুন।
৭. অতিরিক্ত অক্ষরসমূহ মনে রাখার উপায় কী?
৮. ক্রিয়ার ধাতুরূপ (صِيْغَة/Conjugate) কাকে বলে?

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/আরবী অভিধান অংশ

১৭১৯	قَالَ	يَقُوْلُ	قُلْ	قَائِلٌ	مَقُوْلٌ	اَلْقَوْلُ	Speak

Dhaka University Institutional Repository

	সে বলেছে	সে বলবে	তুমি বলো	বক্তা	যা বলা হয়	কথা	
৫৫	قَامَ	يَقُوْمُ	قُمْ	قَائِمٌ	مَقُوْمٌ	اَلْقِيَامُ	Stand
	সে দাঁড়িয়েছে	সে দাঁড়াবে	তুমি দাঁড়াও	দন্ডায়মান	দন্ডয়মানকৃত	দাঁড়ানো	
১৩৬১	كَانَ	يَكُوْنُ	كُنْ	كَائِنٌ	مَكُوْنٌ	اَلْكَوْنُ	Boco me
	সে হয়েছিল	সে হবে	তুমি হও	বিদ্যমান	যাকে বিদ্যমান রাখা হয়েছে	হওয়া	
১৯৭	دَعَا	يَدْعُوْ	اُدْعُ	دَاعٍ	مَدْعُوٌّ	اَلدُّعَاءُ	Call
	সে ডেকেছে	সে ডাকবে	তুমি ডাকো	আহ্বানকারী	আহূত	ডাকা	
২৭৭	شَاءَ	يَشَاءُ	شَاءْ	شَاءٍ	مَشِيْءٌ	اَلْمَشِيْءَةُ	Wish
	সে ইচ্ছা করেছে	সে ইচ্ছা করবে	তুমি ইচ্ছা করো	ইচ্ছুক	যা ইচ্ছা করা হয়	ইচ্ছা	
২৩৬	جَاءَ	يَجِيْءُ	جِاءْ	جَاءٌ	مَجِيْئٌ	اَلْمَجِيْءُ	Come
	সে এসেছে	সে আসবে	তুমি এসো	আগমনকারী	আগত	আসা	

সালাত অনুধাবন অংশ

আসুন! আমরা সূরা ফীল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সুরাগুলোর শব্দে শব্দে অর্থ ও শিক্ষা জানি। পাশাপাশি সালাতে পঠিত সূরা, দোয়া ও তাসবীহগুলোর অর্থ শিখি এবং সালাতে দাঁড়িয়ে সেগুলোকে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার চেষ্টা করি ও আমাদের সালাতকে জীবন্ত সালাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

আমরা আজ প্রথমেই সূরা আল-ইমরান এর ৩২নং আয়াতটি দেখি -

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

এই আয়াতে অবস্থিত শব্দগুলোর অর্থ এক এক করে আমরা নিচের টেবিলে দেখে নিতে পারি। যেমন :

বাংলা অনুবাদ	আরবী	আরবী মূল শব্দ (مَادَّةٌ) ও তার অর্থ	
বলুন	قُلْ	ق و ل	কথা
যদি	إِنْ		
তোমরা থাকো/হও ঘর	كُنْتُمْ=كُنْ+أَنْتُمْ كُنْ	ك و ن	হওয়া
তামরা ভালবাসো	تُحِبُّوْنَ	ح ب ب	ভালবাসা
তা হলে	فَ		

Dhaka University Institutional Repository

আমার অনুসরণ কর	اتَّبِعُونِي	ت ب ع	অনুসরণ করা
তোমাদেরকে ভালোবাসবেন	يُحْبِبْكُمُ	ح ب ب	ভালোবাসা
তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন	يَغْفِرْ لَكُمْ	غ ف ر	ক্ষমা করা
তোমাদের পাপসমূহ	ذُنُوبَكُمْ	ذ ن ب	পাপ
ক্ষমাশীল	غَفُورٌ	غ ف ر	ক্ষমা করা
পরম দয়ালু (বিশেষভাবে আখিরাতে)	رَحِيمٌ	ر ح م	দয়া

আমরা সূরা আল-বাকারা এর ৫ ও ৬নং আয়াতদ্বয় দেখে নিব। যেমন :

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

[এ ধরনের লোকেরা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়াতের ওপর আছে আর তারাই সফলকাম]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

[নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য 'তুমি তাদের সতর্ক করো' বা 'তুমি তাদের সতর্ক না করো' দুটোই সমান - তারা ঈমান আনবে না]

এই আয়াতদ্বয়ে অবস্থিত শব্দগুলোর অর্থ এক এক করে আমরা নিচের টেবিলে দেখে নিতে পারি। যেমন :

বাংলা অনুবাদ	আরবী	আরবী মূল শব্দ (مَادَّةٌ) ও তার অর্থ	
এ ধরনের লোকেরা/এরা	أُولَٰئِكَ		
ওপর	عَلَىٰ		
হিদায়াত	هُدًى	ه د ي	হিদায়াত
থেকে /পক্ষ থেকে	مِّن		
তাদের প্রতিপালক	رَّبِّهِمْ	ر ب ب	প্রতিপালন
আর /এবং	و		
এরাই	أُولَٰئِكَ هُمُ		
সফলকাম	الْمُفْلِحُونَ	ف ل ح	সফল
নিশ্চয়ই	إِنَّ		
যারা ... তারা	الَّذِينَ		
কুফরী করেছে	كَفَرُوا	ك ف ر	লুকানো
সমান	سَوَاءٌ	س و ي	সমান
তাদের জন্য	عَلَيْهِمْ		
কী (Whether)	أَ		

তুমি তাদের সতর্ক করেছ	أَنْذَرْتَهُمْ	ن ذ ر	সতর্ক করণ
অথবা	أَمْ		
না	لَمْ		
তুমি তাদের সতর্ক করো	تُنْذِرْهُمْ	ن ذ ر	সতর্ক করণ
না	لَا		
তারা ঈমান আনবে	يُؤْمِنُونَ	أ م ن	ঈমান

একটি ইসলামিক আদব (Islamic Manner)

একটি আদবের শব্দাবলি দেখে নিতে পারি। আদবটি আমরা সবাই জানি - তা হলো কেউ আপনার উপকার করলে আপনি তাকে Thank you'র বদলে বলে থাকেন جَزَا كَ اللّٰهُ خَيْرًا فِي الدَّارَيْنِ
[আল্লাহ আপনাকে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয় জগতে উত্তম প্রতিদান দিন।]
এই বাক্যটির শব্দগুলোর অর্থ এক এক করে আমরা নিচের টেবিলে দেখে নিতে পারি। যেমন :

বাংলা অনুবাদ	আরবী	আরবী মূল শব্দ (مَادَّةٌ) ও তার অর্থ	
প্রতিদান দিন	جَزَا	ج ز ي	প্রতিদান
আল্লাহ আপনাকে	كَاللّٰهُ		
উত্তম	خَيْرًا	خ ي ر	কল্যাণ
এ/মধ্যে	فِي		
উভয় জগৎ	الدَّارَيْنِ	د و ر	জগত

লক্ষ করা যেতে পারে যে, এখানে الدَّارَيْنِ-এর একবচন হলো دَارٌ (জগৎ/ঘর)।

কুরআনে ব্যবহৃত কিছু গুণবাচক শব্দ

বাংলা অনুবাদ	আরবী	আরবী মূল শব্দ (مَادَّةٌ)	পবিত্র কুরআনে এসেছে (বার)
সর্বদ্রষ্টা (দ্রষ্টা)	بَصِيْرٌ (بَاصِرٌ)	ب ص ر	৫৩
মহাজ্ঞানী (জ্ঞানী)	عَلِيْمٌ (عَالِمٌ)	ع ل م	১৬২
মহাপ্রজ্ঞাময় (প্রজ্ঞাময়)	حَكِيْمٌ (حَاكِمٌ)	ح ك م	৯৭
সর্বশ্রোতা (শ্রোতা)	سَمِيْعٌ (سَامِعٌ)	س م ع	৪৭
পুরোপুরি অবহিত (অবহিত)	خَبِيْرٌ (خَابِرٌ)	خ ب ر	৪৫
অনেক	كَثِير	ك ث ر	৭৪

Dhaka University Institutional Repository

পরাক্রমশালী	عزيز	عزة(ع ز ز)	৯৯
অতি দয়ালু	رحيم	رحمة(ر ح م)	১৮২
বড়	كبير	كبر	৪৪
পরম করুণাময়	رحمن	ر ح م	৫৭
কঠোর	شديد	ش د د	৪৬
সু উচ্চ	علي	ع ل ي	১১
নিকটবর্তী	قريب	ق ر ب	২৬
দূরবর্তী	بعيد	ب ع د	২৫
দ্রুততর	سريع	س ر ع	১০
মহান	عظيم	ع ظ م	১০৭
কম	قليل	ق ل ل	৭১
মহান	كريم	ك ر م	২৭
সূক্ষ্মদর্শী	لطيف	ل ط ف	৭
নিরাপত্তা	سلام	س ل م	৪২
গুণগ্রাহী	شكور	ش ك ر	২৪
ক্ষমাশীল	غفور	غ ف ر	৯১
সর্বশক্তিমান	قدير	ق د ر	৪৫
সতর্ককারী	نذير	ن ذ ر	৪৪
সাহায্যকারী	نصير	ن ص ر	২৪
অভিভাবক	وكيل	و ك ل	২৪
সংরক্ষণকারী	حفيظ	ح ف ظ	২৬
সহনশীল	حليم	ح ل م	১৫
প্রশংসিত	حميد	ح م د	১৭
উষ্ণ	حميم	ح م م	২০

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ৫৪০৬ বার। আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

দোয়া করতে থাকুন:

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২৩	বিভিন্ন রকমের শব্দ- ইস্তেফহাম, ইয়া লাও, মা ও লাআআআআ না - মাওলানার গল্প এমন দুটি শব্দ যা কুরআনে এসেছে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার বার (৩৩৯১ বার) পজিশন (স্থান বা অবস্থান) বোঝায় এমন কিছু শব্দ কুরআনে বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দ কুরআনে বহুল ব্যবহৃত হ্যাঁ এবং না-বোধক ১১টি শব্দ, যা কুরআনে এসেছে প্রায় ৮ হাজার বার

গল্প : সময় হাতে নিয়ে বাসা থেকে বের হওয়ার পরেও রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম থাকার কারণে সাব্বির ক্লাস শুরুর ১৫ মিনিট পর গিয়ে মাদরাসায় পৌঁছালো। দরজায় দাঁড়িয়ে আরবী শিক্ষককে ক্লাসে বসা দেখে সে বিনীতভাবে সালাম দিয়ে অনুমতি চাইলো, 'আ'আদখুলু ইয়া উস্তাযু?' শিক্ষক সাব্বিরকে দরজার ওপাশে দাঁড়ানো দেখে অবাক হলেন। কারণ সাব্বির সাধারণত ক্লাস শুরুর ১০-১৫ মিনিট আগেই ক্যাম্পাসে উপস্থিত থাকে। তিনি একটু নরম সুরে বললেন, ক্লাসে আসার অনুমতি দেবো আগে বলো আরবী কাওয়াইদ অনুযায়ী -আ'আদখুলু- শব্দে 'আ' কী জাতীয় শব্দ? সাব্বির সাথে সাথে বলল, ইস্তেফহাম জাতীয় শব্দ। আয়াতগুলো পড়ুন-

اقرأ الآيات:

ب	الف
وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ **مَنْ** آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَ**مَن** كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾
আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবার্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। বস্তুত তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিয়ো না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচো।	যখন ইব্রাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি নিরাপদ কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। বললেন, যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেব, অতঃপর তাদেরকে বলপ্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবো; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

الشرح- আলোচনা : প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতগুলো কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- 'যুল আকল' বা জ্ঞানবিশিষ্ট ও 'গাইর জাবিল আকল' বা জ্ঞানবিহীন।

কে? WHO = **من** (কুরআনে এসেছে ৮৬১ বার)

কি? WHAT = **ما** (কুরআনে এসেছে ২৫৩০ বার)

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের শব্দভান্ডারসহ আরবী সাহিত্যের শব্দসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. 'যুল আকল' বা জ্ঞানবিশিষ্ট, যেমন মানবজাতি ও যে সকল শব্দ দ্বারা মানবজাতি বোঝা যায়। যেমন : শিক্ষক, ছাত্র, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি।

২. 'গাইর জাবিল আকল ' বা জ্ঞানবিহীন, অর্থাৎ মানবজাতি ছাড়া বাকি সব। যেমন : বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখি ইত্যাদি। যথা :

১। জ্ঞানবিশিষ্ট		২। জ্ঞানবিহীন	
বাংলা	**আরবী (পেশা)**	**বাংলা**	**আরবী (বহুবচন)**
শিক্ষক	مُعَلِّمٌ	বৃক্ষ	شَجَرَةٌ (شَجَارَاتٌ) /شَجَرٌ (أَشْجَارٌ)
ছাত্র	طَالِبٌ/تِلْمِيذٌ	পাখি	طَائِرٌ (طَيْرٌ)
ডাক্তার	طَبِيْبٌ (طِبٌّ)	পশু	نَعَمٌ (أَنْعَامٌ)
ইঞ্জিনিয়ার	مُهَنْدِسٌ (هَنْدَسَةٌ)	চন্দ্র	قَمَرٌ (أَقْمَارٌ)

জ্ঞানবান তথা মানবজাতির যেকোনো ব্যক্তি ও ব্যক্তি সমষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে 'কে?' ব্যবহার হয়। আর মানবজাতি বিহীন সকল কিছুর জিজ্ঞাসার জন্য 'কি?' ব্যবহার হয়। যেমন :

কে তোমার শিক্ষক? مَنْ مُعَلِّمُكَ

কী আকাশে উড়ে? পাখি। مَا يَطِيْرُ عَلَى السَّمَاءِ؟ اَلطَّيْرُ

Position (স্থান বা অবস্থান) বোঝায় এমন কিছু শব্দ কুরআনের উদাহরণসহ দেওয়া হলো–

১। عِندَ = কাছে (১৫০ বার)। উদাহরণ : সূরা জুমআ-১১

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ **مَا عِندَ اللَّهِ** خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

[আর যখন তারা ব্যবসা ও খেল-তামাশার উপকরণ দেখলো তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে দৌড়ে গেল। তাদের বলুন, **আল্লাহর কাছে** যা আছে তা খেল-তামাশা ও ব্যবসার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা]

مَا عِندَ اللَّهِ = **আল্লাহর কাছে** যা আছে

২। وَرَاءَ = পিছনে (১৭ বার)। উদাহরণ : সূরা কাহাফ-৭৯

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا **وَكَانَ وَرَاءَهُم** مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

[(প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে,) নৌকা সম্পর্কিত, (মূলত) তা ছিল কয়েকজন গরীব মানুষের - তারা এটি দিয়ে সমুদ্রে (জীবিকা অন্বেষণের) কাজ করতো, আর আমি তাতে ছিদ্র করে তা ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম, (কারণ) তাদের পিছনেই ছিল (এমন) এক বাদশাহ যে (ত্রুটিবিহীন) যে নৌকাই পেতো তা বল প্রয়োগে ছিনিয়ে নিতো।]

كَانَ وَرَاءَهُمْ = তাদের পিছনেই ছিল

৩। خَلْفَ = অগোচরে/পিছনে (২৮ বার)। উদাহরণ : সূরা বাকারা-২৫৫ (অংশ)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا **خَلْفَهُمْ**

[তাদের সামনে ও তাদের পিছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন]

خَلْفَهُمْ = তাদের পিছনে

Dhaka University Institutional Repository

৪। تَحْتِ = নিচে (৫০ বার)। উদাহরণ : সূরা বুরূজ-১১

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن **تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ** ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

[নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও (এর দাবি অনুযায়ী) ভালো কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারাসমূহ প্রবাহিত রয়েছে]

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ = যার নিচ দিয়ে ঝরনাধারাসমূহ

৫। أَمَامَ = সামনে (৫ বার)। উদাহরণ : সূরা কিয়ামাহ্-৫

بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ **أَمَامَهُ**

[এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ তার সামনের (ভবিষ্যতের) দিনগুলোতে পাপাচারে লিপ্ত হতে চায়]

أَمَامَهُ = তার সামনে

আয়াতগুলো পড়ুন-

اقرأ الآيات:

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.

বল, আচ্ছা নিজেই লক্ষ করে দেখো, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? বল, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করছ?

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ.

বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কে? আল্লাহ না ওরা-তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে?

الشرح- আলোচনা: প্রিয় শিক্ষার্থী! আপনি কি জানেন উপরের আয়াতগুলো কী ধরনের আয়াত? আরবী ভাষার কোন বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আমরা আপনার সামনে উপরোক্ত আয়াতগুলোকে উপস্থাপন করেছি? সে বিষয়টি হলো- 'আল্লাহ শব্দের ا কে টেনে পড়া না পড়া'।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ-এর স্বাভাবিক অর্থ হলো - আল্লাহ সবচেয়ে বড় আর এই তাকবীরের প্রথম 'আ'-কে টেনে পড়লে বাক্যটি প্রশ্নবোধক হয়ে অর্থ হয়ে যায়- আল্লাহ কি সবচেয়ে বড়? অর্থের পরিবর্তনের কারণে সালাতে এভাবে টেনে পড়লে সালাত নষ্ট হয়, অর্থাৎ

আরবী	বাংলা অনুবাদ
اَنْتَ رَجُلٌ	তুমি একজন পুরুষ।
آَنْتَ (= اَ + اَنْتَ) رَجُلٌ	তুমি কি একজন পুরুষ?
اَللّٰهُ اَكْبَرُ	আল্লাহ সবচেয়ে বড়।
آَللّٰهُ (= اَ + اَللّٰهُ) اَكْبَرُ	আল্লাহ কি সবচেয়ে বড়?

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনে বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দ

বাংলা অর্থ	মূল আরবী শব্দ	পবিত্র কুরআনে এসেছে (বার)	ক্রমিক নং
জুয়া	مَيْسِرٌ	৩	(১)
মদ	خَمْرٌ	৬	(২)
অশ্লীল কাজ	اَلْفَحْشَاءِ	৭	(৩)
অন্যায় কাজ	اَلْمُنْكَرُ	১৮	(৪)
প্রতিদান	جَزَاءٌ	৪২	(৫)
দান/অনুগ্রহ	فَضْلٌ	৮৪	(৬)
এভাবে	هٰكَذَا	১	(৭)
যেমন/যেমনিভাবে	كَمَا	৩	(৮)

আমরা আজ নিম্নবর্ণিত হ্যাঁ-না বোধক আরবী শব্দসমূহ শিখব

বাংলা অর্থ	মূল আরবী শব্দ	পবিত্র কুরআনে এসেছে (বার)	ক্রমিক নং
নাই/ না	لَا	১৭২৩	(১)
আছে / হ্যাঁ (Yes)	نَعَمْ	৪	(২)
ছাড়া	إِلَّا	৬৫৭	(৩)
কখনও নয়/কিছুতেই না (Never, Forever)	كَلَّا	৩৩	(৪)
কিছুতেই না (Never for Future)	لَنْ	১০৬	(৫)
না (Past)	لَمْ	২৪৬	(৬)
যা, কী? না	مَا (موصولة استفهامية نافية زائدة)	২৫৩০	(৭)
না / নয় না (স্ত্রী-বাচক)	لَيْسَ لَيْسَتْ	৮৯	(৮)
অবশ্যই	بَلَى	২২	(৯)
ছাড়া	غَيْر	১৪৭	(১০)
ছাড়া/পাশাপাশি	دُوْنَ	১৪৪	(১১)
		মোট ৫৭০১ বার	

Dhaka University Institutional Repository

لَوْ ও إِذَا -এর ব্যবহার স্থানের পার্থক্য

لَوْ

لَوْ কল্পিত বা ঘটা সম্ভব নয় এমন কথার স্থানে ব্যবহার করা হয়। যেমন :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
আর তোমার প্রতিপালক যদি ইচ্ছা করতেন তবে সমস্ত মানুষকে এক (ধর্মীয়) জাতিভুক্ত করতে পারতেন। (১১ : ১১৮)
لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ
যদি আমরা (একবচনের সম্মান প্রকাশক রূপ) এ কুরআনকে পর্বতের ওপর অবতীর্ণ করতাম। (৫৯ : ২১)

إِذَا

إِذَا বাস্তবে যা ঘটা সম্ভব বা ঘটবে এমন কথার স্থানে ব্যবহার করা হয়। যেমন :

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ
যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। (১১০ : ১)
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا
এবং তাদের সাথে যখন বোধশক্তিহীন লোকেরা কথা বলতে থাকে তখন তারা বলে বিদায় (সালাম)। (২৫ : ৬৩)

مَا ও لَا -এর ব্যবহার স্থানের পার্থক্য

مَا ব্যবহার করা হয় অতীতকালকে 'না'-সূচক করতে। যেমন :

সাধারণ উদাহরণ

আমি কিছু খাই নাই।	مَا أَكَلْتُ شَيْئًا
তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হন নাই। ৯৩:৩	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

لَا [illegible] :

আমি কফি খাই না।	لَا أَشْرَبُ الْقَهْوَةَ
আমি তার দাসত্ব করি না যার দাসত্ব তোমরা করো। (কাফিরূন/: ২)	لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনে অধিক ব্যবহার হওয়া বিযুক্ত ও শেষ অক্ষরে যবর দিয়ে সমাপ্তি ধারণকারী ক্রিয়া বিশেষণ-

এখন	اَلْآنَ	যদি হতো	لَيْتَ
ভবিষ্যতের ইঙ্গিত	سَوْفَ	কীভাবে	كَيْفَ
চিরকাল, কখনো নয়	اَبَدًا	যাতে	لَعَلَّ
কোথায়	حَيْثُ	যখন	حِيْنَ
যেখানেই (হোক না কেন)	حَيْثُمَا	ব্যতীত	غَيْرَ

কুরআনের উদাহরণ

কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। (১০২ : ৩)	كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ
আরবি ভাষার এই কুরআনে কোনো বক্রতা নেই, যাতে তারা আল্লাহ সচেতন হতে পারে। (৩৯ : ২৮)	قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

কুরআনিক শব্দার্থ অংশ

পুরো কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ ভোকাবুলারি বা শব্দভান্ডার/ আরবী অভিধান অংশ

হাদিস-১: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ

[তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে কুরআন শিখে এবং তা অন্যকে শেখায়] অথবা

خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ

[তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিরাই উত্তম যারা কুরআন শিখে এবং তা অন্যকে শেখায়]

এই হাদিসে অবস্থিত শব্দগুলোর অর্থ এক এক করে আমরা নিচের টেবিলে দেখে নিতে পারি। যেমন :

বাংলা	আরবী অনুবাদ	আরবী মূল শব্দ (مَادَّةٌ) ও তার অর্থ	
তোমাদের মধ্যে উত্তম	خَيْرُكُمْ	خ ي ر	ভালো
ঐ ব্যক্তি/ যে ব্যক্তি / কে?	مَنْ		
শিখেছে	تَعَلَّمَ	ع ل م	জ্ঞান
কুরআন	اَلْقُرْآنَ	ق ر ا	পড়া
এবং	وَ		
তা (কুরআন = هُ) শেখায়	عَلَّمَهُ	ع ل م	জ্ঞান

লক্ষ করা যেতে পারে যে, এখানে خَيْرٌ একবচন ও خِيَارٌ বহুবচন।

Dhaka University Institutional Repository

সালাত অনুধাবন অংশ

সালাতে পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও সালাতের তাসবীহ অনুধাবন অংশ

হাদিস-২: **إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتْ**

[নিশ্চয়ই প্রতিটি কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল]

এই হাদিসে অবস্থিত শব্দগুলোর অর্থ এক এক করে আমরা নিচের টেবিলে দেখে নিতে পারি। যেমন :

বাংলা অনুবাদ	আরবী	আরবী মূল শব্দ (مَادَّةٌ) ও তার অর্থ	
নিশ্চয়ই (এবং যথেষ্ট)	إِنَّمَا (ما الكافة)		
কাজসমূহ	الأَعْمَالُ	ع م ل	কাজ
ওপর	بِ		
নিয়তসমূহ	اَلنِّيَّاتْ	ن و ي	নিয়ত

লক্ষ করা যেতে পারে যে, এখানে الأَعْمَالُ-এর একবচন হলো عَمَلٌ (কাজ) ও اَلنِّيَّاتْ-এর একবচন হলো نِيَّةٌ (নিয়ত)। আর, Plural + نِيَّةٌ+اَلْ+بِ=بِالنِّيَّاتْ

আজ আমরা যে শব্দগুলো পড়েছি তা পবিত্র কুরআনে এসেছে মোট ৬১১৫ বার।

আজ আমরা কুরআনিক আরবী গ্রামারের ১টি আইটেম পড়েছি। আলহামদুলিল্লাহ।

আজ **এই পর্যন্ত।**

পরবর্তী সেশনে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

দোয়া করতে থাকুন :

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২৪	দৈনন্দিন কথোপকথনের জন্য কিছু আরবী শিক্ষা পরীক্ষা
কোর্স আউটকাম বা শিখনফল	২৪টি গল্প যার মাধ্যমে আরবী ব্যকরণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জানা হয়ে যায়। কুরআনের অনেকগুলো আয়াতের সাথে অর্থসহ শব্দে শব্দে পরিচয়; যে আয়াতগুলোর মাধ্যমে আরবী ব্যাকরণের অতি প্রয়োজনীয় আরবী ব্যাকরণের ১৫টি বিষয় শেখা হবে। খুব সহজে কুরআন ও নামাজ বোঝার জন্য অতি প্রয়োজনীয় আরবী ব্যাকরণের ১৫টি বিষয় শেখা। ২৫০টি শব্দের ডিকশনারি যা জানলে পুরো কুরআনের সকল শব্দের তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ শেখা হয়ে যাবে। নামাজে বহুল পঠিত ১১টি সূরা, দোয়া ও তাসবীহসমূহ শব্দে শব্দে শিক্ষাসহ অনুধাবন।

গল্প : মাগরিব নামাজ পড়ে বাসায় আসার সময় সাজ্জাদ সাহেব একটা লিফলেট হাতে নিয়ে এলেন। পার্শ্ববর্তী এলাকার একটা দাওয়াহ সেন্টার থেকে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ৯-১৩ বছর বয়সীদের জন্য একটা কুরআনের কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাজ্জাদ সাহেব চাইছেন সারা আর জারাকে সেই কোর্সে রেজিস্ট্রেশন করাবেন। সাব্বির বাবার কাছ থেকে লিফলেটটি নিয়ে টপিকগুলো দেখতে লাগলো। সে দেখলো- এই কোর্সে বাছাইকৃত সুরাসমূহ মুখস্থের সাথে সাথে ব্যাখ্যাসহ পড়ানো হবে। পাশাপাশি কুরআনের অর্থ অনুধাবনের জন্য আরবী কাওয়াইদের কিছু অংশও পড়ানো হবে। ভালোই তো! অনেক কিছু শেখা যাবে।

Communicative Arabic in Daily Life
العربية الاتصالية اليومية
দৈনন্দিন কথোপকথনের জন্য কিছু আরবী শিক্ষা

المعلم : السلام عليكم

الطالب : وعليكم السلام ورحمة الله.

م : من أنت؟

ط : أنا طالب. أنا طالبة ....

م : ما إسمك؟

ط : إسمي علي، إسمي خالد ....

م : كيف حالك؟

Dhaka University Institutional Repository

ط : أنا طيب، الحمد لله.

ط : كيف حالك، يا أستاذي؟

م : أنا بخير، الحمد لله.

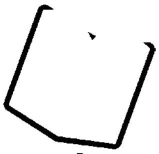

المعلم : ما هذا؟ ....

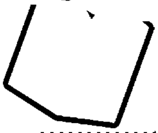

الطالب : هذا كتاب ....

ما ذلك؟ ....

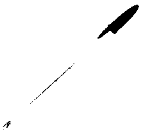

ذلك قلم ....

هذا باب ....

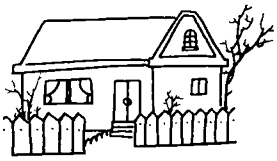

ذلك بيت ....

هذا طالب ....

ذلك رجل ....

هذا مفتاح ....

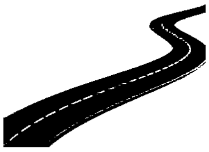

ذلك طريق ....

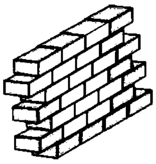

هذا جدار ....

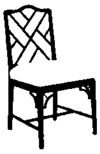

ذلك كرسي ....

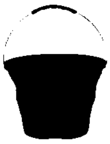

هذا دلو ....

هذا أنف ....

Dhaka University Institutional Repository

ذلك تمر...

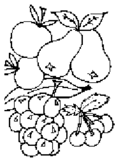

هذا ثمر ....

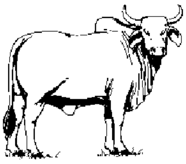

ذلك ثور ....

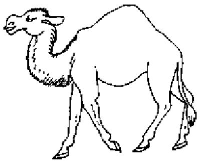

هذا جمل ....

ذلك خبز ....

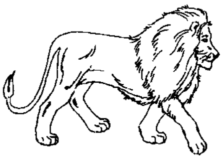

هذا أسد ....

ذلك ذئب ....

ذلك رجل ....

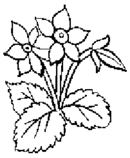

هذا زهر ....

ذلك سمك ....

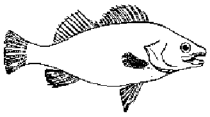

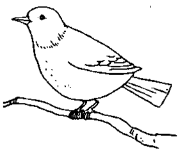

هذا طير ....

ذلك ظبي ....

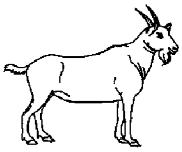

هذا غنم ....

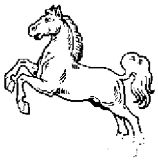

ذلك فرس ....

هذا قمر ....

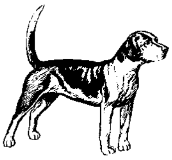

ذلك كلب ....

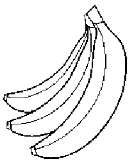

هذا موز............

Dhaka University Institutional Repository

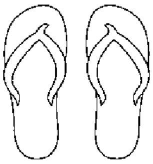

ذلك نعل | حِذاء ....

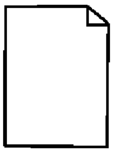

هذا ورق ....

ذلك رأس ....

هذا تاج ....

ذلك جرس..

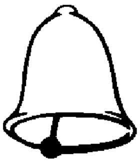

هذا حبل ....

ذلك هر ....

هذا مقعد .... ?

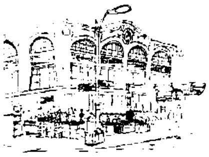

ذلك سوق ....

هذا كأس ....

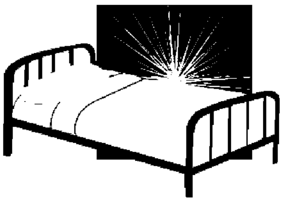

ذلك نور...

هذا سرير..............

ذلك القرآن الكريم ....

هذا الحديث الشريف........

ذلك هاتف ....

Dhaka University Institutional Repository

ফাউন্ডেশন কোর্স ইন আন্ডারস্ট্যান্ড কুরআন এন্ড সালাত

Foundation Course in Understand Quran and Salah

ফাইনাল পরীক্ষা

কুরআন ও সালাত অনুধাবন অংশ

পূর্ণমান-১০০, মোট ৫টি প্রশ্ন, সকল প্রশ্নের মান সমান

সময়- ৩ ঘণ্টা

---

১. Mention the Steps to Reach your Goal
২. প্রকৃতিগতভাবে কুরআন বোঝা সহজ কথাটি বুঝিয়ে বলুন ।
৩. What are the Golden Rules of Learning?
৪. শব্দে শব্দে সূরা ফাতিহার বাংলা অনুবাদ বলুন।
৫. শব্দে শব্দে সূরা মাউন এর বাংলা অনুবাদ বলুন।
৬. What are 14 Arabic Basic sentence structures?
৭. Translate into Bengali-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَایَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَایَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَایَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

৮. সূরা মাউনের বিষয়বস্তু কী? এটি কীভাবে পরকালে অবিশ্বাসীদের মূল্যবোধকে চিত্রায়িত করছে? এ বিষয়ে আপনার অনুধাবন বলুন।
৯. আরবী ব্যাকরণের কয় ভাগ? عِلْمُ الصَّرْفِ কাকে বলে? উদাহরণ দিন। عِلْمُ النَّحْوِ কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
১০. ক্রিয়ার মূল অক্ষরকে কী বলে?
১১. আরবী ক্রিয়াবাচক শব্দের মূল অক্ষর কয়টি? অধিকাংশ আরবী ক্রিয়ার মূল অক্ষর কয়টি? উদাহরণ দিন।
১২. ক্রিয়ামূল (مَصْدَرٌ) ও মূলক্রিয়া (مُجَرَّدٌ) কাকে বলে? উদাহরণ দিন।
১৩. তিন অক্ষর বিশিষ্ট ক্রিয়ার মূল রূপসমূহ কী কী? উদাহরণসহ লিখুন।
১৪. মূলক্রিয়া থেকে অন্য শব্দ তৈরি হওয়ার পদ্ধতি এবং অতিরিক্ত অক্ষর যুক্ত করার ক্ষেত্রসমূহ লিখুন।
১৫. অতিরিক্ত অক্ষরসমূহ মনে রাখার উপায় কী?
১৬. ক্রিয়ার ধাতুরূপ (صِيْغَةٌ/Conjugate) কাকে বলে?
১৭. আরবী শব্দ কয় প্রকার ও কী কী?
১৮. اِسْمٌ-এর মধ্যে কী কী অন্তর্ভুক্ত?
১৯. اِسْمٌ(বিশেষ্য) কয় প্রকার?
২০. কোন ধরনের আরবী শব্দ কুরআনে বেশি ব্যবহার হয়েছে?
২১. اِسْمٌ চেনার উপায় কী?
২২. فِعْلٌ চেনার উপায় কী?
২৩. حَرْفٌ চেনার উপায় কী?
২৪. ক্রিয়া বিশেষণের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বলুন:লিখুন।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. لَو ও إِذَا -এর ব্যবহার স্থানের পার্থক্য বলুন:লিখুন।

২৬. لَمْ ও لَا -এর ব্যবহার স্থানের পার্থক্য বলুন:লিখুন।

২৭. নিম্নের আয়াতে থাকা অব্যয় সার্কেল করুন। অব্যয়টির শ্রেণি হলো-
১. সম্বন্ধসূচক ২. সংযোজক ৩. আবেগসূচক ৪. ক্রিয়া বিশেষণ। অব্যয়টির অর্থ হলো :
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ... ... ...

২৮. নিম্নের আয়াতের থাকা অব্যয় সার্কেল করুন। অব্যয়টির শ্রেণি হলো-
১. সম্বন্ধসূচক ২. সংযোজক ৩. আবেগসূচক ৪. ক্রিয়া বিশেষণ। অব্যয়টির অর্থ হলো :
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ... ... ...

২৯. আরবী শব্দ কয় প্রকার ও কী কী?

৩০. ইংরেজী Parts of Speech-এর আরবী ভার্সন বলুন।

সমাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনা কালেই মহান আল্লাহ তাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য এমন একটি পরিপূর্ণ কিতাব পাঠানোর মহাপরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, যার আলোকে মানবকুল তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সুসজ্জিত করবে। সেই পরিপূর্ণ গাইড গ্রন্থটিই হলো আল-কুরআন। এই কুরআন এমনই একটি গ্রন্থ যাতে মানবজীবনের সকল কাজের সঠিক পথ ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ দেশে মুসলিমদের আল-কুরআন দেখে বিশুদ্ধ করে তিলাওয়াত করার প্রতি গুরুত্ব থাকলেও, ইসলামী জীবনবিধানের মৌলিক উৎস আল-কুরআনের অর্থ বোঝার ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিমই উদাসীন। এই অভিসন্দর্ভে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে আল-কুরআনের অর্থ বোঝার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি আল-কুরআনের অর্থ বোঝার জন্য সহজ ও স্বল্পসময় সাপেক্ষ একটি কোর্স মডিউল উপস্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ সহজেই আল-কুরআনের মর্মার্থ কুরআন পড়েই বুঝতে সক্ষম হবে।

এই গবেষণাকর্মে প্রথমত কুরআন বুঝে পড়ার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। এরপর আরবী থেকে কুরআন বুঝে পড়ার জন্য একটি পরিপূর্ণ কোর্স মডিউল উপস্থাপন করা হয়েছে।

এতে কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কুরআনের অলৌকিকতা, কুরআন নাজিলের কারণ, প্রেক্ষাপট, স্থান, সময়, তাৎপর্য ও পদ্ধতি, কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও আরবী ভাষায় কুরআনের প্রভাব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি মাতৃভাষায় কুরআনের অর্থ বোঝার যৌক্তিকতা এবং কুরআন ও হাদিসের আলোকে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আল-কুরআনের অর্থ বোঝার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও পেশাজীবীদের আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ এবং আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষালয় নিয়ে কথা বলা হয়েছে। জরিপের ফলাফলের আলোকে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কুরআনের অর্থ শিক্ষণের লক্ষ্যে পরীক্ষামূলক অধ্যায়ভিত্তিক নতুন একটি পদ্ধতি ও কোর্স উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণের চূড়ান্ত সিলেবাস বা কোর্স মডিউল- "গল্পে গল্পে ২৪ ঘণ্টায় আল-কুরআনের অর্থ শিখি কোর্স" নামে ২৪টি ক্লাসের পরিপূর্ণ একটি কোর্স মডিউল উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই কোর্সের শিখনফল হলো :

- ২৪টি পাঠে ২৪টি গল্পের মাধ্যমে আরবী ব্যাকরণের অতি প্রয়োজনীয় ১৫টি আইটেম শেখা যাবে; যা জানলে আরবী ব্যাকরণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান তৈরি হয়ে যাবে। যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে শিক্ষার্থী নিজে নিজে আরো অনেক বিষয় শিখে নিতে পারবেন।
- সালাতে বহুল পঠিত সূরা ফাতেহা ও কুরআনের শেষ ১০টি সূরার অর্থ; সালাতে পঠিত দোয়া ও তাসবীহসমূহ শব্দে শব্দে শিক্ষাসহ অনুধাবন করা যাবে।
- ২৪টি পাঠে কুরআনে অধিক ব্যবহৃত ২৫০টি শব্দের ডিকশনারি দেওয়া আছে, যা জানলে পুরো কুরআনের সকল শব্দের তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ শেখা হয়ে যাবে।
- দৈনন্দিন জীবনে কুরআন পড়তে গিয়ে কুরআনের শাব্দিক অর্থ ও ভাব বুঝতে সহজ হবে।
- শিক্ষার্থী কুরআন পড়তে গিয়ে কুরআনের প্রাথমিক ভাব বুঝতে পারার কারণে এই বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনার ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন।
- কুরআনের ভাষায় কুরআন বোঝার প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করা যাবে।
- "কুরআনকে সকলের জন্য সহজ করে দিয়েছি" এই বাণী সমাজে সকলের কাছে প্রমাণিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লিখিত পদ্ধতিতে গবেষণার মাধ্যমে এমনভাবে কোর্স-মডিউলটি তৈরি করা হয়েছে, আশা করা যায়, এই কোর্স শিক্ষার্থীকে কুরআনের অধিক ব্যবহৃত শব্দগুলোর শাব্দিক অর্থ, ভাবার্থ ও প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন করতে সহায়তা করবে; যার মাধ্যমে কুরআন মাজিদকে সহজ-সরল ও সাবলীলভাবে বোঝার সক্ষমতা তৈরি হবে, ইনশাআল্লাহ!

পবিত্র কুরআনকে সহজে বোঝা ও অনুধাবন করার জন্য আমাদের কোর্সটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা সময়ের জরুরি দাবি বলে আমরা মনে করি।

সমাজের সবাই শান্তি চায়। আর আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে সকলের জন্য আল-কুরআনের অর্থ বোঝা জরুরি। তাহলেই দূর হবে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার এবং সমাজে ফিরে আসবে অনাবিল সুখ-শান্তি। একই সাথে আল-কুরআনের আলোয় হাসবে সমাজ। মানবতার পূর্ব দিগন্তে উদিত হবে সুহাসিনী প্রভাতের সুহাস্য সূর্য। মিলবে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি। মহান আল্লাহ তাওফিকদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারীম	:	নূরানী হাফেজী কোরআন শরীফ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০১৬)
আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী	:	সহীহ আল-বুখারী (বৈরুত : দার তূকিন নাজাত, ১৪২২ হি.)
আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী নিশাপুরী	:	সহীহ মুসলিম (কায়রো : দার ইবনু হাজম, ২০১০ খ্রি.)
আব্দুল মালিক ইবনি হিশাম	:	আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ লি-ইবনি হিশাম (মিসর : মুস্তাফা বাব হালবী এন্ড সন্স প্রেস, ১৯৯৫ খ্রি.)
আমীন আহসান ইসলাহী	:	তাদাব্বুরে কুরআন (লাহোর : ফারান ফাউন্ডেশন, ২০০৯)
আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল সুকরী	:	আল-মিসবাহুল মুনীর (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, ১৯৯০ খ্রি.)
আহমাদ যিনি মোল্লা জিওন নামে পরিচিত	:	নুরুল আনওয়ার (করাচি : মাক তাবাতুল বুশরা, ২০০৮ খ্রি.)
ইবন মান্‌যুর আল ইফ্‌রীকী	:	লিসানুল 'আরব (বৈরুত : দারুল বৈরুত লিত তাবাআতি ওয়ান নাশরি ১৯৫৬), খণ্ড ১৪ ।
ইবন হাজার আসকালানী	:	ফতহুল বারী (বৈরুত : দার মারেফা, ১৩৭৯ হি.)
ইবরাহীম মুসতাফা প্রমুখ	:	আল-মুজামুল ওয়াসিত (কায়রো : দার-আদ দাওয়াহ, ১৯৭৪ খ্রি.)
ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম আন-নিসাপুরী	:	আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন (বৈরুত : দারু ইবন হাজম, ২০০৭ খ্রি.)
ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী	:	আল-মানার ফি-উসূলিল ফিকহ (ভারত : মাকতাবাতু আহমাদ, ১৯০৮ খ্রি.)
ইমাম মালেক	:	মুয়াত্তা মালেক (কায়রো : দার আল হাদীস, ২০১২ খ্রি.)
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী	:	সহীহ আল বুখারী (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৭)
ইমাম রাগেব ইসফাহানী	:	আল-মুফরাদাতু ফী গারিবিল কুরআন (বৈরুত : দারুল কলম, ১৯৯১ খ্রি.)
ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-ইসফাহানী	:	দালায়েলুন নুবুওয়্যাহ (রিয়াদ : দারু তাইবাহ, ১৯৮৮ খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

জালালুদ্দিন মহল্লী ও জালালুদ্দিন সুয়ুতী	:	তাফসীরে জালালাইন (কায়রো : দারুল হাদীস, ২০০০)
ড. ইসরার আহমেদ	:	বায়ানুল কুরআন (পেশোয়ার : আঞ্জুমানে খুদ্দামুল কুরআন, ২০১১)
ড. ফজলুর রহমান	:	আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান, (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.)।
ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ	:	বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চাঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (ঢাকা : আল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমি, ২০০৯ খ্রি.)
তাকি উসমানী	:	আল-কুরআনের জ্ঞান বিজ্ঞান (ঢাকা : বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন, ২০০৮)
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী	:	ইসলামে মাতৃভাষার গুরুত্ব (ঢাকা : মুহাম্মাদ ব্রাদার্স, ২০০১)
ফুয়াদ আব্দুল বাকী	:	আল-মুজামুল মুফাহরাস লী-আলফাযিল কুরানিল কারীম (কায়রোঃ দারুল হাদীস, ২০০৮)
বাংলা বিশ্বকোষ	:	১ম সংস্করণ (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৬ খ্রি.), খণ্ড-৪।
মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী রহ., মীযান হারুন অনূদিত		আর রাহীকুল মাখতুম, (ঢাকা : দারুল হুদা কুতুবখানা, ২০১৮ খ্রি.)
মুকাতেল বিন সুলাইমান	:	তাফসীরে মুকাতেল বিন সুলাইমান (বৈরুত : দার ইহইয়াউত তুরাস), প্রথম সংস্করণ, খণ্ড-৫,
মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ	:	কুরআন সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা : দারুল কিতাব, ২০০০ খ্রি.)
মুহম্মদ মুজিবুর রহমান	:	বাংলা ভাষায় কোরআন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (ঢাকা : আল কোরআন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমি, ২০০৯ খ্রি.)
মো. আবদুর রাজ্জাক	:	বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি (ঢাকা : ঐতিহ্য, ১৯৯৯ খ্রি.), প্রথম খণ্ড।
মুহাম্মাদ হুসাইন আবুল ফাতুহ	:	কা-ঈমাহ মুজামিয়্যাহ বি-আলফাজিল কুরানিল কারীম ওয়া দারাজাতু তাকরারিহা (বৈরুত : লেবানন লাইব্রেরী, ১৯৯০)
মারওয়ান নুরুদ্দিন	:	আল-কুরআনুল কারীম মুযায়্যালান বিত-তাফসিলিল মাওদুঈ (ঢাকা : দারুল ফজর আল-ইসলামী, ২০০৬)

মুনীর বা'লা মাক্কী	:	আল-মাওরিদ (বৈরুত : দার আল-'ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৯৩ খ্রি.), জীবনী অধ্যায়।
মুহাম্মদ আলা উদ্দিন আযহারী	:	আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৩ খ্রি.), খণ্ড ২য়।
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশিদ নোমানী	:	লুগাতুল কুরআন (করাচি, দারুল ইশাআত, ২০০৭)
মাওলানা আবু তাহের	:	আল-কুরআনের আলোকে আরবী শিক্ষা (ঢাকা, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ২০১১)
মোহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম	:	আল-কুরআন শব্দ সংখ্যা ও তার শিক্ষা (ঢাকা : নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১৬)
মুফতি মুহাম্মাদ নাঈম	:	লুগাতুল কুরআন (করাচি : মাকতাবাতুন নূর, ২০০৭)
মুফতি মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ	:	কুরআন সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা : দারুল কিতাব, ২০০০)
মুহাম্মাদ আবু তালেব	:	বিজ্ঞানময় কুরআন Al-Quran is All Science (ঢাকা : ঢাকা বুক কর্ণার, ২০১৬)
মুহাম্মাদ আবু হেনা ও মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া	:	কুরআনীয় অভিধান (ঢাকা : হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২০১২)
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া	:	আত তিসঈনা (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মাআরেফ, ১৯৯৮ খ্রি.)
শায়েখ আস সাদুক	:	কিতাবুত তাওহীদ, (ইরাক : মাকতাবাতুস সাদূক, ২০১৬ খ্রি.)
শায়েখ সিরাজুদ্দিন উসমান আওধী (অধ্যাপক ডা. এন এম কামরুল আহসান সম্পা.)	:	ميزان الصرف و المنشعب Arabic Grammar and Composition (ঢাকা : ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ২০১৪)
সাইয়েদ কুতুব শহীদ	:	তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন (ঢাকা : আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ২০০৪)
হাফেজ ইমামুদ্দীন ইবনে কাসীর (ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান অনু.)	:	তাফসীরে ইবনে কাসীর (ঢাকা : হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, ২০০৭)
Dr. Muhammad Taqi Ud-din Alhilali & Dr. Muhammad Muhsin Khan	:	Study the Noble Quran verse by verse (Riyadh: Darus Salam, 2011)
Muhammad Asad	:	Message of the Quran (Spain: Dar Al-Andlus, 1980)
Muhammad Mohar Ali	:	A Word for Word Meaning of The Quran (London: Jamiat ihya minhaj

Dhaka University Institutional Repository

		sunnah, 2003)
Salahuddin Ahmed	:	Guidance from the Quran (KualaLumpur: percetakan, 2012)

ওয়েব সাইট :

www.quran.com
www.mawdo3.com
www.arwikipedia.org
www.thequran.com
www.kalamullah.com
www.kalamullah.com
www.corpus.quran.com
www.bn.wikipedia.org
www.al-maktaba-shamila
www.understandquran.com
www.understandquran.com
www.search-the-quran.com
www.dream.bayyinahtv.com

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য প্রচলিত কোর্স কারিকুলামের ওপর জরিপের ২টি নমুনা

১ম নমুনা

মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্য : যারা কুরআনের অর্থ শেখাচ্ছেন (ফ্যাসিলিটেটর) তাঁদের জন্য

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কুরআনের অর্থ শিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে **ফ্যাসিলিটেটরদের** জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা

গবেষণার বিষয়/শিরোনাম : আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতি : বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর একটি প্রায়োগিক সমীক্ষা

(The Method of Teaching the Meaning of Al-Quran : An Empirical Study On Bengali Speaking People)

জরিপ নং :

তারিখ :

- **ব্যক্তিগত তথ্য**

নাম	
বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদবি ও প্রতিষ্ঠান	
ই-মেইল	

১. একজন মুসলিমের জন্য কুরআনের কতটুকু অর্থ জানা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

☐ না জানলেও চলে
☐ ফাতিহা-ফীল পর্যন্ত
☐ নামাজে পাঠ্য সকল সূরা
☐ প্রাথমিকভাবে নামাজে পাঠ্য সূরাসমূহ, দোয়া ও তাসবীহসমূহ এরপর পর্যায়ক্রমে পুরো কুরআন।

২. বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য যে কোর্স, কারিকুলাম ও ফ্যাসিলিটেশন আছে তা-

Dhaka University Institutional Repository

☐ পর্যাপ্ত/যথেষ্ট ☐ অপর্যাপ্ত/যথেষ্ট নয়

৩. বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য যে কোর্স ও কারিকুলাম আছে তা-
☐ কার্যকরী ☐ আংশিক কার্যকরী

৪. কতদিন যাবৎ কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন?
☐ ৫ বছরের বেশি ☐ ৫ বছরের কম
☐ প্রায় ১০ বছর ☐ ১০ বছরের বেশি

৫. কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আপনি কার পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন?
☐ নিজস্ব উদ্ভাবিত পদ্ধতি ☐ ড. আব্দুল আজীজ আব্দুর রহীম কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি
☐ মদীনা অ্যারাবিক ☐ মিক্সড পদ্ধতি

৬. কুরআনের অর্থ কুরআন থেকে পড়ে বুঝতে পারার মতো সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে, বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য যুগোপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ, বৈজ্ঞানিক, সর্বজনীন কোর্স ও সিলেবাস প্রণয়নের যৌক্তিকতা আছে বলে আপনি মনে করেন?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৭. কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আপনার অনুসৃত পদ্ধতিটি কী সমাজের সর্বস্তরের (উচ্চশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত) মানুষের জন্য উপযোগী?
☐ হ্যাঁ ☐ না

৮. আপনার অনুসৃত পদ্ধতিতে কিসের ওপর ফোকাস করা হয়/জোর দেওয়া হয়?
☐ আরবী গ্রামার ☐ আরবী ভাষা

৯. আপনার মতে বাংলাদেশে অর্থসহ কুরআন জানা/শেখা/শেখানোর বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বেশি কার্যকর হবে নাকি ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগ?
☐ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ☐ ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগ

১০. যেকোনো বিষয়ে যেকোনো পরামর্শ উল্লেখ করুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর

আপনার সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ
জাযাকাল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

২য় নমুনা

মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্য : যারা কুরআনের অর্থ শিখছেন তাঁদের জন্য

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কুরআনের অর্থ শিক্ষণ সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যারা কুরআনের অর্থ শিখছেন তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা

গবেষণার বিষয়/শিরোনাম: আল-কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতি : বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর একটি প্রায়োগিক সমীক্ষা

(The Method of Teaching the Meaning of Al-Quran: An Empirical Study On Bengali Speaking People)

ফরম নং : তারিখ :

- ব্যক্তিগত তথ্য

নাম	
বয়স	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
পেশা	
পদবি ও প্রতিষ্ঠান	
ই-মেইল	

১. একজন মুসলিমের জন্য বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা কী?

☐ ফরজ ☐ ওয়াজিব

☐ সুন্নাত ☐ জানি না

২. একজন মুসলিমের জন্য তার সাধ্যমতো কুরআনের অর্থ বোঝা কী?

☐ ফরজ ☐ ওয়াজিব

☐ সুন্নাত ☐ জানি না

৩. একজন মুসলিমের জন্য কুরআনের কতটুকু অর্থ জানা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

☐ না জানলেও চলে ☐ ফাতিহা-ফীল পর্যন্ত

☐ নামাজে পাঠ্য সকল সূরা ☐ প্রাথমিকভাবে নামাজে পাঠ্য সূরা, দোয়া ও তাসবীহসমূহ ও পর্যায়ক্রমে পুরো কুরআন।

৪. সালাতে আপনি যে সূরা, দোয়া ও তাসবীহসমূহ পাঠ করেন সেগুলোর অর্থ জানাকে আপনি জরুরি মনে করেন?

☐ হ্যাঁ ☐ না

Dhaka University Institutional Repository

৫. আপনাকে কুরআনের অর্থ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে?

☐ শিক্ষকের নিজস্ব উদ্ভাবিত পদ্ধতি ☐ ড . আব্দুল আজীজ আব্দুর রহীম কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতি

☐ মদীনা অ্যারাবিক ☐ মিক্সড পদ্ধতি

৬. কুরআনের অর্থ কুরআন থেকে পড়ে বুঝতে পারার মতো সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে, বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য যুগোপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ, বৈজ্ঞানিক, সর্বজনীন কোর্স ও সিলেবাস প্রণয়নের যৌক্তিকতা আছে বলে আপনি মনে করেন?

☐ হ্যাঁ ☐ না

৭. বাংলাদেশে কুরআন বোঝা/বোঝানোর বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বেশি কার্যকর হবে নাকি ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগ?

☐ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ☐ ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগ

৮. বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ বোঝার ব্যাপারে যে সচেতনতা আছে তা-

☐ পর্যাপ্ত ☐ অপর্যাপ্ত

৯. বর্তমানে বাংলাদেশে কুরআনের অর্থ শেখানোর জন্য যে কোর্স ও সিলেবাস আছে তা-

☐ পর্যাপ্ত/যথেষ্ট ☐ অপর্যাপ্ত/যথেষ্ট নয়

১০. বর্তমানে বাংলাদেশে অর্থসহ কুরআন বোঝা/বোঝানোর বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কোনো ভূমিকা আছে?

☐ আছে ☐ নাই

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর

আপনার সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ

জাযাকাল্লাহ